

শ্রীমদগৌড়ীয়াসৌ ভবতঃ

# গৌড়ীয়-বংশহাৰ

( শ্রোতপত্ৰি-গৌড়ীয়-বৈষ্ণৱেৰ মূলধন-সম্পূট )

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়িক-সংরক্ষক

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষা-অষ্টোত্তরশতশ্রী চিদ্ৰিলাস  
শ্রীশ্রীমভক্তিসিদ্ধান্ত-সন্ন্যাসী ঠাকুর-

অনুকম্পিত

শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারি-

সঙ্কলিত ।



শ্রীশাদ অনন্তবাহুদেব ব্রহ্মচারি-বিজ্ঞাতৃষণ বি,এ, ফর্ডক  
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্মে মুদ্রিত ও  
শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ।

ভিক্ষা—মুদ্রাধর ।

# ରତ୍ନ-ମୁଚୀ

ରତ୍ନ ବିଷୟ	ପତ୍ରାଂଶ	ରତ୍ନ ବିଷୟ	ପତ୍ରାଂଶ
୧ମ—ଶୁଦ୍ଧ-ତତ୍ତ୍ୱ	୧—୨୨	୧୦୩—ସାଧନ-ଭକ୍ତି-ତତ୍ତ୍ୱ	୧୮୭—୨୦୮
୨ୟ—ଭାଗବତ-ତତ୍ତ୍ୱ	୨୩—୩୮	୧୦୪—ବର୍ଣ୍ଣଧର୍ମ-ତତ୍ତ୍ୱ	୨୦୯—୨୨୦
୩ୟ—ବୈଷ୍ଣବ-ତତ୍ତ୍ୱ	୩୯—୬୮	୧୦୫—ଆଶ୍ରମଧର୍ମ-ତତ୍ତ୍ୱ	୨୨୧—୨୩୬
୪ର୍ଥ—ଗୌର-ତତ୍ତ୍ୱ	୬୯—୮୦	୧୦୬—ଶୁଦ୍ଧଶ୍ରାଦ୍ଧ-ତତ୍ତ୍ୱ	୨୩୭—୨୫୧
୫ମ—ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ-ତତ୍ତ୍ୱ	୮୧—୮୮	୧୦୭—ଶ୍ରୀନାମ-ତତ୍ତ୍ୱ	୨୫୨—୨୬୩
୬ଷ୍ଠ—ଅଦ୍ୱୈତ-ତତ୍ତ୍ୱ	୮୯—୧୦୨	୧୦୮—ପ୍ରୟୋଜନ-ତତ୍ତ୍ୱ	୨୬୪—୨୭୫
୭ମ—କୃଷ୍ଣ-ତତ୍ତ୍ୱ	୧୦୩—୧୧୨		
୮ମ—ଶକ୍ତି-ତତ୍ତ୍ୱ	୧୧୩—୧୨୮	ଦୋଳକ	
୯ମ—ଭଗବଦ୍‌ସ-ତତ୍ତ୍ୱ	୧୨୯—୧୪୭	ପ୍ରମାଣ-ତତ୍ତ୍ୱ	୨୭୬—୨୮୭
୧୦ମ—ଜୀବ-ତତ୍ତ୍ୱ	୧୪୮—୧୬୧	ମଧ୍ୟମାଂସ	
୧୧ମ—ଅଚିନ୍ତ୍ୟଭେଦାଭେଦ-ତତ୍ତ୍ୱ	୧୬୨—୧୭୭	ଶୁଦ୍ଧଶ୍ରାଦ୍ଧ	୨୮୮—୨୯୯
୧୨ମ—ଅଭିଧେୟ-ତତ୍ତ୍ୱ	୧୭୮—୧୮୭	ମହାପ୍ରଭୁର ବନ୍ଦନା	୩୦୦—୩୧୧
		ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନାମାଷ୍ଟକ	୩୧୨—୩୨୩

## শ্লোকসূচি

শ্লোক	বক্তৃ-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	বক্তৃ-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
অ			অথাপি যৎ	৭।৩৭	১০৫
			অথৈতানি ন সেবেত	১৩।১১০	২২১
অংহঃ সংহরতে	১৭।১৩	৩০২	অত্থাপি বাচস্পত্যয়ঃ	১২।৩৫	১৭২
অক্লোঃ কলং	৩।৪৭	৫৬	অদ্বৈতং হরিণা	৬।২	৮৯
অঘচ্ছিং অরুণং	১৭।১২	৩০৮	অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যাক্ত	৬।১০	৯১
অৰ্দ্ধদমন	১৭।৪৭	৩১৬, ৩৫২	অধনা অপি	১৫।২১	২৮১
অচিন্ত্য্য খলু	৭।১০২	১২৫	অধ্যাপয়তি	১৪।৮৪	২৬৬
অচৈতন্তমিদং	৩।৮১	৬৭	অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তঃ	১৩।১৪৪	২৩৩
অচ্ছৈত্বোহয়ম্	১০।৫	১৪২	অনয়াধিতঃ	৯।২২	১৪৬
অজামেকাং	৮।১১	১৩৪	অনর্থোপশমং	২।৫	২৪
অজোহপি	৭।১০০, ৮।৭ ; ১২৫, ১৩২		অনর্পিতচরীং	৪।৩১	৭২
অজ্ঞানতিমিরাক্ত	১।৩৭	১০	অনাশ্রিত কর্মফলং	১২।৪৪	১৮২
অগ্নুর্হোষ আত্মায়ং	১০।২	১৫০	অনাসক্তস্ত বিষয়ান্	১৩।৮০	২১৩
অতঃশ্রী-১৩।২৮, ১৭।৫৬ ; ১৯৫, ৩২০			অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গোবৎ	৪।১১	৭২
অত আত্যস্তিকং	১৩।১৫০	২৩৫	অন্তরায়ান্ বদন্তি	১৩।৪৩	১৮২
অতপাত্তনধীমানঃ	১৪।৮৬	২৬৭	অকং তমঃ প্রবিশন্তি	১২।২৬	১৭৬
অতিবিশ্বস্তচিত্তস্ত	১৩।৬২	২০৮	অত্যাভিলাষিতাশ্চ	১৩।৬	১৮৮
অত্যাহারঃ প্রম্বাসঃ	১৩।৮৫	২১৪	অপরিমিতা ধ্রুবাঃ	১০।৪০	১৬০
অথবা বহনৈভেন	৭।১৫	৯৭	অপরে তু	১১।৮	১৬৫
অথাপি	৭।১০৪, ১২।৩৭ ; ১২৬, ১৮০		অপরেয়মিতত্ত্বজ্ঞা	৮।১০	১৩৩

ଅମଞ୍ଚ ଗୋପାୟ	୧୮୫୧	୧୦୮	ଅସୌ ମୟା ହତ:	୧୮୮୫	୨୫୦
ଅପି ଚାଚାରତସ୍ତେଷାଂ	୧୫୮୮	୨୭୮	ଅସୌ ସ୍ବପୁତ୍ର-ମିତ୍ର	୧୧୧୧୩	୨୨୫
ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ	୧୮୧୧୧	୧୨୮	ଅହଂ ବେଦ୍ମି	୨୮୨୧	୩୦
ଅବତାରା ହସଂଧ୍ୟେୟାଂ	୧୮୧୫	୧୧୬	ଅହଂ ଭକ୍ତପରାଧୀନ:	୩୨୨	୫୨
ଅବିଦ୍ଵାୟାଂ ବହ୍ନା	୧୨୮୫	୧୧୧	ଅହଂ ସର୍ବଶ୍ରମପ୍ରଭବ:	୧୮୫୮	୧୦୨
ଅବିଦ୍ଵାୟାଂ ୧୦୮୦, ୧୨୮୧୩, ୧୧୧, ୧୧୧			ଅହଂ ହି ସର୍ବସଞ୍ଜ୍ଞାନାଂ	୧୮୧୧	୨୮
ଅବିସ୍ମିତଂ ତଂ	୧୧୧୧୧	୩୩୧	ଅହମେବ କ୍ବଚିତ୍	୫୮୨	୧୧
ଅବିସ୍ମୃତିଃ କ୍ଷମପଦ	୧୩୫୦	୧୨୨	ଅହମେନ ଦ୍ଵିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ	୫୮୧୦	୧୧
ଅବୈଷ୍ଣବ-ସୁଧୋଦନୀର୍ଣ୍ଣ	୨୮୩	୩୩	ଅହୋବତ ୩୧୮, ୧୫୮୧୦୩; ୧୧, ୨୧୨		
ଅବୈଷ୍ଣବୋପଦିଷ୍ଟେନ	୧୧୫	୧୬	ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମହୋ	୧୩୬୧	୨୦୨
ଅଭ୍ୟର୍ଥିତସ୍ତଦା	୧୩୧୦୧	୨୨୦	ଅହୋ ଯେ ପିତରୋ	୧୧୮୮	୨୮୦
ଅମୁନି ପଞ୍ଚସ୍ଥାନାନି	୧୩୧୦୨	୨୨୦			
ଅମୃତଧନ୍ୟାନି	୧୮୮୧	୩୧୦			
ଅୟଂ ସ୍ଵତ୍ଵାୟନ:	୧୩୧୧	୨୦୫	ଆ		
ଅସ୍ମି ଦୀନଦୟାଦ୍ର ନାଥ	୧୮୮୩	୩୧୧	ଆକୃଷ୍ଟିକୃତ	୧୧୮୧୧	୩୦୧
ଅର୍ଚ୍ଚାୟାଂ ଏବ ହରୟେ	୩୬	୫୦	ଆଚର୍ଯ୍ୟା ସ୍ଵୟଂ	୩୧୩	୬୫
ଅର୍ଚ୍ଚୋ ବିଷ୍ଣୋ	୧୩୨୫	୨୧୧	ଆଚାର୍ଯ୍ୟାବାନ	୮୨	୧
ଅର୍ଥୋହସଂ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ରାଣାଂ	୨୧୧	୨୧	ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଂ ୮୨୮, ୧୧୫୬; ୮, ୨୧୬,		
ଅଗ୍ନି ବା ବିନଷ୍ଟେ	୧୩୧୦୨	୨୧୨	ଆଚିନୋତି ଯଃ	୮୨୩	୮
ଅଗ୍ନିଜ୍ଞୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟବେଷେ	୧୫୮୧୧	୨୬୧	ଆଜ୍ଞାୟେବ ଶୃଣାନ୍	୧୧୧୧୨	୨୨୫
ଅଶ୍ଵଚିର୍ବାସି	୧୩୨୧	୨୧୬	ଆଜ୍ଞାରାମଞ୍ଚ ମୁନୟଃ	୧୩୩୫	୧୨୧
ଅଶ୍ଵକ୍ତାଃ ଶୂଦ୍ରକଲ୍ଲାହି	୧୫୬୩	୨୧୨	ଆଦରଃ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟାଂ	୧୩୧୨	୨୦୧
ଅଶ୍ଵ-ପୁଲକାବେବ	୧୧୬୮	୩୨୬	ଆଦୋ କୃତଯୁଗେ	୧୫୮୧	୨୫୫
ଅଶ୍ଵମେଧଂ ଗବାଳକ୍ତଂ	୧୧୮୮	୨୮୫	ଆତ୍ମୋତ୍ସବତାରଃ	୧୧୧୮	୧୧୮
ଅସ୍ତ୍ୟାନପ୍ରତିଷ୍ଠେ	୧୫୮୩	୨୩୨	ଆନନ୍ଦଚିନ୍ମୟରମ	୧୮୮୧	୩୫୮
			ଆନନ୍ଦତୀର୍ଥନାମା	୮୬୫	୧୨

ଆହୁକୁଳାନ୍ତ ସଙ୍କଳ୍ପ:	୧୦।୧୦୨	୨୦୧	ଜିହ୍ବର: ସର୍ବଭୂତାନାଂ	୧।୧୮	୨୧
ଆପଦ୍ମପି ଚ	୧୮।୨୨	୨୬୨	ଜିହ୍ବରେ ତଦଧୀନେଷୁ	୩।୧	୮୨
ଆସ୍ମାୟ: ଶ୍ରୁତୟ:	୧।୬୨	୧୮			
ଆରାଧ୍ୟୋ ଭଗବାନ୍	୮।୮୧	୮୭	ଉଂସାହାନ୍ନିଷ୍ଟୟାଂ	୧୦।୧୬	୨୧୨
ଆର୍ଜ୍ଜବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣେ	୧୮।୮୬	୨୫୫	ଉଂସ୍ତୈଜ୍ୟାତଂ	୧୧।୩୬	୩୧୭
ଆଶ୍ରମାପସଦା	୧୫।୮୨	୨୨୭	ଉଦ୍ଭିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ	୧।୩	୨
ଆଶ୍ରିଷ୍ଠା ବା	୧୮।୨୨	୩୫୦	ଉପନୀୟତୁ ଯଃ ଶିଷ୍ୟଂ	୧।୨୨	୧
ଆସକ୍ତିସ୍ତଂ	୧୮।୮	୩୮୬	ଉବାହ କୁଷୋ ଭଗବାନ୍	୨।୧୮	୧୮୭
ଆସନ୍ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ନୟୋହସ୍ତ	୮।୫	୧୦	ଉଲ୍ଲଜ୍ଜିତ ତ୍ରିବିମ୍ବସାମ	୧।୧୦୮	୧୨୧
ଆସାମହୋ ଚରଣରେଖୁ	୩।୬୨	୬୭			
ଆହୁରୀଂ ଯୋନିଂ	୧୮।୬	୨୫୦	ଉ		

ଇ

ଈ

ଈତି ଜାତହୁନିର୍ବେଦ:	୧୧।୫୩	୩୧୨	ଈଗ୍ ଯଜୁଃ ସାମ	୨।୮୭	୩୫
ଈତି ପୁଂସାପିତା	୧୦।୧୧	୧୨୧	ଈତେହର୍ଥଂ ଚ।୧୮, ୧୧।୨ ୧୩୫, ୧୬୨		
ଈତି ଷୋଢ଼ଶକଂ	୧୧।୩୨	୩୧୮			

ଐ

ଐଂ ନୃତିର୍ଯ୍ୟାଗୃଷି	୮।୧	୧୦	ଐକବାସା ହିବାସାଥ	୧୫।୩୨	୨୮୮
ଐଂପରିସ୍ତୁଷ୍ଟମୁକ୍ତଃ	୧୫।୧୫	୨୧୨	ଐକମେବ ତଂପରମତତ୍ତ୍ୱଂ	୧୧।୧	୧୬୮
ଐଂ ସତାଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପ	୨।୧୦	୧୮୨	ଐକମେବ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ	୧୧।୬	୩୦୮
ଐଂଜ୍ଞାନମପାଶ୍ରିତା	୧୦।୨୭	୧୫୮	ଐକସ୍ମାଦୀଶ୍ୱରାନିତ୍ୟାଂ	୧୦।୨୧	୧୫୭
ଐଂହି ପୁଂସଃ	୧୦।୩୨	୧୨୬	ଐକୋ ବଶୀ ସର୍ବ	୧୧।୨	୧୬୨
ଐଂ ଦନ୍ତଂ ତପଃ	୧୦।୧୫	୨୧୧	ଐତଦକ୍ଷରଂ ଗାର୍ଗି	୧୮।୨୭	୨୬୨
ଐଂ ସ୍ୱାରସିକୀ	୧୦।୧୭	୧୨୦	ଐତନ୍ନିର୍ବିଷ୍ଣୁମାନାମ୍	୧୧।୮୨	୩୧୫
ଐଂ ଦେବତାୟଜ୍ଞେ:	୧୨।୧୮	୧୧୨	ଐତନ୍ନେ ସଂଶୟଂ	୧୮।୩୨	୨୫୨

ଐ

ଐଂ ପରମଃ କୃଷ୍ଣଃ	୧।୨୬	୧୦୧	ଐତାଂ ସମାନ୍ତାୟ	୧୦।୮୫	୨୦୧
			ଐତାଂ ସମାନ୍ତାୟ	୧୦।୮୫	୨୦୧
			ଐତାଂ ସମାନ୍ତାୟ	୧୦।୮୫	୨୦୧

এতাবতালমঘ	১৭২৫	৩১০	ঔ যং প্রাপ্য	১৩১১	১৮৯
এতাবদেব	১৮১৬	৩৪৮	ঔ যল্লক্কা পুমান্	১৩১০	১৮৯
এতাবান্ সাংখ্য	১৩৩৮	১৯৮			
এতাবান্বেব	১৭১৩	৩০৩	ক		
এতে চাংশকলাঃ	৭১২৫	১০১	কংসারিরপি	৯২৩	১৪৬
এতৈঃ কৰ্মফলৈর্দেবি	১৪১৬৭	২৬০	কটুপ্ললবণাত্যক্ষ	১৩১১৮	২২৩
এবং গুরুপাসনয়া	১৫৫৯	১৭	কথঞ্চিদ্বাদিক কামনয়া	২১৩৭	৩২
এবং দীক্ষাতঃ	১৪১৭১	২৬২	কর্ণোপিধায়	১৭৮৩	৩৩৩
এবং বহুদকাপি	১৫১৩৬	২৮৭	কৰ্মভির্গৃহমেধীয়েঃ	১৫১৬	২৭৯
এবং বিপ্রভ্যং	১৪১৫০	২৫৬	কৰ্মাকৰ্মবিকৰ্মেতি	১২১৯	১৭১
এবং বৃত্তো গুরুকুলে	১৫১৯	২৭৭	কৰ্মিভ্যঃ পরিতঃ	৩৭৭২	৬৪
এবং বৃহদ্র তধরঃ	১৫১১০	২৭৭	কলেদৌষনিধে	১৭১৯	৩০৫
এবংএতঃ	১৫১৫৬	২৯৫	কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি	১৪১২৭	২৪৫
এবং মনঃকৰ্মবশং	১৩১৬৪	২০৮	কামস্ত নেস্ত্রিয়	১২১২১	১৭৪
এবঞ্চ সত্যাদিকং	১৭১৩৬	২৫১	কামাদীনাং	১৩১৬১	২০৭
এবমেকং সাংখ্য	২১৪৫	৩৬	কালঃ কলিকলিনঃ	১৩১৩৮	২৩০
এবমেকান্তিনাং	১৬১১০	৩০০	কালোহস্তি দানে	১৭১২৩	৩০৯
এষাং বংশক্রমাদেব	১৪১৯১	২৬৯	কাশ্যঃ কুশো	১৪১৫৯	২৫৮
এষোহংগুরাভ্য	১০১১০	১৫০	কিং জন্মভিঃ	১৭১৯৬	৩৩৭
			কিং দত্তৈর্কহভিঃ	১৬১৫	২৯৮
ঐশ্বর্যস্ত সমগস্ত	৭১২৮	১০১	কিং বিদ্যায়া	১৩১৫৩	২০৫
ঐ			কুকুরস্ত মুখাদলষ্টং	১৩১৯০	২১৬
ঐ অমৃতরূপা চ	১৩১৯	১৮৯	কুটুম্বেষু ন সজ্জত	১৫১১৩	২৭৯
ঐ অ্যাহস্ত জানন্তঃ	১৭১৭	৩০৪	কৃতঃ পুনর্গতঃ	৮১১	১৩০
ঐ তদ্বিধোঃ	৭১২১	৯৯	কৃষ্টব্যাদি সমাসুক্তাঃ	১৩১৮৯	২১৫

কৃতে যৎ ১৩২২, ১৭১০; ১২৬, ৩০৫	গীত নৃত্যানি	১৭১০৮	৩৪১
কৃপাসিক্তঃ স্নসংপূর্ণঃ ১১২৫	৫	শুণাছালৌকবৎ	১০১২ ১৫১
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যঃ ১৪১৫	২৪২	শুরবো বহবঃ	১৪৮ ১৪
কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাংকৃষ্ণং ৪১৩	৬২	শুরন স শ্রাৎ	১৪৩ ১২
কৃষ্ণভক্তি সূধা ১৩১৪৫	২৩৩	শুরন নরমতিঃ	১৫৬ ১৬
কৃষ্ণশচ কৃষ্ণভক্তাশচ ৯২০	১৪৫	শুরোরপ্যবলিগুস্ত	১৪৯ ১৪
কৃষ্ণায়ার্পিত দেহস্ত ১৩৬৬	২০৯	শুরোরবজ্রা	১৭৭১ ৩২৮
কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ২১৪	১৪	গৃহস্থস্ত ক্রিয়াত্যাগঃ	১৫৪৮ ২৯৩
কৃষ্ণেহস্তঃ	৭৪২ ১০৭	গৃহাশ্রমো জঘনতঃ	১৫২ ২৭৫
কেচিৎ ত্রিবেণুং ১৫১৩৩	২৮৬	গৃহীত বিকুদীক্ষাকঃ	৩১১ ৩০
কেচিৎ স্বদেহান্তঃ ৭১১৯	৯৮	গৃহীতাপৌজিষৈঃ	৩১১ ৪১
কৈবল্যঃ নরকার্যতে ৩৭৬	৬৫		
ক্রিয়াসজ্ঞান শিক্ ৩৮০	৬৭	স্বতাচাং তস্ত পুত্রস্ত	১৪৫৬ ২৫৭
ক্লেশোহধিকতরঃ ১২২৭	১৭৬		
কচিৎ কদাচিদপি ১৭১০৯	৩৪১	চতুর্দ্বিধ শ্রীভগবৎ	৩৫৫
কচিন্নিবর্ততে ১৭১৯৯	৩৩৯	চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং	১৪১৬ ২৪৩
কাহং রজঃ ৩৬৪	৬১	চেতোদর্পণ মার্জ্জনং	১৭৪৯ ৩১৭

ক্ষ

জ

ক্ষত্রিয়স্বাবগতেঃ ১৪৪৮	২৫৫	জগৃহে পৌরুষং রূপং ৭৭৭	১১৮
ক্ষত্রিয়াগাং কুলে ১৪৬১	২৫৮	জনন মরণাদি	১৬ ৩
অস্তিরব্যর্থকালত্বং ১৮৭	৩৪৬	জনস্ত কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিমুগ্ধ	৩৫২ ৫৭
ক্ষীরং যথা দধি ৭৮৯	১২১	জন্মকর্ম চ মে দিব্যং ৭৯৭	১২৪
		জন্মাদ্যস্ত	৭২৩ ৯৯
গতস্বার্থমিমং ১৫২৬	২৮০	জন্মৈশ্বর্য্য প্রভ- ১৭৪৩	৩১৫
গর্ভাধানাদিভিঃ ১৪৮৩	২৬৬	জপতো ভরিনামানি ১৭২৭	৩১১

জয় নামধেয়		৩৫৮	তত্র পরমহংসা নাম	১৫১৩২	২৮৫
জয়তি জয়তি	১৭১২০	৩০৮	তত্ত্ববিরোধ সংপৃক্তঃ	১৭১৩৭	৩১৩
জাতকর্মাদিভিঃ	১৪১২৫	২৭০	তথা ন তে মাধব	১২১৩১	১৭৮
জাতশ্রদ্ধো মৎকথাস্থ	১৩১৭৭	২১২	তদশ্মসারং	১৭১৬৭	৩২৫
জাতিবত্র মহাসর্প	১৪১৩০	২৪৬	তদ্বিজ্ঞানার্থং	১১১	১
জাতে নামাপরাধে	১৭১৭৪	৩২৮	তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন	১৫৮	১৭
জিহ্বকতোহুচ্যত	১৩১২২	২২৪	তপস্ব্য তাপৈঃ	১৭১২	৩০২
জীবজ্বঃ	১৩১৩৭	২৩০	তপস্বিত্যোহধিকঃ	১২১৪৬	১৮৩
জীবমুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে	১২১৩৩	১৭৯	তব কথামৃতং	১৩১২০	১২২
জীবমুক্তা অপি	১২১৩২	১৭৯	তমেব ধীরো বিজ্ঞায়	১৪১৯৪	১৮৩
জ্যোতী দেবং	১০১৩২	১৫৮	তরবঃ কিং ন	১৩১৩২	২২৮
জ্ঞানং পরমতত্ত্বঞ্চ	৩১৪৬	৩৬	তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং	৭১১০৩	১২৬
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো	৩১২৯	৪৩	তস্মাৎ সর্বাস্বনা		
জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ	১৭১১৪	৩০৭	১৩১২৯, ১৭১১০০ ; ১২২, ১৩৩৯		
জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ	১৫১২৫	১৮৩	তস্মাদ্ গুরুং প্রপত্ত্বৈত	১১১৪	৫
জ্ঞান স্বরূপঞ্চ	১০১৩৫	১৫৯	তস্মাদান্বাক্তং	১৩১৫৩	২৩৫
জ্ঞানে প্রয়াসং	১২১২৮	১৭৭	তস্ত গৃৎসমদঃ	১৪১৫১	২৫৬
ত			তস্ত বা এতস্ত	১০১১৬	১৫২
তং নির্ঝাজং	১৭১৬২	৩২৩	তাং হোবাচ কিং	১৪১৪৫	২৫৪
তচ্চনামরূপ গুণ	১৩১২২	১৯৩	তান্ বৈ হৃদযুক্তিভিঃ	৩১৪৮	৫৬
তজ্জন্মতানি	১৭১২৫	৩৩৭	তানহং দ্বিষতঃ	১৪১৫	২৪০
তৎপাদপদ্য প্রবর্গৈঃ	১৩১৫২	২০৫	তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম	৩১৪	৪০
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য	১৩১২৫	২১৭	তাপাদিপঞ্চসংস্কারী	৩১৫	৪০
ততো ভজত মাং	১৩১৭৮	২১২	তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ	১৩১২৩	২২৫
তত্ত্বেন্দ্রকম্পাং	১৩১৫৪	২০৫	তাবৎ কর্মাণি কুর্কীত	১২১৭	১৭০

তাবৎ প্রমোদতে	১২।১৫	১৭২	দ		
তাবদ্ ব্রহ্মকথা	৩।৮২	৬৮	দস্তে নিধায় ভূপকং	১৩।১৪৮	২৩৪
তাবদ্বয়ং দ্বিধিগদেহ	১৩।১৪০	২৩১	দমনং দণ্ডঃ যন্ত	১৫।৩০	২৮৪
তা বাং বাস্তু স্মৃতিসি	৭।৯৮	১২৪	দশমে দশমং	৭।৩২	১০৩
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্	১৭।৩৪	৩১৩	দাস্তিকো ছক্ তঃ	১৪।৪১	২৫৩
তীর্থাশ্রম বনারণ্য	১৫।৫০	২৮৮	দাস্যে খলু নিমজ্জন্তি	১৩।৫৭	২০৬
তুণ্ডে তাণ্ডবিনী	১৭।৪৮	৩১৭	দিব্যং জ্ঞানং যতঃ	১৪।৬৪	২৫৯
তুল্যাম নবেনাপি	১৩।১৫১	২৩৫	দীপার্চ্ছিরেব হি	৭।৯৪	১২৩
তুল্যশ্রুতখ্যাতিয়াদি	১৩।৮৩	২১৪	দ্রাপাহল্লতপসঃ	১৩।১৫৫	২৩৬
তৃণাদপি	১৭।৫৭	৩২০	দৃষ্ট্বা সর্বং সমালোক্য	২।৪৭	৩৬
তে তং ভুক্ত্বা	১২।১৬	১৭২	দেবকোশোপজীবী	১৪।৯০	২৬৯
তে ধ্যান যোগানুগতাঃ	৮।৬	১৩২	দেবগুৰ্ব্ভূতান্তে ভক্তিঃ	১৪।১০	২৪১
তেনৈব হেতুভূতেন	৭।৩১	১০৩	দেবতা প্রীতিমাং	১৫।৪১	২৯১
তেষাং সতত যুক্তানাং	১২।৫০	১৮৫	দেবর্ষিভূতাপ্ত নৃণাং	১৩।৬৮	২১০
তেষাংস্তেষু মৃঢ়েষু	১৩।১১৬	২২২	দেহবীজ্রিয়বাক্	১৩।৫৬	২০৬
তাক্ত্বানুহস্তাজ		৩৫৭	দেহেন্দ্রিয় প্রাণ	৩।১২	৪২
ত্রিদণ্ডভূদ্ যো হি	১৫।৩৫	২৮৬	দৈবী হেমা	১৩।১৪২	২৩২
ত্রিদণ্ডমেতন্নিষ্কিপ্য	১৫।৩৪	১৮৬	দ্বা সুপর্ণা	৯।১৩, ১০।২৮	১৪৩, ১৫৬
ত্রিবৃৎ শৌক্ৰং	১৪।৭৩	২৬২	দ্বিতীয়ং প্রাপ্য	১৫।৫	২৭৬
ত্রিভুবন-বিভব	৩।১৬	৪২	দ্বিভুজঃ সর্বদা	৭।৪৩	১০৮
ত্রৈতামুখে মহাভাগ	১৪।২০	২৪৪	দ্বৈধা হি ভাগবত	৩।২	৩৯
ত্বক্ স্মৃতিশ্রোমনথকেশ	১৫।১২	২৮১	দ্বৌভূতসর্গে	১৪।২	২৩৯
ত্বয়োপভুক্ত শক্	৯।১১	১৪২	ধ		
ত্বাং শীলরূপ চরিতৈঃ	৭।১০৭	১২৬	ধনশিষ্টাদিভিঃ	১৭।১১০	৩৪২
			ধর্মঃপ্রোজুখিত	২।১	২৩

ধর্মস্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং	১২।১৯	১৭৪	ন ধর্ম্যং নাধর্ম্যং	১৮।২৪	৩৫১
ধর্মব্রতত্যাগ	১৭।৭২	৩২৮	ন প্রেমগন্ধোহস্তি	১৩।১৪৯	২৩৪
ধর্মমূলং হি	১৭।১	৩০২	ন বিশেষোহস্তি	১৪।২২	২৪৪
ধর্মস্তা হ্যাপবর্গ্যস্তা	১২।১০	১৭৪	ন বৈ বাচঃ	১০।২৫	১৫৫
ধিগ্জন্মনঃ	১৪।৭	২৪০	নমঃ প্রমাণমূলায়	১৭।৯২	৩৩৫
ধোতাস্থ পুরুষঃ	১৩।৪৩	২০০	ন মঘো্যাকান্তভক্ষানং	৩।৪২	৫৪
ধ্যায়ন্ ১৩।৩১, ১৭।১১ ; ১৯৬, ৩০৬			ন মে ৩।৫৯, ১৪।১০১ ; ৫৯, ২৭২		
ধ্যোয়ং সদা		৩৫৭	নমো মহাবদাত্মায়	৪।১৯	৭৪

ন .

ন কৰ্ম্মবন্ধনং	৩।৫৪	৫৮	ন বস্তা স্বঃ পরঃ	৩।১৫	৪২
ন কামকৰ্ম্মবীজানাং	৩।১৩	৪২	ন যোনিনাপি	১৪।৬৮	২৬০
ন চ মংস্তানিভূতানি	১১।৬	১৬৪	ন শিষ্টান্ ২।৩৬, ১৩।১০১ ; ৩২, ২১৯		
ন চৈতদ্বিগ্নে ব্রাহ্মণাঃ	১৪।৩২	২৪৭	ন শূদ্রা তগবন্তুক্তান্তে	১৪।৭৬	২৬৪
ন জায়তে ত্রিযতে	১০।৩	১৪৮	ন সাধয়তি মাং	১০।৪৮	১৮৩
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি	৭।৪	৯৪	ন হস্তয়ানি তীর্থানি	৩।৩৮	৫২
ন তথা মে প্রিয়তমঃ	৩।৬৭	৬২	নাচরেদ যন্ত	১২।১১	১৭:
ন তথা মে	৩।৭০	৬৩	নানুভবতি যঃ	১২।৩৪	১৭৯
ন তস্ত কার্য্যং ৭।২০, ৮২; ৯৮, ১৩০			নাভাগাদিষ্টপুত্রো	১৪।৪৯	২৫৬
নতু প্রহ্লাদস্ত গৃহে	৩।৬৫	৬১	নাম চিষ্টামণিঃ	১৭।৫	৩০৪
ন তে বিত্ঃ	১৩।৯৩	২১৬	নাম-লীলা-শুণাদি	১৩।২৬	১৯৫
ন দেশনিয়মো রাজন্ ১৭।২২	৩০৯		নামাত্তনন্তস্ত	১৭।২৬	৩১০
ন দেশনিয়মঃ	১৭।২৪	৩১০	নামাপরাধযুক্তানং	১৭।৭৫	৩২৮
ন ধনং ন জনং	১৩।১৫৯	২৩৮	নামৈকঃ যন্ত	১৭।৬৫	৩২৪
ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং	১।৪০	১১	নাম্রামকারি	১৭।৪৪	৩১

নায়ায়া ১।৫, ১২।৩৬ ; ২, ১৮০	নৈকশ্যাম্যচ্যুতভাব ১২।১৭	১৭৩
নারদ বীণা ৩৬০	নোদ্ধবোধপি ৩।৬৮	৬২
নারায়ণস্বঃ ন চি ৭।৩৫	১০৪	
নাশচর্য্যমেতৎ ১৭।৭৬	৩২৯	
নাহং বন্দে তব ১৩।৫৫	২০৬	
নাহং বিপ্রো ন ১৫।৫৭	২৯৬	
নিকুঞ্জ যুগঃ ৩৫৫	পঞ্চরাত্রস্ত কৃৎক্ষস্ত ২।৪৯	৩৭
নিখিলক্ৰতিমৌলি ১৭।৪ ৩০৩, ৩৫৮	পত্রং পুষ্পং ফলং ১৩।৫১	২০৪
নিগমকল্পতরোঃ ২।৩ ২৩	পরং শ্রীমৎ ১৩।৩৫	১৯৮
নিজেক্রিয়মনঃ ১৩।২৭	১৯৫	পরমার্থ শুদ্ধাশ্রয়ঃ ১।৫৩ ১৫
নিত্যং নৈমিত্তিকং ১৬।১১	৩০১	পরম্পরাভুক্তখনং ১৮।৫ ৩৪৫
নিত্যো নিত্যানাং ১০।২০	১৫৩	পরিচর্যা-যশোলিপুঃ ১।৪৭ ১৪
নিন্দাং কুর্কস্তু ১৭।৮১	৩৩২	পরিভ্রাণায় সাধনাং ৭।৭২ ১১৫
নিবৃত্ততথৈঃ ১৩।২১	১৯৩	পরোক্ষবাদো বেদঃ ১২।১০ ১৭১
নিবন্ধানাং ১২।৪	১৬৯	পাদসেবায়াং ১৩।৪৪ ২০১
নিষ্কলনস্ত ১৩।২৮	২১৮	পাদৌ বদীয়ৌ ২।২০ ২৮
নৃদেহমাছুং ১।৫৫	১৬	পার্বদতনুগাম্ ১০।৩৯ ১৬০
নৃণাং সর্বেষামেব ১৪।৬৫	২৬০	পিত্তেব পুত্রং ১৩।১০৫ ২২০
নেহ যৎ কস্য ধর্ম্মায় ১২।১৮	১৭৩	পিবন্তি যে ভগবতঃ ১৩।২৩ ১৯৪
নৈতৎসমাচরেৎ ১৮।১৯	৩৪৯	পুঙ্কসঃ স্বপচঃ ১৪।১০০ ২৭১
নৈনং চিন্দাস্তু ১০।৪	১৪৯	পুত্রদারাপ্ত বন্ধুনাং ১৫।১৪ ২৭৯
নৈবেত্তে জায়ন্তে ৭।৭০	১১৫	পুত্রো গৃৎসমদস্তাপি ১৪।৫২ ২৫৬
নৈবেদ্যং জগদীশস্ত ১৩।৮৭	২১৫	পুনশ্চ যাচমানায় ১৩।১০৮ ২২৪
নৈবোপরম্পর্য্যপচিতিং ১।৩৫	১০	পূরোর্বংশং ৯।৪৫৮ ২৫৮
নৈবাং মতিঃ ১৩।১৫৬	২৩৭	পুষ্পেকর্ষে ৭।৬ ৯৬

পৃচ্ছামি জ্ঞাং	১৩।১৪১	২৩২	বস্তনোহংশো জীবঃ	১০।৩৭	১৫২
প্রকাশস্ত চ	১৪।৫৫	২৫৭	বহিঃ সূত্রং	১৪।৭৭	২৬৫
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য	৮।১২	১৩৪	বহুবাক্যবিরোধেন	১৩।৮৪	২১৪
প্রত্যক্ষঞ্চ		৩৫২	বহুনাং জন্মনামস্তে	৩।৪৩	৫৪
প্রত্যক্ষেন্দ্ৰঃ		৩৫২	বহিঃ সূর্য্য ব্রাহ্মণেভ্যঃ	৩।৫৬	৫৮
প্রাণিনামুপকারায়	১৭।১১২	৩৪২	বাগদগ্গোহথ	১৫।২৯	২৮৪
প্রাণৈকাদীন	১০।২৪	১৫৪	বাচোবেগং ১।১৬, ১৫।৩১ ; ৫, ২৮৫		
প্রাপঞ্চিকতয়া	১৩।১০৬	২২০	বাচ্যং বাচকং		৩৬০
প্রাপ্তং শ্রীত্রয়	১৭।৩৫	৩১৩	বানপ্রস্থ্যশ্রমপদেষু	১৫।২৩	২৮২
প্রাপ্তে শ্রাদ্ধ দিনে	১৬।১	২৯৭	বালাগ্রশতভাগস্ত	১০।৮	১৫০
প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ	১২।৪২	১৮২	বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ	৭।৬৯	১১৫
প্রায়শ্চিত্তানি	১৭।৯৪	৩৩৬	বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে	৩।২৬	৪৯
প্রায়েণ বেদ	১৭।৯৩	৩৩৬	বিধিনা দেবদেবেশঃ	১৩।৪৮	২০২
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত	১৮।১৪	৩৪৭	বিপ্রঃ সংস্কারযুক্তঃ	১৪।৮১	২৬৬
প্রোক্তেন	১৩।৭৯	২১২	বিপ্রৈঃ ক্ষত্রিয় বিট্	১৪।২১	২৪৪
প্রবাহেতে অদৃঢ়া	১২।২২	১৭৪	বিপ্রৈঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্ণাশ্চ	১।১৮	৬
ব			বিপ্রাদ্ধ্বিষড়্ গুণ	৩।৫৭	৫৯
বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ	৭।১	২৩	বিপ্রা বেদবিহীনাশ্চ	১৪।২৪	২৪৫
বন্দে গুরুনীশ	১।২৯	৯	বিলজ্জমানয়া যস্ত	৮।১৬	১৩৫
বনঞ্চ সাংখ্যিকঃ	১৫।২৪	২৮২	বিলেবতোরুক্রম	১৩।১৩৪	২২৯
বপুর্বাদিষু যোহপি	১৩।৬৭	২০৯	বিশ্বসো মিত্রবৃত্তিষ্চ	১৩।৬৩	২০৮
বরং হতবহুজালা	১৩।১০০	২১৮	বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ	১৩।৩৯	১৯৯
বর্জয়িত্বা তু	১৭।৩৩	৩১২	বিষয়া বিনিবর্ত্তস্তে	১৩।৮১	২১৩
বর্ণাশ্রম ১৩।৩, ১৪।২; ১৮৭,		২৩৯	বিষ্ণুশক্তিঃ পরা	৮।২	১৩৭
বহায়িত্তে তে	১৩।১৩৬	২৩০	বিষ্ণোরয়ং যতঃ	১৪।৯৭	২৭০



ମଞ୍ଜୁନ୍ୟନଃ କଳାମିଦଂ	୩୭୬	୧୧	ମୁକ୍ତା ଅପି ଲୀଳୟା	୧୦୮୭୮	୧୭୦
ମତିନିକ୍ଷେପେ	୧୩୧୨	୨୧୬	ମୁଖବାହୁରୂପାଦେଭ୍ୟଃ	୧୮୮୧୭	୨୫୭
ମଦର୍ଥେଷ୍ଟଜ୍ଞଚେଷ୍ଟା	୧୩୬୦	୨୦୭	ମୁନୟୋ ବାତବସନାଃ	୧୮୬	୧୫୧
ମଧୁର-ମଧୁରମେତଂ	୧୭୮୧	୩୧୫	ମୁକ୍ତଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ	୧୮୧୧	୫
ମହୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ	୩୮୫	୧୧	ମୌନ-ବ୍ରତ ୨୮୭୧,		
ମହତତନ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ଵଚିନ୍ତନଂ	୧୭୧୧	୩୧୧		୧୩୧୭୦ ; ୩୧, ୨୨୭	
ମନ୍ତ୍ରେ ଧନାଭିଜ୍ଞନ	୧୭୧୮	୩୭୮			
ମମାହମିତି ଦେହାଦୌ	୧୭୧୧	୩୧୧			
ମମିବାଂଶଃ	୧୦୮	୧୫୮	ସଂ ବ୍ରହ୍ମାବକ୍ତ୍ରେନ୍ଦ୍ର	୭୮୭୧	୧୦୬
ମୟାତତମିଦଂ	୧୧୧୧	୧୬୭	ସଂ ପ୍ରବ୍ରଜା ଗୃହୀତଂ	୧୧୮୫୬	୨୧୨
ମୟାଧ୍ୟାକ୍ଷେପ			ସଂ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ	୧୦୮୭୫	୧୧୮
	୭୮୧୬, ୮୮୧୭ ; ୧୭, ୧୭୫		ସଂ ସ୍ଵକାଂ ପରତଃ	୧୧୮୧୭	୨୮୭
ମଲ୍ଲାନାମଶନିନିର୍ଗାଂ	୧୮୧	୧୭୧	ସ ଶ୍ଵାଂ ପୁରୁଷଂ	୧୮୮୧୮	୨୫୭
ମହଂ ସେବାଂ ହାରମାତଃ	୩୨୭	୫୧	ସଞ୍ଚୋଚ ନିଃସୃତ	୭୮୭୮	୧୦୬
ମହାଚିନ୍ତନଂ	୩୧୦	୧୭	ସଞ୍ଚାର୍ଥାଂ କର୍ମଣଃ	୧୩୮୫	୧୮୮
ମହାକୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତୋଽପି	୧୮୫୬	୧୭	ସଂ କରୋଷି	୧୩୧	୧୮୭
ମହାନ ପ୍ରାଭୂର୍ବେ ପୁରୁଷଃ	୧୮୧	୬୧	ସଂପାଦସେବାଭିକ୍ଷୁଚିଃ	୧୩୫୧	୨୦୦
ମହାପ୍ରଭୋଃ		୩୧୫	ସତ୍ର ଯେନ ସତଃ	୧୮୮୫	୧୬୭
ମହାବିଷ୍ଣୁର୍ଜଗଦକର୍ତ୍ତା	୬୮୧	୮୧	ସତ୍ତ୍ଵେତଲ୍ଲକ୍ଷ୍ୟାତେ	୧୮୫୫	୨୧୫
ମାତାପିତା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଃ	୩୬୧	୬୦	ସତ୍ତ୍ଵା କାକ୍ଷନତାଂ	୧୮୬୧	୨୦୧
ମାତୁରାଗ୍ରେହିଧିଜ୍ଞନନଂ	୧୮୧୧	୨୬୧	ସତ୍ତ୍ଵାକାଞ୍ଚିତ୍ତମୟଃ	୧୮୧୧	୨୬୧
ମାତ୍ରା ସ୍ଵଭା ଚାକ୍ଷିତ୍ରା	୧୩୧୧୧	୨୧୧	ସତ୍ତ୍ଵାସ୍ତ୍ରେହକ୍ରାଃ	୧୦୮୬	୧୫୧
ମାୟାତୀତେ ବ୍ୟାପି	୧୮୭	୮୫	ସତ୍ତ୍ଵା ତରୋଃ ୭୮୫୬, ୧୩୫୭, ୧୦୧, ୨୦୧		
ମାୟାଭର୍ତ୍ତାଜାତୁ	୧୮୫	୮୫	ସତ୍ତ୍ଵା ନାମାତ୍ମାସବଳେନ	୧୭୬୮	୩୧୧
ମାର୍କଣ୍ଡେୟୋଽହରୀଷତ୍	୩୬୭	୬୧	ସତ୍ତ୍ଵା ପ୍ରକାଶୟତୋକଃ	୧୦୮୧	୧୧୦

ଯଥା ମହାନ୍ତି ଭୂତାନ୍ତି	୧୧୩୭	୧୬୨	ସନ୍ତ ଦେବେ	୧୮୫	୨
ଯଥା ଯଥା ଗୌର	୩୧୧	୬୫	ସନ୍ତ ପ୍ରଭା ପ୍ରଭବତ:	୧୮୧	୨୫
ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମାନ୍ତ୍ରାୟା	୩୧୧	୬୭	ସନ୍ତପ୍ରସାଦାଂ		୩୫୬
ଯଥା ସମୁଦ୍ରେ ବହବ:	୧୦୧୨୨	୧୫୫	ସନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମେତି ସଂଜ୍ଞାଂ	୧୮୨	୨୫
ଯଦ୍ୟଦାଚବତି	୧୧୨୫	୮	ସନ୍ତ ସ୍ଥଳକ୍ଷଣଂ	୧୮୩୩୫	୨୫୦
ଯଦଦୈତଂ ବ୍ରହ୍ମୋପନିଷଦି	୫୧୧୬	୧୭	ସନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ୍ତ୍ୱଗବତି	୧୮୫୧	୧୬
ଯଦବଧି ମମ ଚେତ:	୧୩୧୧୩	୨୨୨	ସନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ୍	୧୧୧୨୦	୩୩୫
ଯଦପ୍ୟୁକ୍ତଂ ଗର୍ଭାଧାନାଦି	୧୫୧୧୫	୨୬୭	ସନ୍ତାଂଶାଂଶ:	୫୧୫	୮୫
ଯଦାପନ୍ୟା:	୫୧୨	୬୨	ସନ୍ତାଂଶାଂଶାଂଶ:	୫୧୬	୮୫
ଯଦାଭାସୋହିପି	୧୧୧୬୩ ୩୨୫, ୩୫୨		ସନ୍ତାଂଶାଂଶାଂଶଭାଗେନ	୧୧୫୧	୧୦୧
ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ତ	୧୧୧୧	୧୧୫	ସନ୍ତାନ୍ତରାଦି:	୧୧୧୧୦୧	୩୩୨
ଯଦା ସନ୍ତାନ୍ତରାଦି	୧୫୧୫୧	୨୨୩	ସନ୍ତାବୟବସଂସ୍ଥାନେ:	୧୧୮୧	୧୧୨
ଯଦି ହରିମ୍ବରଣେ	୧୮୧୧୮	୩୫୨	ସନ୍ତାନ୍ତି ଭକ୍ତି:	୧୩୧୫୧	୨୩୧
ଯଦୃଚ୍ଛା ମଂକଥାଦୋ	୧୨୧୫	୧୬୨	ସନ୍ତେକନିଃସ୍ପତି	୧୧୧୨	୧୧୮
ଯଦ୍ୱାପି ପ୍ରୋତ୍ୟକ୍ଷ-		୩୫୩	ସନ୍ତେତେହୈଚତ୍ୱାରିଂଶଂ	୧୫୧୧୫	୨୬୨
ଯଦ୍ୱାପ୍ୟାତ୍ମା ଭକ୍ତି:	୧୩୫୧	୧୨୨	ସନ୍ତ ବିଦ୍ୱାବିନିର୍ମୁକ୍ତଂ	୧୬୮	୩୦୦
ଯଦ୍ୱାକ୍ ସାକ୍ଷାତ୍	୧୧୧୧୮ ୩୦୮, ୩୫୨		ସାତ୍ତ୍ୱିକଂ ଗତରସଂ	୧୩୧୧୨	୨୨୩
ଯଦ୍ୱାମତ୍ତମାତ୍ରେଣ	୩୩୨	୫୦	ସାନ୍ତି ଦେବତା:	୧୨୧୫୨	୧୮୫
ଯଦ୍ୱାର୍ଥାତ୍ମା	୧୮୧୩	୩୫୫	ସ୍ୱକ୍ତଃ ହ୍ରାତ୍	୧୫୮୨	୨୬୬
ଯଦ୍ୱାଧୁନାଦି	୧୩୧୧୧	୨୨୩	ସ୍ୱାଗ୍ନିତଂ	୧୮୨୦	୩୫୦
ଯଦ୍ୱାସାମେକାଶୀତି:	୧୫୧୧୧	୨୫୧	ସ୍ୱାମୀନାମଭକ୍ତାନାଂ	୧୨୫୧	୧୮୧
ଯଦାଦିତି:	୧୨୫୦	୧୮୧	ସେତ୍ତେହରିବିନ୍ଦାକ୍ଷ	୧୨୩୦	୧୧୮
ଯଦା ସମ୍ପ୍ରାକ୍ତି:	୧୦୧୧୨	୧୫୩	ସେତ୍ତେହରିବିନ୍ଦାକ୍ଷ	୧୨୫୧	୧୧୬
ଯଦ୍ୱାସକ୍ତମତିର୍ଗେହେ	୧୫୧୧୧	୨୮୦	ସେ ଗୋ-ଗର୍ଦ୍ଧାଦୟ:	୧୧୧୧୧	୩୩୫
ଯଦ୍ୱା ତନ୍ତ୍ର କୁଳେ	୧୫୬୨	୨୫୮	ସେ ତୁ ସମ୍ପ୍ରାକ୍ତିମନ୍ତ୍ର:	୧୩୫୨	୨୦୨

যে স্বনেবংবিদঃ	১৩।১২০	২১৪	শ		
যেম জন্মশতৈঃ	১৭।২১	৩০৯	শম্ভাচক্রাদ্যুদ্বপুণ্ড্র	৩।৩	৩৯
যে বা ময়ীশে	৩।২৮	৪৯	শক্ষত্রক্ষণি নিষ্ণাতঃ	১।৪৫	১৩
যে মাং ভজন্তি	১৫।২০	২৮১	শমাদিভিরেব	১৪।৩৭	২৫১
যেষাং স এষ	১৩।১৪৩	১৩২	শমোদমস্তপঃ	১৪।৮, ১৩ ;	
যৈঃ স্বদেহঃ	১৫।৪৭	২২২		২৪১, ২৪২	
যোহনধীত্য দ্বিজঃ	১৪।৮০	২৬৬	শমো মন্নিষ্ঠতা	৯।৭	১৪১
যোগস্ত তপসশ্চৈব	১২।৫১	১৮৫	শাক্তোক্তয়া প্রবলয়া	১৩।১২	১৮৯
যোগান্তরো ময়া	১২।৩	১৬৯	শিখী যজ্ঞোপবীতী	১৫।৩৮	২৮৮
যোগিনামপি	১২।৪৭	১৮৩	শিবঃ শক্তিযুতঃ	৭।৯১	১২২
যো ব্যক্তি স্থায়রহিতম্	১।৫১	১৫	শিবঃ শক্তিযুতঃ	১৭।৮৭	৩৩৪
যো ব্রাহ্মণঃ	১৪।৮৫	২৬৭	শিবস্ত্রীবিষ্ণোঃ	১৭।৭০	৩২৮
যা যন্ত মাংসং	১৩।১২১	২২৪	শুগস্য তদনাদর	১৪।৪৭	২৫৫
র			শুদ্ধপূতঃ সদা	১৬।১২	৩০১
রজন্তুমশ্চসঙ্কেন	১৭।৮৯	৩৩৫	শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীশুরোঃ	১।৪২	১২
রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ	৩।৪৫	৫৫	শুদ্ধসঙ্ঘ-বিশেষাত্মা	১৮।১	৩৪৪
রসো বৈ সঃ	৯।২	১৪০	শুদ্ধসমাণ আচার্য্যং	১৫।৮	২০৭
রহুগণৈতৎ	১৩।১৫৪	২৩৬	শূদ্রস্ত সন্নতিঃ শৌচং	১৪।১১	২৫১
রাক্ষসাঃ কলিম্	১৪।২৮	২৪৬	শূদ্রাণাং স্থপকারী	২।৩৮	৩৩
রাজ্ঞঃ জ্ঞানবচনং	২।৪৪	৩৬	শূদ্রে চৈতন্তবেল্লম্বং	১৪।৩৪	২৫০
ল			শৃগতঃ শ্রদ্ধয়া	১৩।২৫	১৯৪
শক্। অহল্লভমিদং	১২।২	১৬৮	শৃগতাং স্বকথাঃ	১৩।২৪	১৯৪
লোকে ব্যবারামিষ	১৫।১২	২৭৮	শৈলী দাক্ষয়ী	৭।১১৩	১২৯
লৌকিকী বৈদিকী	১৩।৮২	২১৩	শোকামর্ষাদি	১৩।১০৩	২১৯
			শৌচং তপস্তিতিক্ষাং	১৩।৭১	২১০

ଶୌଚାଚାରସ୍ଥିତ:	୧୫।୨୬	୨୭୦	ଶ୍ରେୟଶ୍ଚ ପ୍ରେୟଶ୍ଚ	୧୨।୧	୧୬୫
ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳ୍ୟ:	୧୫।୧୫	୨୫୨	ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ବଧର୍ମ:	୧୨।୮	୧୭୦
ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ:	୧୫।୨	୨୫୧	ସ୍ବବିଢ୍ବ ବ୍ରାହ୍ମ	୧୦।୧୦୦	୨୨୨
ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ ଭାଗବତେ	୧୦।୭୦	୨୧୧	—		
ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ ଭାଗବତେ	୧୭।୨୧	୩୦୫	ସ		
ଶ୍ରବଣକୀର୍ତ୍ତନବିଷୟ:	୧୦।୧୬	୧୨୧	ସଟ୍‌କର୍ମନିପୁଣ:	୧।୧୭	୬
ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ	୧୦।୫୮	୨୦୭	ଷୋଡ଼ଶୈତାନି	୧୭।୦୨	୦୧୨
ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୟାନ:	୧୦।୭୫	୨୧୧	ଜ		
ଶ୍ରବଣାୟାପି	୧।୧୦	୫	ସଂସାରଦାବାନଳ		୦୫୫
ଶ୍ରବାସ୍ତୁତ୍ର ସ୍ତୁତଚର୍ଚ୍ଚି:	୧୫।୫୫	୨୫୬	ସକୃତ୍ ପ୍ରଣାମୀ କୃଷ୍ଣ	୧୫।୨୨	୨୭୨
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ବ୍ରହ୍ମ-ଦେବର୍ଷି:	୧।୬୫	୧୨-୨୦	ସକୃତ୍‌ଚାର୍ଯ୍ୟତଂ	୧୦।୦୦	୧୨୬
ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟପ୍ରଭୁଃ	୫।୨୫	୭୬	ସ ଗୃହୀ	୧୬।୧୧	୦୦୧
ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟମନୋହରୀଃ	୧।୦୮	୧୦	ସକ୍ଷର୍ଗ: କାରଣତୋୟାୟୀ	୫।୨	୮୫
ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହାରାଧନ		୦୫୫	ସକ୍ଷରଂ ଚ ତଥାଦାନଂ	୧୬।୫	୨୨୮
ଶ୍ରୀବିଷୟ: ଶ୍ରବଣେ	୧୦।୧୮	୧୨୧	ସଚ୍ଛୋଦ୍ଧିକୂଳେ	୧୫।୬୦	୨୫୫
ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଗୁରୋ:		୦୫୬	ସତତ୍ତ୍ବତୋହତ୍ତ୍ବା	୧୧।୧୦	୧୬୬
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତଂ ପୁରାଣମ୍	୨।୬	୨୫	ସତ୍ୟାଂ ନିନ୍ଦା	୧୭।୬୨	୦୨୮
ଶ୍ରୀରାଧାୟା: ପ୍ରଣୟମାହିମା	୫।୦୨	୭୨	ସତ୍ୟାଂ ପ୍ରସନ୍ନାନ୍ୟମ	୧୦।୧୮	୨୦୭
ଶ୍ରୀରାଧିକା		୦୫୫	ସତ୍ୟାଂ ଶୌଚଂ ଦୟା	୧୦।୧୫	୨୨୨
ଶ୍ରୀହୃଦକାରେଣ କୃତ:	୧୦।୨୬	୧୫୫	ସଦାଂତ ସନ୍ନିକୃଷ୍ଟାଂ	୦।୬୬	୬୨
ଶ୍ରୀମତ୍‌ପୋପନିସଦଂ	୧୭।୧୭	୦୦୭	ସ ବିଶ୍ବକୃଦ୍‌ବିଶ୍ବବିଂ	୮।୮	୧୦୦
ଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ବ ପୁଂସାଂ	୧୦।୦୦	୧୨୭	ସ ବୈ ପୁଂସାଂ	୧୫।୫୫	୨୨୨
ଶ୍ରୀତି: ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଂ		୦୫୨	ସ ବ୍ରହ୍ମକା:	୧୦।୧୫	୧୫୨
ଶ୍ରୀହାରି ନାମମାହାତ୍ମ୍ୟାଂ	୧୭।୭୦	୦୨୮			
ଶ୍ରେୟ: ସ୍ଥିତିଂ ଉକ୍ତିଂ	୧୨।୨୨	୧୭୭			

সমানে বৃক্ষে	১০।২৯	১৫৭	সারভূতঞ্চ সর্বেষাং	২।৪৮	৩৭
সর্বং বৃদ্ধিঃ	২।৫	১৪০	সিদ্ধান্তস্তত্ত্বভেদেহপি	৭।৩৪	১০৪
সর্বতো মনসঃ	১৩।৭০	২১০	সিদ্ধান্তস্তত্ত্বভেদেহপি	২।২১	১৪৬
সর্বত্রাশ্বেষরাধীক্ষাং	১৩।৭২	২১১	স্ববর্ণ বর্ণ হোমান্নঃ	৪।৮	৭১
সর্বত্রাশ্বলিতাদেশঃ	১৪।১০১	২৭১	স্বরষে বিহিতা	১৩।১৪	১২০
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য	১৩।৬২	২১০	সুদিতাশ্রিতজন		৩৬০
সর্ববেদান্তসারং হি	২।১৫	২৭	স্বজামি তন্নিবৃত্তোহহং	৭।২৬	১২৪
সর্ববেদেতিহাসানাং	২।১৩	২৬	সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়*	৮।১৫	১৩৫
সর্বভক্ষ্যরতিনিত্যং	১৪।৪৩	২৫৩	সেবাসাধকরূপেণ	১৮।২	৩৪৬
সর্বভূতেষু যঃ	৩।২	৪১	সৌন্দর্যো কামকোটঃ	৪।১৮	৭৪
সর্বশ্র চাঃ	৭।২৪	১০০	স্নেহাঘা গোভতঃ	১।৫০	১৪
সর্বে সর্বাস্বপত্যানি	১৪।৩১	২৪৬	স্বরস্তঃস্মারয়স্তঃ	১৮।৬	৩৪৫
সর্বোহয়ং ত্রাক্ষণঃ	১৪।৬২	২৬১	শ্রাং কৃষ্ণনাঃ	১৭।৫৮	৩১০
সর্বোপাধিবিশিষ্টকৃতং	১৩।৭	১৮৮	শ্রাদ্ধেহয়ং	১৮।১১	৩৪৭
সত্সপত্রং কমলং	৭।৮০	১১২	স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ	৩।৩৩	৫০
স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ	১৫।১	২৭৪	স্বভাবৈঃ	১৬।৭	২২২
সাক্ষাৎকরিষ্মেন	১৪।১	১২০	স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং	১২।১৩	১৭১
সাক্ষ্যেত্যং পারিহাস্যং	১৭।৬১	৩২৩	স্বয়ং ব্রহ্মণি	১৪।৬৬	২৬০
সাত্তিকেষু চ কল্লেষু	২।৪২	৩৫	স্বয়ন্তসাম্যাতিশয়ঃ	৮।১২	১৩৬
সাধবো দ্ভদয়ং	৩।৩০	৫০	স্বয়ন্তসাম্যাতিশয়ঃ	১৮।৪	৩৪৫
সাধুনাং সর্মচিত্তানাং	৩।৩৭	৫২	স্বয়ন্তুর্নারদঃ শন্তুঃ	৩।৬২	৬০
সা পরানুরক্তিরীশ্বরে	১৩।৫	১৮৮	স্বস্ত্যনিভূতচেতাঃ	১০।৩২	১৮১
সাবিত্রাং প্রোজাপত্যং	১৫।৩	২৭৫	স্বেষেহধিকারে	১২।৭	১৭০
সাম্প্রতঞ্চ যতঃ	১৪।৪০	২৫৩			
সায়ং প্রাতরুপানীয়	১৫।৭	২৭৭	হস্তি নিন্দতি বৈ	১৭।৮২	

প্রেম সদা

হরে কৃষ্ণোত্থ্যৈঃ

৭।৪৭, ১৩।১০৪ ; ১১০, ২১২

৪।২৮, ১৭।২২ ; ৭৭, ৩১১

হরিণি নিষ্ঠুৰঃ

হরেন্নাম হরেন্নাম ১৩।৩৬ ১৯৮

৭।৯২, ১৭।৮৮ ১২২, ৩৩৪

হিংসানৃতপ্রিয়াঃ ১৪।৪২ ২৫৩

হরিষ্বেকং তঙ্কং ৭।৩৬ ১০৫

হিরণ্যয়েন পাত্রেণ ৭।৫ ২৪

হরে কৃষ্ণ ১৭।৩১, ৩৮, ৪০ ; ৩১২-৩১৪

হ্লাদিনী সন্ধিনী ৮।১৭ ১৩৬

হরেকৃষ্ণোতি ১৭।৩০ ৩১২

হ্লাদিগ্যা ১০।৩৬ ১৫৯

## বাঙ্গলা-পদ্য-সূচী

অ	অনন্ত শক্তিযথো	৮।৩	১৩১
	অনুভাব-স্মিত	৯।২৪	১৪৬
অজ্ঞানতমের নাম	১৩।১৩১	২২৮	অনুমান-প্রমাণ নহে ৭।১০৫ ১২৫
অতএব তারমুখে	১৭।১০৭	৩৪১	“অপানিপাদঃ” শ্রুতি ৭।৯৯ ১২৫
অতএব বৈষ্ণবের	৩।৫৫	৫৮	অপ্রাকৃত বস্তু নহে ৭।১০১ ১২৫
অতএব ভাগবত	২।১২	২৬	অবতার সব ৭।৩৩ ১০৩
অতএব ভাগবত-সূত্রের	২।১১	২৬	অবতার সার গোরা ৪।৩৯ ৮১
অদ্বাপিহ চৈতন্য	৪।৩৪	৮০	অবতার হয় কৃষ্ণের ৭।৬৬ ১১৪
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব	৭।২	৯৩	অবতারী কৃষ্ণ যৈছে ৮।২৩ ১৩৭
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ	৭।২২	৯৯	অল্পকরি' না মানিহ ৯।১২ ১৪৩
অদ্বৈত আচার্য্য	৫।১	৮৪	অসংখ্যব্রহ্মারগণ ৭।৪০ ১০৬
অদ্বৈতআচার্য্যগোসাঁঞি	৬।৮	৯০	অসংস্কৃত্যাগ ১৩।৯৯ ২১৮

অসাধুসঙ্গে ভাই	১৭।৫১	৩২০	এ		
অহে দণ্ড আমি	১৫।৫৪	২২৫	এই চারি হইতে	৭।৬২	১১৩
আ			এইবার করুণা কর	৩।৪০	৫৩
আউল বাউল	১৩।১১১	২২১	এই মত চাপল্য	৪।৩৬	৮০
আচার্য্য কহেন	১৪।১০৪	২৭৩	এই মত চৈতন্যকৃষ্ণ	৪।২৯	৭৮
আচার্য্য কহেন	১৬।৯	৩০০	এইরূপ সংসার	১।১০	৪
আদিচতুর্ভূত	৭।৬০	১১২	এইকপে নাম	১৭।৪৬	৩১৬
আত্মমধ্য অস্ত্যে	২।১৯	২৭	এই সকল রাঙ্গস	১৪।২৯	২৪৬
আনের কথা, বলদের	৭।৩০	১০২	এক কৃষ্ণনাম	১৭।১০৫	৩৪০
আপনি আচারি' ভক্তি	১।২৬	৮	এক ভাগবত বড়	২।২২	২৯
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম	১।২৭	৮	এক 'মহাপ্রভু',	৬।৯	৯১
আপনে আচরে	১।২৫	৮	ক		
আপনে আচরে	১৭।১১৩	৩৪৩	কলিকালে	১৩।৩৭	১৯৮
আপনে পুরুষ-বিশ্বের	৬।৩	৮৯	কলিকালে	১৭।১২	৩০৬
আর দুই জন্ম	৪।৪০	৮২	কাঁটা কুটে	১৭।৮৬	৩৩৪
ই			কিবা বণী কিবাজগী	১।২০	৭
ইহার মধ্যে মালী	৬।১২	৯১	কিবা বিপ্র কিবা	১।১৯	৭
ঈ			কীট জন্ম হউ যথা	৩।৩৫	৫১
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ	৭।২৭	১০১	কৃষ্ণ—এই দুইবর্ণ	৪।৪	৭০
ঈশ্বরের কৃণালেশ	১২।৩৮	১৮০	কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত	১।৩০	৯
ঈশ্বরের শক্তি হয়	৮।২১	১৩৭	কৃষ্ণতুল্য ভাগবত	২।১৭	২৭
ঈশ্বরের ত্রিবিগ্রহ	৭।১০৯	১২৭	কৃষ্ণনাম ধরে	১৭।৬০	৩২৩
উ			কৃষ্ণনাম করে	১৭।১০২	৩৪০
উচলিল প্রেমবত্যা	৪।২১	৭৫	কৃষ্ণনাম নিরন্তর	৩।২২	৪৪
			কৃষ্ণ বহির্গুণ হইয়া	১।৮	

কৃষ্ণ ভক্তিরসস্বরূপ	২।২	২৩	চৈতন্তের আদিভক্ত	৫।১৩	৮৮
কৃষ্ণ ভুলি	১।৮, ১০।৩১ ; ৩, ১৫৭		চৌদ্ধভুবনের গুরু	৪।১৭	৭৪
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে	১৭।১৬	৩০৭	<b>জ</b>		
কৃষ্ণ যদি রূপা করেন	১।৩৬	১০	জগৎ মাতায় নিতাই	৫।২	৮৬
কৃষ্ণ হৈতে চতুর্গুণ	১।৬৬ ; ২০-২২		জগাই মাধাই হৈতে	৫।১১	৮৭
কৃষ্ণে প্রেম, কৃষ্ণভক্তে	৩।৮	৪১	জড়া প্রকৃতির	১৭।৪৫	৩১৬
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি	৮।৪	১৩১	জয় জয় নিত্যানন্দ	৫।১০	৮৬
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয়	১৩।৮৬	২১৫	জিহ্বার লালসে	১৩।১২৪	২২৫
কৃষ্ণের এই চারি	৭।৬১	১১৩	জীব নিত্য কৃষ্ণদাস	১।৭	৩
কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার	৭।৪৪	১০৮	জীব নিস্তারিল	৬।৭	২০
কেবল স্বরূপজ্ঞানে	৯।২	১৪১	জীবের নিস্তার লাগি	২।১৪	২৬
<b>খ</b>			জীবের স্বরূপ হয়	১০।১৪	১৫১
খণ্ড খণ্ড যদি হই	১৭।৫২	৩২১	জীবে সাক্ষাৎ নাহি	১।৩৪	১০
<b>গ</b>					
গায়ত্রীর অর্থ এই	২।৮	২৫	ঠাকুর বৈষ্ণব পদ	৩।৩২	৫২
গুরু কৃষ্ণরূপ হন	১।৩২				
গৌরাক্ষের ছাটি পদ	৩।৭৮	৬৫	তত্ত্ব বেন ঈশ্বরের	১০।৭	১৪২
<b>চ</b>			তদেকান্তরূপে	৭।৫৬	১১২
চারিজন্যের পুনঃ পৃথক্	৭।৬৪	১১৩	তার মধ্যে সঙ্গ	১৭।১০৩	৩৪০
চারি বর্ণাশ্রমী যদি	১৪।১৮	২৪৩	তার মধ্যে স্থাবর	৩।৪৬	৫৬
চারিবেদ উপনিষদ্	২।২	২৬	তাঁরে নির্বিশেষ কহি	৭।১২	২৬
চৈতন্য নিত্যানন্দে	৪।৩৭	৮১	তাহার অঙ্গের গুণ	৭।১১	২৬
চৈতন্যলীলামৃতপুর	১।১২	৪	তিন খণ্ড করি দণ্ড	১৫।৫৫	২৯৫
চৈতন্যসিংহের	৪।৩০	৭৮	<b>দ</b>		
চৈতন্যাবতারে বহে	৪।৩৮	৮১	দণ্ডভঙ্গলীলা	১৫।১৫	২৯৫

দীপ হৈতে যৈছে	৭৭৬৮	১১৪	পুনঃ রক্ষ চতুর্বাহু	৭৭৬৩	১১৩
দুঃসঙ্গ কছি	১৩১২৭	২১৮	পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ	৭৭১১২	১২৮
দুই কাই এক তনু	৫৭১৫	৮৮	পূর্বে যেন জরাসন্ধ	৪৭৩৫	৮০
দুই ভাগবত দ্বারা	২৭২৩	২৯	পূর্বে যৈছে কৈল	৬৭৬	৯০
দুই স্থানে ভাগবত	২৭২১	২৯	প্রথমে ত আচাশোর	৬৭১১	৯১
দুগ্ন যেন অল্পযোগে	৭৭৮৮	১২১	প্রভু কহে,—বৈষ্ণব	১৩৭১৪৭	২৩৪
দুর্কার ইঞ্জিয় করে	১৩৭১১৪	২২২	প্রভু কহে,—যাঁর মুখে	৩৭২১	৪৪
দুই মন, তুমি	৩৭২৪	৪৫-৪৮	প্রভু কহে,—সাধু এট ভিক্ষুক বচন		
দ্বিবিধ বিভাব	৯৭১৯	১৪৫	২৩৪৬, ১৫৩৭ ; ২০১, ২৮৭		
দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র	১৩৭১২৭	১২৬	প্রভু বলেন,—গয়া	১৬৭৬	২৯৮
ন			প্রভু বলে	১৭৭৮০	৩৫২
নয়ন ভরিয়া দেণ	৩৭৩৪	৫১	প্রাভব বিলাস	৭৭৫৭	১১২
নাম বিগ্রহস্বরূপ	৭৭১১০	১২৭	প্রেম প্রচারণ আর	৫৭৮	৮৬
নিজাংশ কলায়	৭৭৮৬	১২১	প্রেমাদি স্থায়িত্বাব	৯৭১৮	১৪৫
নিতাই পদকমল	১৭৬১	১৮	ব		
নিত্যানন্দ-অবধূত	৫৭১৪	৮৮	বহুজন্ম করে	১৭৭১০৪	৩৪০
নির্বেদ হর্ষাদি	৯৭২৫	১৪৭	বাৎসল্য শাস্তের	৯৭১৬	১৪৪
নিষ্কাম হঠিয়া করে	১২৭৪৫	১৮৩	বাণের ধন আছে	১২৭৪৯	১৮৪
নীচ জাতি নহে	৩৭৬০	৬০	বিশ্ব কহে,—মূর্খ আমি২৩০		৩০
প			বিরাট্ ব্যাটীজীবের	৭৭৮৩	১২০
পরমাত্মা বিহো	৭৭১৯	৯৮	বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের	৭৭৫৩	১১১
পশুপক্ষী কাট আদি	১৭৭২৮	৩১১	বৈভব প্রকাশে আর	৭৭৫৯	১১২
পাণ্ডিত্যাত্মে ঈশ্বরতত্ত্ব	৭৭১০৬	১২৬	বৈষ্ণব পাশ ভাগবত	২৭২৯	৩০
পাত্রাপাত্র বিচার,	৪৭২২	৭৫	বৈষ্ণবের ভক্তি	১৫৭৪২	২৯১
পালনার্থ স্বাংশ	৭৭২৩	১২৩	ব্যাসের স্ত্রোতে কহে	১১৭৯	১৬৬

ব্রজে গোপভাব	৭৫৮	১১২	•	য		
ব্রজে যে বিহরে	৪১২৭	৭৭	যত দেখ বৈষ্ণবের	৩৮৯	৫৭	
ব্রহ্ম তাঁর অঙ্গকাস্তি	৭১০	৯৬	যদি বল শরীরের	১০১২৭	১৫৬	
ব্রহ্মশিব আত্মাকারী	৭১২৫	১২৩	যদি বৈষ্ণব-অপরাধ	১৩১২৫	২২৫	
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব	৭৮২	১১৯	যত্বপি আমার গুরু	১৩০	৯	
ভ			বারে দেখ তারে	১৭১১৪	৩৪৩	
ভক্তিমিশ্রকৃত পুণ্যে	৭৮৪	১২০	যাহ, ভাগবত পড়	২২৮	৩০	
ভক্তিযোগে ভক্ত পায়	৭১৩	৯৩	যাঁর ভগবত্তা হৈতে অগ্নের ভগবত্তা			
ভাগবত ভারতশাস্ত্র	৪১২৪	৭৩		৭২৯, ৬৭, ১০২, ১১৪		
ভাগবত যে না মানে	২১৩৪	৩১	যাঁহার দর্শনে মুখে	৩২৩	৪৪	
ভাগবতে অচিন্ত্য	২২৬	৩০	যেই মূঢ় কহে	১০১৪১	১৬১	
ভারত ভূমিতে	১৭১১৫	৫৪৩	যেই স্বত্রকর্তা	২১০	২৬	
অ			যে কালে দ্বিভুজ	৭৫৪	১১১	
মধুর-রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা	৯১৭	১৪৪	যে তে কুলে	১৩১২৬	২২৬	
মহাচিন্ত্য ভাগবত	২১২৫	২৯	যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী			
মহাস্ত স্বভাব এই	৩৫১	৫৭		২১৩৩, ১৩১২৮; ৩১,	২২৬	
মহাবিষ্ণুর অংশ	৬৫	৯০	যে বৈষ্ণব-স্থানে	১৭৮৫	৬৩৪	
মহিষী বিবাহে হৈল	৭৫১	১১০	র			
মায়াবীশ মায়াবশ	১০১৭	১৫২	রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের	১৫৫৬	২৯৫	
মায়াবাদী কল্পনিষ্ঠ	৪১২৩	৭৫	রাধা—পূর্ণশক্তি	৮২২	১৩৭	
মায়ামুগ্ধ জীবের	২১২৪	২৯	ল			
মায়াসঙ্গে বিকারে	৭৮৭	১২১	লোকধর্ম বেদধর্ম	১৩১৫	১৯০	
মুই, ঐশ্বর ভক্ত,	২১৩২	৩১	শ			
মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে	১২৫৩	১৮৬	শরণ লক্ষ্য করে	১৩১৪৬	২৩৩	
			শাস্ত দাস্ত সখ্য	৯৩	১৪০	

( ১৯/০ )

শাস্ত্রের গুণ দাস্ত্রের	৯।১৫	১৪৩	সার্বভৌম বলেন	১৫।৪৩	২৯১
শিক্ষা গুরুকে ত'	১।৩৩	৯	সার্বভৌম সঙ্গে	১৭।৫৪	৩২০
শিব—মায়াক্রিয়া	৭।৯০	১২২	হৃদ্যাংগুকিরণ	৮।৫	১৩২
শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ	৪।৬	৭০	সৃষ্টি হেতু যেই মূর্তি	৭।৭৬	১১৭
শুভিয়া আহিনু	৪।১২	৭২	সেই কৃষ্ণ অবতারী	৪।১৩	৭২
শূলপাণি সম	১৭।৭৯	৩৩২	সেই বপু ভিন্নাভাসে	৭।৫৫	১১১
শ্রদ্ধাবান্ জন	৩।২০	৪৪	সেই বপু সেই আকৃতি	৭।৫২	১১০
শ্রীশুরু-চরণপদ্ম	১।৩৯	১১	সেই বিভিন্নাংশ জীব	১০।১৩	১৫১
শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে	২।৩১	৩১	সেই রাধাভাব লঞা	৪।৩৩	৮০
শ্রীবলরাম গোসাঞি	৫।৭	৮৬	সেই সব গুণ হয়	৩।২৫	৬৮
স			সেই সে পরমবন্ধু	১।৪৪	১৩
			স্বাবর জন্ম দেখে	৩।৪০	৪১
সংকীর্তন প্রবর্তক	৪।২০	৭৫	স্বয়ং ভগবানের কন্ম	৭।৭৩	১১৬
সংসারের পার হইয়া	১।৬০	১৭	স্বয়ং রূপ অংশ	৭।৫০	১১০
সংসারের পার হই'	৫।১২	৮৭	স্বয়ংরূপ তদেকাস্ব	৭।৪৯	১১০
সকল বৈষ্ণব গুন	৪।১৫	৭৩	স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত	৯।৮	১৪১
সঙ্কর্ষণ মংস্তাদিক	৭।৬৫	১১৪	স্বাংশ বিভিন্নাংশ	১০।১	১৪৮
সচ্চিং আনন্দময়	৮।১৮	১৩৬	হ		
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের	৪।২৬	৭৬	হরিদাস কহেন	১৭।৬৪	৩২৪
সন্ন্যাসীর ধর্ম	১৫।৫০	২৯৩	হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ	১৭।৩১	৩১২
সন্ন্যাসী হইয়া	১৫।৪৪	২৯৩	হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ	১৭।৩৮	৩১৩
সবে পুরুষার্থ "ভক্তি"	২।১৬	২৭	হাস্য অদ্ভুত বীর	৯।৪	১৪০
সহজে নিশ্চল এই	১৪।৩৮	২৫২	হৃদয়ে ধরয়ে যে	৪।২৫	৭৬
সাধুশাস্ত্ররূপায়	১০।৩৩	১৫৮	হেন কৃষ্ণনাম	১৭।১০৬	৩৪০
সাধুসঙ্গরূপা	১৩।৯৬	২১৮	হেন বৈষ্ণবের	১৭।৭৮	৩৩১

## বিষয়-সূচী

বিষয়	রত্ন শ্লোকসংখ্যা	পৃষ্ঠা	বিষয়	রত্ন শ্লোকসংখ্যা	পৃষ্ঠা
<b>গুরুত্ব</b>		১—২২	<b>শিষ্যের কর্তব্য</b>	১।৫৫	১৬
সদগুরু গ্রহণ	১।১-১২	১	গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি	১।৫৬-৭	১৬
সদগুরু ও সচ্ছিত্ত হ্রস্ব ভ	১।১৩	৪	গুরুপসত্তি	১।৫৮-৯	১৭
সদগুরুলক্ষণ	১।১৪-১৫	৫	আত্মায়	১।৬২-৬৩	১৮
গোস্বামী কে ?	১।১৬	৫	গুরু-পরম্পরা	১।৬৪-৬৬	১৯
গুরু প্রাকৃত বস্তু নহেন	১।১৭	৬	<b>ভাগবত-তত্ত্ব</b>	২৩-৩৮	
বৈষ্ণবই সর্ববর্ণের গুরু	১।১৮-২০	৬	ভাগবত সর্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ	২।১-২	২৩
সদগুরুই সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য	১।২১	৭	ভাগবত বেদের প্রপঞ্চফলস্রোত		২৩
আচার্য্য কে ?	১।২২-২৭	৭	ভাগবত কৃষ্ণবিগ্রহ	২।৪	২৪
গুরুত্ব	১।২৮-৩৫	৮	ঐ পারমহংসীসংহিতা	২।৫-৬	২৪
কৃষ্ণ-প্রসাদে গুরুরূপা	১।৩৬	১০	ভাগবত বেদার্থবিস্তার	২।৭-১৮	২৫
গুরুদেব কৃষ্ণশক্তি	১।৪০	১১	ভাগবত স্বপ্রকাশবস্তু	২।১৯	২৭
গুরুদেব গৌরশক্তি	১।৪১-৪২	১২	ভাগবত দ্বিবিধ	২।২১-২৪	২৯
গুরুক্ৰম-নিন্দা	১।৪৩-৪৪	১২	ভাগবত অচিন্ত্য	২।২৫-৩৪	২৯
প্রাকৃতপণ্ডিত গুরু নহে	১।৪৫	১৩	ভাগবত পণ্যদ্রব্য নহেন	২।৩৫	৩১
অবৈষ্ণব 'গুরু' নহে	১।৪৬-৪৮	১৩	মন্ত্র ও ভাগবতব্যবসায়	২।৩৬-৮	৩২
অসদগুরুপরিত্যাজ্য	১।৪৯-৫১	১৪	বিপ্রত্বহীন 'বিপ্র' কে ?	২।৩৮	৩৩
বৈষ্ণব-বিদ্বেশী গুরু ত্যাজ্য	১।৫২	১৫	অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা	২।৩৯	৩৩
অযোগ্য কৌলিকগুরু	১।৫৩	১৫	অষ্টাদশ পুরাণ	২।৪০	৩৪
পুনশ্চ সদগুরুগ্রহণ	১।৫৪	১৬	পুরাণ ত্রিবিধ	২।৪১-২	৩৪

‘শাজ্জ’ কাহাকে বলে ? ২।৪৩	৩৫	শুদ্ধ-গৌরভক্ত-মহিমা	৩।৮০	৬৭	
‘পঞ্চরাত্র’ কি ? ২।৪৪-৪৫	৩৬	গৌরভক্ত—মূৰ্খ	৩।৮১	৬৭	
পঞ্চরাত্রের বক্তা কে ? ২।৪৬	৩৬	গৌরজন কৃপা	৩।৮২	৬৮	
নারদপঞ্চরাত্র ২।৪৭-৪৯	৩৬	<b>গৌরভক্ত</b>	<b>৬৯-৮৩.</b>		
<b>বৈষ্ণবভক্ত</b>	<b>৩৯-৬৮</b>	মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রুতি	৪।১-২	৬৯	
বৈষ্ণব-সংজ্ঞা	৩।১	ভাগবতাদিতে মহাপ্রভু	৪।৩-১১	৬৯.	
বৈষ্ণব-বিভাগ	৩।২-৯	গৌরই পরভক্ত	৪।১৬	৭৩	
মহাভাগবত-লক্ষণ	৩।৯-১৯	৪১	মহাপ্রভুই জগদ্বৈষ্ণব	৪।১৭-১৮	৭৪
মহাপ্রভুকথিতবৈষ্ণব	৩।২১-২৩	৪৪	মহাপ্রভুর নামরূপাদি	৪।১৯	৭৪
বৈষ্ণব কে ?	৩।২৪	৪৫	সংকীৰ্ত্তনপ্রবর্তক	৪।২০	৭৫
বৈষ্ণবলক্ষণ	৩।২৫-২৮	৪৮	কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা	৪।২১-২২	৭৫
ভক্তমাহাত্ম্য	৩।২৯-৩৫	৫১	বঞ্চিত কে ?	৪।২৩	৭৫
বৈষ্ণব-দাস-মাহাত্ম্য	৩।৩৬	৫১	সিদ্ধাস্তস্বকৃষ্টি	৪।২৪-২৫	৭৬
বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য	৩।৩৭-৩৮	৫২	মহাপ্রভুর আচার	৪।২৬-২৮	৭৬
বৈষ্ণবপদাশ্রয়	৩।৩৯	৫২	গৌরবতারের প্রয়োজন	৪।২৯	৭৮
একান্তিবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য	৩।৪১-২	৫৪	ঐ ব'হু কারণ	৪।৩১	৭৯
বৈষ্ণব স্মৃহ্মভ	৩।৪৩-৪৭	৫৪	ঐ গুহ্যকারণ	৪।৩২	৭৯
বৈষ্ণব অপ্ৰাকৃত	৩।৪৪-৫৬	৫৮	গৌরলীলা নিত্য	৪।৩৪	৮০.
বৈষ্ণব ও জাতি	৩।৫৭-৬১	৫৯	চৈতন্যবিদ্যেবী-অমুর	৪।৩৫	৮০
দ্বাদশ-বৈষ্ণব	৩।৬২	৬০	গৌরান্ন‘নাগর’নহেন	৪।৩৬	৮০
বৈষ্ণবগণের নাম	৩।৬৩	৬১	গৌরকৃপার বিশেষত্ব	৪।৩৭	৮১.
ক্রমশ্রেষ্ঠতা	৩।৬৪-৭০	৬১	নাম ও অর্চা-রূপে	৪।৪০	৮২
রাধিকা সর্বশ্রেষ্ঠা	৩।৭১-৭২	৬৩	মহাপ্রভুর মত	৪।৪১	৮৩
গৌরভক্ত মহিমা	৩।৭৩-৭৮	৬৪	<b>নিত্যানন্দভক্ত</b>	<b>৮৪-৮৮.</b>	
অভক্তনিন্দা	৩।৭৯	৬৬	গৌরের দুই অঙ্গ	৫।১	৮৪.

বগদেবই মূল সঙ্কর্ষণ	৫।৭	৮৬	দেববৃন্দ ক্লেশাধীন	৭।৩৭-৪০	১০৫
নিত্যানন্দ-মহিমা	৫।১০-১১	৮৬	অংশাংশদ্বারাই সৃষ্টিাদি	৭।৪১	১০৭
নিতাইর কৃপা	৫।১২	৮৭	স্বয়ংরূপ	৭।৪২-৪৪	১০৮
মহাপ্রভুর প্রচারক	৫।১৩	৮৮	বেদে গোপেন্দ্রনন্দন	৭।৪৫	১০৮
অথগুতঙ্গে 'থগু' জ্ঞান	৫।১৫	৮৮	কৃষ্ণই মূলবস্তু	৭।৪৬	১০৯
গৌরনিতাইয়েভেদ-জ্ঞান	৫।১৫	৮৮	কৃষ্ণই অবতারী	৭।৬৮-৬৯	১১৪
<b>অদ্বৈত-তত্ত্ব</b>	<b>৮৯-৯২</b>		বিষ্ণু ও ব্রহ্ম	৭।৮৬-৯১	১১১
প্রধানান্তর্ধামী	৬।৩	৮৯	গর্ভোদশায়ীর বিলাস	৭।৯৩	১২৩
অদ্বৈতশাখা দ্বিবিধ	৬।১০	৯১	বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব	৭।৯৫-৯৬	১২৩
<b>কৃষ্ণতত্ত্ব</b>	<b>৯৩-১২৯</b>		ভগবানের জন্ম-কর্ম	৭।৯৭	১২৪
অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব	৭।১-৩	৯৩	ভগবন্তীলা নিত্যা	৭।৯৮	১২৪
ব্রহ্ম	৭।৪-১১	৯৪	“অপাণিপাদঃ” শ্রুতি	৭।৯৯	১২৫
ভগবান্ সর্বিশেষ	৭।১২-১৩	৯৬	ভগবানের অবতরণ	৭।১০০	১২৫
পরমাত্ম-বিচার	৭।১৪-১৯	৯৭	অপ্রাকৃত-তত্ত্ব	৭।১০১-৮	১২৫
পরতত্ত্ববিচার	৭।২০-২২	৯৮	শ্রীবিগ্রহ-সচ্চিদানন্দ	৭।১০৯	১২৭
স্বরূপ পুরুষ	৭।২৩	৯৯	নাম-বিগ্রহ-স্বরূপ	৭।১১০	১২৭
সর্ববেদ-প্রতিপাত্ততত্ত্ব	৭।২৪	১০১	শ্রীবিগ্রহে অনাদর	৭।১১১-১২	১২৮
স্বয়ং ভগবান	৭।২৫-২৭		অর্চাবতার অষ্টবিধ	৭।১১৩	১২৯
ভগবচ্ছৈর সংজ্ঞা	৭।২৮-২৯	১০	<b>শক্তিতত্ত্ব</b>	<b>১৩০-১৩৮</b>	
কৃষ্ণই সর্বসেবা	৭।৩০	১০২	প্রধান তিন শক্তি	৮।২-৪	১৩০
কৃষ্ণই সর্বকারণ-কারণ	৭।৩১	১০৩	জীবশক্তি	৮।৮-১০	১৩৩
কৃষ্ণই সর্বশ্রয়	৭।৩২	১০৩	জড়মায়া ও যোগমায়া	৮।১৫	১৩৫
কৃষ্ণই মূলপুরুষ	৭।৩৩	১০৩	ত্রিশক্তির অধীশ্বর	৮।১৯	১৩৬
নারায়ণ ও কৃষ্ণ	৭।৩৪	১০৪	পূর্ণাশক্তি	৮।২২	১৩৭
নারায়ণতত্ত্ব	৭।৩৫-৩৬	১০৪	<b>ভগবদ্ভাস্ততত্ত্ব</b>	<b>১৩৯-১৪৭</b>	

কৃষ্ণ অখিল-রসামৃতসিন্ধু ৯১২	১৩৯	মুক্তের নিকদেহে সেবা ১০।৩৮	১৬০
রস,—মুখ্য ও গৌণ ৯১২-১৭	১৪০	শুদ্ধাঙ্কিতমতে জীব ১০।৩৯	১৬০
রসোৎপত্তি ও তন্মূল ৯১৮	১৪৫	জীবঈশ্বরে সমজ্ঞান ১০।৪০-৪১	১৬০
আলম্বন ও উদ্দীপন ৯১৯	১৪৫	<b>অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ১৬২-৭</b>	
বিষয় ও আশ্রয় ৯২০-২৩	১৪৫	শ্রুতি প্রমাণ ১১।১ ১৬২	
অনুভাব—রসের কার্য্য ৯২৪	১৪৬	ভাগবত প্রমাণ ১১।২-৪ ১৬২	
ব্যভিচারিভাব ৯২৫	১৪৭	স্মৃতি প্রমাণ ১১।৫-৬ ১৬৩	
<b>জীবতত্ত্ব ১৪৮-১৬১</b>		আচার্য্য গোস্বামী ১১।৭-৮ ১৬৪	
জীব—বিভিন্নাংশ ১০।১-২ ১৪৮		শক্তিপরিণামবাদ ১১।৯ ১৬৬	
জীব চিন্ময় ১০।৩-৫ ১৪৮		পরিণাম'ও বিবর্ত-বাদ ১১।১০ ১৬৬	
জীব অণুচৈতন্য ১০।৬-১০ ১৪৯		<b>অভিধেয়তত্ত্ব ১৬৮-১৮৬</b>	
জীবের দেহব্যাপ্তি ১০।১১-১২ ১৫০		শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ১১।১ ১৬৮	
জীব—বন্ধ ও মুক্ত ১০।১৩ ১৫১		জীবমাত্রের কৃত্য ১২।২ ১৬৮	
জীবের স্বরূপ ১০।১৪-১৬ ১৫১		কন্ম, জ্ঞান ও যোগ ১২।৩ ১৬৯	
জীব ও ঈশ্বর ১০।১৭-১৯ ১৫২		কন্মাদির অধিকারী ১২।৪-৬ ১৬৯	
জীবের বহুত্ব ও ভেদ ১০।২০-২১ ১৫৩		অধিকার-নিষ্ঠাই গুণ ১২।৭-৮ ১৭০	
শুদ্ধাঙ্কিতমতে জীব ১০।২২-২৩ ১৫৪		বেদার্থে মোহ ১২।৯-১২ ১৭১	
অভেদশ্রুতিতাৎপর্য্য ১০।২৪-২৫ ১৫৪		গুরু কন্মোপদেষ্টা নহেন ১২।১৩ ১৭১	
শঙ্করাচার্য্যভেদবাদী ১০।২৬-২৭ ১৫৫		বিশ্বকন্মের ফল ১২।১৪-১৬ ১৭২	
কৃষ্ণ-বৈমুখ্য ১০।২৮-২৯ ১৫৬		কন্মজ্ঞানাদিগর্হণ ১২।১৭ ১৭৩	
সংসারক্লেশ-চেতু ১০।৩০-৩১ ১৫৭		বহির্মুখকন্ম ১২।১৮-২৪ ১৭৩	
ক্লেশনিবৃত্তি ১০।৩২-৩৩ ১৫৮		অন্তদেবপূজা অবৈধ ১২।২৫ ১৭৬	
বিশিষ্টাঙ্কিত ১০।৩৪ ১৫৮		বেদে জ্ঞানগর্হণ ১২।২৬-২৭ ১৭৬	
ঈশ্বরত্বত্যাগাচার্য্যমতে ১০।৩৫ ১৫৯		আরোগ-পন্থা ১২।২৮-৩৪ ১৭৭	
শুদ্ধাঙ্কিতাচার্য্যমতে ১০।৩৬-৩৭ ১৫৯		বোগাদিপরিণাম ১২।৩৫ ১৭৯	

নেদে অবরোহমার্গ	১২।৩৬-৩৭-১৮০	নামমহিমা	১৩।৩০-৩১	১২৬
ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব	১২।৩৯ ১৮১	গুণকীর্তন	১৩।৩২-৩৩	১২৬
অষ্টাঙ্গ যোগপথ সভয়	১২।৪০ ১৮১	ভগবানের গুণমহিমা	১৩।৩৪	১২৭
প্রাণায়াম	১২।৪১-৪২ ১৮১	নামকীর্তনই শ্রেষ্ঠ	১৩।৩৫	১২৮
প্রাণায়ামাদি নিরর্থক	১২।৪৩ ১৮২	‘হেরেনাম’ শ্লোক	১৩।৩৬-৩৭	১২৮
প্রকৃত ত্যাগী	১২।৪৪-৪৭ ১৮২	স্মরণ	১৩।৩৮-৪১	১২৮
যোগাদিতে ভগবান্ লুক্ক নহেন		ভগবৎস্মৃতি	১৩।৩৯-৪০	১২৯
	১২।৪৮ ১৮৩	কীর্তন-শ্রেষ্ঠতা	১৩।৪১	১২৯
শুদ্ধভক্ত নিরাপদত্ব	১২।৪৯ ১৮৪	পাদ-সেবন	১৩।৪২-৪৬	২০০
ভক্ত ও কন্যারগতি	১২।৫০-৫৩ ১৮৫	পাদসেবনের ফল	১৩।৪৫-৪৬	২০১
ভক্ত-চরিত্র	১২।৫৪ ১৮৬	অর্চন	১৩।৪৭-৫১	২০২
<b>সাধনভক্তিতত্ত্ব</b>	<b>১৮৭-২৩৮</b>	বন্দন	১৩।৫২-৫৫	২০৫-৬
জ্ঞানগিশ্রা ভক্তি	১৩।১ ১৮৭	বন্দনমাহাত্ম্য	১৩।৫৪-৫৫	২০৫
কন্যামিশ্রা ভক্তি	১৩।২-৪ ১৮৭	ভগবদ্ভাস্ত্র	১৩।৫৬-৬১	২০৬
ভক্তির সংজ্ঞা	১৩।৫-৭ ১৮৮	ভগবদ্ভাস্ত্রের অঙ্গ	১৩।৫৯-৬০	২০৭
ভক্তিমাহাত্ম্য	১৩।৮-১১ ১৮৯	ভগবদ্ভাস্ত্রপ্রার্থনা	১৩।৬১	২০৭
বৈধী ভক্তি	১৩।১২ ১৮৯	সখ্য	১৩।৬২-৬৫	২০৮
রাগাশ্রিকা ভক্তি	১৩।১৩ ১৯০	সখ্য-—দ্বিবিধ	১৩।৬৩	২০৮
বৈধী ও রাগাশ্রিকা ভক্তির		আত্মনিবেদন	১৩।৬৬-৬৭	২০৯
উদাহরণ	১৩।১৪-১৫ ১৯০	শরণাগতি	১৩।৬৮-৬৯	২১০
নবধা ভক্তি	১৩।১৬-১৭ ১৯১	ভক্তির অমুকুলধর্ম	১৩।৭০-৭৯	২১০
শ্রবণ	১৩।২০-২৫ ১৯২	যুক্তবৈরাগ্য	১৩।৮০-৮১	২১৩
কীর্তন	১৩।২৬-৩৭ ১৯৫-৮	গৃহস্থের ভক্তি	১৩।৮২	২১৩
শ্রবণকীর্তনাদি প্রাকৃতেন্দ্রিয়		একাদশ্যপবাস	১৩।৮৩-৮৪	২১৪
গ্রাহ্য নহে	১৩।২৭-২৮ ১৯৫	ভক্তির কণ্টক	১৩।৮৫	২১৪

মহাপ্রসাদ	১৩৮৬-৯১	২১৫	জিহ্বাবেগ	১৩১২৩-৪	২২৫
বহিস্মুখগৃহাসক্তি	১৩৯২-৯৩	২১৬	ভক্তি-সাধনবিষয়	১৩১২৫	২২৫
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি	১৩৯৪	২১৭	বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি	১৩১২৬	২২৬
গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি	১৩৯৪	২১৭	মনোধর্ম	১৩১২৭	২২৬
অসৎসঙ্গ	১৩৯৫-৯৯	২১৭	বহিস্মুখ জগৎ	১৩১২৮	২২৬
নিষিদ্ধাচার	১৩১০০-৫	২১৮	চঙ্গ ভাগবত	১৩১২৯	২২৭
সঙ্গত্যাগ	১৩১০০	২১৮	অজিতেন্দ্রিয়	১৩১৩০	২২৭
শিষ্যানুবন্ধ	১৩১০১	২১৯	ভুক্তিমুক্তি বাসনা	১৩১৩১	২২৮
বাবহারে অকর্পণ্য	১৩১০২	২১৯	বহিস্মুখ ইন্দ্রিয়	১৩১৩২-৭	২২৮
শোকাদিবশবর্ত্তিতা	১৩১০৩	২১৯	চৈতন্যরূপা	১৩১৩৮	২৩০
দেবতায় অবজ্ঞাশূন্যতা	১৩১০৪	২১৯	শরণাগতি ষড়্ভিধা	১৩১৩৯	২৩১
প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ	১৩১০৫	২২০	শরণাগতি	১৩১৪০-৪	২৩১
ফল্গুবেরাগ্য	১৩১০৬	২২০	দেহ অপ্রাকৃত	১৩১৪৫-৭	২৩৩
কলিস্থান-পঞ্চক	১৩১০৭-১০	২২০	দৈন্ত	১৩১৪৮-৯	২৩৪
দুঃসঙ্গ	১৩১১১	২২১	আত্যন্তিকমঙ্গল	১৩১৫০-২	২৩৫
যৌষিৎসঙ্গ	১৩১১২	২২১	ক্রীতিতে ভক্তপূজা	১৩১৫৩	২৩৬
যৌষিৎস্বরূপ	১৩১১৩	২২২	সাধুসঙ্গ	১৩১৫৪-৬	২৩৬
দারুপ্রকৃতি-দর্শন	১৩১১৪	২২২	মহৎসেবা	১৩১৫৫-৬	২৩৬
ক্ৰীসঙ্গিসঙ্গত্যাগ্য	১৩১১৫-১৬	২২২	ভক্তেই সর্বগুণ	১৩১৫৭	২৩৭
গৃহমেদীয় ধর্ম	১৩১১৭	২২৩	সাধুসঙ্গের ফল	১৩১৫৮	২৩৬
রাজস-তামসাদি আহার ভক্তি-			বিজ্ঞপ্তি	১৩১৫৯	২৩৮
প্রতিবন্ধক	১৩১১৮-১১৯	২২৩	বর্ণধর্মতত্ত্ব	২৩৯-২৭৩	
মাংসাদি-ভোজন	১৩১২০	২২৪	বর্ণাশ্রম দ্বিবিধ	১৪১১	২৩৯
মৎস্তাদি-ভোজন	১৩১২১	২২৪	দৈববর্ণাশ্রম	১৪১২	২৩৯
বিষয়োন্মুখ ইন্দ্রিয়	১৩১২২	২২৪	আত্মবর্ণাশ্রম	১৪১৩-৭	২৩৯

জীবের স্বভাব	১৪৮-১১	২৪১	ঐ শ্রীধর	১৪১৩৭	২৫১
স্বভাবানুসারে বর্ণনির্ণয়			ঐ মহাপ্রভু	১৪১৩৮	২৫২
	১৪৮-১২	২৪১	ঐ স্মৃতি	১৪১৩৯-৪৪	২৫২
ব্রহ্মস্বভাবজ-কর্ম	১৪১১৩	২৪২	ব্রহ্মব্রাহ্মণতার উদাহরণ		
ক্ষত্রস্বভাবজ-কর্ম	১৪১১৪	২৪২		১৪১৪৫-৬২	২৫৪
বৈশ্যশূদ্রস্বভাবজ-কর্ম	১৪১১৫	২৪২	পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা	১৪১৬৩-৭	২৫৯
গুণকর্ম্যানুসারে বর্ণবিভাগই			দীক্ষা	১৪১৬৪	২৫৯
ভগবদভিপ্রোক্ত	১৪১১৬-১৭	২৪৩	দীক্ষাবিধি	১৪১৬৬	২৬০
চারিবর্ণাশ্রমীয়ই কৃষ্ণভজন কর্তব্য			পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাসম্বন্ধে প্রমাণ ও		
	১৪১১৮	২৪৩	সিদ্ধান্ত	১৪১৬৭-৭১	২৬০
প্রাচীনযুগেবর্ণধর্ম	১৪১১৯-২১	২৪৪	জন্ম ত্রিবিধ	১৪১৭২	২৬২
পূর্বে সকলেই 'ব্রাহ্মণ'	১৪১২২	২৪৪	ত্রিবিধজন্মসম্বন্ধে স্বামিপাদ		
কলিকালে বর্ণধর্ম	১৪১২৩-২৭	২৪৫		১৪১৭৩	২৬২
কলির ব্রাহ্মণত্ব	১৪১২৮-৯	২৪৬	সংস্কার	১৪১৭৪	২৬২
শৌক্যবিচারে বর্ণনিরূপণ দৃষ্টি			সংস্কার ৪৮টি	১৪১৭৪	২৬৩
	১৪১৩০-৩১	২৪৬	একায়ন ও বহুবয়নশাখী		
'বর্ণ' সম্বন্ধে বৈদিকশাস্ত্রি				১৪১৭৫	২৬৩
	১৪১৩২	২৪৭	ভাগবত শূদ্র নহেন	১৪১৭৬	২৬৪
ব্রহ্মগত বর্ণনিরূপণ ঋত্যাতিসমর্থিত			যজ্ঞোপবীতধারণে যোগ্যতা		
	১৪১৩৩-৪৮	২৪৭		১৪১৭৭	২৬৫
ব্রহ্মবিচারসম্বন্ধে ঋতিপ্রমাণ			পশুবিপ্র	১৪১৭৮	২৬৫
	১৪১৩৩	২৪৭	'অনুকরণ'	১৪১৭৯	২৬৫
ঐ ভারতপ্রমাণ	১৪১৩৪	২৫০	বেদপাঠহীন দ্বিজ 'শূদ্র'	১৪১৮০	২৬৬
ঐ ভাগবত	১৪১৩৫	২৫০	'ব্রাহ্মণত্ব'	১৪১৮১-৬	২৬৬
ঐ নীলকণ্ঠ	১৪১৩৬	২৫১	ব্রাহ্মণত্ববের পরিণাম	১৪১৮৭	২৬৭

ভূতকাথ্যাপক	৪।৮৮ ২৬৮	মঠ-বাস নিষ্ঠা	১৫।২৪ ২৮২
দেবল-ব্রাহ্মণ	১৪।৮৯-৯২ ২৬৮	সন্ন্যাস—ত্রিবিধ	১৫।২৫ ২৮৩
পারমাণ্বিক বিপ্র	১৪।৯৩-৪ ২৬৯	‘ধীর’ বা বিবিৎসা সন্ন্যাস	
ব্রাহ্মণ কে ?	১৪।৯৫-৬ ২৭০		১৫।২৬ ২৮৩
বৈষ্ণবই সর্ববর্ণগুরু	১৪।৯৭ ২৭০	‘নরোত্তম’ সন্ন্যাস	১৫।২৭ ২৮৩
বৈষ্ণব-পূজা	১৪।৯৮-১০০ ২৭১	‘কর্মসন্ন্যাস’ নিষিদ্ধ	১৫।২৮ ২৮৪
চ্যুত ও অচ্যুত-গোত্র	১৪।১০১ ২৭১	‘ত্রিদণ্ডী’ অর্থ	১৫।২৯-৩১ ২৮৪
ভক্ত ও চতুর্বেদী	১৪।১০২ ২৭২	বেদে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস	১৫।৩২ ২৮৫
নামগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ	১৪।১০৩ ২৭২	ভাগবতে ‘ত্রিদণ্ডী’	১৫।৩৩ ২৮৬
শ্রীঅষ্টৈতেরবৃত্তবিচার	১৪।১০৪ ২৭৩	মহুসংহিতায় ‘ত্রিদণ্ডী’	১৫।৩৪ ২৮৬
বৈষ্ণবের সর্বশ্রেষ্ঠ	১৪।১০৫ ২৭৩	হারীত-সংহিতায় ঐ	১৫।৩৫ ২৮৬
আশ্রমধর্ম-তত্ত্ব	২৭৪-৯৬	‘ত্রিদণ্ড’ সম্বন্ধে স্বামী	১৫।৩৬ ২৮৭
আশ্রম চতুর্বিধ	১৫।১ ২৭৪	ঐ মহাপ্রভু	১৫।৩৭ ২৮৭
আশ্রমচতুষ্টয়ের উৎপত্তি	১৫।২ ২৭৫	‘ত্রিদণ্ডী’ শিষ্যযুক্ত	১৫।৩৮-৯ ২৮৮
আশ্রমের ৪টি ভেদ	১৫।৩-৪ ২৭৫	নামী ত্রিদণ্ডী	১৫।৪০ ২৮৮
ব্রহ্মচারীর কর্তব্য	১৫।৫-১০ ২৭৬	‘ত্রিদণ্ডী’ সর্ব আশ্রমীর প্রণয়	
গৃহীর কর্তব্য	১৫।১১-১৬ ২৭৮		১৫।৪১ ২৯১
ক্রমনিবৃত্তি	১৫।১২-৫ ২৭৮	পরমহংস তুর্ঘ্যাশ্রমীর প্রণয়	
গৃহব্রতের চরিত্র	১৫।১৭ ২৮০		১৫।৪২ ২৯১
গৃহব্রতেবু গতি	১৫।১৮ ২৮০	তুর্ঘ্যাশ্রমীর প্রতি সার্বভৌমের	
গৃহাসক্তি নিন্দাই	১৫।১৯ ২৮১	আচরণ	১৫।৪৩ ২৯১
সকাম গৃহীর নিন্দা	১৫।২০ ২৮১	সন্ন্যাসীর কর্তব্য	১৫।৪৪ ২৯১
বখার্থ গৃহস্থাস্রম	১৫।২১ ২৮১	নির্ভেদজ্ঞানসন্ন্যাসী	১৫।৪৪ ২৯১
অসদ গৃহ	১৫।২২ ২৮২	অধোক্ষজে-ভক্তি	১৫।৪৫ ২৯২
বানপ্রস্থের কর্তব্য	১৫।২৩ ২৮২	বাস্তব	১৫।৪৬-৫০ ২৯২

‘আশ্রমাতীতের আচরণ	‘নাম’ গ্রহণই পরধম্ম ১৭৩	৩০৩
১৫৫১-২ ২২৩	‘নাম’ মুক্তকুলোপাস্ত্র ১৭৪	৩০৩
বেদে ‘পরমহংস’ ১৫৫৩ ২২৪	‘নামে’র স্বরূপ ১৭৫-৬	৩০৪
দণ্ডভঙ্গলীলা ১৫৫৪-৫৫ ২২৫	বেদে ‘নাম’-মাহাত্ম্য ১৭৭	৩০৪
পরমহংসেরই কাষায়-বাস নিষিদ্ধ	স্মৃতিতে ‘নাম’-মাহাত্ম্য ১৭৮	৩০৫
১৫৫৬ ২২৫	‘নাম’ সর্বসিদ্ধি ১৭৯-১২	৩০৫
ভাগবতে পরমহংস ১৫৫৭ ২২৫	নাম-মাহাত্ম্য ও প্রাচীন আচার্য্য	
পরমহংসের অভিমান ১৫৫৮ ২২৬	১৭১৩-৫	৩০৬
<b>শুদ্ধশ্রাদ্ধ-তত্ত্ব ২২৭-৩০১</b>	মন্ত্র ও মহামন্ত্র ১৭১৬	৩০৭
শুদ্ধ ও বিদ্ধশ্রাদ্ধ ১৬১-৩ ২২৭	হরিকথা-মাহাত্ম্য ১৭১৭	৩০৭
কুশধারণ নিষিদ্ধ ১৬৪ ২২৮	নামোচ্চারণের মহিমা ১৭১৮	৩০৮
গয়াশ্রাদ্ধাদি অনাবশ্যক ১৬৫ ২২৮	নামকীর্তনের শ্রেষ্ঠতা	
মহাপ্রভুব গয়াশ্রাদ্ধ কি ?	১৭১৯-২১	৩০৮
১৬৬ ২২৮	নামে কালাদির নিয়ম নাই	
স্মার্ত ও বিষ্ণুনৈবেদ্য ১৬৭ ২২৯	১৭২১-২৫	৩০৯
কস্ম্মমাগীয় শ্রাদ্ধ ১৬৮ ৩০০	১৭২৬-৭	৩১০
বৈষ্ণবশ্রাদ্ধে আচার্য্যের আচরণ	উচ্চকীর্তনের উপকারিতা	
১৬৯ ৩০০	১৭২৮	৩১১
ঐকান্তিকের চরিত্র ১৬১০ ৩০০	উচ্চকীর্তনপক্ষেগোস্থামিবচন	
একান্তি-গৃহিবৈষ্ণব	১৭২৯	৩১২
১৬১১-১২ ৩০১	উচ্চকীর্তন বিষয়ে বেদান্তাচাৰ্য্য	
কৃষ্ণভক্তের আচরণ ১৬১২ ৩০১	১৭৩০	৩১২
<b>ত্ৰীনাম-তত্ত্ব ৩০২-৪৩</b>	ছড়াকীর্তন ১৭৩১-৭	৩১২
ধৰ্ম্মমূল ভগবান্ ১৭১ ৩০২	উপনিষদে মহামন্ত্র ১৭৩৮-৯	৩১৩
‘হরি’ দিনা গতি নাই ১৭২ ৩০২	পুরাণে মহামন্ত্র নাম ১৭৪০	৩১৪

নরমাংসেই নামোচ্চারণে অধিকারী	নামসাধনে দৃঢ়তা	১৭।৫৯	৩২১*
১৭।৪১	৩১৪	‘নাম’-কীর্তন ইহাতেই রূপ-শুণ	
নামকীর্তন সাধন ও সাধ্য	নীলার ক্ষুষ্টি	১৭।৬০	৩২১
১৭।৪২	৩১৫	নামাভাস চতুর্কিধ	১৭।৬১ ৩২৩
নামকীর্তনের প্রতিকূল-বিষয়	নামাভাসফল	১৭।৬২-৪	৩২৩
১৭।৪৩	৩১৫	নাম ও নামাভাসের ফলভেদ	
মুখ্য ও গৌণ নাম	১৭।৪৪	৩১৫	১৭।৬৫ ৩২৪
গৌণনাম ও তত্ত্বলক্ষণ	নামাভাস ও নামাপরাধের ফলভেদ		
১৭।৪৫	৩১৬	১৭।৬৬	৩২৫
মুখ্য-গৌণ-নামের ফলভেদ	নিরপরাধে নামগ্রহণ কর্তব্য		
১৭।৪৬	৩১৬	১৭।৬৭-৮	৩২৫
মুখ্যনাম	১৭।৪৭	৩১৬	দশনামাপরাধ ১৭।৬৯-৭৫ ৩২৮
মুখ্য নামোচ্চারণের ফল	নামাপরাধের উদাহরণ (ভাগবতে)		
১৭।৪৮-৯	৩১৭	১৭।৭৬-১০১	৩২৯
নামের আনুযায়িক ও মুখ্যফল	সাধুনিন্দা ( ১ )	১৭।৭৬-৭	৩২৯
১৭।৫০	৩১৮	বৈষ্ণবাপরাধী নামকীর্তনে অযোগ্য	
নাম-কীর্তনেই বাবতীয় ভক্তনাঙ্গের	১৭।৭৮	৩৩১	
পূর্ণতা	১৭।৫১	৩১৯	বৈষ্ণব-নিন্দার ফল ১৭।৭৯ ৩৩২
সাধুসঙ্গেই শুদ্ধ-নামোদয়	বৈষ্ণবনিন্দকের শাস্তি		
১৭।৫২-৫	৩১৯	১৭।৮০	৩৩২
নাম প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন	বৈষ্ণবনিন্দকের গতি		
১৭।৫৬	৩২০	১৭।৮১-২	৩৩২
নাম-সাধন প্রণালী	১৭।৫৭	৩২০	বৈষ্ণব-নিন্দকের দণ্ড ১৭।৮৩ ৩৩৩
নামানুগীলন প্রণালী	বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণ মহাদোষ		
১৭।৫৮	৩২১	১৭।৮৪	৩৩৩

বৈষ্ণবোপরাধ ঋণনোপায়	আচার ও প্রচার	১৭।১১৩	৩৪৩
১৭।৮৫-৬ ৩৩৪	নামপ্রচারকলে গৌরুকুপা		
শিবাদি দেবতাতে স্বতন্ত্র বুদ্ধি ( ২ )		১৭।১১৪	৩৪৩
১৭।৮৭-৮ ৩৩৪	মানবের কর্তব্য	১৭।১১৫	৩৪৩
গুরুবজ্রা ( ৩ ) ১৭।৮৯-৯০ ৩৩৫	প্রয়োজন-তত্ত্ব	৩৪৪-৫১	
শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দা ( ৪ )	ভাব-সংজ্ঞা	১৮।১	৩৪৪
১৭।৯১-২ ৩৩৫	ভাবসম্বন্ধে প্রভুকৃত শ্লোক		
নামে অর্থবাদ (৫) ১৭।৯৩-৪ ৩৩৬		১৮।২	৩৪৪
অন্ত গুণক্রিয়া ও নাম ( ৬ )	শ্রীমূর্তির মুক্তভাবোদয়ক্রিয়া		
১৭।৯৫-৬ ৩৩৭		১৮।৩	৩৪৪
অন্ত গুণকর্মের ফলত্ব	মাধুর্য্য পুরুষের সর্বেশ্বর্য্যভাব		
১৭।৯৭ ৩৩৭		১৮।৪	৩৪৫
অপ্রদধানে নামোপদেশ ( ৭ )	রতিলক্ষণা ভক্তিতে পরম্পরে		
১৭।৯৮ ৩৩৮	নামাহুশীলন	১৮।৫-৬	৩৪৫
নামবলে পাপাচরণ ( ৮ )	ব্যবহারে ভাবলক্ষণ	১৮।৭-৮	৩৪৬
১৭।৯৯ ৩৩৯	রাগমার্গে সাধক ও সিদ্ধরূপে সেবা		
প্রমাদ ( ৯ ) ১৭।১০০ ৩৩৯		১৮।৯-১০	৩৪৬
অহংমন-ভাব (১০) ১৭।১০১ ৩৪০	প্রেমবৃদ্ধিক্রমে মহাভাব		
নামে অপরাধের বিচার		১৮।১১-৩	৩৪৭
১৭।১০২-৬ ৩৪০	প্রেমেনেজ্জৈ ভগবান্দর্শনীয়		
মায়াবাদী ও শ্রীনাম		১৮।১৪	৩৪৭
১৭।১০৭ ৩৪১	মধুর রসাপ্রীতা ভক্তি	১৮।১৫	৩৪৮
নামকীর্তনাদি দ্বারা জীবিকার্জন	অবয় ও ব্যতিরেকভাবে রসাত্মকদন		
১৭।১০৮-১০ ৩৪১		১৮।১৬	৩৪৮
পরোপকার কি ১৭।১১১-২ ৩৪২	‘রসে’র সংজ্ঞা	১৮।১৭	৩৪৯

মধুর রসের অধিকার ১৮।১৮ ৩৪৯	চতুর্বিধ প্রমাণ	১	৩৫২
অনধিকারীর প্রতি নিষেধ-বাক্য	ত্রিবিধ প্রমাণ	২	৩৫২
১৮।১৯ ৩৪৯	মধ্বমুনিমতে প্রমাণ	৩	৩৫২
মধুর-রসে বিপ্রলম্ব ১৮।২০-২২ ৩৫০	শব্দপ্রমাণই মূল প্রমাণ	৪-৫	৩৫৩
সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ব ভাব ১৮।২৩ ৩৫১	মধ্যমণি		
মধুর-রসাপ্রিত ভক্তের ১৮।২৪ ৩৫১	গুরুষ্টক	৩৫৪-৬	
দোলক		ভাগবতে মহাপ্রভুর বন্দনা ৩৫৭-৮	
প্রমাণ-তত্ত্ব	৩৫২-৩	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টক	৩৫৮-৬০

## মুদ্রাকর-প্রমাদ

(গ্রন্থস্থ শ্লোকাবলী কণ্ঠস্থ ও ভাষাভাষ্য পাঠ করিবার পূর্বে কৃপা-  
পূর্বক নিম্নলিখিত নির্দেশানুসারে তত্তৎস্থানগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	শ্লোক-সংখ্যা
শুরুবে	শুরুবে	১০	৩৭
বিশ্বকর্তৃ:	বিশ্বকর্তু:	১৮	৬২
দ্বদশ্বেশ্চ	তদ্বদশ্বেশ্চ	৩৫	৪২
তীর্থান্	তীর্থানি	৬৪	৭৩
দেহরূপ	দেহরূপ	১৫৭	৪
মায়াদীন	মায়াদীশ	১৫৭	৭
আত্মবুদ্ধি অবস্থিত			
হইয়া	দেহবুদ্ধি		
নিজযোগ্যতাকে	অবস্থানপূর্বক	১৫৭	৮-৯ (পংক্তি)
৩৯।৫০১	৩৯।৫০	১৭১	১৩
১।৮।১০	১।৭।১০	১৯৭	৩৪
অয়ং	অহং	২৪০	৪
এতদব্রাহ্মণো	ন এতদব্রাহ্মণো		
বিবক্তুর্মহতি	বিবক্তুর্মহতি	২৫৪	৪৫
সিতোৎপলা	সিতোপলা	৫৪৭	১২
সিতোৎপলা	সিতোপলা	৫৪৭	১৩
বিনাশনাগতি	বিনাশমায়তি	৩৫৯	৪

## প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা

“গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে” নিম্নলিখিত গ্রন্থরাজির প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে :—

- ১। অগ্নিপুরাণ, ২। অত্রিসংহিতা, ৩। অনন্ত-সংহিতা, ৪। আগম-প্রামাণ্যম্ ( শ্রীযামুনাচাৰ্য্য ) ৫। আদিপুৰাণ, ৬। আলবন্দারুস্তোত্র, ৭। ঈশোপনিষৎ, ৮। উজ্জল-নীলমণি, ৯। উপদেশামৃত ১০। উপ-পুৰাণ, ১১। ঋগ্বেদ, ১২। একাদশী-তত্ত্ব, ১৩। কঠোপনিষৎ, ১৪। কলিস্তুরণোপনিষৎ, ১৫। কাভ্যায়নসংহিতা, ১৬। কল্পকণ্ঠ-টীকা ( মনুসংহিতা ), ১৭। কুৰ্মপুৰাণ, ১৮। কৃষ্ণকর্ণামৃত, ১৯। কৃষ্ণামৃত-মহাৰণব ( মধ্বমুনি ), ২০। ক্রমসন্দর্ভ-টীকা, ২১। গরুড়-পুৰাণ, ২২। গীতগোবিন্দ, ২৩। গীতা, ২৪। গীতাবলী ( শ্রীভক্তিবিদ্যোদ ঠাকুর ), ২৫। গৌরগণোদেশ-দীপিকা ২৬। চতুর্বেদ-শিখা, ২৭। চৈতন্য-চন্দ্রামৃত, ২৮। চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, ২৯। চৈতন্যচরিতামৃত, ৩০। চৈতন্যভাগবত, ৩১। চৈতন্যমঙ্গল, ৩২। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৩৩। জাবালোপনিষৎ, ৩৪। তত্ত্বমুক্তাবলী, ৩৫। তত্ত্বসন্দর্ভ, ৩৬। তত্ত্বসাগর, ৩৭। তৈত্তরীয় উপনিষৎ, ৩৮। দশমূলশিক্ষা, ৩৯। দশ-শ্লোকী ( নিম্বার্ক ) ৪০। দিগ্‌দর্শিনী-টীকা ( শ্রীসনাতন গোস্বামী ) ৪১। দুর্গমসঙ্গমনী, ৪২। নারদ-পঞ্চরাত্র, ৪৩। নারদহৃত্র ৪৪। নারদীয় পুৰাণ, ৪৫। নীলকণ্ঠ-টীকা ( মহাভারত ), ৪৬। পদ্মপুৰাণ, ৪৭। পদ্মাবলী, ৪৮। পরম-সংহিতা, ৪৯। পরমহংসোপনিষৎ, ৫০। পরমাত্মসন্দর্ভ, ৫১। প্রমেয়-রত্নাবলী, ৫২। প্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্র ৫৩। প্রার্থনা ( শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ), ৫৪। প্রেমবিবর্ত, ৫৫। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৫৬। বজ্রহৃদিকোপনিষৎ, ৫৭। বরাহ-পুৰাণ, ৫৮। বায়ুপুৰাণ,

৫৯। বাসনাভাষ্য, ৬০। বিদগ্ধমাধব, ৬১। বিলাপ-কুহুমাঞ্জলী ( শ্রীদাস গোস্বামী ), ৬২। বিষ্ণুধর্মোত্তর, ৬৩। বিষ্ণুপুরাণ, ৬৪। বিষ্ণুভক্তি-চন্দ্রোদয়, ৬৫। বিষ্ণুবামল, ৬৬। বিষ্ণুরহস্য, ৬৭। বিষ্ণুস্মৃতি, ৬৮। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬৯। বৃহদ্রাগবতামৃত, ৭০। বেদান্তসার ( সদানন্দ যোগীন্দ্র ), ৭১। বৈষ্ণব-চিন্তামণি, ৭২। বৈষ্ণব-তন্ত্র, ৭৩। ব্রহ্ম-বৈবর্ত-পুরাণ, ৭৪। ব্রহ্মসংহিতা, ৭৫। ব্রহ্মসংহিতা-টীকা ( শ্রীজীব ), ৭৬। ব্রহ্মসূত্র, ৭৭। ব্রহ্মোপনিষৎ, ৭৮। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ৭৯। ভক্তি-সন্দর্ভ, ৮০। ভগবৎ-সন্দর্ভ, ৮১। ভরদ্বাজ-সংহিতা, ৮২। ভাবার্থ-দীপিকা, ৮৩। মৎস্যপুরাণ, ৮৪। মধবভাষ্য, ৮৫। মনঃশিক্ষা ( দাস গোস্বামী ), ৮৬। মনুসংহিতা, ৮৭। মহাজন-কারিকা, ৮৮। মহাজন-গীতি, ৮৯। মহাভারত, ৯০। মার্কণ্ডেয়-শ্রুতি, ৯১। মুকুন্দমালাস্তোত্র ( কুলশেখর ), ৯২। মুক্তিকোপনিষৎ, ৯৩। মুণ্ডকোপনিষৎ, ৯৪। লঘু-ভাগবতামৃত, ৯৫। শরণাগতি ( ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ) ৯৬। শান্তিলা-ভক্তিসূত্র, ৯৭। শিক্ষাষ্টক, ৯৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৯৯। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০০। সংক্রিয়াসারদীপিকা, ১০১। সর্বসম্বাদিনী, ১০২। সাস্ত্র-তন্ত্র ১০৩। সাস্ত্র-পুরাণ, ১০৪। সাস্ত্র-সংহিতা, ১০৫। নামসংহিতা, ১০৬। সারার্থদর্শিনী-টীকা, ১০৭। সূতসংহিতা, ১০৮। স্বন্দপুরাণ, ১০৯। স্তবমালা, ১১০। ‘স্তবমালা বিভূষণ’-ভাষ্য, ১১১। স্তবামৃত-লহরী, ১১২। স্তোত্ররত্ন ( বামুনাচার্য ) ১১৩। স্বরূপ গোস্বামি-কড়চা, ১১৪। হংসগীতা ( মহাভারত ), ১১৫। হরিনামচিন্তামণি, ১১৬। হরিবংশ, ১১৭। হরিভক্তিকল্পলতিকা, ১১৮। হরিভক্তিবিনোদ, ১১৯। হরিভক্তি-সুধোদয়, ১২০। হারীত-সংহিতা।

শ୍ରীঅନନ୍ତବାସୁদেବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ବି, ଏ କର୍ତ୍ତୃକ  
୨୫୩୨, ଅପାର ମାକୁଲାର ରୋଡ଼ସ୍  
ଗୌଡ଼ୀୟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ୱାର୍କସେ ମୁଦ୍ରିତ

ଓ

୧ ନଂ ଉନ୍ଟାଭିଜି ଜଂସନ ରୋଡ଼ସ୍  
ଶ୍ରୀଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ହିତେ ପ୍ରକାଶିତ ।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:

## ভক্ত্যৰ্থা

পরমারাধা-পরমাতীর্থদেব

পরমহংস-পুরিগ্রাজকাচায়া-বর্ষ্য অষ্টোত্তরশতশ্রী চিহ্নিলাস

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোবিন্দ-ঠাকুর  
শ্রীশ্রীকরকমলেশু—

পরমার্জনীর প্রভুপাদ,

আপনি সাক্ষাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—কীর্তনাগভক্তি,—ইহা আপনার  
রূপায় আমার জায় হরিবিমুখ ব্যক্তিও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কলিযুগ-  
পাবনাবতারী শ্রীগৌরস্বনরের—“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ”—এই বাণীর মূর্ত্ত-  
বিগ্রহ আপনি। ভবদাবদগ্ন জীবকুলকে অনুক্ষণ হরিকথা শান্তি-সলিল-  
সেচনে স্নানিষ্ঠ করিবার জন্তই এই প্রণামে সম্প্রতি আপনার আবির্ভাব।  
আপনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ কীর্তন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রায়; আপনি  
কৃষ্ণপ্রেমী বাস্তবসত্য।

আপনার শ্রীমুখে অনুক্ষণ বীণাবতী—দীপ্তিমতী সিদ্ধান্ত-সুধা-সরিং,  
প্রবাহিতা। আপনি অপার-অতল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্নাকর। তাহাতে অব-  
গাহন-সামর্থ্য মাদৃশ ক্ষুদ্রজীবের নাই। তবে আপনি আপনার স্বভাব-  
সুগভ বদান্ততাক্রমে যে সকল রত্ন বেলান্তমিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন,  
তাহারই কয়েকটা মাত্র আহবণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনার শ্রীমুখ-

বিগলিত হরিকথামৃত-তরঙ্গিনী-শ্রোতবাণী **শ্রীগৌড়ীয়**-পত্রে প্রবাহিত। তাহা হইতেই আমি অষ্টাদশটি রত্নগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া আপনার কৃপাসম্বন্ধিত শ্রীমৎসুন্দরানন্দ-বিজ্ঞাবিনোদ-প্রমুখ সতীর্থগণের সাহায্যে এই ‘কণ্ঠহার’ রচনা করিয়াছি।

হে স্বরূপদামোদরানুগবর, হে গোড়ীয়বর্ষা, এই ‘কণ্ঠহার’ আপনার প্রীতি আকর্ষণ করিলেই বুঝিব যে, ইহা গোড়ীয়গণের কণ্ঠভূষণের যোগ্য হইয়াছে। এই ‘কণ্ঠহার’ আপনার শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিতেছি— আপনার বস্তুই আপনার করে ‘ভক্ত্যর্থ্য’-রূপে অর্পণ করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন। আপনার করপল্লবস্পর্শ-প্রসাদোদ্ভাসিত রত্নহারের দ্যুতি মাদৃশ বহুজীবের অবিজ্ঞা-অন্ধকার বিদূরিত করিবে, সন্দেহ নাই।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমার একটা আশাবন্ধ আছে যে, আপনার শ্রীকরকমলে যে বস্তু সমর্পিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই শ্রীহরিকর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। আশা করি, আপনার শ্রীকর-কমলস্থ রত্নমালা কৃষ্ণপাদপঙ্কজাস্ত নীরাজন করিয়া গোড়ীয়গণের কণ্ঠশোভা বর্দ্ধন করিবে। গোড়ীয়গণ সেই প্রসাদ নিত্যকাল কণ্ঠে ধারণ করিয়া আমার প্রতি যে আশীর্বাদ বর্ষণ করিবেন, তাহাটি আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

প্রভো, আপনি প্রসন্ন হউন, আপনার প্রসাদেই ভগবানের প্রসাদ। কীর্ত্তনাপ্যা-ভক্তিই আমার সাধ্য-সাধন হউক। আপনি জয়বৃত্ত হউন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-বাসর  
শ্রীগৌরাক্ষ, ৪৪০  
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কসিকাতা।

ভবদীয় চরণসেবাভিখারী  
অযোগ্য-দাসাভাস  
শ্রীঅতীন্দ্র দাসাধিকারী

শুদ্ধভাগবতবর—

## শ্রীমদঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী

ভক্তিগুণাকরেণু—

স্নেহনিগ্রহ,

আপনার গুপ্তিত “কণ্ঠহার” পাইয়া আমার যে কত আনন্দ হইল, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা আমার নাই। তবে গোড়ীয়েৰ কণ্ঠহার নিষ্কপট-গোড়ীয়-শুদ্ধভক্তগুরুবর্গের গলায় পরাইয়া দিয়া আমি যে হরিজনসেবার অধিকার পাইব, তাহা আপনি স্মৃষ্টভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অনেকে গোণী বিদ্বা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া হরিসেবার পরিবর্তে ভগবানকে ‘ভোগের বস্তু’ মনে করেন, তাঁহারাও এই ‘হার’ কণ্ঠে ধারণ করিলে তাঁহাদের স্বরূপের অভিজ্ঞান হইবে এবং আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের সহ বিদ্বেষ করিতে বিরত হইতে পারেন, মনে হয়।

শ্রীনামহট্টের কাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমন্ত্ৰিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্ৰাকৃতলীলার প্রাকটা সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ মার্জ্জনসেবার উপকরণরূপ-শতমুখীসূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-কার্য্য জগতের অপ্ৰিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

শ্রীরাধাবিভাব-বাসর

শ্রীচৈতন্যদেব. ৪৪০

} পতিতপাবন-নিতাদাস নিরাশীর্নির্মমক্ৰিয় ,  
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

## সূত্র

১৮ ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন—

‘সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য,                      হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,  
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।

“গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে” এই বাক্যের সার্থকতা সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত অগ্রকথা কীর্তন করেন না, ‘শাস্ত্র’ শ্রীগুরুমুখ ব্যতীত অগ্রত্র কীর্তিত হন না। শ্রীগুরুদেব ‘সাধু’ বা পূর্ব মহাজনগণের বস্তুনিষ্ঠবর্তন ব্যতীত অগ্র বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন না। সাধুগুরুর আচরণই—শাস্ত্র, সাধুগুরুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রোতবানীই—শাস্ত্র; ‘শাস্ত্রই’—‘সাধু’, ‘শাস্ত্রই’—‘গুরু’, ‘সাধুই’—‘শাস্ত্র’ বা ‘ভাগবত’, ‘গুরুই’—‘শাস্ত্র’ বা আদর্শ মূর্ত্ত-ভাগবত। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য একসূত্রে গাঁথা, পরস্পরে এক মহান্ ঐক্যতান। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহযোগে এই ‘ঐক্য’ আত্মার সেবোন্মুখবৃত্তিতে উপলব্ধির বিষয় হয়। “গৌড়ীয়-কণ্ঠহার” গ্রন্থে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। “গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে”র যাবতীয় সিদ্ধান্ত সাধু বা মহাজনগণের আচার-সম্মত—শাস্ত্র-সম্মত—গুরু বা আচার্য্য-মুমোদিত শ্রোত-বিচার।

এই “গৌড়ীয়-কণ্ঠহার” এইরূপ একটা ঐক্যতানের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। অষ্টাদশটি ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন ও তন্মধ্যে একটা দোলক ও মধ্যমণি লইয়া—এই কণ্ঠহারটী রচিত। রত্নসমূহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-পর্যায়েরে গুপ্তিত এবং স্থান-নির্দেশ ও ভাবানুবাদসহ গ্রথিত। গৌড়ীয়গণ এই কণ্ঠহার তাঁহাদের কণ্ঠের ভূষণ করিয়া নিত্যকাল প্রেমামৃত আন্বাদন করুন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

ঐশ্বর্য-গৌরবো ভবত

# গৌড়ীয়-বংশহারা

প্রথম ভাগ

গুরুতত্ত্ব

সদগুরুগ্রহণ বা শ্রোতপন্থার আশঙ্কতা—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ ।

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১ ॥

( যুক্তক ১২।১২ )

সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান ( প্রেমভক্তিসহিতজ্ঞান ) লাভ করিবার  
জন্য তিনি সমিৎ হস্তে বেদতাৎপর্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদগুরুর সমীপে  
কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন ॥ ১ ॥

“আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ” ॥ ২ ॥

( ছাঃ ৩।১৪।২ )

আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন ॥ ২ ॥

উদ্ভিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।

কুরশ্চ ধারা নিশিতা দুৰতয়া ।

দুর্গং পথন্তু কবয়ো বদন্তি ॥ ৩ ॥

( কঠ ২।৩।১৪ )

স্বয়ংবেদপুরুষ সাধুগণের সম্বন্ধে হিতোপদেশ বলিতেছেন,—হে সাধু-  
গণ! নানাবিধ বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও, অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া,  
স্বপ্নরূপে উদ্ভূত হও, মহাব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া  
ভগবানকে জানিবার জ্ঞান সচেষ্ট হও । কুরের ধারের ত্রায় সংসৃতি  
( সংসার ) অতীব তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বহুদুঃখকারিণী, দুৰতয়া অর্থাৎ ভগবজ্-  
জ্ঞান ব্যতীত সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব । দিব্যস্মৃতিগণ সেই সংসার-  
নিবর্তক ব্রহ্মকে অতিযত্নে প্রাপ্য বলিয়া কীর্তন করেন অর্থাৎ সদগুরু-  
পদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদংশীলন ব্যতীত সংসার তরণের আর উপায় নাই ॥৩॥

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো ।

তস্যাতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

( ষেতাষ: ৬।২৩ )

যাহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে,  
তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল  
বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তসৌষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ ৫ ॥

( কঠ ১।২।২৩ )

এই পরমাত্মবস্তুর বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবান্বিত হইয়া পরমাত্মার কৃপা বাঞ্ছা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব প্রকটিত করেন ॥ ৫ ॥

জননমরণাদি-সংসারানল-সন্তপ্তোদ্দীপ্তশিরাজলরাশিমিব ।

উপহারপার্শ্বঃ শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠঃ গুরুমুপস্থত্য তমমুসরতি ॥৬॥

( সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত-বেদান্তসার ১১শ সংখ্যা-ধৃতবচন )

মন্তক জলিয়া উঠিলে লোক যেমন জলসমীপে গমন করে, সেইরূপ জন্মমরণাদিসংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া শিষ্য উপহার অর্থাৎ সমিধ্ হস্তে বেদ-বেদান্তপারগ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করেন এবং তাঁহার অঙ্গুগত হন ॥

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল ।

এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥ ৭ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২২।২৪ )

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহিস্মুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥ ৮ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২০।১১৭ )

কৃষ্ণ-বহিস্মুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে ।

নিকটস্থ মায়া তারে আপটিয়া ধরে ॥

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় ।

মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥

‘আমি নিত্য কৃষ্ণদাস’—এই কথা ভুলে ।

মায়ার নকর হইয়া চিরদিন বলে ॥

কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র ।

কভু স্ত্রী, কভু দুঃখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র ॥

কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু ।

কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু ॥ ৯ ॥

( প্রেমবিবর্ত )

এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ ॥

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ১০ ॥

( চৈঃ চঃ ২।১৯।১৫১ )

মুকুং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিম্ ।

যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১১ ॥

( ভাবার্থদীপিকার মঙ্গলাচরণ-শ্লোক )

যাহার কৃপা, মুককে বাচাল করিতে এবং পঙ্গুকে গিরি লজ্জন  
করাইতে পারে, সেই পরমানন্দস্বরূপ-মাধবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১ ॥

চৈতন্যলীলাসুতপূর,

কৃষ্ণলীলা স্বকপ্পূর,

দুহে মিলে হয় স্তমাধুয়া ।

সাধুগুরুপ্রসাদে,

তাহা যেই আশ্বাদে,

সেই জানে মাধুর্য্যপ্রাচুর্য্য ॥ ১২ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২৫।২৭০ )

সদগুরু ও সচ্ছিত্ত ছল্লভ--

শ্রবণায়াপি বহুভি যো ন লভ্যঃ

শৃংগস্তোহপি বহবো যং ন বিদ্যাঃ ।

আশ্চর্য্যোহস্য বক্তা কুশলোহস্য লব্ধা

অশ্চর্য্যো ভ্রাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ১৩ ॥

( কঠ ১।২।৭ )

সেই আত্মা অনেকেরই শ্রবণগোচর হন না, শ্রবণ করিয়াও অনেকেই তাঁহাকে অনুভব করিতে পারেন না; কারণ, সেই আত্মার শিক্ষিত (তত্ত্ববিৎ) উপদেষ্টা হ্রস্বভ, যদিও আবার উপদেষ্টা লভ্য হয়, কিন্তু শ্রোতা অতি হ্রস্বভ ॥ ১৩ ॥

সদগুরু—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, কৃষ্ণৈকশরণ ও শাস্ত—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।

শাদে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ১৪ ॥

( ভাঃ ১১।৩।২১ )

কর্তব্যাকর্তব্যজিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সদগুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি ‘পদ্মব্রহ্মে’ অর্থাৎ ঐতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে স্ননিপুণ, ‘পরব্রহ্মে’ নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জ্ঞা যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদগুরু ॥ ১৪

রূপাসিদ্ধিঃ স্নসংপূর্ণঃ সর্বসম্ভোপকারকঃ ।

নিষ্পৃক্তঃ সর্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ববিজ্ঞাবিশারদঃ ॥

সর্বসংশয়সচ্ছেদ্তাহনলসো গুরুরাহতঃ ॥ ১৫ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৫ শ্লোকস্বতঃ বিষ্ণুস্মৃতি-বচন )

অপার রূপাময়, স্নসংপূর্ণ অর্থাৎ যিনি স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যাহার কোন অভাব নাই; সর্বগুণবিশিষ্ট, সর্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ববিজ্ঞা অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে স্ননিপুণ, এবং শিষ্যের সর্বসংশয় ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত হরিসেবানিষ্ঠ পুরুষই ‘গুরু’ বলিয়া কথিত হন ॥ ১৫ ॥

তিনিই জগদগুরু—গোস্বামী—

বাচোবেগঃ মনসঃ ক্রোধবেগঃ

জিহ্বাবেগম্মদরোপস্থবেগম্ ।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ

সর্ববামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১৬ ॥

—( শ্রীকৃপাগোস্বামিকৃত উপদেশামৃত ১ম স্কন্ধ )

বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টা যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই ষড়্বেগজয়ী গোস্বামী ॥ ১৬ ॥

শ্রীগুরু প্রাকৃত জাতিকুলের অন্তর্গত মর্ত্যজীব নহেন—

ষট্‌কর্মন্বনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।

অবৈষ্ণবো গুরুর্ন শ্রাদ্ধৈষ্ণবঃ শ্বপচোগুরুঃ ॥ ১৭ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পান্নবচন )

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম-নিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু হইতে পারেন না কিন্তু চণ্ডালকূলে প্রকটিত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হইবার যোগ্য ॥ ১৭ ॥

বৈষ্ণবই সর্ববর্ণাশ্রমীর গুরু—

বিপ্রকৃত্রিয়বৈশ্যাস্ত গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্ ।

শূদ্রাস্ত গুরবস্তেবাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৮ ॥

( পদ্মপুরাণ )

বিপ্র, কৃত্রিয় ও বৈশ্যজাতি শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন—ইহাই সাধারণ বিধি । কিন্তু ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্র-কূলে অবতীর্ণ হইলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয় ও বৈশ্য কুলোদ্ভূত ব্যক্তির শ্রীগুরুদেব ॥ ১৮ ॥

কিবা বিপ্র, কিবা স্ত্রীশূদ্ৰ কেনে নয় ।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ ১৯ ॥

( চৈঃ চঃ ২।৮।১২৭ )

কিবা বর্ণী, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন ।

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ ॥

আসল কথা ছাড়ি ভাই বর্ণে যে করে আদর ।

অসদ্গুরু করি তার বিনষ্ট পূর্বাপর ॥ ২০ ॥

( প্রেমবিবর্ত )

### সদ্গুরুই সঙ্কজ্ঞানাচার্য্য—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মানভীপ্সুমক্ষম্ ।

কৃপান্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ২১ ॥

( শ্রীল দাসগোস্বামিকৃত বিলাপকুসুমাজলি, ৬ শ্লোক )

যিনি সর্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানকে আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সঙ্কজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি ॥ ২১ ॥

### ‘আচার্য্য’ কাহাকে বলে ?—

উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েচ্ছিজঃ ।

সকল্লং সরহস্তঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥ ২২ ॥

( মনু ২।১৪০ )

যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন প্রদান করিয়া যজ্ঞবিজ্ঞা ও উপনিষদের সহিত সমগ্রবেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে “আচার্য্য” নামে অভিহিত করেন ॥ ২২ ॥

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি ।

স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২৩ ॥

( বায়ুপুরাণ )

শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে  
আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্  
তত্ত্ববিৎ পুরুষ “আচার্য্য” নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥

( গীতা ৩।২১ )

শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনু-  
করণ করেন । তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে  
অনুবর্ত্তী হয় ॥ ২৪ ॥

আপনে আচারে কেহ না করে প্রচার ।

প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥

আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য ।

তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের অার্য্য ॥ ২৫ ॥

( চৈঃ চঃ ৩।৪।১০২-১০৩ )

আপনি আচারি ভক্তি শিখায় সবারে ॥ ২৬ ॥

( চৈঃ চঃ ১।৩।২০ )

আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ॥ ২৭ ॥

( চৈঃ চঃ ১।৩।২১ )

শ্রীগুরু শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-তত্ত্ব—

আচার্য্যঃ মাং বিজানীয়ান্নাবমন্তেত কর্হিচিৎ ।

ন মন্ত্যন্তু ক্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ২৮ ॥

( ভাঃ ১।১।১৭।২৭ )

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন, হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে ।  
গুরুতে সামান্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না । গুরু সৰ্বদেবময় ॥২৮

বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।

তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ ২৯ ॥

( চৈঃ চঃ ১।১।১ )

দীক্ষা-শিক্ষাভেদে গুরুদ্বয়, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণ, অধৈতপ্রভু প্রভৃতি  
ঈশাবতারগণ, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশতত্ত্ব-সকল, এবং  
শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণ এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু-শ্রীকৃষ্ণ-  
চৈতন্যনামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ।

শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥ ৩০ ॥

( চৈঃ চঃ ১।১।৩২ )

গুরুতত্ত্ব—দীক্ষাগুরু—

যত্বপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস ।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ৩১ ॥

( চৈঃ চঃ ১।১।৪৪ )

শিক্ষাগুরু—(ক) চৈতন্যগুরু, (খ) মহাস্বগুরু—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ৩২ ॥

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ ।

অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥৩৩ ॥

( চৈঃ চঃ ১।১।৪৫ ও ৪৭ )

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈতন্যরূপে ।

শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহাস্তম্বরূপে ॥ ৩৪ ॥

( চৈঃ চঃ ১।১।৫৮ )

নৈবোপায়ন্ত্যপচিতিং কবয়ন্তুবেশ

ব্রহ্মায়ুধাপি কৃতমুদ্রমুদঃ স্মরন্তঃ ।

ষোহন্তুর্বাহিস্তমুভূতামশুভং বিধৃষ-

মাচার্য্যচৈতন্যবপুষা স্বগতিং বানক্তি ॥ ৩৫ ॥

( ভাঃ ১।১।২৯৬ )

হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুল্লক কবিসকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন না ।  
যেহেতু, তুমি অপার-কৃপা-বশতঃ দেহধারিজীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও  
স্বগতি ( পার্শ্বদত্তপ্রাপ্তিলক্ষণা গতি ) প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে  
আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আছ ॥ ৩৫ ॥

**কৃষ্ণপ্রসাদে গুরু-কৃপা-লাভ—**

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে ।

গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥ ৩৬ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২২।৪৭ )

**শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা—অভিন্নশ্রীরূপপাদ—**

• অজ্ঞানতিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া ।

চকুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ৩৭ ॥

• শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চানুবাদ ( ৩৯ সংখ্যা ) দ্রষ্টব্য ॥ ৩৭ ॥

শ্রীচৈতন্যমনোহরীকটং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।

স্বয়ং রূপঃ কদা মহৎ দদাতি স্বপদাস্তিকম্ ॥ ৩৮ ॥

ধিনি পৃথিবীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের মনোহীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন,  
সেই শ্রীলরূপগোস্বামী কবে আমাকে স্বীয় চরণসমীপে স্থান প্রদান  
করিবেন ? ॥ ৩৮ ॥

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্বন্ধ,

বন্দ মুই সাবধান সনে ।

যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,

কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে ॥

গুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদি করি মহাশকা,

আর না করিহ মনে আশা ।

শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,

যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা ॥

চক্ষু দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,

দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত ।

প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিষ্টা বিনাশ যাতে,

বেদে গায় যাহার চরিত ॥ ৩৯ ॥

( শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা )

শ্রীগুরুদেব-কৃষ্ণশক্তি—মুকুন্দ-প্রার্থ—

ন ধর্ম্যঃ নাধর্ম্যঃ শ্রুতিগগনিকুলঃ কিল কুরু

ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্যামিহ তমু ।

শর্চাসুখং নন্দীশ্বর-পতিসুতস্ব গুরুবরং

মুকুন্দপ্রার্থস্ব স্মর পরমজপ্রং নমু মনঃ ॥ ৪০ ॥

( শ্রীলদাসগোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা-২য় স্কন্ধ )

হে মন, বেদে যাহা ধর্ম অর্থাৎ পুণ্য, অধর্ম অর্থাৎ পাপ বলিয়া কথিত

হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই করিও না। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন-শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দনন্দন-শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জানিয়া ও গুরুদেবকে মুকুন্দপ্রিয়তম জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ৪০ ॥

### শ্রীগুরুদেব—গৌরশক্তি—গৌরপ্রিয়তম—

সাক্ষাৎকরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রে ক্লান্তস্তথা ভাব্যত এব সন্তিঃ ।

কিন্তু প্রভো যঃ প্রিয় এব তস্ম বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৪১॥

( গুরুষ্টক ৭ম শ্লোক—চক্রবর্তী ঠাকুর )

সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব সাক্ষাৎ “হরি” বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জ্ঞানেন। কিন্তু যিনি সদা প্রকাশ স্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়সেবাদিকারী সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি ॥ ৪১ ॥

শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্ম চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং  
তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মনাস্তে ॥ ৪২ ॥

( ভক্তিসন্দর্ভ ২১৬ )

শাস্ত্রে যে যে স্থলে শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবপ্রবর শঙ্কুকে ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, শুদ্ধভক্তগণ সেই সেই স্থলে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের প্রিয়তম বলিয়াই মনে করেন ॥ ৪২ ॥

### গুরুব্রত-নিম্না—

গুরুন স স্মাৎ সজনো ন স স্মাৎ

পিতা ন স স্মাজ্জননী ন সা স্মাৎ ।

দৈবং ন তৎ স্মান্ন পতিশ্চ স স্মাৎ

ন যোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥ ৪৩ ॥

( ভাঃ ৫।৫।১৮ )

ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু “গুরু” নহেন, সেই স্বজন “স্বজন” শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা ‘পিতা’ নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী ‘জননী’ নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্তব্য নহে, সেই দেবতা ‘দেবতা’ নহেন অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসারমোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজাগ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি ‘পতি’ নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে ॥ ৪৩ ॥

সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতামাতা ;

শীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায় ।

কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায় । ৪৪ ॥

( চৈঃ মঃ মধ্য খণ্ড )

কেবল প্রাকৃত পাণ্ডিত্য থাকিলেই গুরু হওয়া যায় না—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতে ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি ।

শ্রমস্তশ্চ শ্রমফলো হৃদৈশ্চুমিব রক্ষতঃ ॥ ৪৫ ॥

( ভাঃ ১১।১১।১৮ )

শব্দব্রহ্মরূপ বেদবাক্যে নিষ্ঠা করিয়াও যদি বেদতাৎপর্যরূপ পর-ব্রহ্মে অবগাহন না করে, তবে বৎসহীন গাভী রক্ষার স্তায় বেদবাক্যে তাহার যত্ন কেবল শ্রমফল উৎপাদন করে ॥ ৪৫ ॥

কুলীন বা বেদাধ্যায়ী অবৈষ্ণব গুরু নহেন—

মহা-কুল-প্রসূতোহপি সর্ববধৈঃ সূ দীক্ষিতঃ ।

সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ শ্রাদ্ধবৈষ্ণবঃ ॥ ৪৬ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০ )

মহাকুলপ্রসূত, সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও  
অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না ॥ ৪৬ ॥

পরিচর্যা-যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুন' হি ॥ ৪৭ ॥

( বিষ্ণুস্মৃতি )

শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্যা ও যশোলাভের বাসনা করেন,  
তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন ॥ ৪৭ ॥

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ ।

দুর্লভঃ সদৃগুরুদে'বি. শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥ ৪৮ ॥

( পুরাণ-বাক্য )

হে দেবি, শিষ্যের বিত্ত অর্থাৎ ধনাপহারক বহু গুরু আছেন, কিন্তু  
শিষ্যের সন্তাপনাশক সদৃগুরু দুর্লভ ॥ ৪৮ ॥

অসদৃগুরু পরিত্যাগ করাই বিধি—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ ।

উৎপথপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ ৪৯ ॥

( মহাভাঃ উদ্যোগ পর্ক ১৭৯/২৫ )

ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্তব্যাকর্তব্যবিবেক-রহিত মূঢ় এবং গুরুভক্তি  
ব্যতীত ইতরপন্থানুগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র-গুরু হইলেও তাঁহাকে  
পরিত্যাগ করাই বিধি ॥ ৪৯ ॥

স্নেহাধা লোভতো বাপি যো গৃহীয়াদ্ দীক্ষয়া ।

তন্নিহ্ন গুরৌ সশিষ্যে তদ্বেবতাশাপ আপতেৎ ॥ ৫০ ॥

( হঃ বিঃ ২।৫ )

স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন, এবং ভালবাসার  
খাতিরে বা কোনরূপ লোভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহার  
উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন ॥ ৫০ ॥

যো ব্যক্তি স্নায়রহিতমস্নায়েন শৃণোতি বঃ ।

তাবুভো নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥ ৫১ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১৬২ )

যিনি ( আচার্য্যবেশে ) অস্নায় অর্থাৎ স্নায়তশাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি ( শিষ্যরূপে ) অস্নায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহার উভয়েই অনন্তকাল ঘোরনরকে গমন করেন ॥ ৫১ ॥

### গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী গুরু পরিত্যাজ্য—

“বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব । ‘গুরোরপ্যবলিপ্তস্বে’তি স্মরণাৎ । তস্মৈ বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া ‘অবৈষ্ণবোপ-দিষ্টেনে’তি বচনবিষয়ত্বাচ্চ । যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিজ্ঞান-তায়ান্ত তস্মৈব মহাভাগবতস্মৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ ।” ৫২

( ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮ সংখ্যা )

গুরু, বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে ‘গুরোরপ্যবলিপ্ত’ শ্লোক স্মরণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । সেই গুরুর বৈষ্ণবতাভাব ও অবৈষ্ণবতা দ্বারা গুরুত্ব থাকিতে পারে না জানিবে । ভক্ত তাদৃশ গুরুকে ‘অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন’ বচনের বিষয় জানিয়া তাহাকে বিদায় দিবে । উক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট শ্রীগুরুদেবের অবর্ত্তমানে তাদৃশ কোন এক মহাভাগবতের নিত্য সেবা করাই পরম শ্রেয়ঃ ॥ ৫২ ॥

### অযোগ্য কৌলিক গুরু পরিত্যাজ্য—

পরমার্থগুরুর্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুরুর্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ ॥ ৫৩

( ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা ) •

ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুক্ৰম পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

**পুনরায় সদ্গুরু গ্রহণ আবশ্যক—**

অবৈষম্যবোধিতেন মন্ত্ৰেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।

পুনশ্চ বিধিনা সমাগ্ গ্রাহয়েদৈষম্যবাদ্ গুরোঃ ॥৫৪॥

( হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪ )

জীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষম্যবোধ উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষম্যবোধের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ৫৪ ॥

**শিষ্যের কর্তব্য কি ?—**

নৃদেহমাদ্যাং স্থলভং সূহৃদ্ব্যভং

প্লবং স্কুললং গুরুকর্ণধারম্ ।

ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং

পুমান ভবাক্টিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ৫৫ ॥

( ভাঃ ১১।২০।১৭ )

এই নৃদেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য। স্থলভ ও সূহৃদ্ব্যভ। ইহাই পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপাকরুণ অমুকুল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্রে পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী ॥ ৫৫ ॥

**গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি থাকিলে সর্বৈব বৃথা—**

গুরুষু নরমতির্যস্ত বানারকী সঃ ॥ ৫৬ ॥

( পদ্মপুরাণ )

যাহার শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি বর্তমান, সে ব্যক্তি নারকী ॥ ৫৬ ॥

যস্য সাক্ষাৎগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ ।

মর্ত্যাসন্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ৫৭ ॥

( ভাঃ ৭।১৫।২৬ )

দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুতে যাহার অসতী মর্ত্য-সাধারণ-বুদ্ধি, তাঁহার পক্ষে ভগবদ্বাক্তাদি-গ্রহণ মননাদি সকলই হস্তি-স্বানের স্থায় বৃথা ॥ ৫৭ ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৫৮ ॥

( গীতা ৪।৩৪ )

( হে অর্জুন, ) তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাধারা সেই তত্ত্ব অবগত হও । তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্বক তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিবেন ॥ ৫৮ ॥

এবং গুরুপাসনৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ ।

বিবৃশ্চা জীবাশয়মশ্রমন্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজ্যন্তম্ ॥ ৫৯ ॥

( ভাঃ ১।১২।২৪ )

সদৃশরূ-উপাসনারূপ ঐকান্তিকী ভক্তিধারা ধীর পুরুষ বিদ্যাকুঠারে ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর ছেদন করিয়া পরমাত্মসম্পত্তি লাভ করিবেন এবং পরে সেই সম্পত্তিলাভের উপায়স্বরূপ জ্ঞানকুঠারকেও পরিত্যাগ করিয়া পরা ভক্তি লাভ করিবেন ॥ ৫৯ ॥

শ্রীগুরুদেব অভিল্ল-নিত্যানন্দস্বরূপ—

সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে ।

যে ডুবিলে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে ॥

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।

এ বড় ভরসা চিন্তে ধরি নিরন্তর ॥ ৬০ ॥

( চৈঃ ভাঃ ১।১৭।১৫২-৫৩ )

নিতাই-পদ-কমল,                      কোটীচন্দ্রসুশীতল,  
 যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায় ।  
 হেন নিতাই বিনা ভাই,              রাধাকৃষ্ণ পাঠাতে নাই,  
 দৃঢ় করি ধর নিতাই-পায় ॥  
 সে সম্বন্ধ নাহি যার,              বৃথা জন্ম গেল তার,  
 সেই পশু বড় দুরাচার ।  
 নিতাই না বলিল মুখে,              মজিল সংসারস্থখে  
 বিছা কুলে কি করিবে তার ॥  
 অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে,              নিতাই-পদ পাশরিয়ে,  
 অসত্যেরে সত্য করি মানি ।  
 নিতাইর করুণা হ'বে,              ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,  
 ধর তার চরণদুখানি ॥ ৬১ ॥

( প্রার্থনা—ঠাকুর মহাশয় )

আন্নায় কি ?

আন্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদব্রহ্মবিদ্যোতি বিশ্রুতাঃ ।

গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্তৃর্হি ব্রহ্মণঃ ॥ ৬২ ॥

( মহাজন-কারিকা )

বিশ্বকর্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যানারী শ্রুতিসকলকে  
 “আন্নায়” বলা যায় ॥ ৬২ ॥

শ্রুতিতে আন্নায়ের উল্লেখ—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্ভব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা ।

ঈ ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ববায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥৬৩॥

( যুগ্মক ১১১১ )

বিশ্বকর্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বকে সর্ব-  
বিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-গুরুপরম্পরা—

শ্রীমদ্বাচার্য্য

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতিজীয়াৎ ।

সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্তয়ন্তি বুধাঃ ॥ ৬৪ ॥

( প্রেমের-রত্নাবলী )

সুখময়ধামস্বরূপ আনন্দতীর্থ মধবমুনি জয়বৃদ্ধ হউন । পণ্ডিতগণ  
তাঁহাকে সংসারসাগর-উত্তরণের তরণী বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন ॥৬৪॥

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ।

শ্রীমধব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্মূহুরি-মাধবান্ ॥

অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিদ্ধু-দয়ানিধীন্ ।

শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধন্মান্ ক্রমাধয়ম্ ॥

পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্কৃতম্ ।

ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিততঃ ॥

তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদৈতনিত্যানন্দান্ জগদগুরুন্ ।

দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজ্যমহে ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥

মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়করঃ ।

রূপসনাতনো ঘো চ গোস্বামিপ্রবরো প্রভু ॥

শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ ।

• তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজ-শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভুর্মতঃ ॥ •

তস্য প্রিয়োক্তমঃ শ্রীলঃ সেবাপরো নরোত্তমঃ ।  
 তদনুগতভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সতুত্তমঃ ॥  
 তদাসক্তশ্চ গোড়ীয়বেদাস্তাচার্য্যভূষণম্ ।  
 বিদ্যাভূষণপাদশ্রীবলদেবসদাশ্রয়ঃ ॥  
 বৈষ্ণবসার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা ।  
 শ্রীমায়াপুরধাম্নস্ত নির্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ॥  
 শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ ।  
 শ্রীভক্তিবিনোদো দেব স্তুতপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ ॥  
 তদভিন্নস্বহৃদবর্যো মহাভাগবতোত্তমঃ ।  
 শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্  
 মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বাস্তুরাশি-নিরাসকঃ ।  
 বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বাস্তপদ্যবিকাশকঃ ॥  
 দেবোহসৌ পরমো হংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্তনে ।  
 প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ॥  
 হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ ।  
 শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ঃ ॥  
 সর্ব্বেতে গৌরবংশ্যাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ ।  
 বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ ॥ ৬৫ ॥

গুরুপরম্পরা—

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্শ্লুখ,

হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ

। ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি ।

নারদ হৈতে ব্যাস,                      মধব কহে ব্যাসদাস  
 পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভগতি ॥  
 নৃহরি মাধব বংশে,                      অক্ষোভা-পরমহংসে  
 শিষ্য বলি অঙ্গীকার করে ।  
 অক্ষোভের শিষ্য জয়-                      তীর্থনামে পরিচয়,  
 তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিদ্ধ তরে ॥  
 তাহা হৈতে দয়ানিধি,                      তাঁর দাস বিদ্যানিধি  
 রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে ।  
 তাঁহার কিস্কর জয়-                      ধর্ম্য নামে পরিচয়  
 পরম্পরা জান ভাল মতে ॥  
 জয়ধর্ম্যদাস্যে খ্যাতি                      শ্রীপুরুষোত্তম যতি  
 তা' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ সূরি ।  
 ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস,                      লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,  
 তাহা হ'তে মাধবেন্দ্র পুরী ॥  
 মাধবেন্দ্র পুরীবর,                      শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর  
 নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভূ ।  
 ঈশ্বরপুরীকে ধনা,                      করিলেন শ্রীচৈতন্য,  
 জগদগুরু গৌরমহাপ্রভু ॥  
 মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য                      রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য  
 রূপানুগ জনের জীবন ।  
 বিশ্বস্তর প্রিয়ঙ্কর,                      শ্রীস্বরূপ দ্যামোদর  
 শ্রীগোস্বামী রূপসনাতন ॥



# দ্বিতীয় অঙ্ক

## ভাগবত-তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত—সর্বশাস্ত্র-শিরোমণি—

ধর্মঃ প্রোক্তো বিতর্কিতবোহত্র পরমো নিশ্চয়ঃ সরাণাং সত্যঃ

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ

সত্ত্বো হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রুষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ১ ॥

( ভাঃ ১।১।২ )

এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আদৌ মহামুনি-শ্রীনারায়ণ-কর্তৃক চতুঃশ্লোকী-রূপে নির্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তি-দিগের জন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্যান্ত কৈবতশূন্য, পরমধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম জীবের ত্রিতাপ-নাশক, শিবদ ও বাস্তব বস্তু তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রদ। ইহা শ্রবণেচ্ছ ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবস্থিত করিতে সমর্থ হন। অতএব, ভাগবত ব্যতীত অন্ত্রশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? ॥

কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-স্বরূপ শ্রীভাগবত ।

তাতে বেদ শাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥ ২ ॥

( টেঃ ৫ঃ ২।৩।১৪৩ )

বেদতত্ত্বের প্রাপকফল ও মুক্তকুলের উপাস্ত—

নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৩ ॥

( ভাঃ ১।১।৩ )

হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষভাবনাচতুর ভক্তবৃন্দ !  
শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্যাদি পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায়  
পৃথিবীতে অথগুরুপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, স্বক্-অষ্টি প্রভৃতি কঠিন  
হেয়াংশ-রহিত তরল-পানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদ-কল্পতরুর  
প্রপক ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন ॥৩॥

**ভাগবত—কৃষ্ণের অপ্রকটে গ্রন্থরূপি-কৃষ্ণবিগ্রহ**

**দিব্যজ্ঞানালোকবিস্তারী পুরাণসূর্য্য—**

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ।

কলৌ ন্যটদৃশামেব পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ ॥ ৪ ॥

( ভাঃ ১।৩।৪৫ )

শ্রীগোলোকবৃন্দাবনপতি কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বীয় প্রপঞ্চগত-লীলা অপ্রকট  
করিলেন, তখন জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁহা হইতে অভিন্ন এই  
পুরাণপ্রভাকর সমস্ত ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত কলিকালে নষ্টদৃষ্টি পুরুষ-  
দিগের প্রয়োজনসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সম্প্রতি উদিত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

**ভাগবত—পারমহংসী সংহিতা—**

অনর্থোপশমং সাক্ষাভুক্তিযোগমধোক্ষজে ।

লোকস্রাজানতো বিদ্বাংশচক্রে সাত্বত-সংহিতাম্ ॥

যস্ত্যাং বৈ শায়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে ।

ভক্তিরূপপত্ন্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা ॥ ৫ ॥

( ভাঃ ১।৭।৬-৭ )

ইন্দ্রিয়জ্ঞানাভীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-  
ভোগনিবৃত্ত হয়, দর্শন করিলেন । এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্জ্ বেদ-  
ব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক

পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোকমোহভয় নাশিনী ভক্তির উদয় হয় ॥ ৫ ॥

**অমলপুরাণ—পরমহংসগণের প্রিয়—**

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদৈষ্যবান্নাং প্রিয়ং  
যস্মিন্ পারমহংস্তুমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।  
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈকশ্ম্যামাবিকৃতং  
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যন্তরঃ ॥ ৬ ॥  
( ভাঃ ১২।১০।১৮ )

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নিম্নলি। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রিয়। ইহাতে এক অমল পারমহংসজ্ঞান বর্ণিত আছে। বিরাগসহিত নৈকশ্মজ্ঞান ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে উদিত ভক্তিদ্বারা জীবের মায়াবন্ধ দূর হয় ॥ ৬ ॥

( ১ ) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ( ২ ) ভারতার্থ-তাৎপর্য্য,  
( ৩ ) গায়ত্রীভাষ্য ও ( ৪ ) বেদার্থবিস্তার—

অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্নয়ঃ ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥ ৭ ॥

( হঃ ভঃ বি ১০।২৮৩ অঙ্কধৃত গরুড়পুরাণবচন )

এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বন্ধিত ॥ ৭ ॥

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন ;

• ‘সত্যং’ ‘পরং’—সম্বন্ধ, ‘ধীমহি’—সাধনে প্রয়োজন ॥ ৮ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২৫।১৪০ )

চারিবেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয় ।  
 তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥  
 যেই সূত্রে সেই ঋক্ বিষয় বচন ।  
 ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকনিবন্ধন ॥  
 অতএব সূত্রের ভাষা শ্রীমদ্ভাগবত ।  
 ভাগবত-শ্লোকে উপনিষৎ কহে একমত ॥ ৯ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২৫।২৬ ৯৮ )

যেই সূত্র-কর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান ।  
 তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ ১০ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২৫।২১ )

অতএব ভাগবত—সূত্রের অর্থরূপ ॥  
 নিজকৃত সূত্রের নিজভাষ্যস্বরূপ ॥ ১১ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২৫।১৩৬ )

অতএব ভাগবত করহ বিচার ।  
 ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার ॥ ১২ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২৫।১৪৬ )

সর্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ভূতম্ ॥ ১৩ ॥

( ভাঃ ১।৩।৪২ )

এই গ্রন্থে সর্ববেদ ও ইতিহাসের সারসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস ।  
 মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ ১৪ ॥

( চৈঃ চঃ ২।৩।১৬৯ )

“ব্রহ্মসূত্রার্থ”—

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষাতে ।

তদ্রসানুতত্পুস্ত্র নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ ॥ ১৫ ॥

( ভাঃ ১২।১৩।১৫ )

সর্ববেদান্তের সারকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলা যায় । যিনি ইহার রস-  
মুতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার কখনও অন্য শাস্ত্রে আসক্তি থাকে  
না ॥ ১৫ ॥

বেদসার ও অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ—

সবে পুরুষার্থ “ভক্তি” ভাগবতে হয় ।

প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয় ॥

চারি বেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত ।

মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত ॥ ১৬ ॥

( চৈঃ ভাঃ ২।২১ )

কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভূ সর্ববিশ্রয় ।

প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥ ১৭ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২৪।৩৩ )

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে ।

চতুর্দা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥ ১৮ ॥

( চৈঃ ভাঃ ২।২১৫ )

ভাগবত—স্বপ্রকাশ নিত্যবস্তু—

মনুষ্য-রচিত প্রাকৃত গ্রন্থ নহে—

আত্ম মধ্য অস্ত্যে ভাগবতে এই কয় ।

বিয়ুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয় ॥

ভাগবতশাস্ত্রে সেই ভক্তিতত্ত্ব কহে ।  
 তেঁঞি ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে ॥  
 যেনরূপ মৎস্ত কূৰ্ম আদি অবতার ।  
 আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা সভার ॥  
 এইমত ভাগবত কারো কৃত নয় ।  
 আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয় ॥  
 ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায় ।  
 এইমত ভাগবত সর্ববশাস্ত্রে গায় ॥  
 প্রেমময় ভাগবত—কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ ।  
 যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥  
 হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া ।  
 নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া ॥ ১২ ॥

( চৈঃ ভাঃ ৩৩ )

ভাগবত—অধোক্ষজ মূর্ত্তবিগ্রহ—

পাদৌ যদীযৌ প্রথমদ্বিত্যৌ তৃতীয়তুর্যৌ কথিতৌ যদূর  
 নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠৌ ভুজান্তরং দোয়ুর্গলং তথাস্তৌ ।  
 কণ্ঠস্ত রাজন্যবমৌ যদীযৌ মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্  
 একাদশৌ যন্ত ললাটপট্টং শিরোপি তু দ্বাদশ এব ভাতি ॥  
 তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্ ।  
 অপারসংসার-সমুদ্-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্ ॥ ২০ ॥

( পদ্ম-পুরাণ )

আমি সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-

ময় শাস্তিক অবতার, অপার-সংসার-নাগর পার হইবার সেতু-স্বরূপ  
শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটি স্বক দ্বাদশটি  
অঙ্গ-স্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্বক ইহার পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্বক  
ইহার উরুদ্বয়, পঞ্চম ইহার নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্বক ইহার একটা ভুজ, সপ্তম ও  
অষ্টম এই দুইটি ইহার দুইটি বাহ। দশম স্বক ইহার প্রকুল মুখপদ্ম-স্বরূপ,  
একাদশ ইহার ললাটদেশ এবং দ্বাদশ স্বক ইহার মস্তক ॥ ২০ ॥

দ্বিবিধ ভাগবত—(১) গ্রন্থ-ভাগবত ও (২) ভক্ত-ভাগবত

দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনিমাত্র।

গ্রন্থ ভাগবত আর কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র ॥ ২১ ॥

( চৈঃ ভাঃ ৩৩ )

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।

আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র ॥ ২২ ॥

( চৈঃ চঃ ১।১।২২ )

দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।

তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥ ২৩ ॥

( চৈঃ চঃ ১।১।১০০ )

মায়ামুক্ত জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।

জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥ ২৪ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২।১২২ )

ভাগবত-শাস্ত্রের অচিন্ত্যত্ব—

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ববিশাস্ত্রে কয়।

ইহা না বুঝিয়ে বিজ্ঞা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥

‘ভাগবত বুঝি’—হেন যার আছে জ্ঞান ।

সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥ ২৫ ॥

( চৈঃ ভাঃ ২।২১ )

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি য়ার ।

সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিসার ॥ ২৬ ॥

( চৈঃ ভাঃ ২।২১ )

অহং বেদ্বি শুকো বেদ্বি ব্যাসো বেদ্বি ন বেদ্বি বা ।

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহং ন বুধ্যা ন চ টীকয়া ॥ ২৭ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২৪।৩১৫ সংখ্যোক্ত প্রাচীনকৃতশ্লোক )

মহাদেব কহিলেন, আমি জানি, শুক জানেন, ব্যাস জানেন বা না জানেন । ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ হন ; বুদ্ধি বা টীকা দ্বারা হন না ॥ ২৭ ॥

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।

একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥ ২৮ ॥

( চৈঃ চঃ ৩।৫।১৩১ )

বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ ২৯ ॥

( চৈঃ চঃ ৩।১৩।১১৩ )

বিপ্র কহে, মূর্থ আমি শব্দার্থ না জানি ।

শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥

যাবৎ পড়েঁ তাবৎ পাও কৃষ্ণ-দর্শন ।

এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥ ৩০ ॥

( চৈঃ চঃ ২।২২৮, ১৬১ )

শ্রীধরস্বামিপ্রসাদে ভাগবত জানি ।

জগদগুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি ॥

শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান ।

অভিমান ছাড়ি তজ্জ কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥ ৩১ ॥

( চৈঃ চঃ ৩৭।১২৭ ও ১৩০ )

মুই, মোর ভক্ত, আর গ্রন্থ-ভাগবতে ॥

যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে ॥ ৩২ ॥

( চৈঃ ভাঃ ২।২১শ )

যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব ।

তারাও না জানে গ্রন্থ-অনুভব ॥

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কৰ্ম্ম করে ।

শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে ॥ ৩৩ ॥

( চৈঃ ভাঃ ১।২।৬৭-৬৮ )

ভাগবত যে না মানে সে যবন সম ।

তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম ॥ ৩৪ ॥

( চৈঃ ভাঃ ১।১।৩২ )

ভাগবত পণ্যজব্দ্য বিশেষ নহেন—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোহুধ্যয়নং স্বধৰ্ম্ম-

ব্যাখ্যা-রহো জপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ ।

প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে স্বজিতেন্দ্রিয়াণাং

বার্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাস্তিকানাম্ ॥ ৩৫ ॥

( ভাঃ ৭।২।৪৬ )

মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্শা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জনবাস, জপ এবং সমাধি—এই দশটী অপবর্ণের হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় গো-দাসগণের ইন্দ্রিয়ভোগার্থ জীবনোপায় হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্য কথা হইতে বিরতি, ব্রত, পাণ্ডিত্য, ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা গোস্বামিগণ ক্লেশেন্দ্রিয় তোষণ করেন, আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ গোদাসগণ ঐ সকলদ্বারা নিজের ও তাহাদের দেহসম্পর্কীয় ভোগ্যস্ত্রীপুত্রগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইবার চেষ্টা করে ॥ ৩৫ ॥

**মন্ত্ৰ ও ভাগবত-ব্যবসায় শাস্ত্রবিগর্হিত—**

ন শিষ্যাননুবদ্বীত গ্রন্থান্ নৈবাতাসেদ্বহুন্ ।

ন ব্যাখ্যামুপযুক্তীত নারস্তানারভেৎ কচিৎ ॥ ৩৬ ॥

( ভাঃ ৭।১৩৮ )

প্রলোভনাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক অধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না, বহু গ্রন্থ অভ্যাস ও মহারস্ত্রাদির উত্তম পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৬ ॥

কথঞ্চিদ্বাদিককামনয়া যদি কস্মী বক্তা শ্রোতা বা শ্রাস্তদা  
স বিরজ্যেদেবেত্যাঃ পশুগ্নাদ্বিনা ॥ ৩৭ ॥

( ভাঃ ১০।১।৪ শ্লোকের সারার্থদর্শনী টীকা )

ফলভোগাভিলাষীকে কস্মী বলে। যদি সেই কস্মী কথঞ্চিদ্বাদিককামনা-বশতঃ বক্তা বা শ্রোতা হয়, তাহা হইলেই সে শ্রবণকীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে। অর্থাৎ ফলভোগী কস্মীর ফলভোগের ব্যাঘাত হইলেই কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়। তজ্জন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন “বিনাপশুগ্নাৎ” অর্থাৎ পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কে-ই বা হরিকথা শ্রবণে বিরত হইবে ? ৩৭ ॥

শূদ্রাণাং সুপকারী চ যো হরেন্দ্রম-বিক্রয়ী ।

যো বিত্তা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৮ ॥

( ব্রঃ বৈঃ, প্রকৃতিখণ্ড ২১শ অঃ )

বিষ্ণুসেবাহীন শূদ্রগণের পাচক হরিনাম এবং বিত্তাবিক্রয়ী বিপ্র, “বিপ্র” নামে পরিচিত হইলেও, বিপ্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট । বিষহীন সর্প যেরূপ বাহিরে সর্পাকৃতি থাকিয়া অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা ভীতি উৎপাদন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দংশন দ্বারা লোকের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ ঐ বিপ্রগণও তাঁহাদের অনভিজ্ঞ মূর্খ শিষ্যের ভীতি উৎপাদন করিলেও প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞের নিকট কোন বাহাহরী দেখাইতে পারেন না ॥ ৩৮ ॥

অবৈষ্ণব-মুখোদগীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।

শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

( পদ্মপুরাণ )

হৃৎ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট হৃৎ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা ছত্বের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সন্মুখরিত পবিত্র হরিকথামৃত-পানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়. কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব-ব্যক্তির মুখোদগীর্ণ উপদেশাদি বাহ্য আকারে হরিকথার জ্ঞান দেখাইলেও উহা ‘নামাপরাধ’ মাত্র । এইরূপ ‘নামাপরাধ’ শ্রবণ করা কখনই কর্তব্য নহে । উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট ছত্বের জ্ঞান উহা দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

### অষ্টাদশ পুরাণের তালিকা—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্ ।

নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দ-সংজ্ঞিতম্ ॥

ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্ ।

বরাহং মাৎস্যং কৌশ্লঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যামিতি ত্রিষট্ ॥ ৪০ ॥

ভাঃ ১২।৭।২৩-২৪ ;

পুরাণ অষ্টাদশপ্রকার যথা—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিব-  
পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদীয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, অগ্নিপুরাণ,  
স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বামনপুরাণ,  
বরাহপুরাণ, মৎস্য, কৃষ্ণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ॥ ৪০ ॥

### সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক পুরাণ-বিভাগ—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্

গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনৈঃ ।

সাংখ্যিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীয়িভিঃ

ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ ।

ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত ॥

মাৎস্যং কৌশ্লং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ ।

আগ্নেয়ঞ্চ ষড়্ভেদানি তামসানি নিবোধত ॥ ৪১ ॥

( ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তে )

হে শুভদর্শনে ! অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মনীয়গণ বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়-  
পুরাণ, মঙ্গলময়-ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহ-

পুরাণ—এই ছয়টি পুরাণকে ‘সাত্ত্বিকপুরাণ’ বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টি ‘রাজসিক’ এবং মৎস্য, কুর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্বন্দ ও অগ্নিপু্রাণ—এই ছয়টি ‘তামসিক’ বলিয়া কথিত হয়। ৪১ ॥

সাত্ত্বিকেষু চ কল্লেষু মাহাত্ম্যামধিকং হরেঃ ।

রাজসেসু চ মাহাত্ম্যামধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥

দ্বদশেষু চ মাহাত্ম্যং তামসেসু শিবশ্চ চ ।

সকীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগচ্ছতে ॥ ৪২ ॥

( তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭ সংখ্যায়ুত মৎস্যপুরাণ-বাক্য )

সাত্ত্বিক পুরাণাদি শাস্ত্রে হরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে । রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমার আধিক্য এবং তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার জায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে কীর্তিত হইয়াছে । সকীর্ণ অর্থাৎ সঙ্করজন্তুমোমিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবতার মহিমা তথা পিতৃলোকের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

‘শাস্ত্র’ কাহাকে বলে ?

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্ ।

মূলরামায়ণৈধৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥

যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

অতোহন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবজ্ঞ তৎ ॥ ৪৩ ॥

( মধ্বভাষ্যায়ুত স্বান্ববচন )

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকল ‘শাস্ত্র’ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ তাহাও ‘শাস্ত্র’মধ্যে পরিগণিত । এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত’ নহে-ই, বরং তাহাকে ‘কুবজ্ঞ’ বলা যায় । ৪৩ ॥

## ‘পঞ্চরাত্র’ কাহাকে বলে ?

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ।

তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪৪ ॥

( নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৪ )

‘রাত্র’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’ । জ্ঞান—পঞ্চপ্রকার । এই জন্ত মনীষিগণ এই গ্রন্থকে ‘পঞ্চরাত্র’ বলিয়া থাকেন । ৪৪ ॥

এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ ।

পরম্পরান্ধোত্তানি পঞ্চরাত্রন্তু কথ্যতে ॥ ৪৫ ॥

( মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্মে—৩৪৯ অঃ )

সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বেদ ও আরণ্যক পরস্পর অজ্ঞানিতাবাপন্ন অর্থাৎ একই তত্ত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে একীভূত ঐ শাস্ত্রগুলি ‘পঞ্চরাত্র’ নামে কথিত হয় । ৪৫ ॥

## পঞ্চরাত্রের বক্তা—সাক্ষাৎ ভগবান্—

জ্ঞানং পরমতত্ত্বঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাপহম্ ।

ততো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শব্দুঃ সংপ্রাপ কৃষ্ণবক্তৃতঃ ॥ ৪৬ ॥

( নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৬ )

অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় শব্দু শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে জন্মমৃত্যু ও জরানাশক পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন । ৪৬ ॥

## নারদপঞ্চরাত্রই-সর্বপঞ্চরাত্র ও শাস্ত্রসার—

দৃষ্ট্বা সর্বং সমালোক্য জ্ঞানং সংপ্রাপ্য শঙ্করাৎ ।

জ্ঞানামৃতং পঞ্চরাত্রং চকার নারদো মুনিঃ ॥ ৪৭ ॥

( ঐ ১।১।৪৭ )

শ্রীল নারদমুনি সৰ্বশাস্ত্র সম্যগ্ৰূপে আলোচনা-পূৰ্বক অবশেষে  
দৈবকবপ্রবর শব্দর হইতে এই পঞ্চরাত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া এই শাস্ত্র  
প্রণয়ন করেন । ৪৭ ॥

### নারদ-পঞ্চরাত্র—সৰ্ববেদেব সার—

সারভূতঞ্চ সৰ্বেষাং বেদানাং পরমাত্মতম্ ।

নারদীয়ং পঞ্চরাত্রং পুরাণেষু সূদূৰ্ভম্ ॥ ৪৮ ॥

(ত্রি ১।১।৩১)

এই নারদীয় পঞ্চরাত্র সৰ্ববেদেব সার, অতিশয় চমৎকার-গুণ-বিশিষ্ট  
এবং পুরাণের মধ্যে সূদূৰ্ভ । ৪৭ ॥

### পঞ্চরাত্রের প্রামাণিকতা—

পঞ্চরাত্রশ্চ কৃৎস্নশ্চ বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।

সৰ্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষেতেষু দৃশ্যতে ॥

যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥

ন চৈবমেনং জানন্তি তমোভূতা বিশাম্পতে ।

তমেব শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

নিঃসংশয়েষু সৰ্বেষু নিত্যং বসতি বৈ হরিঃ ।

স সংশয়াক্ষেতু বলাগ্নাধবসতি মাধবঃ ॥

অত্র পঞ্চরাত্রমেব গরিষ্ঠমাচক্ষে পঞ্চরাত্রশ্চেত্যাদৌ ভগবান্  
স্বয়মিতি । দৈবপ্রকৃতয়স্ত তত্ত্বৎসৰ্বাবলোকনেন পঞ্চরাত্র-  
প্রতিপাদ্যে শ্রীনারায়ণ এব পর্যাবসন্তীত্যাহ সৰ্বেষিতি । অনুরাংস্ত  
নিন্দতি ন চৈনমিতি । নিঃসংশয়েষিতি তস্ম্যাৎ ঋটিতি বেদার্থ-  
প্রতিপত্তয়ে পঞ্চরাত্রমেবাধ্যতব্যমিতি ॥ ৪৯ ॥

( পরমহংস-সন্দর্ভ, ১৮ সংখ্যায়ত মহাভারতবাক্য )

হে নৃপ-শ্রেষ্ঠ ! ভগবান্ স্বয়ং এই পঞ্চরাত্নের বক্তা । এই সমস্ত জ্ঞান-শাস্ত্রে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভু-নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বের চরমসীমা । হে বিশাম্পতে ! তমোগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহাকে এই প্রকারে জানিতে পারে না । শাস্ত্রকর্ত্তা-মনীষিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে সেই নারায়ণকেই কীর্ত্তন করিয়াছেন । যে সকল শাস্ত্র সংশয়-রহিত, সেই সকল শাস্ত্রে হরি নিত্য বাস করিতেছেন ; আর যে সকল শাস্ত্র সংশয়-যুক্ত, হেতু-বল-প্রধান, অর্থাৎ তর্কপ্রধান, সেই সকল শাস্ত্রে মাধব অধিবাস করেন না । “পঞ্চরাত্নের বক্তা স্বয়ং ভগবান্” এই বাক্যে পঞ্চরাত্নের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে । “সক্কেবু” এই পদে দৈব-প্রকৃতি-সকল সেই সেই শাস্ত্র অবলোকন দ্বারা পঞ্চরাত্ন-প্রতিপাদ্য নারায়ণেই পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং “ন চৈনং” এই পদে আশুর-প্রকৃতিকে নিন্দা করা হইয়াছে । “নিঃসংশয়েবু” এই পদে অতি অল্প সময়ে বেদের স্বার্থ তাৎপর্য জানিতে হইলে একমাত্র পঞ্চরাত্নই অধ্যয়ন করা কর্তব্য, ইহাই সূচিত হইয়াছে । ৪২ ॥

ইতি ‘গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে’ ভাগবত-তত্ত্ব-বর্ণন-নামক দ্বিতীয় ব্রহ্ম সমাপ্ত ।



# তৃতীয় বঙ্গ

## বৈষ্ণব-তত্ত্ব

বৈষ্ণবের সংজ্ঞা—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ ।

বৈষ্ণবোহাভিহিতোহভিষ্টৈরিতরাহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ ১ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ, ১ম পিঙ্গাস-বৃত্ত পদ্যপূরণবচন )

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিষ্টগণ কর্তৃক ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া কথিত হন. তদ্ব্যতীত অপরে ‘অবৈষ্ণব’ ॥ ১ ॥

পাক্ষরাত্রিক ও ভাগবত ভেদে বৈষ্ণববিভাগ—

যেহা হি ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ । একতঃ সংক্ষেপতঃ  
শ্রীনারায়ণাদ্ব্যক্তনারদাদিদ্বারেণ । অন্ত্যতন্ত্র-বিস্তরতঃ শেষাৎ  
সনৎকুমার-সাংখ্যায়নাদি-দ্বারেণ ॥ ২ ॥

( ভাঃ ৩।১।১ শ্লোকের শ্রীপরশ্বামিকৃত টীকা )

হরিগুণের প্রকারভেদ দুইটি মূলরুচির উপর স্থাপিত । একটি সংক্ষেপে  
শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মনারদাদি দ্বারা এবং অপরটি বিস্তারিতভাবে শেষ-  
সংজ্ঞক ভগবান্ হইতে সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদি দ্বারা জানিতে হইবে ॥ ২ ॥

পাক্ষরাত্রিক বা অর্চনমার্গীয় ত্রিবিধ-বৈষ্ণব—

( ১ ) অর্চনমার্গীয় কনিষ্ঠ—

শম্বচক্রাদ্যুর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাস্থানুলক্ষণম্ ।

তন্নমস্করণৈকৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥ ৩.॥

পাদ্মোত্তরখণ্ড

শব্দ, চক্র, প্রকৃতি বিষ্ণুর চিহ্ন-চতুষ্টয়-ধারণ, উর্দ্ধগুণ প্রকৃতি দ্বারা স্বদেহকে চিহ্নিত করণ এবং তাদৃশ অল্প বৈষ্ণবকে নমস্করণ— এই সকল লক্ষণ দ্বারা ‘কনিষ্ঠ’ সিদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥

## (২) অর্চনমার্গীয় মধ্যমত্ব—

তাপঃ পুণ্ড্রঃ তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ ।

অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥ ৪ ॥

(ঐ)

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ— এই পাঁচটিকে ‘পঞ্চ-সংস্কার’ বলে। এই ‘পঞ্চ-সংস্কার’ অর্চন-মার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক বিশ্বাসে মহাভাগবতত্বের হেতু ॥ ৪ ॥

## (৩) অর্চনমার্গীয়-মহাভাগবতত্ব—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ষকারকঃ ।

অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥ (ঐ)

তাপাদি-পঞ্চসংস্কার-বিশিষ্ট নবেজ্যাকর্ষকারক এবং অর্থপঞ্চক-বোধ-যুক্ত ব্রাহ্মণই ‘মহাভাগবত’ ॥ ৫ ॥

শ্রেয়-ভারতম্যে তত্ত্বমহত্বের দ্বিবিধ ভারতম্য—

## (১) কনিষ্ঠ—

অর্চয়াং এব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে ।

ন তদভক্তেষু চান্যে স তত্ত্বঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

(ভাঃ ১১।২।৪৭)

লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চনমূর্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অল্প জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি ‘কনিষ্ঠ’ ॥ ৬ ॥

(২) মধ্যম—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।

প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৭ ॥

( ভাঃ ১১।২।৪৬ )

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও ঘেযীকে উপেক্ষা করেন, তিনি ‘মধ্যম’-ভক্ত ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণে প্রেম, কৃষ্ণভক্তে মৈত্রী-আচরণ ।

বালিশেতে কৃপা, আর ঘেযী-উপেক্ষণ ॥

করিলে মধ্যমভক্ত শুদ্ধভক্ত হন ।

কৃষ্ণনামে অধিকার করেন অর্জুন ॥ ৮ ॥

( হরিনাম-চিন্তামণি ৪র্থ পরিঃ )

(৩) উত্তম—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যন্তগবস্তাবমান্বনঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাশ্ৰয়ে ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৯ ॥

( ভাঃ ১১।২।৪৫ )

যিনি নিখিল বস্তুকে সর্বভূতে নিয়ন্ত্ৰুপে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা-শ্রীহরির “বিভূতি” বলিয়া দর্শন করেন এবং ভগবান্ শ্রীহরিতে সর্বভূতকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম ভাগবত ॥ ৯ ॥

স্বাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তাঁ’র মূর্তি ।

সর্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ’র ঈশদেবমূর্তি ॥ ১০ ॥

( টেঃ চঃ, ২।৮।২৭৪ )

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন ঘেষ্টি ন হৃষ্যতি ।

বিকোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১১ ॥

উক্তম ভক্তের তটস্থ লক্ষণ ক্রমশঃ বলিতেছেন। যিনি ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বিষয়সমূহ বথাবোগ্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে ঘেব বা রাগ করেন না, যিনি এই জড়বিশ্বসমুদায় বিষ্ণুমায়া-রচিত বলিয়া জানেন তিনি 'ভাগবতোক্তম' ॥ ১১ ॥

বেহেন্দ্রিয়প্রাপমনোধিয়াং যো জন্মাপায়কুন্তয়তর্ষকৃচ্ছৈঃ ।

সংসারধর্ম্মৈরবিমুহমানঃ স্মৃত্য হরেভাগবতপ্রধানঃ ॥ ১২ ॥

সংসারে আছেন, তথাপি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসারধর্ম্মে যিনি মোহিত অর্থাৎ আসক্ত না হন, সর্বদা হরিস্মৃতি দ্বারা কুশলে থাকেন, তিনি 'ভাগবতপ্রধান' ॥ ১২ ॥

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ ।

বাসুদেবৈকনিময়ঃ স বৈ ভাগবতোক্তমঃ ॥ ১৩ ॥

যিনি ক্রোধে অবস্থিত হইয়া শাস্ত হন এবং কাম-কর্ম্ম-বীজ বাহার চিন্তে উদ্ভব না হয়, তিনি 'ভাগবতোক্তম' ॥ ১৩ ॥

ন যস্য জন্মকশ্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ ।

সজ্জতেহস্মিন্নহস্তাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যে পুরুষের এই জড়দেহে জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণাশ্রম বা জাতিদ্বারা 'অহং' ভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই হরির প্রিয়পাত্র ॥ ১৪ ॥

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিদ্বেষাস্মনি বা ভিন্না ।

সর্বভূতসমঃ শাস্তঃ স বৈ ভাগবতোক্তমঃ ॥ ১৫ ॥

বাহার বিস্তে ও দেহে 'স্ব' ও 'পর' এরূপ ভেদ নাই, যিনি সর্বভূতে সম ও শাস্ত, তিনিই 'ভাগবতোক্তম' ॥ ১৫ ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেইপাকুণ্ড-

স্মৃতিরজিতাশ্বমুরাদিভির্বিমুগ্যাং ।

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ-

লবনিমিষাঙ্কিমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ১৬ ॥

হরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণও যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, ত্রিভুবন-প্রাপ্তির পোতেও যিনি সেই কৃষ্ণের পদারবিন্দ হইতে লব বা নিমিষাঙ্কও বিচলিত না হইয়া এককণ্ঠস্বৃতি থাকেন, তিনিই 'বৈষ্ণবাগ্রগণ্য' ॥ ১৬ ॥

ভগবত উরুবিক্রমাজ্জিহ্বাশাখা-

নখমণিচান্দ্রিকয়া নিরন্তুতাপে ।

হৃদি কথমুপসাদতাং পুনঃ স

প্রভবাত চন্দ্র ইবোদিতৈহর্কতাপঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উরুবিক্রম পাদপদ্মের নখমণিচান্দ্রিকা দ্বারা যাহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে, তাঁহার আর হৃৎ কি? সূর্য্যতাপতণ্ড ব্যক্তি দিব্যবসানে চন্দ্রকিরণ পাইলে তাঁহার কি আর তাপক্লেশ থাকে? ১৭ ॥

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যন্ত সাক্ষাৎ হরিরবশাভিহিতোহপ্যবৌঘনাশঃ ।  
প্রণয়রসনয়া ধৃতাজ্জিহ্বা পদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ১৮ ॥

( ভাঃ ১১।২।৪৮-৫৫ )

যিনি অবশেষেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছেন, অবঘনাশন হরি স্বয়ং যাহার হৃদয়কে কখনই পরিত্যাগ করেন না। অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে তিনি স্বয়ংরূপে সদা বিরাজ করেন ) এবং প্রণয়-রসজ্বর দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাহার হৃদয়ে সর্বদা আবদ্ধ, তিনিই প্রধান ভক্ত ॥ ১৮ ॥

জ্ঞান-নিষ্ঠো নিরঞ্জনো বা মন্তুলো বানপেক্ষকঃ ।

সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ ১৯ ॥

( ভাঃ ১১।১৮।২৮ )

জ্ঞানবান, বিষয়-অনাসক্ত ও নিরপেক্ষ মদীয় ভক্তগণ, ত্রিদণ্ডাদি-

রহিত আশ্রমচিহ্নাদি ও আশ্রমোচিত ধর্মাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ-  
পূর্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন ॥ ১৯ ॥

চরিতামৃতোক্ত ত্রিবিধ-অধিকারী—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী ।

‘উত্তম’, ‘মধ্যম’, ‘কনিষ্ঠ’—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥

শাস্ত্রযুক্তো স্থনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা ষাঁর ।

‘উত্তম-অধিকারী’ সেই তারয় সংসার ॥

শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্ ।

‘মধ্যম-অধিকারী’ সেই মহা-ভাগ্যবান্ ॥

যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—‘কনিষ্ঠ-জন’ ।

ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে ‘উত্তম’ ॥ ২০ ॥

( চৈঃ চঃ, ২।২২।৬৪-৬৭ )

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-কথিত ত্রিবিধ বৈষ্ণব—

(১) বৈষ্ণব—

প্রভু কহে, ষাঁর মুখে শুনি একবার ।

কৃষ্ণ-নাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ ২১ ॥

(২) বৈষ্ণবভর— ( চৈঃ চঃ, ২।২৫।১০৬ )

‘কৃষ্ণ-নাম’ নিরন্তর ষাঁহার বদনে ।

সে—‘বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ’, ভজ তাঁহার চরণে ॥ ২২ ॥

(৩) বৈষ্ণবভম— ( চৈঃ চঃ, ২।২৬।৭২ )

ষাঁহার দর্শনে মুখে আইসে ‘কৃষ্ণ-নাম’ ।

তাঁহারে জানিহ তুমি—‘বৈষ্ণব-প্রধান’ ॥ ২৩ ॥

( চৈঃ চঃ, ২।২৭।৭৪ )

বৈষ্ণব কে ?—

দুষ্কৃত মন ! তুমি কিসের বৈষ্ণব ?  
 প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্ঞানের ঘরে,  
 তব 'হরিনাম' কেবল 'কৈতব' ।  
 জড়ের-প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,  
 জান না কি তাহা 'মায়া'র বৈভব' ।  
 কনক-কামিনী, দিবস যামিনী,  
 ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব ।  
 তোমার কনক, ভোগের জনক,  
 কনকের দ্বারে সেবহ 'মাধব' ।  
 কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,  
 তাহার মালিক—কেবল 'যাদব' ।  
 প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়া-মরু,  
 না পেল 'রাবণ' যুকিয়া 'রাঘব' ।  
 বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,  
 তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ।  
 হরিজন-দেষ, প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ,  
 কর কেন তবে তাহার গৌরব ॥  
 বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আশে,  
 তাহ, কভু নহে 'অনিত্য-বৈভব' ।  
 সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,  
 তাহা কভু নয় 'জড়ের-কৈতব' ।

প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জনতা-জালি,

উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ।

‘কীর্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব’

—কি কাজ চুড়িয়া তাদৃশ গৌরব ।

মাখবেন্দ পুরী, ভাবঘরে চুরি,

না করিল কভু সদাই জ্ঞানব ।

তোমার প্রতিষ্ঠা,— ‘শূকারের বিষ্ঠা’

তার সহ সম কভু না মানব ।

মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে

মজেছ ছাড়িয়া কীর্তন-সৌষ্ঠব ।

তাই দুই মন, ‘নির্জন ভজন’,

প্রচারিছে ছলে ‘কুযোগী-বৈতব’ ।

প্রভু-সনাতনে, পরম যতনে,

শিক্ষা দিল যাহা চিস্তা সেই সব ॥

সেই দু’টী কথা, ভুল’না সর্বথা,

উচ্চৈঃস্বরে কর ‘হরিনাম-রব’ ।

‘ফল্গু’ আর ‘যুক্ত’, ‘বন্ধ’ আর ‘মুক্ত’,

কভু না ভাবিহ একাকার সব ॥

‘কনক-কামিনী’ ‘প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী’

—ছাড়িয়াছে যারে সেই ত’ বৈষ্ণব ।

সেই ‘অনাসক্ত’, সেই ‘শুদ্ধ-ভক্ত’,

সংসার তথায় পায় পরাভব ।

“যথাযোগ্য-ভোগ” নাহি তথা রোগ,  
 ‘অনাসক্ত’ সেই কি আর কহব ।  
 ‘আসক্তি-রহিত’ ‘সম্বন্ধ-সহিত’  
 বিষয়-সমূহ সকলি ‘মাধব’ ।  
 সে ‘যুক্তবৈরাগ্য’, তাহা ত’ ‘সৌভাগ্য’,  
 তাহাই জড়িতে হরিব বৈভব ।  
 কীর্তনে যাহার, ‘প্রতিষ্ঠা-সম্ভার’  
 তাহার সম্পত্তি কেবল ‘কৈতব’ ।  
 ‘বিষয়-মুমুক্শু’, ‘ভোগের বুভুক্শু’  
 দুয়ে ত্যজ মন, দুই—‘অবৈষ্ণব’ ।  
 ‘কৃষ্ণের সম্বন্ধ’, অপ্রাকৃত-স্বন্ধ,  
 কভু নহে তাহা, জড়ের সম্ভব ।  
 ‘মায়াবাদী জন’, কৃষ্ণোত্তর মন,  
 ‘মুক্ত’ অভিमानে, সে—নিন্দে বৈষ্ণব ।  
 বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,  
 কেন বা ডাকিছ নির্জ্ঞান-আহব ।  
 যে ‘ফল-বৈরাগী’, কহে, নিজে, ‘ত্যাগী’  
 সে না পারে কভু হইতে ‘বৈষ্ণব’ ।  
 হরিগদ ছাড়ি’, ‘নির্জ্ঞানতা বাড়ি’  
 লভিয়া কি ফল ‘ফল’ সে বৈভব ।  
 রাখাদাস্তে রহি, ছাড়ি’ ‘ভোগ-অহি’  
 ‘প্রতিষ্ঠাশা’ নহে ‘কীর্তন-গৌরব’

‘রাধা-নিত্য-জন’,                      তাহা ছাড়ি’ মন  
 কেন বা নির্জ্ঞান-ভজন-কৈতব ।  
 ব্রজবাসিগণ,                      প্রচারক-ধন,  
 প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে ‘শব’ ।  
 প্রাণ আছে তাঁ’র,                      সে হেতু প্রচার,  
 প্রতিষ্ঠাশা-হীন ‘কৃষ্ণগাথা’ সব ।  
 শ্রীদয়িত দাস                      কীর্তনেতে আশ  
 কর উচ্চৈঃস্বরে ‘হরিনাম-রব’ ।  
 কীর্তন-প্রভাবে,                      স্মরণ হইবে,  
 সে কালে ভজন-নির্জ্ঞান সম্ভব ॥ ২৪ ॥

( মহাজন-রচিত-গীত )

### বৈষ্ণবের ২৬টী লক্ষণ—

সেই সব গুণ হয়, বৈষ্ণব-লক্ষণ ।

সব কথা না যায়, করি দিগ্‌দরশন ॥

### কৃষ্ণৈকশরণত্বই—‘অরূপ’, অবশিষ্ট সবই ‘তটস্থ’ লক্ষণ—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম ।

নির্দোষ, বদান্ত, মুদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥

সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক-শরণ ।

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-মদ্গুণ ॥

মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ।

গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ ২৫ ॥

( চৈঃ চঃ, ২১২১৭৪-৭৬ )

বৈষ্ণব—সমদর্শী—

বিজ্ঞা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনিচৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ২৬ ॥

( গীঃ ৫।১৮ )

সমদর্শনযুক্ত পুরুষগণই—পণ্ডিত । অক্ষজ বাহ্যদর্শন না থাকায় তাঁহাদের বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালের প্রতি বিষমদর্শনভাব ॥ ২৬ ॥

মহৎ-সেবাং দ্বারমাল্যবিমুক্তেস্তুমোদারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ।

মহাস্তুস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমল্যবঃ স্নহদঃ সাধবো যে ॥ ২৭ ॥

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেবু দেহস্তরবার্ত্তিকেষু ।

গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাস্চ লোকে ॥২৮॥

( ভাঃ ৫।৫।২-৩ )

পণ্ডিতগণ বৈষ্ণব-সেবাকে সংসার-মুক্তির দ্বার এবং জীসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদার বলিয়াছেন । যে ব্যক্তি সকলের স্নহদ, প্রশান্ত (ভগবর্নিষ্ঠ), অক্ৰোধী, আমি যে ঈশ্বর—আমার প্রীতিকেই যিনি পুরুষার্থ বলিয়া বোধ করেন, ভোজনপানাসক্ত ব্যক্তিগণের কথাতে বাহার রুচি নাই, পুত্র-কলত্র-ধনাদিযুক্ত গৃহে বাহার প্রীতি নাই এবং ইহলোকে দেহযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী ধন অপেক্ষা অধিক ধনে যিনি স্পৃহা করেন না, তিনিই ‘মহৎ’ ॥ ২৭—২৮ ॥

স্বয়ং ভগবান্—ভক্তপরাধীন—

অহং ভক্তপরাধীনো হস্ততল্ল ইব দ্বিজ ।

সাধুভিত্তিস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥

( ভাঃ ৯।৪।৬৩ )

আমি ভক্তপরাধীন, হে দ্বিজ ! আমি ভক্তপরতন্ত্র । পরমভক্ত সাধুগণ  
আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন । আমি ভক্তজনপ্রিয় ॥২৯॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়স্থহম্ ।

মদন্তঃ ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৩০ ॥

( ভাঃ ৯।৪।৬৮ )

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয় । তাঁহারা  
আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না । আমিও তাঁহাদের ভিন্ন  
অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না ॥ ৩০ ॥

বৈষ্ণব—পরমপাবন—

ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্ণভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।

তীর্গাকূর্বন্তি তীর্থানি স্বাস্তঃস্নেহ গদাভূতা ॥ ৩১ ॥

( ভাঃ ১।১৩।১০ )

আপনার ত্রায় ভাগবতসকল স্বয়ংতীর্থস্বরূপ । আপনারা গদাধর  
শ্রীকৃষ্ণকে সতত হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া পাপিগণের পাপমলিন তীর্থ-  
সকলকে পবিত্র করিতে সমর্থ ॥ ৩১ ॥

যন্মামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ ।

তস্ম তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্ঠ্যতে ॥ ৩২ ॥

( ভাঃ ৯।৫।১৬ )

যাহার নাম শ্রবণমাত্রেই জীব নির্মল হন, সেই তীর্থপদ ভগবানের  
যাহারা দাস, তাঁহাদের আর কি-ই বা অবশিষ্ট প্রাপ্য থাকে ? ৩২ ॥

ভক্ত-মাহাত্ম্য—

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্

বিরিঞ্চ্যতামেতি ততঃ পরং হি মাম্ ।

অব্যাকৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং

পদং যথাহং বিবুধা কলাত্যায়ে ॥ ৩৩ ॥

( ভাঃ ৪।২৪।২৯ )

শিব कहিলেন, বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্মনিষ্ঠ পুরুষ শত জন্মে বিরিক্ততা প্রাপ্ত হন ; আর অধিক পুণ্যাচরণ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হন । কিন্তু ভক্তগণকে সেরূপ উৎক্রান্তি-চক্রে প্রবেশ করিতে হয় না । তাঁহারা সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন । যাহা আমি, মহাদেব ও অন্ত্র দেবতাগণ আধিকারিক কাল অতীত হইলে আমরাও সেই বৈষ্ণব পদ পাইব ॥ ৩৩ ॥

নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব ।

হেন দাস্তভাবে ক্রমেষ কর' অমুরাগ ॥

অল্ল হেন না মানিহ “কৃষ্ণদাস” নাম ।

অল্ল ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্ ॥

দাস নামে ব্রজা শিব হরিষ অন্তর ।

ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার ॥ ৩৪ ॥

( চৈঃ ভাঃ ২।২৩।৪৬৩ ; ৪৬৪-৪৭২ )

কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস ।

বহির্মুখ ব্রজ জন্মে নাহি আশ ॥ ৩৫ ॥

( ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত শরণাগতি )

বৈষ্ণবদাসের মহত্ব—

মজ্জন্মানঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে,

মৎ প্রার্থনীয় মদমুগ্রহ এষ এব ।

ত্বদ্ ভূতা-ভূতা-পরিচারক ভূতা-ভূতা,

ভূতাশ্চ ভূতা ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥ ৩৬ ॥

( কুলশেখর—মুকুন্দমালাস্তোত্র । ২৫ )

হে লোকনাথ ভগবন্, হে নম্বুকৈটভারে, আমার জন্মের ইহাই ফল,  
ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে  
আপনার ভৃত্য, বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সেই বৈষ্ণব-দাসানুদাসের দাসানুদাস  
এবং বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়, স্মরণ করিবেন ॥ ৩৬

### বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য—

সাধনাং সমাচিন্তানাং স্তুতরাং নংকৃতাত্মনাম্ ।

দর্শনারো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঃ স্তোত্রাঃ সর্বিতুর্থথা ॥ ৩৭ ॥

( ভাঃ ১০।১০।৪১ )

যেমন স্বর্ঘ্যোদয়ে ঢকুর নিকট হইতে অন্ধকার অপসারিত হয়, সেই-  
রূপ সকলভূতে সমদর্শী, ভগবন্তুক্ত সাধুগণের সমাগমে জীবের ভববন্ধন নাশ  
হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

ন হ্রস্ময়ানি তীর্থানি ন দেবামুচ্ছিন্নাময়াঃ ।

তে পুনস্ত্যক্তকালে ন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৩৮ ॥

( ভাঃ ১০।৮৪।১১ )

জন্মের স্থান হইলেই তীর্থ হয় না, মৃত্তিকা বা পাষণময়ী প্রাতিমা  
হইলেই দেবতা হয় না। গঙ্গা প্রভৃতি জন্মের স্থান তীর্থ হইলেও এবং  
শালগ্রামাদি শীলা দেবতা হইলেও বহুকাল সেবিত হইলে পবিত্র করেন ;  
কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন ॥ ৩৮ ॥

বৈষ্ণবপদাশ্রয় ব্যতীত “নাশ্রয়পন্থা বিজ্ঞাতে অয়নায়”—

ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদ,

অবনীৰ সুসম্পদ,

শুন ভাই ! হএগ এক মন ।

আশ্রয় লইয়া সেবে,

সেই কৃষ্ণ-ভক্তি লভে,

আর সব মরে অকারণ ॥

বৈষ্ণব-চরণ-জল,                      প্রেম-ভক্তি দিতে বল,  
আর কেহ নহে বলবন্ত ।

বৈষ্ণব-চরণ-রেণু,                      মস্তকে ভূষণ বিদ্যু  
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥

তীর্থজল-পবিত্র-গুণে,                      লিখিয়াছে পুরাণে,  
সে সব ভক্তির প্রবন্ধন ।

বৈষ্ণবের পাদোদক,                      সম নহে এই সব,  
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥

বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন,                      আনন্দিত অনুক্ষণ,  
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ ।

দীন নরোত্তম কান্দে,                      হিয়া ধৈর্য্য নাহি বাক্কে,  
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥ ৩৯ ॥

( ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা )

বৈষ্ণবই একমাত্র পতিতপাবন—

এইবার করুণা কর, বৈষ্ণব-গোসাঞি ।

পতিত-পাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥

কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় ।

এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা' পায় ॥

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন ।

দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥

হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম ।

তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥ . .

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম ।

গোবিন্দ কহেন, ‘মম বৈষ্ণব—পরায়ণ’ ॥

প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি ।

নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি’ ॥ ৪০ ॥

( ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা )

একান্তি-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রৈভাঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে ।

সত্রযাজি-সহস্রৈভাঃ সর্ববেদান্তপারগাঃ ।

সর্ববেদান্তবিৎকোটা বিমুত্তকো বিশিষ্যতে ।

বৈষ্ণবানাং সহস্রৈভাঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥ ৪১ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১০।১১৭ ও ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাপ্রদ গরুড়-বচন )

সহস্র ব্রাহ্মণ হইতে একজন সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্তবিদ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটা বেদান্তবিদ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিমুত্তক শ্রেষ্ঠ, সহস্র বিমুত্তক হইতে একজন একান্তিক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ॥ ৪১ ॥

ন মযোকান্ত-ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ॥ ৪২ ॥

( ভাঃ ১১।২০।৩৬ )

আমাতে একান্ত ভক্তিবৃক্ত, সমচিত্ত সাধুব্যক্তিগণ প্রকৃতির অভীত পুণ্য আমাদের প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের বিধি ও নিষেধ-জনিত গুণদোষাদি সম্ভব হয় না ॥ ৪২ ॥

বৈষ্ণবের সুদুল্লভত্ব—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুল্লভঃ ॥ ৪৩ ॥

( পীঃ ৭।১২ )

জীব অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে সংসঙ্গপ্রভাবে আমার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিয়া আমার শরণাগত হয়, পরে আমাকে লাভ করে। তখন সে “বাবতীয় বস্তুই বাসুদেব-সম্বন্ধযুক্ত”, অতএব সমস্তই বাসুদেব-ময়—এইরূপ উপলব্ধি করে। তাদৃশ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ৪৩ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্ৰেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তদ্বতঃ ॥ ৪৪ ॥

( গী: ৭।৩ )

অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয়। সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্ত যত্ন করে। সহস্র সহস্র সিদ্ধিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হয় ॥ ৪৪ ॥

রজ্জোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ অন্তবঃ ।

তেষাং যে কেচনেহস্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥

প্রায়ো মুমুক্শবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম ।

মুমুক্শুণাং সহস্ৰেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ ।

সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষপি মহামুনে ॥ ৪৫ ॥

( ভা: ৬।১৪।৩-৫ )

বালুকণকে ধারণ সংখ্যা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রূপ সংখ্যা করা যায় না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্য মঙ্গল অন্বেষণ করেন। যে সকল লোক শ্রেয়ঃ অন্বেষণ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্শু। সহস্র সহস্র মুমুক্শুলোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটী কোটী সিদ্ধ মুক্তগণের মধ্যে কোন কোন প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-ভক্ত হন। অতএব নারায়ণ-ভক্ত সুদুর্লভ ॥ ৪৫ ॥

মুক্তগণের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তের সুদূর ভাব—

তাঁর মধ্যে ‘হাবর’, ‘জঙ্গম’ দুই ভেদ ।

জঙ্গমে তির্যাক্ জল-স্থলচর বিভেদ ॥

তাঁর মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর ।

তাঁর মধ্যে স্নেহ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক বেদ ‘মুখে’ মানে ।

বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে ॥

ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত ‘কর্ম্মনিষ্ঠ’ ।

কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক ‘জ্ঞানী’ শ্রেষ্ঠ ॥

কোটি-জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন ‘মুক্ত’ ।

কোটি-মুক্ত মধ্যে ‘দুর্লভ’ এক কৃষ্ণভক্ত ॥ ৪৬ ॥

( চৈঃ চঃ ২।১৯।১৪৪-১৪৮ )

তৎক্ষণাৎ ফলং স্বাদৃশ-দর্শনং হি তনোঃ ফলং স্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ ।

জিহ্বাফলং স্বাদৃশ কীর্ত্তনং হি সুদূর ভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ৪৭

( হঃ ভঃ সুধোদয় ১৩।২ )

হে বৈষ্ণব, তোমার মত ব্যক্তিকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল ;  
তোমার মত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করাই শরীরের ফল ; তোমার মত  
ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল ; কেন না, জগতে ভাগবতেরাই  
সুদূর ভা ॥ ৪৭ ॥

বৈষ্ণব অক্ষজ-জ্ঞানগম্য নহেন—

তান্ রৈ হৃদদ্ভিত্তিরক্ষিত্তিরে পরাজ্ঞতাস্তর্ম্মনসঃ পরেশ ।

অথো ন পশ্যন্ত্যরুণায় নৃনং যে তে পদগ্য়াসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ ॥ ৪৮

( ভাঃ ৩।৫।৪৫ )

বহির্মুখ ( অক্ষজ ) ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ ( ভগবান্ হইতে) দূরে অপহৃত, হে বিপুলকীৰ্ত্তে ! তাহারা নিশ্চয়ই আপনার লীলা-কথা-বিলাস-স্বরূপ-কীৰ্ত্তনাদি-সম্পত্তিদ্বারা পরম কৃতার্থ ভক্তগণকে দেখিতে পায় না ॥ ৪৮ ॥

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ ।

নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ ॥

বিষয়মদাক্ষ সব কিছুই না জানে ।

বিজ্ঞা, কুল, ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥ ৪৯ ॥

( চৈঃ ভাঃ ২।৩২৪০০-২৪১ )

বৈষ্ণব—পরদুঃখদুঃখী—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্মাণ্ডপা কল্পতে কচিৎ ॥ ৫০ ॥

( ভাঃ ১০।৮।৪ )

হে ভগবন, দীনচেতা গৃহিলোকদিগের নিত্য-মঙ্গল সাধনের জন্ত মহদ্ ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন, অন্য কারণে গমন করেন না ॥ ৫০ ॥

মহাস্তম্ভাব এই তারিতে পামর ।

নিজ-কার্য নাহি তবু যান তা'র ঘর ॥ ৫১ ॥

( চৈঃ চঃ ২।৮।৩৯ )

জনস্য কৃষ্ণাঙ্গিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য ।

অমুগ্রহায়েহ চরন্তি নৃনং ভূতানি ভব্যানি জুনাদিনস্ত ॥ ৫২ ॥

( ভাঃ ৩।৫।৩ )

প্রাক্তন-কন্সবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবহির্মুখ, অধর্ম্ম-নিরত ও অত্যন্ত ক্লেশ-

তপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় তত্ত্ব-  
পুরুষগণ মর্ত্যালোকে পরিভ্রমণ করেন ॥ ৫২ ॥

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্ ।

চায়েব কৰ্ম্ম সচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৫৩ ॥

( ভাঃ ১১।২।৬ )

যে ব্যক্তি যেক্রমে দেবতাদিগকে ভজনা করে, ছায়ার স্থায় দেবতারাও  
কৰ্ম্মানুসারে তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন । কিন্তু সাধুগণ  
কৰ্ম্মের অনুগত নহেন । তাঁহারা দীনবৎসল ॥ ৫৩ ॥

বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব—

ন কৰ্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ।

বিষ্ণুরনুচরত্বং হি মোক্ষমার্হমনীষিণঃ ॥ ৫৪ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১০।১১৩ বৃত পান্মোত্তর বাক্য )

বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কৰ্ম্মবন্ধন নাই । বিষ্ণুর দাস বলিয়া পণ্ডিতগণ  
তাঁহাদিগকে মুক্তিভাজন বলেন ॥ ৫৪ ॥

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই ।

সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যাতেন তথাই ।

ধৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে ।

পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে ॥ ৫৫ ॥

( চৈঃ ভাঃ ৩।৮।১৭৩-১৭৪ )

বহি সূর্য্য ব্রাহ্মণেভ্যন্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা ।

ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং স্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৫৬ ॥

( ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫২ অঃ )

অগ্নি, সূর্য্য এবং ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণব সর্বদা তেজোবিশিষ্ট ।  
বৈষ্ণবগণের নিজ কৰ্ম্মসমূহের ভোগ নাই ও বিচার নাই ॥ ৫৬ ॥

বৈষ্ণবতা জাতি-কুলান্তর্গত নহে—

বিপ্রাদৃষিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-

পাদারবিন্দবিমুখাং শপচং বরিষ্ঠম্ ।

মহ্যোতদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-

প্রাণং পুন্যতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৫৭ ॥

( ভাঃ ৭।২।১০ )

কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও বাঁহার কৃষ্ণ মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবভূত শপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি; কেননা তিনি ( শপচকুলোদ্ভূত ভক্ত ) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না ॥

অহো বত শপচোহতো গরীয়ান্

যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভাম্ ।

তেপুস্তপস্তে জুহবুঃ সন্সুর্য্যা

ব্রহ্মানুচূর্ণামি গুণস্তি যে তে ॥ ৫৮ ॥

( ভাঃ ৩।৩৭ )

হে ভগবন্, যাহাদের মুখে আপনার নাম বর্তমান, তাঁহারা চণ্ডাল-কুলে অবতীর্ণ হইলেও সর্বশ্রেষ্ঠ । আপনার নাম যাহারা কীর্তন করেন, তাঁহারাই সমস্ত প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, স্মৃতরাং তাঁহারাই আর্য্য মধ্যে পরিগণিত ॥ ৫৮ ॥

ন মেহভক্তচতুর্বেদী মন্তুক্তঃ শপচঃ প্রিয়ঃ ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহম্ ॥ ৫৯ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিলাসে ১১ শ্লোকপ্রত্যবচন )

চতুর্বেদপাঠা অর্থাৎ চোবে ব্রাহ্মণ হইলেই যে ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডালকূলে অবতীর্ণ হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণপাত্র। আমার ভক্ত চণ্ডালকূলে উদ্ধৃত হইলেও আমার গায় ব্রাহ্মণাদি সকলের পূজ্য ॥ ৫৯ ॥

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভক্তনের অযোগ্য।

সৎকুল বিপ্র নহে ভক্তনের যোগ্য ॥

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন চার।

কৃষ্ণ ভক্তনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥ ৬০ ॥

( চৈঃ চঃ ৩৪।৬৬-৬৭ )

মাতাপিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ

সর্বং যদেব নিয়মেন মদম্ময়ানাম্।

আত্মস্থ নঃ কুলপতেব কুলাভিরামঃ

শ্রীমদ্ভক্তি-যুগলঃ প্রণমামি নৃদ্ধা ॥ ৬১ ॥

( আলবন্দারুস্তোত্র ৭ম শ্লোক )

আমাদিগের কুলপ্রভু প্রথমাচার্য্য বকুলাভিরামের শ্রীমৎ পাদযুগলকে আমি মন্তকদ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সকলই ঐ শ্রীমৎ পাদযুগল। তাহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এবং ঈশ্বর্য্য সমস্তই শঠকোপের শ্রীচরণ ॥ ৬১ ॥

দ্বাদশ মহাজন—

স্বয়ম্ভূনারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।

প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলিবৈর্যাসকিবৈর্যম্ ॥ ৬২ ॥

( ভাঃ ৬।৩২০ )

স্বয়ম্ভু নারদ, শম্ভু, বনংকুমার, দেবহুতিপুত্র কপিল, মনু, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈর্যাসকি, প্রহ্লাদ, যম এই দ্বাদশ মহাজন ॥ ৬২ ॥

বৈষ্ণবগণের নাম—

মার্কণ্ডেয়োহম্বরীষশ্চ বস্তুর্ব্যাসো বিভীষণঃ ।

পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ঋবঃ ॥

দাল্ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাচ্ছাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ ।

সেব্যো হরিং নিষেব্যামী নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ ॥৬৩॥

( সপ্তভাগবতায়ত উত্তরখণ্ডে ২য় সংখ্যাপ্রত পাদ্যবাক্য )

মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বস্তু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ঋব, দাল্ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম এবং নারদাদি ভক্তবৃন্দের সেবা করা একান্ত কর্তব্য ; অতথা ঘোরতর অপরাধ হয় ॥ ৬৩ ॥

অম্বরীষাদি ভক্ত হইতে প্রহ্লাদের শ্রেষ্ঠতা—

কাহং রজঃ প্রভব ঈশ ! তমোহধিকেহস্মিন্

জাতঃ সুরেতর কুলে ক তবানুকম্পা ।

ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়্য

যন্মেহর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥ ৬৪ ॥

( ভাঃ ৭।৯।২৬ )

হে ঈশ ! রজোগুণ-প্রভাবে বাহ্যর উৎপত্তি এবং তমোগুণই বাহ্যতে প্রচুর, সেই অম্বরকুলে উৎপন্ন আমিই বা কোথায় আর আপনার অনু-কম্পাই বা কোথায় ? ব্রহ্মা, ভব ও রমাদির মস্তকে পদ্মের গ্রায় সকল সম্ভাপহারী আপনার যে করপ্রসাদ অর্পিত হয় নাই ; তাহা আজ আমার মস্তকে অর্পিত হইল ॥ ৬৪ ॥

প্রহ্লাদ অপেক্ষাও পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা—

ন তু প্রহ্লাদস্ত গৃহে পরং ব্রহ্ম বসতি, ন চ তদ্দর্শনার্থং  
মুনয়স্তদগৃহান্ অভিষন্তি, ন চ তস্য ব্রহ্ম দাতুলেয়াদিরূপেণ

বর্ত্তে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নম্, অতো যুয়মেব ততোহপ্যস্মদ্বোহপি  
ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥

( লঘু ভাঃ উঃ খঃ ১৭ সংখ্যাস্থিত ভাঃ ৭।১০।৫০ শ্লোকের স্বামিটীকা )

শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—প্রহ্লাদের গৃহে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন নাই। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মুনিগণ প্রহ্লাদের গৃহে গমন করেন নাই। আর ভগবান্ প্রহ্লাদের মাতুলেয়াদিরূপেও বর্ত্তমান থাকেন নাই। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই; এই হেতু প্রহ্লাদ এবং আমাদের অপেক্ষা তোমরাই ( পাণ্ডবেরাই ) সাতিশয় ভাগ্যবান্, ইহাই নারদের অভিপ্রায় ॥ ৬৫ ॥

**পাণ্ডবগণ হইতে যাদবগণের শ্রেষ্ঠতা—**

সদাতি সন্নিকৃষ্টদ্বাং মমতাধিকাতো হরেঃ ।

পাণ্ডবেভ্যোহপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ ॥ ৬৬

( লঘু ভাঃ উঃ খঃ কারিকা ১৮ সংখ্যা )

সৰ্বদা শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে অবস্থান করাতে মমতাধিকা বশতঃ কোন কোন যাদব পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৬৬ ॥

**যাদবগণ হইতে উদ্ধবের শ্রেষ্ঠতা—**

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শক্ৰঃ ।

ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ৬৭ ॥

( ভাঃ ১১।১৪।১৫ )

হে উদ্ধব ! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নই, যে রূপ তুমি আমার ভক্ত, আমার প্রিয় ॥ ৬৭ ॥

নোদ্ধবোহপি মন্যুনো যদগুণৈর্নান্দিতঃ প্রভুঃ ॥ ৬৮ ॥

( ভাঃ ৩।৪।৩১ )

আমা হইতে উদ্ধব কিঙ্কিঅ্রাও ন্যূন নহেন ; যেহেতু ইনি গোস্বামী  
—বিষয়দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না ॥ ৬৮ ॥

**উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠতা—**

**উদ্ধবের প্রার্থনা—**

আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্মাং  
বৃন্দাবনে কিমপি গুণ্মলতোষধীনাম্ ।  
যা দুষ্ট্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা  
ভেজুম্‌কুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ৬৯ ॥

( ভাঃ ১০।৪৭।৬১ )

অহো ! আমি যেন ব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্মসেবী বৃন্দাবনের গুণ-  
মলতা অথবা ঔষধির মধ্যে কোন একটীক্ৰমে জন্মগ্রহণ করিতে পারি ।  
যেহেতু, তাঁহারা দুষ্ট্যাজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের  
অঘেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজনা করিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

**লক্ষ্মী হইতেও ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব—**

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রজা রুদ্রশ্চ পাথিব !

ন চ লক্ষ্মী ন' চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম ॥ ৭০ ॥

( আদি-পুরাণোক্ত ভগবদ্‌বাণী )

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে অর্জুন ! ব্রজদেবীগণ মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও  
শ্রেষ্ঠা । শিব, ব্রজা, লক্ষ্মী এবং আমার শ্রী বিগ্রহ—এসকল আমার তত  
প্রিয়তম নহে, গোপীগণ আমার যত প্রিয়তম ॥ ৭০ ॥

**শ্রীরাধিকা সর্বশ্রেষ্ঠা—**

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তুস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।

সর্বগোপীষু সৈবৈক্য বিষ্ণোরত্যস্তবল্লভা ॥ ৭১ ॥

( লঘু ভাঃ উঃ খঃ ৪৫ সংখ্যাপ্রদ-পাদ্যবাক্য )

শ্রীমতী রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকৃষ্ণ তঁাহার (শ্রীকৃষ্ণের) সেইরূপ প্রিয়স্থান। সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই অত্যন্ত বল্লভা ॥৭১॥

কশ্মিভাঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুক্তানিন-  
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।

তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ স্তাত্যোপি সা রাধিকা

প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতি ॥ ৭২ ॥

(উপদেশমৃত)

সর্বপ্রকার কস্মী হইতে চিদন্তসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার প্রেমনিষ্ঠভক্ত হইতে ব্রজ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব গোপীমধ্যে শ্রীমতী রাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যে রূপ রাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কৃষ্ণও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। কোন্ স্বকৃতিমান্ ব্যক্তি সেই রাধাকৃষ্ণকে অনন্তভাবে আশ্রয় না করিবেন? ৭২ ॥

### গৌরভক্ত-মাহাত্ম্য--

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং

বিচর্য্য তীর্থান্ বিচার্য্য বেদান্।

বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদ সেবাং

বেদাদিহুপ্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥ ৭৩ ॥

(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রাবৃত ২২ শ্লোক)

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের আচরণ, বিষ্ণুর অর্চ্চামূর্তির পূজা, তীর্থপর্য্যটন এবং বেদার্থবিচারে সুনিপুণ হইয়াও শ্রীগৌরভক্তদিগের চরণসেবা-ব্যতিরেকে বেদাদিহারা হুপ্রাপ্য বৃন্দাবনাদি স্থান কেহই লাভ করিতে পারে না ॥৭৩॥

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশ পুষ্পায়তে  
 দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে ।  
 বিশ্বং পূর্ণস্থায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে  
 যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥৭৬॥

( চৈতন্য চন্দ্রামৃত ৫ )

যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাকটাক্ষ লব্ধ বৈভববিশিষ্ট হরিজনগণের নিকট  
 যোগিগণারাদ্য পরমপদ কৈবল্য নরকতুল্য, কামী স্বধর্মনিষ্ঠের ফলস্বরূপ  
 স্বর্গকে মিথ্যা অকিঞ্চিংকর খ-পুষ্প, যথেষ্টাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়িগণের  
 দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে উৎপাটিত-দন্ত কালসর্পসদৃশ, জগৎ ক্লমণানন্দময়  
 এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সর্বোচ্চপদারূঢ় দেবগণের লোভনীয় পদবীও  
 কীটপদবীর তুল্য দৃষ্ট হয়, সেই ভগবান্ গৌরসুন্দরের আমরা স্তব করি ॥৭৬॥

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে

বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ ।

তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মা-

দ্রাধাপদান্তোজ-সুধাস্মুরাশিঃ ॥ ৭৭ ॥

( চৈতন্য চন্দ্রামৃত ৮৮ )

বহু স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে বাদশী ভক্তিদ্বারা  
 করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধা-পাদপদ্মের প্রেমরূপ সুধাসমুদ্রও  
 তাদৃশভাবে উদ্গত হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

গৌরাজের দু'টি পদ,

যা'র ধন সম্পদ,

সে জানে ভক্তি-রস-সার ।

গৌরাজের মধুর লীলা,

যার কর্ণে প্রবেশিলা,

হৃদয় নির্মল ভেল তা'র ॥

যে গৌরান্দের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,  
তারে মুঞি যাই বলিহারী ।

গৌরান্দ গুণেতে বুঝে, নিত্য-লীলা তা'র স্ফূরে,  
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥

গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,  
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ ।

গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরান্দ'—বলে ডাকে,  
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ ॥ ৭৮ ॥

( প্রার্থনা—শ্রীঠাকুর মহাশয় )

অভক্ত-নিন্দা—

ভক্তিহীনের জাতিবিজ্ঞা জপ তপঃ সকলই বুঝা—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।

অপ্রাণশ্চৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদন্ধদুর্জাতিকল্যাণঃ ।

অপাকোহপি-বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদভ্রোহপি নাস্তিকঃ ॥৭৯

( হরিভক্তি-সুধোদয় ৩।১১-১২ )

সুচরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নিদ্বারা যাহার হর্জাতিদ্বকল্যাণ দন্ধ হইয়াছে, এবস্তৃত চণ্ডালও গণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত ; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন। ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র ॥ ৭৯ ॥

**শুদ্ধগৌরভক্তি—সর্বশ্রেষ্ঠ—**

**অভক্ত কৰ্ম্ম-জ্ঞানি-যোগী সকলেই বঞ্চিত—**

ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ

ধিগন্তু ব্রহ্মাহং বদনপারিফুল্লান্ জড় মতীন্ ।

কিমেতান্ শোচামো বিষয় রসমত্তান্নরপশু-

ন্ন কেবাধিপ্লেশোহপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥ ৮০ ॥

( শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ৩২ সংখ্যা )

নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৰ্ম্মসমূহে সৰ্বদা আগ্রহযুক্ত জড়মতি অর্থাৎ যথার্থ-  
পরমার্থানুসন্ধানে বিবেকশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধিক্, উৎকট তপস্যাকারি-  
ব্যক্তিগণকে ধিক্, শুদ্ধ ব্রহ্মচর্যাদি বা যমনিয়নাদি যোগচেষ্টায় প্রধাবিত  
আরোহবাদিকে ধিক্, “আমিই ব্রহ্ম”—এইরূপ শব্দোচ্চারণকারী মুক্তাভি-  
মানী বৃথা প্রফুল্লানন ব্যক্তিদিগকে ধিক্ ; ইহারা সকলেই নরাকার পশু,  
যেহেতু ইহারা ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিষয়ভোগের মদে গর্বিত। এই সকল  
নরপশুগণের জন্ত আর কি শোক করিব ? হায় ! ইহাদিগের কেহই  
গৌরপাদপদ্ম মকরন্দের লেশও পাইল না ॥ ৮০ ॥

**গৌরভক্তি ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞান মূর্থতা—**

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্ ।

ন বিদুঃ সর্ববিশাস্ত্রজ্ঞা হপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ ॥ ৮১ ॥

( শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ৩৭ সংখ্যা )

যাহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে “সাক্ষাৎ ভগবান্” বলিয়া উপলব্ধি  
না করেন, তাহারা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও এই চৈতন্যশূন্য সংসারে অর্থাৎ  
হরিবিশুখতার রাজ্যেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৮১ ॥

গৌরপ্রিয় জনের কৃপা ব্যতীত বহির্মুখতা।

বিদূরিত হওয়া অসম্ভব—

তাবদ্ব্রজকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিন্তীভবে-

দ্রাবচাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ ।

তাবচ্ছান্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা বহির্ববজ্রস্থ

শ্রীচৈতন্য-পদাম্বুজ-প্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্গোচরঃ ॥ ৮২ ॥

( শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৯ সংখ্যা )

যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের প্রিয়ভক্তজনের দর্শন-লাভ না ঘটে, সেই পর্য্যন্তই নির্বিশেষ-বাদীর ব্রজ-বিচার ও মুক্তিমার্গ ‘তিন্ত্র’ বোধ হয় না, সেই পর্য্যন্তই লোক-মর্যাদা বা বেদমর্যাদার বিশৃঙ্খলত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না, আর সেই পর্য্যন্তই বিচিত্র বহির্মুখ-মার্গে পতিত শাজ্জাভিমানিদিগের পরস্পর কলহ অবশ্যস্তাবী ॥ ৮২ ॥

ইতি গোড়ীর-কণ্ঠহারে ‘বৈষ্ণব-তত্ত্ব’ বর্ণনানামক তৃতীয় রত্ন সমাপ্ত ॥



# ଚତୁର୍ଥ ଋତୁ ଗୌର-ତତ୍ତ୍ୱ

ମହାପ୍ରଭୁର ସଦ୍‌ବଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା-ପ୍ରମାଣ—

ମହାନ୍ ପ୍ରଭୁରୈ ପୁରୁଷଃ ସଦ୍‌ଶୈଷ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକଃ ।

ଭୁନିର୍ମଳାମିମାଂ ଶାନ୍ତିମୀଶାନୋ ଜ୍ୟୋତିରବ୍ୟୟଃ ॥ ୧ ॥

( ଷ୍ଟୋତ୍ରଃ ୩୧୨ )

ସେହି ପୁରୁଷ ମହାନ୍ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍‌ ସ୍ୱାମୀ । ତିନିହିଁ ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ।  
ତାହାର କ୍ରପାତେହିଁ ଭୁନିର୍ମଳ ଅର୍ଥାତ୍‌ ସର୍ବଦୋଷ-ବିବର୍ଜିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ  
ଯାଏ । ତିନି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅର୍ଥାତ୍‌ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟୟ ; ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି-  
ପଦାର୍ଥର ଗ୍ରାସ ତାହାର କ୍ଷୟୋଦୟ ନାହିଁ ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରଦ୍ଧାଦ୍‌ ଋଷଭବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷହିଁ ପୁରୁଷେନ୍ଦ୍ରରାଜ୍ୟାତି ଶ୍ରୀଗୌରସୁନ୍ଦର—

ଯଦା ପଶ୍ୟଃ ପଶ୍ୟାତେ ଋଷଭବର୍ଣ୍ଣଂ କର୍ତ୍ତାରମୀଶଂ ପୁରୁଷଂ ବ୍ରହ୍ମଧୋନିମ୍ ।

ତଦା ବିଦ୍ଵାନ୍ ପୁଣ୍ୟପାପେ ବିଧୁୟ ନିରଞ୍ଜନଃ ପରମଂ ସାମ୍ୟାୟମୈତି ॥ ୨ ॥

( ଷ୍ଟୋକ ୩୩ )

ଯେ 'କାଳେ ହେବର୍ଣ୍ଣ-ବିଗ୍ରହ ହିରାଣ୍ୟଗର୍ଭ ଜଗତ୍‌କର୍ତ୍ତାଙ୍କେ ଦେଖିତେ ପାନ,  
ତখন ପରାବିଦ୍ଵାଳାଭ-କ୍ଲେଶପରା ଲୋକିକୀ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରହତ୍ତା ପାପପୁଣ୍ୟ-ଧାରଣୀ  
ସମାଗ୍-ରୂପେ ଧୌତ କରିয়া ନିର୍ମଳ ଓ ସମତା ଲାଭ କଲେ ॥ ୨ ॥

ଭାଗବତ-ପ୍ରମାଣ—

କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣଂ ଦ୍ଵିଷାହକୃଷ୍ଣଂ ସାଞ୍ଜୋପାଞ୍ଜାନ୍ତ୍ରପାର୍ଷଦମ୍ ।

ସଞ୍ଜେଃ ସଂକୀର୍ତ୍ତନପ୍ରାୟୈର୍ଯଜନ୍ତି ହି ଭୁବେଧର୍ମଃ ॥ ୩ ॥

( ଭା: ୧୧।୧।୩୨ )

বাঁহার মুখে সর্বদা ‘কৃষ্ণ’ এই দুইটা বর্ণ, বাঁহার কান্ধি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর—সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অঙ্গ ও পার্শ্বদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে স্মবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সংকীৰ্ত্তনপ্রায় যজ্ঞ দ্বারা বজ্রন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

‘কৃষ্ণ’—এই দুই বর্ণ সদা যা’র মুখে ।

অথবা কৃষ্ণকে তিহেঁ বর্ণে নিজ স্মৃথে ॥

দেহকাস্ত্যা হয় তিহেঁ অকৃষ্ণ-বরণ ।

‘অকৃষ্ণ’-বরণে কহে, পীত-বরণ ॥ ৪ ॥

( চৈঃ চঃ ১৩৫৩ ও ৫৬ )

আসন্ বর্ণান্ত্রয়োহস্ত গৃহুতোহমুযুগং তনুঃ ।

শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৫ ॥

( ভাঃ ১০৮১৩ )

তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অল্প তিন যুগে ধারা করেন । অধুনা ষাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত—ক্রমে চারিবর্ণ ।

চারিবর্ণ ধরি ‘কৃষ্ণ’ করেন যুগধর্ম্য ॥ ৬ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ২০১৩৩০ )

ইখং নৃতির্যাগৃবিদেব ঝষাবতারৈ-

লৌকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগান্মুবৃত্তম্

ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ স হ্রম্ ॥ ৭ ॥

( ভাঃ ৭১২৩৮ )

প্রহ্লাদ বাঁসিয়াছেন,—হে কৃষ্ণ ! তুমি এই প্রকার নর, তির্যাক্, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে

বিনাশ কর ; হে মহাপুরুষ ! কলিকালে যুগান্ধবৃত্ত নামকীৰ্ত্তনধৰ্ম্ম ছন্ন-  
ভাবে প্রচার করিবে । এই জন্ত তোমার নাম ত্রিযুগ । কেননা ছন্নাবতার  
কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না ॥ ৭ ॥

### ভারত-প্রমাণ--

সুবর্ণবর্ণো হেমাক্ষো বরাঙ্গশ্চন্দনাজদী ।

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরাযণঃ ॥ ৮ ॥

( মহাভাঃ দানধৰ্ম্ম ১৪৯ অঃ )

সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্কীঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দন-মাল  
শোভিত ; এই চারিটী গৃহস্থ-লীলায় লক্ষিত । সন্ন্যাসাশ্রম, হরিরহস্তা-  
লোচনারূপ সমগুণবিশিষ্ট, হরিকীৰ্ত্তনরূপ মহাবজ্রে দৃঢ়তারূপনিষ্ঠ, কেবলা-  
মৈতবাদী, অভক্ত-নিবৃত্তিকারিণী শান্তিলক্ষ মহাভাবপরাযণ ॥ ৮ ॥

### পুরাণ-প্রমাণ—

অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ৯ ॥

( চৈঃ চঃ ১।৩।৮২ ধৃত উপপুরাণবচনম্ )

হে ব্রহ্মন্ ! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়-পূর্বক,  
পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব ॥ ৯ ॥

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ ।

ভগবন্ত্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥ ১০ ॥

( আদিপুরাণ )

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমার এই প্রচ্ছন্নবিগ্রহ নিত্য । আমিই নিজরূপ  
গোপনপূর্বক ভগবন্ত্তরূপে লোকসমূহে ধৰ্ম্ম স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে  
সর্বদা রক্ষা করি ॥ ১০ ॥

## গোশ্বামিপাদোক্ত প্রমাণ—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাজ্জাদিবৈভবম্ ।

কলৌ সংকীৰ্ত্তনাত্ৰৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমার্শিতাঃ ॥ ১১ ॥

( তত্ত্বসন্দর্ভ ২ শ্লোক )

অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিকালে সংকীৰ্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি ॥ ১১

অবতারীর দেহে সর্বাবতারের স্থিতি—

শুভিয়া আছিনু ক্ষীর-সাগর ভিতরে ।

নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাচার হুঙ্কারে ॥ ১২ ॥

( চৈঃ ভাঃ ৩৩২৮ )

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার ।

আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥

অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা ।

তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা ॥

সেইত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যাভিচারী ।

সকল সম্ভবে তাঁ'তে ষাঁ'তে অবতারী ॥

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি ।

কেহো কোন মত কহে যেমন যা'র মতি ॥ ১৩ ॥

( চৈঃ চঃ ১২১০৯-১১২ )

অধোক্ষজতত্ত্ব অক্ষজবাদীর অগম্য—

ভাগবত ভারতশাস্ত্র আগম পুরাণ ।

চৈতন্য কৃষ্ণ-অবতার প্রকট প্রমাণ ॥

প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব ।  
 অলৌকিক কৰ্ম্ম অলৌকিক অনুভাব ॥  
 দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ ।  
 উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥ ১৪ ॥

( চৈঃ চঃ ১৩৮৩-৮৫ )

### শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব—

সকল বৈষ্ণব শুন করি' একমন ।  
 চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্র যেমত নিরূপণ ॥  
 কৃষ্ণ, গুরুদয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ।  
 শক্তি—এই ছয়রূপ করেন বিলাস ॥ ১৫ ॥

( চৈঃ চঃ ১১১৩১-৩২ )

### শ্রীগৌরসুন্দরই পরতত্ত্ব—

যদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্য তন্মুভা  
 য আত্মাস্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশ-বিভবঃ ।  
 ষড়ৈশ্বর্য্যঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্রয়ময়ঃ  
 ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাভ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ১৬ ॥

( চৈঃ চঃ ১১১৩ )

উপনিষদগণ বাহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অদ্ভুত-  
 কাস্তি । যাহাকে যোগশাস্ত্রে অস্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি  
 আমার প্রভুর অংশস্বরূপ । যাহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও  
 অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্ ।  
 অতএব, কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই ॥ ১৬ ॥

চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি ।

তঁার গুরু অণু এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥ ১৭ ॥

( চৈঃ চঃ ১।১২।১৬ )

### মহাপ্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—

সৌন্দর্যো কামকোটীঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটী-

বর্ষাসল্যে মাতৃকোটীঃস্বিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্যাসারে ।

গান্তীর্যোহস্তোথিকোটীর্মধুরিমণি স্খান্ধীরমাধ্বীককোটী-

গৌরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যাকোটীঃ ॥১৮॥

( চৈতন্য-চন্দ্রামৃত ১০১ )

যিনি সৌন্দর্য্যে কোটী কল্পপত্নী, যিনি কোটী চন্দ্রের স্থায় সকলের  
আনন্দজনক, স্নেহে যিনি কোটী মাতৃসদৃশ, যিনি কোটী কল্পবৃক্ষসম বদান্ত  
এবং কোটী সমুদ্রের স্থায় গন্তীর-স্বভাববিশিষ্ট, সেই অমৃতের স্থায় মধুর ও  
কোটী কোটী অদ্ভুত প্রণয়রসের প্রদর্শক শ্রীগৌরমুন্দের জয়যুক্ত হউন ॥১৮॥

একটী শ্লোকে মহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—

নমো মহাবদান্ধায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিমে নমঃ ॥ ১৯ ॥

( চৈঃ চঃ ধৃত রূপগোষ্ঠমিবাক্য )

, মহাবদান্ধ, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা, গৌরান্ধরূপধারী  
প্রভুকে নমস্কার । ( এই শ্লোকে সংক্ষেপে শ্রীমদমহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ,  
ও লীলা বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্যই তাঁহার নাম, তাঁহার রূপ  
গৌর, মহাবদান্ধুতাই তাঁহার গুণ এবং কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই তাঁহার  
লীলা ) ॥ ১৯ ॥

সংকীৰ্ত্তন-প্রবর্তক—

সংকীৰ্ত্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

সংকীৰ্ত্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে ভজ্যে সেই ধন্য ॥

সেইত' স্নেহা আর কুবুদ্ধি সংসার ।

সর্ব যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার ॥ ২০ ॥

( চৈঃ চঃ ১।৩।৭৬-৭৭ )

প্রেম-প্রদাতা—

উচলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায় ।

দ্বী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলি ডুবায়ে ॥

সজ্জন, দুৰ্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অঙ্গগণ ।

প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২১ ॥

( চৈঃ চঃ ১।৭।২৫-২৬ )

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান ।

যেই বাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেম দান ॥

লুটিয়া থাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে ।

আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥ ২২ ॥

( চৈঃ চঃ ১।৭।২৭-২৮ )

বঞ্চিত কাহারো ?

মায়াবাদী কৰ্ম্মনিষ্ঠ কুতর্কিকগণ ।

নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ॥

সেই সব মহাদক্ষ ধাত্রণ পলাইল ।

সেই বন্যা তা' সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ২৩ ॥

( চৈঃ চঃ ১।৭।২৯-৩০ )

**চৈতন্যকৃপাপাত্র পুরুষই শুদ্ধসিদ্ধান্ত জানিতে সমর্থ—**

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোহপি যদমুগ্রহাৎ ।

তরেন্নানামত-গ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥ ২৪ ॥

( চৈঃ চঃ ১২।১ )

নানা মতবাদরূপ কুস্তীরাদি পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সমুদ্র যাহার অমুগ্রহে  
অজ্ঞব্যক্তিও অনারাসে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি ॥২৪॥

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ ।

এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত হয় আত্মের পল্লব ।

ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বল্লভ ॥

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ ।

তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ ২৫ ॥

( চৈঃ চঃ ১।৪।২৩৩-২৩৫ )

**মহাপ্রভুর প্রচার-লীলা—**

সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ববনাশ ।

নীচশূদ্র দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ ॥

ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা ।

আপনি প্রত্নান্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥

হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ ।

সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস ॥

শ্রীকৃপদ্বারা ব্রজের রসপ্রেমলীলা ।

কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥

( চৈঃ চঃ ৩।৫।৮৪-৮৭ )

ব্রজে যে বিহরে পূর্বের কৃষ্ণ বলরাম ।  
 কোটী সূর্য্যচন্দ্র জিনি' দৌহার নিজ খাম ॥  
 সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয় ।  
 গোড়দেশে পূর্ববৈশেলে করিল উদয় ॥  
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ।  
 ঝাঁহার প্রকাশে সর্ব জগত আনন্দ ॥  
 সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অঙ্ককার ।  
 বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥  
 এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান ।  
 তমোনাশ করি' করে বস্তু-তত্ত্ব জ্ঞান ॥  
 সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের তমো সে বিনাশে ।  
 বহির্বস্তু ঘটপট আদি সে প্রকাশে ॥  
 দুই ভাই হৃদয়ের ফালি' অঙ্ককার ।  
 দুই ভাগবত সঙ্গে করান্ সাক্ষাৎকার ॥

( চৈঃ চঃ ১।১।৮৫-৯৯ )

মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার-লীলা—

হরে কৃষ্ণতুচ্চৈঃ স্কুরিতরসনো নামগণনা-  
 কৃতপ্রস্থিশ্রেণী স্তভগ কটিসূত্রোজ্জ্বল করঃ ।  
 বিশালান্ধো দীর্ঘার্গলযুগল খেলাধিত ভুজঃ . —  
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্য্যাস্ততিপদম্ ॥ ২৮ ॥

( স্তবমালা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমাস্টক ৫ম শ্লোক ১ )

ষাট্ৰিশং অক্ষরাঙ্কক 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চৈঃস্বরে, কীর্ত্তন করিতে  
 করিতে ঝাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতে থাকে, উচ্চারিত নামসংখ্যা

গণনার নিমিত্ত গ্রহিগ্রেণী দ্বারা স্পর্শোভিত কটিস্থিত্রো যাহার বাম-  
কর শোভা পাইতেছে, যিনি বিশাল-নয়ন ও আজানুললিত-ভুজ, সেই  
ত্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন ? ২৮ ॥

### গৌরাবতারের মুখ্য ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজন—

এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ ।  
যুগধর্ম্য-প্রবর্তন নহে তাঁ'র কাম ॥  
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন ।  
যুগধর্ম্য কাল হৈল সে কালে মিলন ॥  
তুই হেতু অবতারি' লঞা ভক্তগণ ।  
আপানে আস্বাদে প্রেম-নামসংকীর্তন ॥  
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে ।  
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে ॥  
এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার ।  
আপনি আচারি' ভক্তি করিল প্রচার ॥ ২৯ ॥

( চৈঃ চঃ ১।৪।৩৭-৪১ )

### চৈতন্য-সিংহ—

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার ।  
সিংহগ্রীব সিংহবীৰ্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥  
সেই সিংহ বস্তুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে ।  
কল্মষ দ্বিরদনাশ যাহার হুঙ্কারে ॥ ৩০ ॥

( চৈঃ চঃ ১।৩।৩০-৩১ )

অবতারের বাহ্যকারণ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ  
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।

হরিঃ পুরটমুন্দরদ্যাতি কদম্বসন্দীপিতঃ

সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৩১ ॥

( বিদগ্ধমাধব ১ম অঙ্ক, ২য় শ্লোক )

সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফুর্তি লাভ করুন। তিনি যে সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্ত কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩১ ॥

গৌরাবতারের মূল প্রয়োজন ; গুহ্য কারণ—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশোবানৈয়বা-

স্বাছো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।

সৌখ্যঞ্চাস্তা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-

ভৃষ্টাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিকৌ হরীন্দুঃ ॥ ৩২ ॥

( চৈঃ চঃ ১।১।৬ ধৃত স্বরূপগোস্বামিকড়চা )

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আশ্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অঙ্কুভূতি হইতে শ্রীরাধার বা কি সুখ উদয় হয়,—এই তিনটা বিষয়ে লোভ-জাগ্নিতে শ্রীকৃষ্ণরূপচন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৩২ ॥

মুখ্যরূপে রাধাভাবে বাহ্যাক্রয় পুরণ,

গৌণরূপে নাম-প্রেমপ্রচার—

সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্য-অবতার ।

যুগধর্ম্য নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥ ৩৩ ॥

( চৈঃ চঃ ১৪১২২০ )

গৌরলীলা নিত্য—

অত্মাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে ।

যা'র ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥ ৩৪ ॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ )

আত্মর-প্রকৃতি ব্যক্তিই চৈতন্য-বিদ্যেশী—

পূর্বের যেন জরাসন্ধ আদি রাজগণ ।

বেদধর্ম্য করি' করে বিষ্ণুর পূজন ॥

কৃষ্ণ নাহি মানে তা'তে দৈত্য করি' মানি ।

চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা'রে জানি ॥

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন ।

সর্বোত্তম হইলে তা'রে অস্তুরে গণন ॥ ৩৫ ॥

( চৈঃ চঃ ১৪৮, ৯, ১২ )

গৌরাজ নাগর নহেন—

এইমত চাপল্য করেন সব সনে ।

সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥

‘স্ত্রী’ হেন নাম প্রভু এই অবতারে ।

শ্রবণেও না করিলা—বিদিত সংসারে ॥

অতএব যত মহামহিম সকলে ।

“গৌরাজ নাগর” হেন স্তব নাহি বলে ॥

( চৈঃ ভাঃ ১১৫১২৮-৩০ )

যত্নপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে ।

তথাপিও স্বভাব সে গায় বৃধ-জনে ॥ ৩৬ ॥

( চৈঃ ভাঃ আঃ-১৫।৩১ ) ॥

চৈতন্যনিত্যানন্দের কৃপার বিশেষত্ব—

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ' সব বিচার ।

নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রদ্ধার ॥

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রভু, অত্যন্ত উদার ।

তাঁ'রে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ৩৭ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ১।৮।৩১-৩২ )

বঞ্চিত জীবের দুর্ভাগ্য—

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা ।

সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥

এ' বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার ।

কোটি কল্পে তবে তা'র নাহিক নিস্তার ॥ ৩৮ ॥

( চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৫২-২৫৩ )

অবতার-সার,

গোরা-অবতার,

কেন না ভজিলি তা'রে ।

করি' নীরে বাস,

গেল না পিয়াস,

আপন করম ফেরে ॥

কণ্ঠকের তরু,

সদাই সেবিলি,

অমৃত পাইবার আশে ।

প্রেম-কল্পতরু,

(শ্রী) গৌরাজ আম্বার,

তাহারে ভাবিলি বিষে ॥

সৌরভের আশে,      পলাশ শুঁকিলি,  
নাসাতে পশিল কাঁট ।

ইক্ষুদণ্ড ভাবি'      কাঠ চুষিলি,  
কেমনে পাইবি মিঠ ॥

হার বলিয়া,      গলায় পরিলি,  
শমন-কিঙ্কর-সাপ ।

শীতল বলিয়া,      আগুন পোহালি,  
পাইলি বজর-তাপ ॥

সংসার ভজিলি,      (ত্রী) গৌরাজ ভুলিলি,  
না শুনিলি সাধুর কথা ।

ইহ-পরকাল,      দুকাল খোয়ালি,  
খাইলি আপন মাথা ॥ ৩৯ ॥

( মহাজন-গীতি )

**নাম ও অর্চারূপে মহাপ্রভুর আর দুই অবতার—**

আর দুই জন্ম এই সংকীর্ণনারস্তে ।

হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥

মোর অর্চা-মূর্তি মাতা, তুমি সে ধরণী ।

জিহ্বারূপা তুমি মাতা, নামের জননী ।

এই দুই জন্ম মোর সংকীর্ণনারস্তে ।

দুই ঠাঞি তোর পুত্র রহ' অবিলম্বে ॥ ৪০ ॥

( চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।৪৭ .

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত কি ? —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং

রম্যা কাচিছুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্লিতা ।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতিমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥৪১॥

( শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর )

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু । ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট । শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থই নিশ্চয় শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত । সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অত্যাশ্রিত্য মতে আদর নাই ॥ ৪১ ॥

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে ‘গৌরতত্ত্ব’-বর্ণন-নামক চতুর্থরত্ন সমাপ্ত ।



# পঞ্চম ব্রহ্ম

## নিত্যানন্দ-তত্ত্ব

গৌরের দুই অঙ্গ—নিতাই ও অদ্বৈত—

অদ্বৈত-আচার্য্য, নিত্যানন্দ,—দুই অঙ্গ ।

দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৬ )

সঙ্কর্ষণ ও কারণ-গর্ত্ত-ক্ষীর-বারিশান্নিগণ এবং শেষের

অংশী নিত্যানন্দ বা বলদেব—

সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী

গর্ত্তোদশায়ী চ পয়োক্ষিশায়ী ।

শেষশ্চ যস্যাম্বুজকলাঃ স নিত্যা-

নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ২ ॥

মায়াভীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে

পূর্ণৈশ্বর্যো ত্রীচতুর্ব্রহ্মণ্যে ।

রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং

তং ত্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপত্তে ॥ ৩ ॥

মায়াভর্ত্তাজাগুসংঘাত্রয়াঙ্গঃ

শেতে সাক্ষাৎ কারণাস্তোধিমধ্যে ।

নসৈকাংশঃ ত্রীপুমানাদিদেব-

স্তং ত্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপত্তে ॥ ৪ ॥

যস্য্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী  
 যন্নাভ্যজং লোকসংঘাতনাম্ ।  
 লোকশ্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-  
 স্তুঃ শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥

যস্য্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং  
 পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুষ্কাক্ষিশায়ী ।  
 ক্লেগীভর্তা বৎকলা সোহপ্যানস্তু-  
 স্তুঃ শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৭-১১ )

সর্ষণা, কারণাক্ষিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োক্ষিশায়ী ও শেষ-বিষ্ণু  
 যাহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণ-স্বরূপ হউন ॥ ২ ॥

মায়াতীত, সর্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সর্ষণ, প্রহ্লাদ ও  
 অনিরুদ্ধ,—এই পূর্ণ ঐশ্বর্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতন্ম্বে যাহার সর্ষণাখ্য-রূপ বিরাজ-  
 মান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রণম্য হই ॥ ৩ ॥

যাহার একটি অংশস্বরূপ মায়াতীত, ব্রহ্মাওনমূহের আশ্রয়স্বরূপ  
 কারণাক্ষিশায়ী আদিদেব পুরুষাবতার, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি  
 প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

যাহার নাভিপদ্মের নাল লোকশ্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোক-  
 সমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাহার অংশের অংশ, সেই নিত্যা-  
 নন্দ রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

যাহার অংশের অংশ, তাহার অংশ—স্কীরোদশায়ী, অখিলপরমাত্মা  
 পালনকর্তা বিষ্ণু, যাহার কলা পৃথ্বীধারী ‘অনন্ত’, সেই নিত্যানন্দ-রামকে  
 আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

# পঞ্চম ব্রহ্ম

## নিত্যানন্দ-তত্ত্ব

গৌরের দুই অঙ্গ—নিতাই ও অদ্বৈত—

অদ্বৈত-আচার্য্য, নিত্যানন্দ,—দুই অঙ্গ ।

দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৬ )

সঙ্কর্ষণ ও কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-বারিষান্নিগণ এবং শেষের

অংশী নিত্যানন্দ বা বলদেব—

সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী

গর্ভোদশায়ী চ পয়োক্ষিশায়ী ।

শেষশ্চ যস্য্যাংশকলাঃ স নিত্যা-

নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ২ ॥

মায়াভীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে

পূর্ণৈশ্বর্যো শ্রীচতুর্ব্রহ্মমধ্যে ।

রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং

তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥

মায়াভর্ত্তাজাওসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ

শেতে সাক্ষাৎ কারণাস্তোধিমধ্যে ।

মসৌকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-

স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী  
 যন্নাভ্যজং লোকসংঘাতনালম্ ।  
 লোকশ্রমুঃ সূতিকাধামধাতু-  
 স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং  
 পোষ্টা বিষ্ণুভাতি দুষ্কাক্ষিশায়ী ।  
 ক্ষৌণ্ডভর্তা যৎকলা সোহপানস্ত-  
 স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৭-১১ )

সঙ্কর্ষণ, কারণাক্ষিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পরোক্ষাক্ষিশায়ী ও শেষ-বিষ্ণু  
 ষাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণ-স্বরূপ হউন ॥ ২ ॥

মায়াতীত, সর্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাহুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও  
 অনিরুদ্ধ,—এই পূর্ণ ঐশ্বর্যযুক্ত চতুর্ভুজতবে ষাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্য-রূপ বিরাজ-  
 মান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রণম হই ॥ ৩ ॥

ষাঁহার একটি অংশস্বরূপ মায়াতর্তা, ব্রহ্মাওসমূহের আশ্রয়স্বরূপ  
 কারণাক্ষিশায়ী আদিদেব পুরুষাবতার, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি  
 প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

ষাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকশ্রমু বিধাতার হৃতিকাদাম ও লোক-  
 সমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী ষাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্য-  
 নন্দ রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

ষাঁহার অংশের অংশ, তাহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিলপরমাত্মা  
 পালনকর্তা বিষ্ণু, ষাঁহার কলা পৃথ্বীধারী ‘অনন্ত’, সেই নিত্যানন্দ-রামকে  
 আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

## বলদেবই মূল-সঙ্কর্ষণ—

শ্রীবলরাম-গোসাঞি—মূল-সঙ্কর্ষণ ।

পঞ্চ রূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥

আপনে করেন কৃষ্ণ-লীলার সহায় ।

সৃষ্টি-লীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায় ॥ ৭ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৫৮-৯ )

## বলদেবাভিন্ন-নিত্যানন্দপ্রভুর লীলা—

প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন ।

তুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥ ৮ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৩১৪৮ )

জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে ।

পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে ॥

কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে ।

দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে ॥ ৯ ॥

( গীতাবলী ৮নং কীর্ত্তন )

## শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা—

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম ।

যাঁহার কৃপাতে পাইলু বৃন্দাবন-ধাম ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময় ।

যাঁহা হৈতে পাইলু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥

যাঁহা হৈতে পাইলু রঘুনাথ-মহাশয় ।

যাঁহা হৈতে পাইলু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥

সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত ।

শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তি-রস-প্রাপ্ত ।

জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ ।

যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ১০ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৫২০০-২০৪ )

পতিত-পাবন নিত্যানন্দ—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।

পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥

মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্য ক্ষয় ।

মোর নাম লয় যেই, তা'র পাপ হয় ॥

এমন নিষ্করণ মোরে কেবা কৃপা করে ।

এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে ॥

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার ।

উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার ॥

যে আগে পড়য়ে তা'রে করয়ে নিস্তার ।

অতএব নিস্তারিল মো-হেন ছুরাচার ॥ ১১ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৫২০৫-২০৯ )

অনর্থমুক্তি ও ভক্তিনাভেচ্ছায় নিতাইর কৃপাই সম্বল—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে ।

যে ডুবিলে সে ভজুক নিতাই-চাঁদে ॥ ১২ ॥

( চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭৭ )

নিতাই—ত্ৰিচৈতন্যের প্রচারক—

চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায় ।

চৈতন্যের যশো বৈসে ঘাঁহার জিহ্বায় ॥

অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয় ।

তাঁ'রে ভজিলে সে চৈতন্যে ভক্তি হয় ॥ ১৩ ॥

( চৈঃ ভাঃ আঃ ৯২১৭-২১৮ )

গৌরদাস্তে পাগল নিতাই—

নিত্যানন্দ-অবধূত সবাতে আগল ।

চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল ॥ ১৪ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৬৪৭ )

অখণ্ডতত্ত্বকে খণ্ডবস্তুজ্ঞানে অশ্রদ্ধা—পাষণ্ডতা-মাত্র—

দুই ভাই এক তনু—সমান-প্রকাশ ।

নিত্যানন্দ না মান', তোমার হ'বে সর্বনাশ ॥

একেতে বিশ্বাস, অগ্নে না কর সম্মান ।

‘অর্দ্ধকুকুটি-গায়’ তোমার প্রমাণ ॥

গৌর ব্যতীত নিতাই, নিতাই ব্যতীত গৌরে

ছল-বিশ্বাস—ভক্তিবিরোধমাত্র—

কিস্মা, দোঁহা না মানিয়া হও ত' পাষণ্ড ।

একে মানি' আরে না মানি,—এই মত ভণ্ড ॥ ১৫ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৫১৭৫-১৭৭ )

ইতি গোড়ীয়-কণ্ঠহারে ‘নিত্যানন্দ-তত্ত্ব’-বর্ণন নামক পঞ্চম রত্ন সমাপ্ত ।

# ষষ্ঠি বস্ত্র

## অদ্বৈত-তত্ত্ব

### শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব—

মহাবিশ্বজগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ।

তস্তাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১ ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ ।

ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ২ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ১।১২-১৩ )

যে মহাবিশ্ব মায়ার দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্তা ;  
ঈশ্বর—অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার । হরি হইতে অভিন্নতত্ত্ব বলিয়া  
তাঁহার নাম ‘অদ্বৈত’, ভক্তি-শিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে ‘আচার্য্য’ বলে—সেই  
ভক্তাবতার—অদ্বৈতাচার্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১-২ ॥

কারণার্ণবশায়ী—নিমিত্ত এবং অদ্বৈত প্রভু—উপাদান-কারণ  
কারণার্ণবশায়ী—প্রকৃতি-অন্তর্যামী ; অদ্বৈতপ্রভু—  
জগদুপাদান-প্রধানের অধিষ্ঠাতৃদেবতা—

আপনে পুরুষ—বিশ্বের ‘নিমিত্ত’-কারণ ।

অদ্বৈত-রূপে ‘উপাদান’ হন নারায়ণ ॥

‘নিমিত্তাংশে’ করে ভিহো মায়াতে ঈক্ষণ ।

‘উপাদান’ অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ॥ ৩ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৬।১৬-১৭ )

## অদ্বৈতই সদাশিব—

ভক্তাবতার আচার্য্যোহদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ ॥ ৪ ॥

( গৌরগণোদ্দেশ ১১শ সংখ্যা )

যিনি শ্রীসদাশিব, তিনিই ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ॥ ৪ ॥

## ‘অদ্বৈত’-নামের সার্থকতা—

মহাবিশ্বের অংশ—অদ্বৈত-গুণধাম ।

ঈশ্বরে অভেদ, তেঁঞি ‘অদ্বৈত’ পূর্ণ নাম ॥ ৫ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৬২৫ )

## ‘আচার্য্য’-নামের সার্থকতা—

পূর্বের যৈছে কৈল সর্ব-বিশ্বের সৃজন ।

অবতারি’ কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্তন ॥ ৬ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৬২৬ )

## অদ্বৈতাবতারে কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই কার্য্য—

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি’ দান ।

গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ৭ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৬২৭ )

## মহাবিশ্বের অবতার হইয়াও অদ্বৈতপ্রভুর

আপনাকে গৌরদাস-জ্ঞান—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ-ঈশ্বর ।

প্রভু, গুরু করি’ মানে, তিঁহো ত’ কিঙ্কর ॥ ৮ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৫১৪৭ )

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—বিষয়-জাতীয় সেবক—

এক ‘মহাপ্রভু’, আর ‘প্রভু’—দুইজন।

দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ৯ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪ )

অদ্বৈতশাখিগণ দ্বিবিধ—সারগ্রাহী ও অসারবাহী—

অদ্বৈতাঙ্ঘ্রাজ্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভূতোহখিলান্ ।

হিঙ্গাসারান্ সারভূতো নোমি চৈতন্যজীবনান্ ॥ ১০ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ১২।১ )

অদ্বৈতের অনুগত জন দুই প্রকার,—‘সারগ্রাহী’ ও ‘অসারবাহী’ ;  
তন্মধ্যে অসারবাহীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে  
প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

সারগ্রাহিগণের অদ্বৈতানুগত্যে গৌরভক্তি,

অসারগণের স্বতন্ত্রভাবে গৌর-বিরোধ—

প্রথমে ত’ আচার্য্যের একমত গণ ।

পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ ॥

কেহ ত’ আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত’ স্বতন্ত্র ।

স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥

আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার ।

তাঁ’র আজ্ঞা লঙ্ঘি’ চলে সেই ত’ অসার ॥ ১১ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮-১০ )

অসার-অদ্বৈতদাসাভিমানিগণেরই গৌর-বিরোধ ও

গৌরকৃপানুভাবের ধ্বংস—

ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ ।

না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দৈব-কারণ ॥

স্বজাইলা, জীয়াইলা, তাঁ'রে না মানিল ।

কৃতঘ্ন হইল, তা'রে স্কন্ধ ত্রুন্ধ হইল ॥

ত্রুন্ধ হঞা স্কন্ধ তা'রে জল না সঞ্চারে ।

জলাভাবে কুশ-শাখা শুখাইয়া মরে ॥ ১২ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ১২।৬৭-৬৯ )

ইতি গোড়ীয়-কণ্ঠ্যারে 'অদ্বৈত-তত্ত্ব'-বর্ণন নামক ষষ্ঠ বহু সমাপ্ত ।



# সপ্তম ব্রহ্ম

## কৃষ্ণ-তত্ত্ব

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতি—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ত্র্যেকোতি পরমাত্মোতি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে ॥ ১ ॥

( ভাঃ ১২।১১ )

বাহ্য—অদ্বয়-জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই ‘পরমার্থ’ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ‘ব্রহ্ম’, ‘পরমাত্মা’ ও ‘ভগবান্’—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্-বিচার—

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ ।

‘ব্রহ্ম’, ‘আত্মা’ ‘ভগবান্’—তিন তাঁ’র রূপ ॥ ২ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ২।৬৫ )

অদ্বয়-জ্ঞানের ভগবৎ-প্রতীতিই পূর্ণ, ব্রহ্ম-প্রতীতি—অসম্যক্  
ও পরমাত্ম-প্রতীতি—আংশিক—

ভক্তি-যোগে ভক্ত পায় যাহার দর্শন ।

সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ।

জ্ঞানযোগ-মার্গে তাঁ’রে ভজে যেই সব ।

ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তাঁ’রে করে অনুভব ॥ ৩ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ২।২৫-২৬ )

ব্রহ্ম—কৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তি ; শ্রুতিপ্রমাণ—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারণং  
নোমা বিদ্যতে ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।  
তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং  
তস্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ৪ ॥

(কঠঃ ২।২।১৫, যুঃ ২।২।১০ ও ঋতাশ্বঃ ৬।১৪ )

সেই স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি বা এই বিদ্যৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব ? কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া মরীচিমালী প্রভৃতি সকলেই দীপ্তি পাইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এই সকল অর্থাৎ জগৎ দীপ্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যশ্রুপিহিতং মুখম্ ।

তত্ত্বং পৃথগ্গণ্যং সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ৫ ॥

পৃথগ্নৈকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য বৃহ রশ্মীন্ সমূহ ।

তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্ত্বে পশ্যামি ॥ ৬

( ঈশোপনিষৎ ১৫ ও ১৬শ মন্ত্র )

সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়-পাত্রে আচ্ছাদিত আছে । হে পরমাত্মন, সত্যধর্ম্ম-প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্ত সেই আচ্ছাদন দূর করুন ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্, আপনি ভক্তপোষক, আপনি জ্ঞানময়, সর্বনিয়ন্তা, আপনি ভক্তগণের ভক্তিবেশ, আপনি বেদোপদেশ-দ্বারা ব্রহ্মার প্রিয়, আপনি আপনার তেজোরশি সঙ্কুচিত করুন ; তাহা হইলে আপনার কল্যাণতম-রূপ আমি দেখিতে পাই । আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী । যেহেতু

আপনি পূর্ণপুরুষ এবং জগৎ-প্রতিষ্ট আপনার অংশস্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা (জীব) সকলেই চিৎস্বরূপ। আপনার কৃপা হইলেই আপনাকে দেখিতে পাই ॥ ৬ ॥

### ব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্ত—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-  
কোটিঋশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।  
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনস্তমশেষভূতং  
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭ ॥

( ব্রহ্ম-সংহিতা ৫।৪০ )

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য-দ্বারা পৃথক্কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

### গীতার সিদ্ধান্ত—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।  
শাস্ততস্য চ ধর্ম্মস্য সুখসৌকান্তিকস্য চ ॥ ৮ ॥

( গীঃ ১৪।২৭ )

নিগুণ-সবিশেষ-তত্ত্ব আমি-ই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রহ্মরস—সমুদায়ই এই নিগুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

### গোবিন্দ-সিদ্ধান্ত—

বস্তু ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাঃ কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-  
প্যাংশো যস্যোংশকৈঃ সৈববিভবতি বশয়ন্তেব মায়াং পুমাংশ্চ ॥

একং যশ্চৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং

স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥৯॥

( তৎসন্দর্ভ ৮ম শ্লোকঃ )

বাঁহার নির্বিশেষ চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে “ব্রহ্ম”-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন, বাঁহার অংশ মায়ানিরস্তা কারণার্ণবশায়ী-পুরুষ মায়াকে স্ববশে আনয়ন-পূর্বক তাহার ( মায়ার ) প্রতি দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করাইয়াছেন এবং প্রত্নায়ুরূপে মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি নিজ-অংশ অবতারগণের সহিত বিভব-সংজ্ঞক লীলাবতার-সমূহের প্রকট করিয়া থাকেন, এবং বাঁহার নারায়ণ-নামক একটী মুখ্যরূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই জগতে তাঁহার চরণকমলসেবী ভক্তদিগকে স্বীয় প্রেম প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম তাঁ’র অঙ্গকাস্তি নির্বিশেষ-প্রকাশে ।

সূর্য্য যেন চন্দ্রচক্রে জ্যোতির্ময় ভাসে ॥ ১০ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৯ )

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ-কিরণ-মণ্ডল ।

উপনিষৎ কহে তাঁ’রে ব্রহ্ম সূনির্ম্মল ॥ ১১ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ২।১২ )

ভগবান্ নির্বিশেষ-গুণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া

‘নিত্য সবিশেষ’—

তাঁ’রে ‘নির্বিশেষ’ কহি, চিচ্ছক্তি না মানি ।

অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১২ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪০ )

“ব্যস্তিতে ভগবত্ত্বৈ ব্রহ্ম চ বাজ্যতে স্বয়ম্” ॥ ১৩ ॥

( ভগবৎসন্দর্ভ ৮ )

ভগবত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মত্ব আপন। ইহাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

পরমাত্ম-বিচার---

যোগিগণের আরাধ্য সর্বান্তর্যামী অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৪ ॥

( গীঃ ১৮।৬১ )

সর্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমি অবস্থিত। পরমাত্মাই সর্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। যন্তারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীব সকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্বনিয়ন্তৃত্ত্ব ধর্ম্য ইহাতে জগতে ভ্রামিত হন ॥ ১৪ ॥

অথবা বহু নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাহর্জুন ।

বিষ্ণুভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১৫ ॥

( গীঃ ১০।৪২ )

অধিক কি বলিব, হে অর্জুন, ( সংক্ষেপে এই )—আমার প্রকৃতি সর্বশক্তিসম্পন্ন। তাহার এক এক প্রভাব-দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্তমান ॥ ১৫ ॥

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃযতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদিপরিবর্ততে ॥ ১৬ ॥

( গীঃ ৯।১০ )

আমার চিহ্নিলাস-সম্বন্ধীয় ইচ্ছা ইহাতে বে প্রকৃতিকে \*কটাক্ষ করি। তাহাতেই সর্বকার্য্যে আমার অধ্যাক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত

হইয়া, এই চরাচর জগৎ প্রকৃতি-ই প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রোদ্ভূত হয় ॥ ১৬ ॥

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তদ্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ১৭ ॥

( গী: ৯।২৪ )

আমি-ই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যাহারা অন্য দেবতাকে আমা হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে উপাসনা করে, তাহাদিগকে-ই প্রতীকোপাসক বলা যায়। তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নহে, অতএব অতাত্ত্বিক উপাসনা-বশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয় ॥ ১৭ ॥

পরমাত্মা কৃষ্ণের একাংশ—

পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।

আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ,—সর্ব-অবতংস ॥ ১৯ ॥

( চৈ: চঃ মঃ ২০।১৬১ )

কেচিৎ স্বদেহান্তরূপদ্রাবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্ ।

চতুর্ভূজং কঙ্করথাস্ত্রশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ১৯ ॥

( ভা: ২।২।৮ )

কোনও কোনও যোগী পুরুষ স্ব-স্ব-দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-গহবরে বিরাজিত চতুর্ভূজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃক্ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

পরতত্ত্ব-বিচার—

পরতত্ত্ব-ভগবানই সচ্চিদ্র, সাক্ষিনী ও হ্লাদিদীনী-শক্তির

শক্তিমৎ-তত্ত্ব—অসমোর্জ্য অপ্রাকৃত-পুরুষ—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে

ন তৎ সম্শ্চাভ্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥ ২০ ॥

( খেতাখ: ৬৮ )

সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয় সাহায্যে কোন কার্য্য নাই ; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত-দেহ ও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় নাই। তিনি পরাংপর বস্তু। তাঁহার সমান বা অধিক কোন বস্তু নাই। তিনি অবিচিন্ত্য পরাশক্তির আধার। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী-শক্তি জ্ঞান ( চিং বা সখিং ), বল ( সং বা সন্ধিনী ) ও ক্রিয়া ( আনন্দ বা হ্লাদিনী ) ভেদে বিবিধা ॥ ২০ ॥

বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব—

ওঁ তদ্বিশেষঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীং চক্ষুরা-  
ততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিশেষার্থং  
পরমং পদম্ ॥ ২১ ॥

( ১২২১২০ ঋক্ )

আকাশে অবাধে সূর্যালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ্ব বিষ্ণুর পরমপদ সর্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রমপ্রমাদাদি দোষবর্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ ত্রীবিষ্ণুর যে পরম পদ, তাহা সর্বত্র প্রকাশ ( প্রচার ) করেন ॥ ২১ ॥

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।

স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁ'র হয় অবস্থান ॥ ২২ ॥

( চৈ: চ: ম: ২২১৭ )

কৃষ্ণইস্বরটি পুরুষ—

জন্মান্তস্য যতোহম্বয়াদিতরতশ্চার্থেহভিজ্ঞঃ স্বরাট  
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহন্তি যৎ সূরয়ঃ।

তেজো বারিমুদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা

ধান্না স্নেন সদা নিরন্তুকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ২৩ ॥

( ভাঃ ১১১১ )

এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকার্য্য অমর ও তদ্বিপরীতক্রমে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান এবং যিনি আদিকবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহপ্রাপ্ত হন, ধেরূপ তেজ ও মৃত্তিকার পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুর জ্ঞান সত্যের দ্বারা প্রতীত হয়, তদ্রূপ যে পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অবস্থান সত্যের দ্বারা প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জড়ধর্ম্ম যাহাতে অসম্ভব, যাহাতে কপটতার অধিষ্ঠান নাই, সেই সত্য-স্বরূপলক্ষণময় পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি ॥ ২৩ ॥

**শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য-তত্ত্ব—**

সর্ব্বদস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনকং ।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈবরহমেব বেদো

বেদান্তকৃদ্বদবিদেব চাহম্ ॥ ২৪ ॥

( গীঃ ১৫।১৫ )

আমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত । আমি হইতেই জীবের কশ্মফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের অপগতি ঘটয়া থাকে । আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্ত-কর্ত্তা এবং বেদান্ত-বিৎ ॥ ২৪ ॥

**কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ-ভগবান্—**

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৫ ॥

( ভাঃ ১।৩২৮ )

পূর্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্থপরায়ী মহাবিক্রুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। এই সকল অবতার দৈত্যনিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অবতারগণের মূলপুরুষ আদ্যপুরুষাবতার মহাবিক্রুর ও আদি ॥ ২৫ ॥

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ২৬ ॥

( ব্রহ্মসংহিতা, ৫।১ )

নং, চিং ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপঃ অনাদি এবং সর্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতন্ত্রের আদি এবং সর্বকারণের কারণ ॥ ২৬

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্ ।

সর্ব-অবতারী, সর্বকারণ-প্রধান ॥

অনন্ত-বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত-অবতার ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥

সচ্চিদানন্দ-তমু শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন ।

সর্বৈবশ্রী, সর্বশক্তি, সর্বরস-পূর্ণ ॥ ২৭ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৩-১৩৫ )

**ভগবচ্ছবের সংজ্ঞা—**

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যায়ৌশ্চৈব যশাং ভগ ইতীজ্ঞানী ॥ ২৮ ॥

( বিঃ পুঃ ৬।৫।৪৭ )

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীৰ্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টি অচিন্ত্যগুণ ষাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে স্তম্ভ, তিনিই ভগবান্ ॥ ২৮ ॥

ষাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অন্তের ভগবত্তা ।

স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ২৯ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৮ )

**কৃষ্ণই সর্বসেব্য, সর্বভোক্তা স্বরাট্ পুরুষ—**

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয় ।

ষাঁ'র ভাব—শুদ্ধ-সখা-বাৎসল্যাদিময় ॥

তিঁহো আপনাকে করেন দাস ভাবনা ।

কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা ॥

সহস্র-বদনে য়ঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ ।

দশদেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ ।

গুণাবতার তেঁহো—সর্বদেব-অবতংস ॥

তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ ।

নিরন্তর কহে, শিব—‘মুঞি কৃষ্ণদাস ’ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর ।

কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥

পিতামাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয় ।

কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥

এক কৃষ্ণ—সর্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর ।

আর যত সব,—তাঁ'র সেবকানুচর ॥

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য ঈশ্বর ।

অতএব আর সব,—তাঁহার কিস্কর ॥

কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে তাঁ'র দাস ॥

যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ ॥ ৩০ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৬।৭৪-৮৩ )

**কৃষ্ণই সর্বকারণ-কারণ—**

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরী ।

কারণং সর্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩১ ॥

( স্বল্পপুরাণ )

শিব পার্শ্বতীকে বলিতেছেন,—হে মহেশ্বরী ! আমরা সেই নিমিত্ত-  
পুরুষ হইতেই জাত হইয়াছি। তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর এবং  
সর্বভূতের কারণ ॥ ৩১ ॥

**কৃষ্ণই সর্বাশ্রয়—**

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্ ।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ৩২ ॥

( ১০।১—ভাবার্থ-দীপিকা )

দশম স্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়া-  
ছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥

**কৃষ্ণই মূলপুরুষ—**

অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ ।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—সর্ব-অবতংস ॥

কৃষ্ণ—এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ—সর্বধাম । •

কৃষ্ণের শরীরে সর্ব-বিশ্বের বিশ্রাম ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ববিশ্রয় ।

পরম-ঈশ্বর-কৃষ্ণ সর্ববিশ্রয় কয় ॥ ৩৩ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ২।৭০, ২৪, ১০৬ )

**কৃষ্ণ ও নারায়ণ তত্ত্বতঃ ‘এক’ হইলেও**

**রসগত-বিচারে কৃষ্ণেরই শ্রেষ্ঠতা—**

সিদ্ধাস্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।

রসেনোৎকৃষ্টতে কৃষ্ণরূপমেবা রসস্থিতিঃ ॥ ৩৪ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূর্ববিভাগ ২।৩২ শ্লোক )

নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গাররস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । এইরূপে-ই রসতত্ত্বের সংস্থান হয় ॥ ৩৪ ॥

**কৃষ্ণই মূল-নারায়ণ,**

**নারায়ণ—কৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্য বিলাসবিগ্রহ—**

নারায়ণস্তং ন হি সর্ববদেহিনা-

মাত্মাস্ত্রীশাখিললোকসাক্ষী ।

নারায়ণোহঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাৎ-

তচ্চাপি সত্যং ন তদৈব মায়া ॥ ৩৫ ॥

( ভাঃ ১০।১৪।১৪ )

( ব্রহ্মা গোবৎসহরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইয়া যে স্তুতি করেন, তাহা এই প্রকার )—হে অদীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী । তুমি যখন দেহিমাংসের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয়বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ ? নর জাত জল শব্দে ‘নার’, তাহাতে ধাঁহার ‘অয়ন’ তিনি-ই ‘নারায়ণ’ । তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ । তোমার অংশ-

স্বরূপ কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও স্ত্রীরোদকশায়ী কেহ-ই মায়ায়  
অবীন নন, তাঁহারা মায়াবীণ—মায়াতীত পরম সত্য ॥ ৩২ ॥

হরিস্তোকং তদ্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ

যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তদ্বক্ষ্যে মহঃ ।

পরাত্মা তস্তাংশো জগদমুগতো বিশ্বজনকঃ

স বৈ রাধাকান্তো নবজলদ-কান্তিশিচতুদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

( দশ-মূলশিক্ষা )

ব্রহ্ম শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিরই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নিঃশক্তিক  
নির্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তি মাত্র। জগৎকর্তা জগৎ-  
প্রবিশ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশ বৈষ্ণবমাত্র। সেই হরিরই  
আমাদের নবনীরদকান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদেবতা সকলেই কৃষ্ণের অধীন-তত্ত্ব—

অথাপি যৎপাদনখাবস্রফঃ

জগদ্বিরিধোপকৃতাইগাম্যঃ ।

সেশং পুণাত্ম্যাত্মো মুকুন্দাৎ

কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

( ভাঃ ১১৮৮২১ )

যাহার পদনগর-নিঃসৃত সঙ্গিল ব্রহ্মাকর্তৃক অর্থ্য স্বরূপে প্রদত্ত  
হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পরিভ্রম করিতেছেন, ইহজগতে  
সেই মুকুন্দ ভিন্ন অত্ৰ কে 'ভগবৎ' শব্দবাচ্য চেষ্টতে পাবেন ? ৩৭ ॥

যচ্ছোচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন

তীর্ণেন মূর্দ্ধাধিক্রুতেন শিবঃ শিবোহভূৎ ।

ধাতুমনঃশমলশৈলনিঃশৃঙ্খলবজ্রং

ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৮ ॥

( ভাঃ ৩২৮২২ )

যে চরণপ্রক্ষালন-সলিল হইতে সমুৎপন্ন৷ সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মন্তকে ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্র-নিষ্ক্ষেপফলে পর্বতের ভ্রায় তাঁহার মনের কলুষ ধ্বংস হয় ; অতএব সেই ভগবানের চরণারবিন্দ সর্বদা ধ্যান করিবে ॥ ৩৮ ॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুষন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-

বেদৈঃ সাজ্জপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।

ধ্যানাবস্থিত-তদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো

যন্তাস্তুং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৩৯ ॥

( ভাঃ ১২১৩১ )

ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুদগণ দিব্যস্তবে ষাঁহাকে স্তব করেন, সামবেদীয় অঙ্গ, পদ-ক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদসকল ষাঁহারা গান করিয়া থাকেন, সমাধি-অবস্থায় তদগতচিত্ত হইয়া যোগিগণ ষাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ ষাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

অসংখ্যব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে ॥

দশ-বিংশ-শত-সহস্রায়ুত-লক্ষ-বদন ।

কোটার্ববুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥

রুদ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-বদন ।

ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-নয়ন ॥

\* \* \*

আসি' সব ব্রহ্মা, কৃষ্ণ-পাদ পীঠ আগে ।  
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদ-পীঠে লাগে ॥

\* \* \*

পাদ-পীঠ মুকুটোগ্র সংঘর্ষে উঠে ধ্বনি ।  
পাদ-পীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥  
যোড় হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করয়ে স্তবন,—  
বড় রূপা করিলে প্রভু দেখাইলে চরণ ॥  
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি' ।—  
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি' ॥ ৪০ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২১।৬৬-৭৪ )

কৃষ্ণের অংশাংশ দ্বারাই সৃষ্টি-স্থিতি-ক্রিয়া

সাধিত হয়—

যস্তাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলরোদয়াঃ ।

ভবন্তি কিল বিশ্বাত্ম্যন্তং স্বাত্মাহং গতিং গতাম্ ॥ ৪১ ॥

( ভাঃ ১০।৮৫।৩১ )

যাঁহার অংশাংশের অংশ দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কার্য্যাদি  
হইয়া থাকে, আমি সেই বিশ্বাত্মা আদিপুরুষের শরণাগত হই ॥ ৪১ ॥

দ্বিভূজ-মুরলীধর বৃন্দাবনচন্দ্র গোপীজনবল্লভ-

কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ—

কৃষ্ণোহন্তো যদুসভূতো যঃ পূর্ণঃ সোহস্ত্যতঃ পরঃ ।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥ ৪২ ॥

( লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ১৬৫ সংখ্যায়ুত বামল-বচন )

যদুকুলে অবতীর্ণ বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ

হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তিনি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নহেন। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না অর্থাৎ প্রকটলীলায় দ্বারকা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিলেও অপ্রকট-লীলায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই অবস্থান করেন ॥ ৪২ ॥

দ্বিভূজঃ সর্বদা সোহত্র ন কদাচিত্ চতুর্ভূজঃ ।

গোপৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রাডতি নিত্যদা ॥ ৪৩ ॥

( লঘুভাগবতায়ুতে পৃঃ ৭: ১৬৫ সংখ্যা-যুত যামল-বচন )

এই স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই দ্বিভূজ, কোন কালে চতুর্ভূজ নহেন। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যকাল বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

### শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ —

কৃষ্ণের-স্বরূপ বিচার, শুন, সনাতন ।

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

সর্ব-আদি, সর্ব-অংশী, কিশোরশেখর ।

চিদানন্দ-দেহ, সর্বব্রাহ্মণ, সর্বেশ্বর ॥

স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ—‘পর’নাম ।

সর্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ ঈশ্বর গোলোক—নিত্যধাম ॥ ৪৪ ॥

( চৈঃ চঃ নং ১০১৫২-১৫৩, ১৫৫ )

বেদে লীলা-পুরুষোত্তম গোপেন্দ্র-নন্দনের কথা—

অপশ্যৎ গোপামনিপত্য়মানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্ ।

স সত্রীচীঃ স বিষ্টির্চিসান আবরীবন্তিভুবনেষন্তঃ ॥ ৪৫ ॥

( ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২২ অনুবাক ১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্ )

দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কখন পতন নাট ; কখন নিকটে, কখন দূরে—নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন ; তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক পৃথগ্-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত । এইরূপে তিনি বিশ্ব-সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকটনীলা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

**কৃষ্ণই মূল বস্তু, কৃষ্ণসেবাত্তেই নিখিল বস্তুর তৃপ্তি—**

যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্বকভূজোপশাখাঃ ।

প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ববাহণমচ্যুতজ্যো ॥ ৪৬ ॥

( ভাঃ ৪।৩২।১৪ )

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে স্তম্ভরূপে জল-সেচন করিলেই উহার স্বক, শাখা, উপশাখা, পুত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় ( মূল ব্যতীত পৃথগ্-ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল-সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না ), প্রাণে আহাৰ্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, ( কিন্তু ইন্দ্রিয়-সমূহে পৃথক পৃথগ্-ভাবে অন্নলেপন দ্বারা তদ্রূপ হয় না ), সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিল দেব-পিতৃদিগের পূজা তইয়া থাকে ( তাঁহাদের আর পৃথক পৃথক পূজার প্রয়োজন হয় না ) ॥ ৪৬ ॥

**বিষ্ণুকেই সর্ববৈশ্বরেশ্বর জানিয়া অশ্বীনতত্ত্ব ব্রহ্মরুজাদি**

**দেবতার প্রতিও দ্বেষ করা উচিত নহে—**

হরিরেব সদাৰাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ ।

ইতরে ব্রহ্মরুদ্ৰাত্মা নাবভেদ্যা কদাচন ॥ ৪৭ ॥

( পদ্ম-পুরাণ )

সর্বদেবেশ্বর শ্রীহরিই একমাত্র সর্বদা আরাধ্য । ব্রহ্ম রুদ্ৰাদি অন্ত দেবতাকেও কখন অবজ্ঞা করিবে না ॥ ৪৭ ॥

অহং সর্বদন্ত প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে ।

ইতি মন্তা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥ ৪৮ ॥

( গীঃ ১০।৮ )

উহা দ্বিবিধ—(১) বিলাস ও (২) স্বাংশ—

তদেকাত্মরূপে ‘বিলাস’, ‘স্বাংশ’—দুই ভেদ ।

বিলাস, স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ ॥ ৫৬ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৪ )

বিলাসের দ্বিবিধ বিলাস—(ক) প্রাভব ও (খ) বৈভব ।

(ক) প্রাভব-বিলাসে—মথুরা ও দ্বারকাপুরীতে আদি-

চতুর্বু্যহের চারি মূর্ত্তি—

প্রাভব-বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ।

প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ,—মুখা চারিজন ॥ ৫৭ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৬ )

তদ্ব্যখ্যে এক মূর্ত্তিতেই বলরাম—ব্রজে গোপাভিমানী ও

পুরে ক্ষত্রিয়াভিমানী ; বর্ণবেশাদিভেদেই বিলাস-হেতু—

ব্রজে গোপ-ভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন ।

বর্ণ-বেশ-ভেদ, তা’তে ‘বিলাস’ তাঁ’র নাম ॥ ৫৮ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৭ )

বৈভব-প্রকাশরূপে ও প্রাভব-বিলাস ( আদি চতুর্বু্যহ )-

রূপে ভাব-ভেদে একই বলরাম—

বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে ।

একই মর্দ্দো বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে ॥ ৫৯ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৮ )

প্রাভব-বিলাস আদি চতুর্বু্যহই সমগ্র চতুর্বু্যহরূপী

বৈভব-বিলাসগণের কারণ—

আদি চতুর্বু্যহ কেহ নাহি ইঁহার সম ।

অনন্ত চতুর্বু্যহগণের প্রাকটা-কারণ ॥ ৬০ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৯ )

ভাঁহারাই পুরের ( মধুরা ও দ্বারকা-ধামের ) অধীশ্বর—

কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস ।

দ্বারকা মধুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥ ৬১ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২০ )

( ২ ) আদিচতুর্ভূহ হইতে নাম ও অস্ত্রবৈচিত্র্যে

চব্বিশটি মূর্তি—“বৈভব-বিলাস”—

এই চারি হইতে চব্বিশ মূর্তি পরকাশ ।

অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ—বৈভব-বিলাস ॥ ৬২ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২১ )

( ক ) পুর হইতে আদি-চতুর্ভূহ সহ কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়

চতুর্ভূহ সহ নারায়ণরূপে বিলাস-বিগ্রহ—

পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ভূহ লঞা পূর্বরূপে ।

পরব্যোম-মাধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥

তাহা হইতে পুনঃ চতুর্ভূহ-পরকাশ ।

আবরণরূপে চারিদিকে ঝাঁর বাস ॥ ৬৩ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২-১২৩ )

( খ ) দ্বিতীয় চতুর্ভূহের প্রত্যেকের তিন মূর্তি করিয়া

প্রকাশ-বিগ্রহ—১২ মাসের ও ১২টি

ভিলকের ১২ মূর্তি দেবতা—

চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্তি ।

কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের পূর্তি ॥ ৬৪ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪ )

স্বাংশের প্রধানতঃ দুই রূপ—(১) প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা-চালক  
(২) সাধুর পালক ও অসাধুর বিনাশকরূপে  
নানা অবতার—

সকর্ষণ মৎস্তাদিক—দুই ভেদ তাঁ'র ।

সকর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্তাদি—অবতার ॥ ৬৫ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৪ )

ছয় প্রকার অবতার—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার ।

পুরুষাবতার এক, নীলাবতার আর ॥

গুণাবতার, আর মৎস্তরাবতার ।

যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ৬৬ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৫-৪৬ )

‘স্বয়ং ভগবান্’ কাহাকে বলে ?—

স্বাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অগ্নের ভগবত্তা ।

“স্বয়ং ভগবান্”—শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৬৭ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৮ )

অবতারা ও অবতারের দৃষ্টান্ত—কৃষ্ণই অবতারা—

দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ।

মূল এক দীপ, তাহা করিয়ে গণন ॥

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ॥ ৬৮ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৯-৯০ )

অবতার ও অবতারী অভিন্ন—

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রহ্লাদমোহনিকুদ্ধোহং মৎস্তঃ কুর্মঃ বরাহো  
নৃসিংহো বামনো রামঃ রামো বুদ্ধকঙ্কিরহমিতি ॥ ৬৯ ॥

( চতুর্বেদ-শিখা )

অবতারী ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও  
অনিকুদ্ধ ; আমিই বলদেব, মৎস্ত, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম  
ও রাম ; আমিই কঙ্কি ও আমিই বুদ্ধ ॥ ৬৯ ॥

সকলেই চিচ্ছক্তিমান্ মহেশ্বর—

নৈবেতে জায়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্বত্র এষহেতে  
পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দ ইতি ॥ ৭০ ॥

( চতুর্বেদ-শিখা )

এই সকল অবতার বুদ্ধজীবের জ্ঞায় জন্মগ্রহণ করেন না, বুদ্ধজীবের  
জ্ঞায় ইহাদের জ্ঞান অজ্ঞানদ্বারা আবৃত বা মুক্ত হয় না । ইহারা সকলেই  
পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরমতত্ত্ব ও পরমানন্দ-স্বরূপ ॥ ৭০ ॥

অবতার-কাল ও প্রয়োজন—

যদা যদা হি ধর্ম্যশ্চ গ্লানির্ভবতি ভারত !

অভ্যুত্থানমধর্ম্যশ্চ তদাত্মানং হৃজাম্যহম্ ॥ ৭১ ॥

( গীঃ ৪।৭ )

হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়,  
তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই ॥ ৭১ ॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্ম্য-সংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥ ৭২ ॥

( গীঃ ৪।৮ )

স্বাংশের প্রধানতঃ দুই রূপ—(১) প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা-চালক  
(২) সাধুর পালক ও অসাধুর বিনাশকরূপে  
নানা অবতার—

সঙ্কর্ষণ মৎস্তাদিক—দুই ভেদ তাঁ'র ।

সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্তাদি—অবতার ॥ ৬৫ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৪ )

ছয় প্রকার অবতার—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার ।

পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥

গুণাবতার, আর মহাস্তরাবতার ।

যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ৬৬ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৫-৪৬ )

‘স্বয়ং ভগবান্’ কাহাকে বলে ?—

যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অণ্ডের ভগবত্তা ।

“স্বয়ং ভগবান্”—শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৬৭ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৮ )

অবতারী ও অবতারের দৃষ্টান্ত—কৃষ্ণই অবতারী—

দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ।

মূল এক দীপ, তাহা করিয়ে গণন ॥

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ॥ ৬৮ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৯-৯০ )

**অবতার ও অবতারী অভিন্ন—**

বাসুদেবঃ সঙ্কৰ্ষণঃ প্রহ্লাদমোহনিরুদ্ধোহহং মৎস্তঃ কুৰ্মঃ বরাহো  
নৃসিংহো বামনো রামঃ রামো বুদ্ধকন্ধিরহমিতি ॥ ৬৯ ॥

( চতুর্বেদ-শিখা )

অবতারী ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি বাসুদেব, সঙ্কৰ্ষণ, প্রহ্লাদ ও  
অনিরুদ্ধ ; আমিই বলদেব, মৎস্ত, কুৰ্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম  
ও রাম ; আমিই কন্ধি ও আমিই বুদ্ধ ॥ ৬৯ ॥

**সকলেই চিচ্ছক্তিমান্ মহেশ্বর—**

নৈবেতে জায়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সৰ্ব্ব এষহেতে  
পূর্ণা অজরা অমৃত্যুঃ পরমাঃ পরমানন্দ ইতি ॥ ৭০ ॥

( চতুর্বেদ-শিখা )

এই সকল অবতার বদ্ধজীবের জ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন না, বদ্ধজীবের  
জ্ঞান ইহাদের জ্ঞান অজ্ঞানদ্বারা আবৃত বা মুক্ত হয় না । ইহারা সকলেই  
পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরতত্ত্ব ও পরমানন্দ-স্বরূপ ॥ ৭০ ॥

**অবতার-কাল ও প্রয়োজন—**

যদা যদা হি ধৰ্ম্মশ্চ গ্লানির্ভবতি ভারত !

অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭১ ॥

( গীঃ ৪।৭ )

হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়,  
তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আবির্ভূত হই ॥ ৭১ ॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধৰ্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৭২ ॥

( গীঃ ৪।৮ )

আমি আমার পরমভক্ত সাধুগণের মদর্শনলালসোথ হুঃখ হইতে  
পরিভ্রাণ এবং ভক্তদ্রোহিগণের বিনাশ ও শ্রবণকীর্তনাদি নিত্যধর্ম  
সংস্থাপন-জ্ঞাত প্রতিযুগে অবতীর্ণ হই ॥ ৭২ ॥

বিষ্ণুর কার্য্য—সাধু-পরিভ্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ,

স্বয়ং কৃষ্ণের তাহা নহে ।

অবতারী কৃষ্ণের অবতরণকালে তাঁহার সহিত

অবতার বিষ্ণুর মিলন—

দেহস্থিত অংশ-বিষ্ণু দ্বারা জগতের ভারহরণ ও পালন লীলা—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ ।

স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন ॥

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল ।

ভারহরণ-কাল তা'তে হইল মিশাল ॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে ।

আর সব অবতার তাঁ'তে আসি' মিলে ॥

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে ।

বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অঙ্গুর সংহারে ॥ ৭৩ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮-১০, ১৩ )

কৃষ্ণের অসংখ্য অবতার—

অবতারা হসংখ্যেয়া ইরেঃ সত্ত্বনির্ধের্বিজাঃ ।

যথাহবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্ন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৭৪ ॥

( ভাঃ ১।৩২৬ )

হৃতগোষ্ঠামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ, যেরূপ  
অক্ষয়সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্রপ্রবাহ নির্গত হয়, সেইরূপ

বিশুদ্ধসম্ময়, চিদানন্দসমুদ্রভগবান্ ত্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকটিত হন ॥৭৪॥

( ক ) সৰ্বপ্রথমে তিনটী পুরুষাবতার—

(১) কারণার্ণবশায়ী, (২) গর্ভোদকশায়ী, (৩) ক্লীরোদকশায়ী—

বিষোক্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্তথো বিদুঃ ।

একস্ত মহতঃ শ্রম্ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্ ।

তৃতীয়ং সৰ্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৭৫ ॥

( লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ৫ম অঙ্কদ্বিত্যধ্যায়তত্ত্ববচন )

নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ । প্রথম—মহত্ত্বের স্রষ্টা—কারণাক্শ-  
শায়ী মহাবিশ্ব ; দ্বিতীয়—গর্ভোদকশায়ী ও সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পুরুষ ;  
তৃতীয়—ক্লীরোদকশায়ী ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পুরুষ ; ইনি প্রতি জীবের  
অন্তর্ধানী ঈশ্বর ও পরমাত্মা । এই তিনটির তত্ত্ব জানিতে পারিলে  
জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ এই পুরুষাবতারত্রয় প্রকৃতির  
ভর্তা জানিতে পারিলে জীবের পুরুষাভিমাণে মূর্ত্তিমতী-প্রকৃতি-স্বীয়  
সঙ্গ করিবার প্ররতি হয় না । তৎকালেই তিনি ভোগপর-জড়বুদ্ধি  
হইতে মুক্ত হন এবং সাধুসঙ্গে হরিসেবা করিবার স্নযোগলাভ  
করেন ॥৭৫॥

প্রপঞ্চাতীত-ধাম হইতে কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে

প্রাকট্য বা অবতরণই ‘অবতার’—

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে ।

সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি ‘অবতার’ নাম ধরে ॥

মায়াভীত পরব্যোমে সবার অবস্থান ।

বিশ্বে অবতারি’ ধরে ‘অবতার’ নাম ॥ ৭৬ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৬৩-২৬৪ )

(১) সঙ্কৰ্ণই প্রকৃতি-বীক্ষণ ও বীজবগনকারী  
আদিপুরুষাবতার ।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ ।

সত্ত্বতং বোড়শকলমাদৌ লোক-সিস্কক্ষয়া ॥ ৭৭ ॥

( ভাঃ ১৩১ )

ভগবান্ শ্রীহরি লোকসৃষ্টির জন্তু সর্বপ্রথম বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্ত্রাত্মসত্ত্বত একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই বোড়শ পদার্থ ষাঁহাতে অংশরূপে বর্তমান, সেই কারণবর্ণনায় নামক আন্ত-পুরুষাবতার লীলা প্রকট করেন ॥ ৭৭ ॥

আত্মোহবতারঃ পুরুষঃ পরশ্চ কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ ।

দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়ানি বিরাট্ স্বরাট্ স্থায়ু চরিয়ু তৃন্মুঃ ॥ ৭৮ ॥

( ভাঃ ২৬৪২ )

প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা কাৰ্য্যবর্ণনশায়ী পুরুষ পরব্যোমাধিপতি ভগবানের প্রথম অবতার । কালস্বভাবাদি তাঁহার কৰ্ম্ম ; কাৰ্য্যকারণাত্মক প্রকৃতি, মহত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কারত্ব, সজ্জাদিগুণ, সমষ্টিশরীররূপ পাতালাদি, সমষ্টিজীব হিরণ্যগর্ভ, স্থাবরজঙ্গমরূপ ব্যষ্টিশরীর—এই সকল পরমেশ্বর-সম্বন্ধিবস্তু ॥ ৭৮ ॥

যশৈকনিঃশ্বাসিতকালমথাবলম্ব্য

জীবন্তি রোমবিলজা জগদগুনাথাঃ ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যশ্চ কলাবিশেষো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭৯ ॥

( ব্রঃ সং ৫৪৮ )

ব্রহ্মাণ্ড-নাথসকল ষাঁহার গোমকূপ হৃদতে জ্ঞানগ্রহণ করিয়া

ঠাহার নিখাসকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন, সেই মহাবিশ্ব ঠাহার অংশ বা কলা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৭৯ ॥

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ ।

তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনস্তাংশসম্ভবম্ ॥ ৮০ ॥

( ভ্রঃ সং ৫১২ )

সর্বোৎকৃষ্ট কঙ্কধাম গোকুল । তাহা অনন্তের অংশদ্বারা নিত্য প্রকটিত । সেই গোকুল চিন্ময়-সহস্র-পত্রবিশিষ্ট কমলের ত্রায় । তন্মধ্যে কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং আবাস-স্থান ॥ ৮০ ॥

কারণার্ণবশায়ী পুরুষের অপ্রাকৃত-স্বরূপ—

ষষ্ঠাবয়বসংস্থানৈঃ কল্লিতো লোকবিস্তরঃ ।

তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সৎসমুজ্জিতম্ ॥ ৮১ ॥

( ভাঃ ১৩৩ )

কারণোদশায়ী শ্রীহরি ইহাতে ঠাহার পাতাল প্রভৃতি শ্রীচরণাদি সন্নিবেশক্রমে লোক-বিস্তারকারী বিরাট্ রূপ-প্রপঞ্চ কল্লিত হইয়াছে । সেই ভগবান্ শ্রীহরির রঞ্জিতমোহীন বিশুদ্ধস্বরূপই সর্বশ্রেষ্ঠ সচ্চিদানন্দ-ধনবিগ্রহ ॥ ৮১ ॥

( ২ ) প্রত্যাশ্রয়ী দ্বিতীয়-পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী—

ইনিই ব্রহ্মাণ্ডসংস্থিত সমষ্টিবিষ্ণু—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

শিব গুণাবতার ও মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম,

নৃসিংহাদি লীলাবতারের মূল । হিরণ্যগর্ভ

বা সমষ্টি জীবের অন্তর্ধানী এই

গর্ভোদকশায়ীই ঋক্ সূক্তের

স্তবনীয় মায়াদীশ-তত্ত্ব—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর ‘গুণাবতার’ ৫

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ে তিনের অধিকার ॥

হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী ।

‘সহস্রশীর্ষাদি’ করি’ বেদে যাঁরে গাই ॥ ৮২ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।২১-২২ )

( ৩ ) অনিরুদ্ধরূপী তৃতীয়-পুরুষাবতার কীরোদশায়ী

বা শুণাবতার-বিষ্ণু । তিনিই সর্বভূতের অর্থাৎ

ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী ও পালক—

বিরাক্ট ব্যষ্টি-জীবের তিঁহো অন্তর্যামী ।

কীরোদকশায়ী, তিঁহো পালন-কর্তা, স্বামী ॥ ৮৩ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৫ )

ত্রিবিধ শুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ; রজোগুণে

ব্রহ্মা,—কখনও মহত্তম জীবের বৈরাজ-ব্রহ্মহ,

কখনও তদভাবে গর্ভোদশায়ীরই

হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মহ—

ভক্তিমিশ্রকৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম ।

রজোগুণে বিভাবিত করি’ তাঁ’র মন ॥

গর্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি সঞ্চারি’ ।

ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি’ ॥ ৮৪ ॥

ব্রহ্মের ভেদাভেদ-প্রকাশেই উপমা—

আতস-কাচ ও সূর্য্যের দৃষ্টান্ত—

‘ভাস্বান্ যথাস্মকলেষু নিজেষু তেজঃ

স্বীয়ঃ কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদ্র ।

ব্রহ্মা য এষ জগদগু-বিধান-কর্তা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮৫ ॥

( ব্রঃ সং ৫।৪২ )

স্বর্ঘ্য যেমন পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরে নিজ তেজকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কোন জীবে স্বীয়শক্তি আধানপূর্বক ব্রহ্মা হইয়া জগদণ্ড বিধান করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি ॥ ৮৫ ॥

তমোগুণে রুদ্র ; মায়াসজ্জিরূপে গর্ভোদশায়ীরই রুদ্রত্ব—  
নিজাংশ কলায় রুক্ষ তমোগুণ অঙ্গীকরি' ।

সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি' ॥ ৮৬ ॥

রুক্ষের স্বাংশরূপে বস্তুতঃ অভিন্নাংশ ইশ্বর-কোটি হইয়াও  
রুদ্র মায়াসজ্জ-বিকারে জগৎসংহারকরূপে বিভিন্নাংশ জীব—

মায়াসঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ ।

জীবতত্ত্ব হয়, নাহে রুক্ষের স্বরূপ ॥ ৮৭ ॥

রুদ্রের ভেদাভেদ-প্রকাশের উপমা—দুগ্ধ

ও দধির দৃষ্টান্ত—

দুগ্ধ যেন অন্নযোগে দধিরূপ ধরে ।

দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হইতে নারে ॥ ৮৮ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩০৭-৩০৮ )

ব্রহ্মসংহিতায় সমর্থন-বাক্য—

ক্ষীরং যথা দধি-বিকার-বিশেষ-যোগাৎ

সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হোতোঃ ।

যঃ শব্দুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যা-

দেগাবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ ৮৯ ॥

( ব্রঃ সং ৫।৪৫ ,

অন্নাদি বিকারসংযোগে দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হয় ; সুতরাং  
দুগ্ধ হইতে দধির পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলেও দধি যেমন দুগ্ধ-

পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারে না, সেইরূপ গর্তোদকশায়ী বিষ্ণু সংহারকার্যের জন্য তমোগুণ অঙ্গীকার করিয়া শঙ্কুরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া শঙ্কু গর্তোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে ভিন্ন একটা স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন ; আবার শঙ্কু ও বিষ্ণু-পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। আমি সেই মায়াতীত বিষ্ণু-অংশী আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥ ৮৯ ॥

### রুদ্র ও বিষ্ণুর পার্থক্য—

শিব—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ ।

মায়াতীত, গুণাতীত বিষ্ণু—পরমেশ ॥৯০॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩১১ )

ব্যবহারতঃ রুদ্র সর্বদা গুণ-মায়া-মিলিত—

শিবঃ শক্তিয়ুতঃ শম্ভুঃ ত্রিলিঙ্গোগুণসংবৃতঃ ।

বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥৯১॥

( ভাঃ ১০।৮৮।৩ )

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন ;—( হে মহারাজ, )  
বৈকারিক, তৈজস ও তামস—এই তিন প্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত  
এবং সর্বদা মায়াশক্তিসুত তব্বই শিব ॥ ৯১ ॥

বিষ্ণুর গুণ-মায়াতীতত্ব ও অধোক্ষজত্ব—

হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নিগুণো ভবেৎ ॥ ৯২ ॥

( ভাঃ ১০।৮৮।৫ )

( শ্রীশুকদেব পুনরায় বলিতেছেন, হে রাজন্, ) প্রকৃতির অতীত  
সাক্ষাৎ নিগুণ পুরুষ হরি। তিনি সর্বদৃক্ এবং সকলের উপদেষ্টা,  
তঁাহাকে ভজন করিলে জীব নিগুণ হয় ॥ ৯২ ॥

সব্বগুণে বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীরই বিলাস, কৃষ্ণের কলা—

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার ।

সব্বগুণ দৃষ্টান্ত, তা'তে গুণ-মায়া-পার ॥

স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যাপূর্ণ, কৃষ্ণ-সম প্রায় ।

কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ, বেদে হেন গায় ॥ ৯৩ ॥

( চৈ: চ: ম: ২০।৩১৪-৩১৫ )

দীপের দৃষ্টান্ত—

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য

দীপায়তে বিরতহেতু সমানধর্ম্মা ।

যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৯৪ ॥

( ব্র: সং ৫।৪৬ )

আমরা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবত্বের আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি । দীপরশ্মি বেরূপ পৃথগ্ বর্ত্তিগত হইয়া পূর্বদীপের জ্বালা সমানভাবে আলোক প্রদান করে, কেননা আলোক প্রদানাদি ধর্ম্ম উভয়েই সমান, সেইরূপ গোবিন্দ পালনাদি কার্য্যেব নিমিত্ত গুণাবতার বিষ্ণুরূপে প্রকটিত হইলেও ব্রহ্ম-রুদ্রাদির জ্বালা তাঁহার ( বিষ্ণুর ) সহিত স্বয়ং ভগবান্ গোবিন্দের কোন ভেদ থাকে না অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বাংশে উভয়েই সমান ॥ ৯৪ ॥

বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের স্বরূপ ; ব্রহ্মা ও শিব বশ্যতত্ত্ব ও কৃষ্ণ

হইতে ভিন্নাকৃতি ; বিষ্ণু—ঐশতত্ত্ব ও কৃষ্ণের সমাকৃতি—

ব্রহ্মা, শিব,—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার ।

পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকাশ ॥ ৯৫ ॥

( চৈ: চ: ম: ২০।৩১৭ )

স্বজামি তন্নিস্কোহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।

বিশ্বং পুরুষ-রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধ্বক্ ॥ ১৬ ॥

( ভাঃ ২।৬।৩২ )

ব্রহ্মা বলিতেছেন ;—হরির নিয়োগমতে আমি সৃষ্টি করি, তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া শিব এই বিশ্বের সংহার করেন, ত্রিগুণমায়াশক্তিধর ( অথবা অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-তটস্থ-শক্তিধর ) সেই হরি পরমাত্মরূপে বিশ্বকে পালন করেন ॥ ১৬ ॥

ভগবানের জন্মকর্মাদি লীলা অপ্রাকৃত ও নিত্য—

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তদ্বতঃ ।

তাস্তদ্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ১৭ ॥

( গীঃ ৪।৯ )

হে অর্জুন ! আমি অচিন্ত্য। চিহ্নক্তি দ্বারা যে, দিব্য জন্ম ও কৰ্ম স্বীকার করি, তাহা ( পূর্বোক্ত ) তত্ত্ববিচারক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি দেহ-ত্যাগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণের নিত্যলীলা বিষয়ে ঋতিপ্রমাণ—

তা বাৎ বাস্তু ন্যুশ্মসি গমধৌ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ ।

অত্রাহ তদুরুগায়ন্ত রুধঃ পরমং পদমবতাতি ভূরি ॥ ১৮ ॥

( ১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্ )

( ঋগ্-মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে )—  
তোমাদের ( রাধা ও কৃষ্ণের ) সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি। যেখানে গাভীসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট ও শুভাবহ বিধিরূপা ভক্তেচ্ছা বর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছে। ( শুভাবহ বিধিরূপ অর্থাৎ বাঞ্ছিতার্থ প্রদানে সমর্থ কামধেনু সকল ) ॥ ১৮ ॥

‘অপানিপাদঃ’ অর্থে প্রাকৃত-হস্তগদাদি-রহিত

অপ্রাকৃত-দেহবান্—

“অপানিপাদঃ” শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ ।

পুনঃ কহে, শীঘ্র চলে, করে সর্বগ্রহণ ॥ ৯৯ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৫০ )

অবিচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-প্রভাবেই

তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ—

অজোহপি সন্নবায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ১০০ ॥

( গীঃ ৪।৬ )

আমি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, সর্বভূতের ঈশ্বর এবং অব্যয় স্বরূপ ।  
স্বীয় চিহ্নক্তি আশ্রয়পূর্বক তদ্বারা স্বস্বরূপে জীবের প্রতি রূপা করিয়া  
আবিভূত হই ॥ ১০০ ॥

অপ্রাকৃত-তত্ত্ব প্রাকৃতবুদ্ধির অগম্য—

অপ্রাকৃত-বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর ।

বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ১০১ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৯৫ )

অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যশ্চ লক্ষণম্ ॥ ১০২ ॥

( মঃ ভাঃ ভীঃ পর্ব ৫।২২ ) .

যে ভাব অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা কর উচিত হয় না ।  
অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে—উহা প্রকৃতির অতীত ॥ ১০২ ॥

“তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং” ॥ ১০৩ ॥

( ব্র: স্ব: ২।১।১১ )

ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের দিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টার নাম তর্ক। এই অপ্রাকৃত তত্ত্বের কথা কি, প্রাকৃত বিষয়েও উহার প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না ॥ ১০৩ ॥

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদয়-

প্রসাদ-লেশামুগৃহীত এব হি ।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো

ন চাশু একোহপি চিরং বিচিন্ম ॥ ১০৪: ॥

( ভা: ১০।১৪।২৯ )

হে দেব, যাহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের রূপা কিঞ্চিৎমাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারাই কেবল আপনার মহিমার বিষয় জানিতে পারেন। কিন্তু যাহারা চিরদিন অনুমান দ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতে-ছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না ॥ ১০৪ ॥

অনুমান-প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে ।

কৃপা বিনা ঈশ্বর-তত্ত্ব কেহ নাহি জানে ॥ ১০৫ ॥

( চৈ: চ: ম: ৬।৮২ )

পাণ্ডিত্যাভ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে ॥ ১০৬ ॥

( চৈ: চ: ম: ৬।৮৭ )

ত্বাং শীলরূপচরিতৈ: পরমপ্রকৃষ্টৈ:

সঙ্ঘেন সাঙ্খিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈ: ।

প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং মতৈশ্চ

নৈবাস্ত্বৈ-প্রকৃতয়: প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ১০৭ ॥

( যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্ন ১৫ শ্লোক )

হে ভগবন্, তোমার অবতার-তত্ত্ব পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ  
প্রবল সাহসিক শাস্ত্রাচার্য তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাহসিকতাব  
লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন; কিন্তু রাজস ও তামসভাব-  
বিশিষ্ট অন্তরপ্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১০৭ ॥

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমাসমাতিশায়ি-

সম্ভাবনং তব পরিত্রাটমস্বভাবম্ ।

মায়াবলেন ভবতাপি নিগৃহমাণং ।

পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্তভাবাঃ ॥১০৮॥

( যামুন্যচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্ন ১৬ শ্লোক )

হে ভগবন্! দেশ, কাল ও চিন্তা এই তিনটী সীমাধারা সমস্ত বস্তুই  
আবদ্ধ। কিন্তু তোমার গুঢ়স্বভাব সম ও অতিশয় শূন্য হওয়ায় উক্ত  
ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে। মায়াবল দ্বারা তুমি  
ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর। কিন্তু তোমার অনন্তভক্তগণ লক্ষ্যদা  
তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন ॥ ১০৮ ॥

শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দ অপ্রাকৃতবস্তু—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার ।

সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত' পাষণ্ডী ।

অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী ॥১০৯॥

( চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৬-১৬৭ )

নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—একতত্ত্ব, সকলই

সচ্চিদানন্দস্বরূপ—শ্রীবিগ্রহের দেহ দেহীতে ভেদ নাই—

‘নাম’, ‘বিগ্রহ’, ‘স্বরূপ’—তিন একরূপ ।

তিনে ‘ভেদ’ নাই,—তিন ‘চিদানন্দরূপ’ ॥

দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ' ।

জীবের ধর্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥

অতএব কৃষ্ণের 'নাম' 'দেহ' 'বিলাস' ।

প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ ১১০ ॥

( চৈ: চ: ম: ১৭।১৩১, ১৩২, ১৩৪ )

মুঢ়ব্যক্তিগণই নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপকে অনাদর করে—

অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্ ॥ ১১১ ॥

( গী: ৯।১১ )

মুঢ়লোক আমার এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানব-তনু মনে করিয়া আদর করে না । এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর এবং জ্ঞান ও আনন্দময়, তাহা তাহারা জানিতে পারে না ॥ ১১১ ॥

পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায় ।

তাঁ'রে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃত কায় ॥

পূর্ণমৈড়ৈশ্বর্য চৈতন্য স্বয়ংভগবান্ ।

তাঁ'রে কৈলি ক্ষুদ্রজীব ক্ষুলিঙ্গ সমান ॥

দুই ঠাণ্ডি অপরাধে পাইবি দুর্গতি ।

অভক্ত তত্ত্ববর্ণে তা'র এই গতি ॥

আর এক করিয়াছ' পরম-প্রমাদ ।

দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী ভেদ ।

স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥ ১১২ ॥

( চৈ: চ: ম: ৫।১১৮-১২২ )

শ্রীঅর্চাবতার অষ্টবিধ রূপভেদে প্রপঞ্চ প্রকটিত—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপা লেখা চ সৈকতী ।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ ১১৩ ॥

( ভাঃ ১১।২৭।১২ )

ভগবানের অর্চা-মূর্তি আটপ্রকার ; বথা—(১) শিলাময়ী. (২) কাষ্ঠ-ময়ী, (৩) লৌহ, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, (৪) মৃণ্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী, (৮) মণিময়ী ॥ ১১৩ ॥

ইতি “গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে” “কৃষ্ণতত্ত্ব” বর্ণন-নামক সপ্তম বস্ত্র সমাপ্ত ।



# অষ্টম বহু

## শক্তি-তত্ত্ব

ভগবচ্ছক্তির অনন্তত্ব—

কুতঃ পুনর্গুণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরাযণস্য ।

যোহনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদগুণত্বাদ্ব্যমনন্তমাত্ত্বঃ ॥ ১ ॥

( ভাঃ ১:১৮:১৯ )

স্বতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট ভগবানের মহিমা কীর্তন-  
প্রেসঙ্গে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—(হে ঋষিগণ), যিনি মহত্তমগণের একান্ত  
পরমাত্ম, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিলে যে, নীচকুলে  
জন্ম ও তজ্জনিত মনঃপীড়া বিদূরিত হইবে, এ বিষয়ে আর অধিক কি  
বলিব ! যাহার শক্তি অনন্ত, যে ভগবান্ মিছেও অনন্ত, যাহার গুণ  
প্রতি মহদ বস্তুতেই আছে, স্মরণে লোকে যাহাকে অনন্ত বলিয়া  
জানেন, তাঁহার নামকীর্তনকারীর যে নীচ-জাতিতে জন্ম ও তজ্জনিত  
মনোবেদনা অপনীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ১ ॥

অনন্তশক্তি মধ্যে তিনশক্তি প্রধান—

ন তস্য কায্যং করণঞ্চ বিদ্যতে

ন তৎ সমশ্চাত্ত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ২ ॥

( শ্বেতাশ্বঃ ৬:৮ )

সেই ভগবানের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য নাই ; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় নাই । কোন বস্তুই তাঁহার সমান বা তাঁহা ইহঁতে অধিকরূপে দৃষ্ট হয় না । তিনি অবিচিন্ত্য শক্তির আধার । তাঁহার সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম পরা শক্তি । এক ইহঁৎ/ও সেই স্বাভাবিকী পরা শক্তি জ্ঞান ( সধ্বিৎ ), বণ ( সন্ধিনী ) ও ক্রিয়া ( স্লাদিনী ) ভেদে বিবিধা ॥ ২ ॥

অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান ।

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥

ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্বকর্তা ।

জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥

ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন ।

তিনের তিনশক্তি মেলি' প্রপঞ্চ রচন ॥

ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম ।

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নিশ্মাণ ॥

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।

গোলোক বৈকুণ্ঠে সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥

যতপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস ।

তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ৩ ॥

( টিঃ চঃ মঃ ২০।২৫২-২৫৭ )

### ত্রিবিধশক্তির পরিচয়—

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তা'তে তিন প্রধান ।

চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে ।

অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে ॥ ৪ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য চ। ১৫১-১৫২ )

সূর্যাংশু কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয় ।

স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয় ॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি ।

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥ ৫ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ২০। ১০২, ১১১ )

চিচ্ছক্তি-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ ।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি

কালাত্মবুক্তান্গাধিতীতোকঃ ॥ ৬ ॥

( খেতাশ্বঃ ১। ৩ )

ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগে ভগবানে নিজ প্রভাবদ্বারা সংরতা ও আত্ম-  
ভূতা চিচ্ছক্তিকে নিখিল-কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্  
একমাত্র শক্তিমত্ত্ব। তিনি কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি নিখিল-  
কারণসমূহকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৬ ॥

চিচ্ছক্তি-বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ—

অজোহপি সন্নব্যাত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সত্ত্বরাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৭ ॥

( গীঃ ৪। ৬ )

আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অধাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ।  
স্বীয় চিহ্নক্ৰি আশ্রয় করিয়া তদ্বারা স্ব স্বরূপে জীবের প্রতি রূপাপ্রদ  
আনিভূত হই ॥ ৭ ॥

### জীবশক্তি-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মাযোনিঃ

জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ যঃ ।

প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ

সংসারমোক্ষস্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ ॥ ৮ ॥

( হেতাখঃ ১।১৬ )

তিনি ( ভগবান ) বিশ্বকর্তা, বিশ্ববেত্তা ও আত্মাযোনি। তিনি জ্ঞানী,  
কালকর্তা, গুণী ও সর্বজ্ঞ। তিনি প্রধান অর্থাৎ জড়, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ  
জীব-শক্তির অধীশ্বর ও গুণেশ অর্থাৎ চিহ্নক্ৰিরও শক্তিমন্ত্র এবং  
সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের মূল কারণ ॥ ৮ ॥

### জীবশক্তি-বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহংকার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষা ॥ ৯ ॥

অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১০ ॥

( গীঃ ৭।৪-৫ )

হে অর্জুন, আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু,  
আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই আটভাগে বিভক্ত; এতদ্ব্যতীত  
আমার আর একটা পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও  
জীবভূতা। গেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়জগৎকে  
ভোগরূপে গ্রহণ করিয়াছে ॥ ৯-১০ ॥

### মায়াশক্তি-বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং

বহ্বীঃ প্রজাঃ স্বজমানাং সরূপাঃ ।

অজো হ্যেকো জুষমাণোহমুশেত্বে

জহাতেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥ ১১ ॥

( শ্বেতাশ্বঃ ৪।৫ )

সব্, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী বহু প্রজার জননিত্রী সমানরূপা প্রকৃতিকে এক বিজ্ঞানাত্মা অজ ( জন্মাদি-রহিত ) পুরুষ সেবা করিয়া থাকেন। অত্র বিজ্ঞানাত্মা অজ-পুরুষ ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন ॥ ১১ ॥

### মায়াশক্তি-বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ—

প্রকৃতিং স্বামবচ্চতা বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতেবশাৎ ॥ ১২ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন,—ও অর্জুন, আমি আমার ত্রিগুণাত্মিক জড় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই সকল ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। সৃষ্ট্যাদি জড় ব্যাপারে আমি স্বরূপতঃ উদাসীন। অতএব আমার ইচ্ছাবশে প্রকৃতি হইতেই এই সকল সৃষ্টিকাণ্ডাদি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃষতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১৩ ॥

( গীঃ ৯।৮-১০ )

ও অর্জুন, সর্বোৎকর্ষ আমি যে প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্বক'র্যো আমার অধাক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১৩ ॥

মায়ী দ্বিবিধা—গুণ-মায়ী ও জীবমায়ী—

ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।

তদ্বিত্তাদাত্মনো মায়ীং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ১৪ ॥

( ভাঃ ২।৩।৩৩ )

স্বরূপ তত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব । সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপ-তত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বে মায়ী-বৈভব বলিয়া জানিবে । স্বরূপতত্ত্ব স্বর্গাস্থানীয় জ্যোতির্ময় বস্তু । তাঁহার মায়ী দ্বিবিধা—আভাসস্থানীয় জীবমায়ী ও তমঃস্থানীয় গুণমায়ী ॥ ১৪ ॥

জড়মায়ী যোগমায়ার ছায়া—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা

চায়েব যস্য ভুবনানি বিভক্তি দুর্গা ।

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫ ॥

( ব্র সঃ ৪৪ )

স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্চক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়ীশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা । তিনি যাগার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

বিলজ্জমানয়া যস্য স্তাতুমীক্ষাপথেমুয়া ।

বিমোহিতা বিকথাস্তে মমাহমিতি দুধিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

( ভাঃ ২।৫।১৩ )

যে জড়মায়ী নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত লজ্জিতা হইয়া তাঁহার (ভগবানের) দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, সেই মায়াছায়া মোহিত হইয়া দুৰ্ভুজিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই স্থলদেহে ‘আমি’ ও তদনুগী ব্যক্তি ও বস্তুতে ‘আমার’ এইরূপ প্রলাপ-বাক্য বলে ॥ ১৬ ॥

**হলাদিনী, সচ্চিৎ ও সন্ধিনী—এই তিনটী শক্তির বৃত্তি—**

হলাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎত্বেয্যেকা-সর্বসংস্থিতৌ ।

হলাদতাপকরী-মিশ্রা-হয়ি নো গুণবর্জিতৌ ॥ ১৭ ॥

( বিঃ পুঃ প্রথমমাংশ ১২।৬৯ )

হে ভগবান্, সর্বপ্রায়, নিঃশূণ যে তুমি, তোমাতে হলাদিনী, সন্ধিনী ও সচ্চিৎ—ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময় । মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয়পূর্বক যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি হলাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন ; কিন্তু সর্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নিঃশূণ ও নিঃশূণস্বরূপে একাকারা ॥ ১৭ ॥

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ ।

অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥

আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী ।

চিদংশে সচ্চিৎ যা'রে জ্ঞান করি' মানি ॥ ১৮ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ চ।১৫৪-১৫৫ )

**কৃষ্ণই ত্রিশক্তির অধীশ্বর—**

স্বয়ম্ভুসাম্যাতিশয়ত্ৰ্যাদীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্তকামঃ ।

বলিং হরন্ত্ৰিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটাডিতপাদপীঠঃ ॥ ১৯ ॥

( ভাঃ ৩।২।১১ )

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্ ; তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর । তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই, তিনি স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণকাম । 'ঐজাদি অসংখ্য লোকপাল পূজোপহার সমর্পণপূর্বক কোটা কোটা কিরীট সংঘট্টধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপর।

অবিদ্যা-কৰ্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিদ্ধ্যতে ॥ ২০ ॥

( বিঃ পুঃ ৬৭৬১ )

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞা বিশিষ্ট।  
বিষ্ণুর পরাশক্তি—চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তি—জীবশক্তি, অবিদ্যা কৰ্ম-  
সংজ্ঞারূপা শক্তির নাম মায়া ॥ ২০ ॥

**কৃষ্ণ-প্রেমসীগণ কৃষ্ণের শক্তি—**

ঈশ্বরের শক্তি হয় ত্রিবিধ প্রকার ।

এক—লক্ষ্মীগণ, পুরে মতিসীগণ—আর ॥

ব্রজে গোপীগণ আর সবাতে প্রধান ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন যা'তে স্রয়ং ভগবান্ ॥ ২১ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ১৭২-৮০ )

**রাধিকা কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি—**

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্ ।

দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্রপরমাণ ॥

নুগমদ, তা'র গন্ধ,—যেছে অবিচ্ছেদ ।

অগ্নি, জ্বালাতে, যেছে কড়ু নাহি ভেদ ॥

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা এক-ই স্বরূপ ।

লীলারস আশ্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥ ২২ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৪৭৬-২৮ )

**রাধাই সৰ্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী—**

অবতারী কৃষ্ণ যেছে করে অবতার ।

অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥

বৈভবগণ যেন তাঁ'র অঙ্গ-বিভূতি ।

বিশ্ব প্রতিবিশ্ব-রূপ মহিষীর ততি ॥

লক্ষ্মীগণ তাঁ'র বৈভব-বিলাসাংশরূপ ।

মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশ-স্বরূপ ।

আকার-স্বরূপ ভেদ ব্রজদেবীগণ ।

কায়বূহরূপ তাঁ'র রসের কারণ ॥ ২৩ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৪।৭৬-৭৯ )

ইতি 'গৌড়ীয় কণ্ঠহারে' শক্তিতত্ত্ব বর্ণন-নামক অষ্টম রত্ন সমাপ্ত ।



## নবম-স্কন্ধ

### ভগবদ্‌স-তত্ত্ব

কৃষ্ণই অখিল-রসামৃত-সিদ্ধ—

মল্লানামশনির্নাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মারো মূর্তিমান্  
গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ।  
মৃত্যুভোজপতেবিরাড়বিদুবাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং  
বৃক্ষীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১ ॥

( ভাঃ ১।৪৩।১৭ )

শ্রীল শুকদেব কহিলেন, হে পরীক্ষিত মহারাজ, অখিল রসকদম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটা রসের পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সতিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রক্ষালগ্নে উপস্থিত হইলেন, তখন যাহাদিগে সেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। বীর-রসপ্রিয় মল্লগণ দেখিল, যেন কৃষ্ণ তাহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদ্ভিত হইলেন এবং মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ মন্থরূপে দর্শন করিলেন। নরমমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁহাকে স্বজনরূপে দেখিতে লাগিলেন। ভয়ান্ত্রী অসং রাজ-গণ শাসনকর্ত্ত্বরূপে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিল। পিতামাতা তাঁহাকে স্নহর শিশুরূপে দর্শন করিলেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাটরূপে, শাস্ত-রসের পুরম যোগিসকল পরতত্ত্বরূপে এবং বক্ষিবংশীগণ পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ॥১॥

## অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ পরমতত্ত্বই রস—

রসো বৈ সঃ । রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি । কো  
হেবাশ্চাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্চাৎ । এষ  
হেবানন্দয়তি ॥ ২ ॥

( তৈঃ ২।৭ )

সেই পরমতত্ত্বই রস । সেই রস-স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ  
লাভ করেন । কে-ই বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই  
পরমতত্ত্ব আনন্দ-স্বরূপ না হইতেন ; তিনিই সকলকে আনন্দ দান  
করেন ॥২॥

## পঞ্চ মুখ্যভক্তিরস—

শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রস নাম ।

কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ ৩ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮৫ )

## সপ্ত গৌণরস—

হাস্ত, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রোদ্ৰ, বীভৎস, ভয় ।

পঞ্চবিধ ভক্ত্যে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ ৪ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮৭ )

## শ্রুতিতে শাস্ত্ররস বর্ণন—

সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত ॥ ৫ ॥

( ছাঃ ৩।১৪।১ )

এই সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই অবস্থান  
করিতেছে এবং অস্তিমকালে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে, অতএব আমরা  
যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই ব্রহ্ম অর্থাৎ বস্তুতত্ত্ব-নিচারা ‘ব্রহ্ম’ ব্যতীত  
দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই । সুতরাং শাস্ত্রভাবে তাঁহার উপাসনা করা

কর্তব্য। (এইরূপ উপাসনা মমতা-গন্ধহীন বলিয়া উহাকে ‘শাস্তরস’ বলা হইয়াছে।) ॥ ৫ ॥

### শ্রীমদ্ভাগবতে শাস্তরস বর্ণন—

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা উর্দ্ধমস্থিনঃ ।

ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শাস্তাঃ সন্ন্যাসিনোহমলাঃ ॥ ৬ ॥

( ভা: ১১।৬।৪৭ )

দিগম্বর, উর্দ্ধরেতা, ভিক্ষু, শাস্ত, উদ্ধ, সন্ন্যাসী ঋষিগণ ( ব্রহ্মচর্যাাদি ক্রেশ স্বীকার করিয়া কোনও প্রকারে ) ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥৬॥

### ভগবন্নিষ্ঠাই শাস্তের গুণ—

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেদম ইন্দ্রিয়সংযমঃ ।

তিতিক্ষা দুঃখসম্মর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ৭ ॥

( ভা: ১১।১২।৩৬ )

মন্নিষ্ঠতা ( ভগবন্নিষ্ঠতা ) বুদ্ধি হইতেই ‘শম’ গুণ, ইন্দ্রিয়সংযম ‘দম’ দুঃখসহনের নাম ‘তিতিক্ষা’, জিহ্বা ও উপস্থজয়ের নাম ‘ধৃতি’ ॥ ৭ ॥

### শাস্তরসের গুণ ও স্বরূপ

শাস্তরসে—কৃষ্ণে নিরপেক্ষভাব—

স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত ‘নরক’ করি’ মানে ।

‘কৃষ্ণ-নিষ্ঠা’, তৃষ্ণা-ত্যাগ—শাস্তের ‘দুই’ গুণে ॥

শাস্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধ-হীন ।

‘পরং ব্রহ্ম’-‘পরমাত্মা’-জ্ঞান-প্রবীণ ॥ ৮ ॥

( চৈ: চ: ম: ১২।২১৪, ২১৭ )

দাস্তরসে—শাস্তরস+সেবা—

কেবল ‘স্বরূপজ্ঞান’ হয় শাস্তরসে ।

‘পূর্নৈশ্বর্য্য-প্রভু-জ্ঞান’ অধিক হয় দাস্ত্রে ॥

ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম-গৌরব প্রচুর ।

‘সেবা’ করি’ কৃষ্ণে স্নেহ দেন নিরন্তর ॥

শাস্ত্রের গুণ দাস্ত্রে আছে,—অধিক ‘সেবন’ ।

অতএব দাস্ত্রসের এই ‘দুই’ গুণ ॥ ৯ ॥

( চৈঃ ৮ মঃ ১৯২১৮-২২০ )

### ত্ৰীমস্তাগবতে দাস্ত্রস-বর্ণন—

ঈশং সত্যং ব্রহ্মস্বখানুভূত্যা দাস্ত্রং গতানাং পরদৈবতেন ।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥১০॥

( ভাঃ ১০।১২।১১ )

দাস্ত্রের উদাহরণ ;—রক্তকচিত্রকপ্রেমণ কৃষ্ণের দাস্ত্রসের ভক্তগণ অতিশয় স্মৃতিশালী । তাঁহারা কৃষ্ণের সন্তিত পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন । কৃষ্ণ নিজভক্তদিগকে আত্ম পর্যাঙ্ক দান করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি পরদেবত । মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকট তিনি নররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ॥১০॥

### ভগবদ্দাস্ত্রমহিমা—

ইয়োপভুক্তস্ৰগৃগন্ধবাসোহলঙ্কার-চাচ্চিতাঃ ।

উচ্চিষ্টভোজিনো দাসাস্ত্রব মায়াং জয়েম হি ॥ ১১ ॥

( ভাঃ ১১।৩।৪৬ )

ত্ৰীউক্তব কহিলেন,—হে ভগবন, আমরা তোমার উচ্চিষ্টভোজী দাস । তোমার নিম্মালা, বস্ত্র, গন্ধ, অলঙ্কার প্রভৃতি তোমারই প্রদত্ত হইয়া অনাসক্তভাবে গ্রহণ করিতে করিতে তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব ॥১১॥

**ভগবদ্বাক্তোর মহত্ব—**

অল্প করি' না মানিহ দাস হেন নাম ।

অল্প ভাগো 'দাস' নাহি করে ভগবান্ ॥

অগ্রে হয় মুক্তি তবে সব বন্ধনাশ ।

তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস ॥ ১২ ॥

( চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১০৩-১০৪ )

**শ্রুতিতে সখ্যরস বর্ণন—**

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তরোরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদন্ত্যনগ্নগ্নোহভিচাক্ষীতি ॥ ১৩ ॥

( শ্বেতাঃ ৪।৬ )

সর্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটা পক্ষী একটা দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে । তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুগন্ধঃখরূপ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে ; অগ্নজন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ পরিদর্শন করেন ॥ ১৩ ॥

**শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্রান্ত সখ্যরসের উদাহরণ—**

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ ।

বৃষভং ভদ্রসেনস্ত প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ১৪ ॥

( ভাঃ ১০।১৮।২৪ )

মল্লবৃদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করিতে লাগিলেন । ভদ্রসেন চন্দ্ৰবেশী বৃষকে এবং বলদেব প্রলম্বকে বহন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

**সখ্যরসে—শান্ত-কোড়ীভূত দাস্তরস + বিশ্রান্ত-মমতা—**

শান্তের গুণ, দাস্তরস সেবন—সখ্যে দুই হয় ।

দাস্তরস সন্তম-গৌরব-সেবা সখ্যে, 'বিশ্বাস'ময় ॥

**শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়-জাতীয় আলম্বন—**

সিদ্ধাস্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।

রসেনোৎকৃষ্টতে কৃষ্ণরূপমেবা রসস্থিতিঃ ॥ ২১ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২।৩২ )

নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপত্বের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শূদ্ধার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষজ লাভ করিয়াছেন । এই রূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয় ॥ ২১ ॥

**আশ্রয়গণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই শ্রেষ্ঠা—**

অনয়্যারাধিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

যন্মো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২২ ॥

( ভাঃ ১০।৩০।২৮ )

হে সহচরি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঋহাকে নিভূতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশুই অধিক আরাধনা করিয়াছেন । গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকাস্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম ‘রাধিকা’ হইয়াছে ॥ ২২ ॥

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শূন্যল্যাম্ ।

রাধামাধায় হৃদয়ে ততাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ২৩ ॥

( গীতগোবিন্দ ৩য় সর্গ ১ম শ্লোক )

কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণ সাররূপ রাসলীলা-বাসনাবদ্ধ রাধাকে লইয়া অত্যাভ ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গেলেন ॥ ২৩ ॥

**রসের ‘কার্য্য’-অনুভাবের ১৩ প্রকার ভেদ ;**

**৮ প্রকার সাধ্বিক ও রসের ‘কার্য্য’—**

‘অনুভাব’—শ্রিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর ।

স্তম্ভাদি ‘সাধ্বিক’ অনুভাবের ভিতর ॥ ২৪ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৪৭ )

রসের 'সহায়'-ব্যভিচারি-ভাব—৩৩টী  
নির্বোধ-হর্ষাদি—তেরিশ 'ব্যভিচারী' ।  
সব মিলি 'রস' হয় চমৎকার-কারী ॥ ২৫ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ২৩৪৮ )

ইতি 'গৌড়ীয় কণ্ঠহারে' 'ভগবদ্ভসতত্ত্ব' বর্ণন-নামক নবম রত্ন সমাপ্ত ।



## দশম ব্রহ্ম

### জীবতত্ত্ব

জীব সকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব

স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হএণ বিস্তার ।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥

স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ভূহ, অবতারগণ ।

বিভিন্নাংশ জীব—তঁার শক্তিতে গণন ॥ ১ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮-৯ )

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ যষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ২ ॥

( গীঃ ১৫।৭ )

আমি সর্বেশ্বর । জীব সকল আমার অংশ ( বিভিন্নাংশ ) ও নিত্য  
অর্থাৎ ঘটাকাশাদির স্থায় কল্পিত নয়, এই প্রপঞ্চ বদ্ধ হইয়া প্রকৃতিস্থিত  
মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়—এই ছয়টা ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় ভ্রম নিগড় ( শৃঙ্খল )  
বহন করিতেছে ॥ ২ ॥

জীবাত্মা স্বরূপতঃ চিৎস্বয়—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-

ম্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ৩ ॥

( গীঃ ২।২০ )

জীবাত্মা ষড়্‌বিকার-রহিত । স্তূত্রাং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য  
অর্থাৎ সকল কালেই বর্তমান । তাঁহার জন্মমৃত্যু নাই । পুনঃ পুনঃ  
তাঁহার উৎপত্তি, কি বৃদ্ধি হয় নাই বা হইবে না । তাঁহার অপক্ষয় বা নাশ  
নাই । তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন । জন্ম-মরণশীল শরীরের  
বিশ্রোগে তিনি হত হন না ॥ ৩ ॥

নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ৪ ॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ৫ ॥

( গীঃ ২।২৩-২৪ )

জীবাত্মা অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে আর্দ্র  
হন না এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক হন না । ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য  
অশোষ্য, নিত্য সর্বগত, স্থাপু ও অচল । ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা  
বিদ্যমান ॥ ৪-৫ ॥

জীব—পরমাত্মরূপ-সূর্য্যের কিরণ-কণ

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গা ব্যাচরন্ত্যবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বৈ প্রাণাঃ  
সর্বৈ লোকাঃ সর্বৈ দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যাচরন্তি ॥ ৬ ॥

( বৃহদাঃ ২।১।২০ )

যে রূপ অগ্নি হইতে ক্ষুলিঙ্গ সকল বহির্গত হয়, সেইরূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়,  
সুখ-দুঃখাদি কর্মফল, সর্বদেবতা ব্রহ্মাদি-সুস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী পরমাত্মা  
হইতেই উদ্গত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

তত্ত্ববস্তু—সূর্য্যসদৃশ, জীব—তৎকিরণ-কণ

তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন ।

জীবের স্বরূপ যৈছে ক্ষুলিঙ্গের কণ ॥ ৭ ॥

( চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৬ )

### জীব—অণুচৈতন্য,—শ্রুতিপ্রমাণ

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্লিতস্য চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্লতে ॥ ৮ ॥

( শ্বেতাশ্বঃ ৫১২ )

সেই জীবকে কেশাগ্রের শত ভাগের শতাংশ তুল্য হৃদয় জানিতে হইবে। সেই জীব আনন্ত্য লাভের যোগ্য। ( আনন্ত্য শব্দে বিভূত্ব বুঝিতে হইবে না অন্ত—মৃত্যু ; তদ্রাহিত্যই ‘আনন্ত্য’ অর্থাৎ মোক্ষ ) ॥৮॥

অণুর্হোষ আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ পুণ্যং চাপুণ্যঞ্চ ॥ ৯ ॥

( ২।৩।১৮ হৃত্রে মধ্ব-ভাষ্যোক্ত গোপবন-শ্রুতি-বাক্য )

এই আত্মা অণু, ইহাতে পাপপুণ্যাঙ্গি আশ্রয় করিতে পারে ॥ ৯ ॥

এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ ।

প্রাণৈশ্চিহ্নং সর্বমোতং প্রজানাম্

যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেব আত্মা ॥ ১০ ॥

( মৃগুত ৩।১।২ )

এই আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বিশুদ্ধ চিত্তে ইহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। প্রাণবান্ধু—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান—এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া যে শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, যে চেতনা-শক্তি দ্বারা জীবগণের সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই আত্মা বিশুদ্ধ চিত্তে প্রকাশিত হন ॥১০॥

### অণুচৈতন্য জীবের দেহব্যাপিহ

যথা প্রকাশায়তোকঃ কৃৎস্নঃ লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নঃ প্রকাশয়তি ভারত ॥ ১১ ॥

( গীঃ ১।৩।৩৩ )

হে ভারত ! এক সূর্য্য বেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী  
আত্মাও সেইরূপ চেতন-ধর্ম্ম-দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১

### বেদান্ত-প্রমাণ—

গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ১২ ॥

( ব্র: সূ: ২।৩।২৬ )

দীপাদি আলোক বেরূপ গৃহের একস্থানে থাকিয়াও সমস্ত গৃহকে  
আলোকিত করে, আত্মাও সেইরূপ দেহের একদেশে থাকিয়াও স্বীয়  
চেতনা-শক্তি-দ্বারা সর্ব্বদেহব্যাপী হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

‘বদ্ধ’ ও ‘মুক্ত’ভেদে জীব দুইপ্রকার

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত’ প্রকার ।

এক—নিত্যমুক্ত, এক—নিত্যসংসার ॥

নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ ।

‘কৃষ্ণপারিষদ’ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥

নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিতা বহিস্মুখ ।

নিত্য সংসার ভুঞ্জে, নরকাদি-দুঃখ ॥

সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে ।

আখ্যাত্তিকাদি তাপত্রয় তারে জারি’ মারে ॥ ১৩ ॥

( চৈ: চ: মধ্য ২২।১০-১৩ )

জীবের স্বরূপ—ত্রীমন্ত্রহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত

জীবের ‘স্বরূপ’ হয় কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’ ।

কৃষ্ণের ‘তটস্থা শক্তি’ :ভেদাভেদ-প্রকাশ’ ॥

সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয় ।

স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার শক্তি হয় ॥ ১৪ ॥

( চৈ: চ: মধ্য ২০।১০৮-১০৯ )

### জীব—কৃষ্ণের নিত্যদাস

স ব্রহ্মাকাঃ স রুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ ।

অর্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥ ১৫ ॥

( প্রেমের রত্নাবলী ৫১২ ধৃত মহাভারত-বাক্য )

বহু ব্রহ্মা, বহু রুদ্র, বহু ইন্দ্র, বহু মহর্ষির সহিত দেবতাগণ সকলেই  
সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হরির অর্চনা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

### জীব—কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি

তস্ত বা এতস্য পুরুষস্য দ্বৈ এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোক-  
স্থানঞ্চ সন্ধাং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধো স্থানে তিষ্ঠন্নৈতে  
উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ ॥ ১৬ ॥

( বৃহদাঃ ৪।৩।৯ )

এই পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্তার দুইটি স্থান আছে ইহলোক ও পর-  
লোক । জাগ্রৎ ও স্বপ্নের সন্ধিরূপ ‘স্বপ্নস্থান’ তৃতীয় । তিনি (জীবাত্তা)  
সন্ধিরূপ তৃতীয় স্থানে থাকিয়া জাগ্রদ্রূপ পরলোক এবং স্বপ্নরূপ ইহলোক  
এই উভয়স্থানই অবলোকন করেন ॥ ১৬ ॥

### জীব—ঈশ্বরের ভেদাভেদ-প্রকাশ

মায়াদীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ ।

হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ॥

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে ।

হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ ১৭ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬২-১৬৩ )

ভগবান্—মায়াদীশ, জীব—মায়াবশযোগ্য

ভক্তিব্যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াক্ষ তদপাত্রায়াম্ ॥ ১৮ ॥

ভক্তিয়োগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হইলে ব্যাস-দেব কাস্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি-সমবিত ত্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্-ভাগে গর্হিত ভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন ॥ ১৮ ॥

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।

পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপছতে ॥ ১৯ ॥

( ভাঃ ১৭৭৪-৫ )

সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব, সম্ব, রজস্তম—এই ত্রিগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত ‘প্রাকৃত’ বলিয়া অভিমান করে। এই ত্রিগুণজাত প্রাকৃত অভিমান বশতঃ উহার অনর্থ ঘটনা থাকে ॥ ১৯ ॥

জীবের বহুত্ব ও ভেদের নিত্যত্ব

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা

স্তেযাং শাস্তিঃ শাস্তী নেতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

( কণ্ঠ ২২২/১৩ )

যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তু সমূহের ও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই আত্মস্থ-ভগবানকে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য শাস্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

একস্মাদীশ্বরান্নিত্যাচ্ছেতনাত্তাদৃশা মিথঃ ।

ভিত্ত্বন্তে বহবো জীবাস্তেন ভেদঃ সনাতনঃ ॥ ২১ ॥

( প্রমের রত্নাবলী ৪৫ )

( পূর্বোক্ত ঋতির অর্থ যোজনা করিয়া বলিতেছেন, ) যখন নিত্য-  
দৈত্যস্বরূপ একমাত্র পরমেশ্বর হইতে, তাদৃশ চেতনময় বহু জীব পরস্পর  
ভিন্ন, তখন পরমেশ্বর ও জীবের ভেদ নিত্য ॥ ২১ ॥

**শুদ্ধদৈত-মতে 'জীব' ও 'ঈশ্বর' ভিন্ন**

যথা সমুদ্রে বহুবস্তুরঙ্গা

স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ ॥

ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদকি

ন্তুং ব্রহ্ম কস্মাস্তবিতাসি জীব ॥ ২২ ॥

( তত্ত্বমুক্তাবলী ১০ )

রে জীব ! যেৰূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ আছে তেমনি আমরাও চিৎ-  
সমুদ্র-স্বরূপ-ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত । যখন তরঙ্গ কখনই 'সমুদ্র'  
বলিয়া উক্ত হইতে পারে না, তখন তুমি কিরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া  
প্রতিপন্ন করিবে ? ॥ ২২ ॥

**জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নিত্য**

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২৩ ॥

( গীতা ১৪।২ )

( ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, )—এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া  
জীব আমার সাধর্ম্য অর্থাৎ নিঃসৃগতা লাভ করিলে সৃষ্টিসময়ে জড়-  
জগতে জন্মলাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্ম-বিনাশরূপ ব্যথাও  
পায় না ॥ ২৩ ॥

**অভেদ-ঋতির তাৎপর্য**

প্রাণৈকাদীন-বৃত্তিহাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা ।

তথা ব্রহ্মাদীনবৃত্তেজ্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥ ২৪ ॥

( প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৬ )

ন বৈ বাচো ন চক্ষুঃষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাঃসীত্যাচক্ষতে  
প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হেবৈতানি সৰ্ব্বাণি ভবতি ॥ ২৫ ॥

( ছা ৫।১।১৫ )

( ঋতিতে যে সকল অভেদসূচক বাক্য আছে অর্থাৎ | “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম” “তত্ত্বমসি”—এই সকল নির্কিশেষপর বাক্যের সঙ্গতি কিরূপে হইবে ? তদন্তরে বলিতেছেন ;—) বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের যেমন একমাত্র মুখ্য প্রাণেরই অধীনতা নিবন্ধন ‘প্রাণ’ শব্দেই অভিধান ও প্রাণরূপত্ব, সেইরূপ চিজ্জড়াত্মক জগতেরও ব্রহ্মেরই অধীনতা হেতু ‘ব্রহ্ম’ শব্দবাচ্যত্ব ও ব্রহ্মপরত্ব, বাগাদি ইন্দ্রিয় যেমন মুখ্য প্রাণ নহে, জীব ও জগৎ তেমনই ‘সাক্ষাৎ ব্রহ্ম’ নহে । ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, বাক্য সকল, নেত্রদ্বয় ইন্দ্রিয়সমূহ ও মন তত্ত্ব নামে অভিহিত হয় না, উহারা সকলেই ‘প্রাণ’ এই নামেই আপ্যাত হয় ; যেহেতু প্রাণই ঐ সকলই বাগাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা ॥ ২৪-২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্যও বস্তুতঃ ভেদবাদী

শ্রীসূত্রকারেণ কৃতো বিভেদো

যৎকৰ্ম্মকৰ্ত্তৃব্যাপদেশ উক্তঃ ।

বাখ্যা কৃতা ভাষ্যকৃতা তথৈব

গুহাং প্রবিষ্টাবিতি ভেদ বা কৈঃ ॥ ২৬ ॥

( তত্ত্বমুক্তাবলী ৫৮ )

“কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃব্যাপদেশাচ্চ” ( ব্রঃ হৃঃ ১।২।৪ )—এই সূত্রে সূত্রকার বেদব্যাস জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াছেন । ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও “ঋতং পিবন্তৌ স্কৃততস্ত্র লোকৈ, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাৰ্হে” ( কণ্ঠ ১।৩।১ )—এই বচন লক্ষ্য করিয়া “গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদর্শনাৎ”—( ব্রঃ হৃঃ ১।২।১১ ) এই সূত্রের অর্থ বিচারে পূৰ্ব্বপক্ষ

তুলিলেন,—“আত্মানো” শব্দে কি ‘বুদ্ধি’, ‘জীব’ অথবা ‘জীব’ ও ‘পরমাত্মা’কে বুঝাইবে? সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন, বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব শঙ্করাচার্য্য মহাশয় হত্রকারের ভেদমতই বস্তুতঃ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে ।  
 তাঁর অভিপ্রায় দাস্য তাঁরি মুখে কহে ॥  
 যত্বপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই ।  
 সর্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্বব্যাপ্তিঃ ॥  
 তবু তোমা হইতে সে হইয়াছি ‘আমি’ ।  
 আমা হইতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি ॥  
 যেন সমুদ্রের সে ‘তরঙ্গ’ লোকে বলে ।  
 তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে ॥  
 অতএব জগৎ তোমার তুমি পিতা ।  
 ইহলোক পরলোক তুমি সে রক্ষিতা ॥  
 যাহা হৈতে হয় জন্ম যে করে পালন ।  
 তারে যে না ভজে, বর্জ্য হয় সেই জন ॥  
 এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায় ।  
 ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ॥ ২৭ ॥

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩৪৭, ৪২-৪৪ )

**কৃষ্ণ-বৈমুখ্যই জীবের অবিজ্ঞা বা ক্লেশমূল**

দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।  
 তয়োৱনৃত্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদন্ত্যনশ্লগ্নন্তোহভিচাকশীতি ॥ ২৮ ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমশ্রু মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥২৯॥

( মুণ্ডক ৩।১।১-২, ষ্ঠোতা ৪।৬-৭ )

সর্বদা সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন দুইটা পক্ষী একটা দেহিরূপ বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ জীব দেহকে দেহিজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কৰ্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্তজন মায়াধীন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন। কৰ্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই আত্ম বৃক্ষে অবস্থিত হইয়া নিজযোগ্যতাকে মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি জ্ঞাত শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন দেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোকনিম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মন্দির অনুশীলন করেন ॥ ২৮-২৯ ॥

**স্থূল ও লিজদেহে আত্মাভিমান জ্ঞাত সংসারক্লেশ**

অবিজ্ঞায়ামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতশ্চানুমানাঃ ।

দংদ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্কাঃ ॥ ৩০ ॥ ( কঠ ১।২।৫ )

যাহারা অবিজ্ঞার মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই কুটিলস্বভাববিশিষ্ট অবिवেকিগণ দুর্গমপথে অন্ধগণের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের দ্বায় অধঃপতিত হয় ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদিবহিস্মৃৎ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।

দণ্ডাজনে রাজ্য যেন নদীতে চুবায় ॥ ৩১ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮ )

**কৃষ্ণাজিহ্ব লাভই মুক্তি বা আত্যন্তিক-ক্লেশ-নিবৃত্তি—**

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ

ক্লোণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ ।

তস্ম্যভিধানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে

বিশ্বেশ্বর্যং কেবলমাপ্তকামঃ ॥ ৩২ ॥

( শ্বেতাশ্ব ১।১১ )

পরমেশ্বর-তত্ত্ব অবগত হইলে স্থূল-দেহ-পাশ এবং লিঙ্গদেহ বা দৈহিক-মমতা-পাশ ছিন্ন হয় । পাশ জন্ত ক্লেশ থরক হইলে জন্ম-মৃত্যুরূপ পুনরা-ব্রতীর সম্ভাবনা থাকে না । জীব ভগবৎ-অভিধান অর্থাৎ অনুশীলন ক্রমে শুদ্ধস্বয়ময়ী ভাগবতী তনু লাভ করিয়া সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হন অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্য্য-শালী ভগবান্কে প্রাপ্ত হন । তখন তিনি পূর্ণকাম হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

সাধু শাস্ত্র রূপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।

সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ ৩৩ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২০ )

**বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত**

**‘চিৎ’ ও ‘অচিৎ’ সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর—**

যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বৈভ্যো ভূতেভ্যোহস্তরো যঃ  
সর্বানি ভূতানি ন বিদুর্য়শ্চ সর্বানি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বানি  
ভূতান্যস্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্য্যাময়তঃ ॥ ৩৪ ॥

( বৃহদাঃ ৩।৭।১৫ )

যিনি সকল ভূতে অবস্থিত কিন্তু ভূত সকল যাহাকে জানে না, ভূত-সকল যাহার শরীর, যিনি ভূতসকলের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করেন, তিনিই আত্মার অন্তর্যামী পুরুষ ॥ ৩৪ ॥

‘জীব’ বিষয়ে শৈভাঐতবাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত—

জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং

শরীর-যোগ-বিয়োগ-যোগ্যম্ ।

অণুং হি জীবং প্রতিদেহ-ভিন্নং

জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমালঃ ॥ ৩৫ ॥

( নিষার্ক-কৃত দশশ্লোকী )

( নিষার্ক বতে )—জীব জ্ঞান-স্বরূপ ও জ্ঞাতৃ-স্বরূপ, সংখ্যার অনন্ত-অণু ও হরির অধীন। অণুত্বশ্রেয়ুক্ত তাঁহার মারিক শরীরের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ ষটিয়া থাকে। জীব এক নহে, প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করে ॥ ৩৫ ॥

শুভ্রাঐত-বাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত—

জ্ঞাদিগ্যাং সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঐশ্বরঃ ।

স্বাবিজ্ঞা-সংবৃত্তো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ৩৬ ॥

( ভগবৎসন্দর্ভযুক্ত সর্বজ্ঞস্বরূপ-বাক্য বা ভাঃ ১৭৭৫-৬ )

টীকা ত্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত ত্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য )

ঐশ্বর সচ্চিদানন্দ, এবং জ্ঞাদিনী ও সখিৎ-শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব স্বীয় (আরোপিত) অবিজ্ঞা দ্বারা সংবৃত্ত, স্ততরাং সংক্লেশ-সমূহের আকর ॥ ৩৬ ॥

“বস্তুনোহংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যঃ  
জগচ্চ তৎ সর্বং বস্ত্বেব ॥” ৩৭ ॥

( ভাবার্থ-দীপিকা ১১১২ )

ভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু, সেই বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া এবং বস্তুর কার্য—এই জড় জগৎ; সূতরাং সকলই বস্তু হইতে অতি নবলিয়া এক অদ্বয়বাস্তব বস্তুই সিদ্ধান্তিত হইল ॥৩৭॥

**মুক্তগণেরও অপ্রাকৃত-সিদ্ধ-দেহে ভগবৎসেবা—**

“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহঃ কৃতা ভগবন্তঃ ভজন্তে ॥” ৩৮ ॥

( ভাঃ ১০।৮।৭।২১ শ্লোকে শ্রীধরধ্বত সৰ্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা )

মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় ( অর্থাৎ কল্পজনিত নহে ) শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবানকে ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

**শুদ্ধাঈতমতে মুক্তাবস্থায়ও জীবের পার্থক্য—**

“পার্বদতনু নাম কৰ্ম্মারব্ধং নিত্যত্বং শুদ্ধত্বঞ্চ ॥” ৩৯ ॥

( ভাবার্থ-দীপিকা ২।৩।২৯ )

ভগবৎ-পার্বদ-শরীর-সমূহে জন্ম মৃত্যুর মূল কারণ প্রারব্ধকৰ্ম্ম নাই; উহা নিত্য ও শুদ্ধ অর্থাৎ নিগুণ ॥ ৩৯ ॥

**জীব ও ঈশ্বরে সমজ্ঞানই ‘পাৰগুতা’—**

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তুমুভূতো যদি সৰ্বগতা-

স্তুহি ন শাস্ততেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা ।

অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তু ভবেৎ

সমমমুজ্ঞানতাং যদমতং মতদুষ্কৃতয়া ॥ ৪০ ॥

( ভাঃ ১০।৮।৭।৩০ )

শ্রুতিগণ কহিলেন ;—হে নিত্যস্বরূপ ! শরীরধারী জীবসংখ্যার অন্ত নাই। জীব ‘অনন্ত’—এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে ‘জীব ব্রহ্মের জ্ঞায় ব্যাপক অর্থাৎ সৰ্বগত’—এইরূপ সিদ্ধান্ত ব্রম্যাত্মক। কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, ‘জীব’ ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্ত এবং আপনি ‘ঈশ্বর’ তাহার শাসক। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে জীব সেবক ও আপনি

সেবা—এই নিয়ম স্থির থাকে না। স্তূতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণুপরিমাণ। ‘সর্বগ’ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য এই যে, জীব স্ব স্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্বব্যাপক। আপনি অগ্নি বা সূর্য্য সদৃশ, জীব ফুলিঙ্গ বা কিরণ-কণ স্থলীয় বস্তু। অতএব চিন্ময় স্বরূপ আপনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া অর্থাৎ আপনার বিভিন্নাংশরূপে নিত্যকাল আপনাতে অবস্থিত বলিয়া জীবকে স্বতন্ত্র হইতে বাহির না করিয়া দিয়া আগনার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাহারা জীবকে সর্ববিষয়ে সমান জ্ঞান করে, তাহাদের মত মত-বাদে দূষিত ॥ ৪০ ॥

যেই মুঢ় কহে,—‘জীব’ ‘ঐশ্বর্য’ হয় সম।

সেই ত’ ‘পায়ণ্ডী’ হয়, দণ্ডে তারে যর্ম ॥ ৪১ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৫ )

ইতি গৌড়ীয় কণ্ঠহারে “জীবতত্ত্ব” বর্ণন-নামক দশম রত্ন সমাপ্ত।



## একাদশ ব্রহ্ম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—

একো বশী সর্বভূতাস্তুরাত্মা

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেযাং স্তুতং শাস্তং নেতরেষাম্ ॥ ১ ॥ ( কঠ ২।২।২২ )

যিনি এক হইয়াও সকলের নিয়ন্তা, যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন, যে ধীরগণ তাঁহাকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্যসুখলাভ করেন, অস্ত্রের তাহা হয় না ॥১॥

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিষয়ে ভাগবত-প্রমাণ—

স্বাত্তেহর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।

তদ্বিদ্ধাদাত্মানো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ২ ॥

স্বরূপতত্ত্বই অর্থ অর্থাৎ বার্থতত্ত্ব । সেই তত্ত্বের বাহিরে যাগ প্রতীত হয়, এবং সেই স্বরূপতত্ত্ব যাহার প্রতীতি নাই, এবং স্বরূপতত্ত্ব ব্যতীত যাহার অস্তিত্ব নাই তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে । ইহার দৃষ্টান্ত যথা—স্বরূপতত্ত্ব স্বরূপস্বরূপ । স্বর্গের ইতরতত্ত্ব দুইরূপে প্রতীত হয়—আভাস ও তমঃ । আভাসস্থানীয় জীবমায়া ও তমঃস্থানীয় গুণমায়া ॥২॥

যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষু চাবচেযনু ।

প্রবিষ্ণানুপ্রবিষ্ণানি তথা তেষু ন তেষুহম্ ॥ ৩ ॥

( ভাঃ ২।২।৩৩-৩৪ )

পঞ্চমহাভূত যেমন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূত মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান, আমিও সেইরূপ ভূতময় জগতে সৰ্বভূতে (সম্বাশ্রয়-রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট হইয়াও পৃথক্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান ॥৩॥

যত্র যেন যতো যন্ত যস্মৈ যদ্ যদ্য যথা যদা ।

স্বাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

( ভাঃ ১০।৮৫।৪ )

( একদা রামকৃষ্ণ বনুদেবপরিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্বক বলিতে লাগিলেন— হে কৃষ্ণ ! হে রাম ! ) কার্যস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই ভগবান্ অর্থাৎ কারণস্বরূপ হইতে অভিন্ন । এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ পুরুষ ও প্রধান ; তোমরা তত্ত্বত্বেরও ঐশ্বর বা নিয়ামক এবং সর্বকারণের অর্থাৎ কর্তা, কৰ্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, সম্বন্ধ ও সম্প্রদানের একমাত্র আশ্রয়স্থল ॥৪॥

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধে স্মৃতি প্রশ্নাণ—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যাক্তমুত্তিমা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ৫ ॥

অব্যাক্তমুত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়মুত্তিস্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাক্ত আছি । চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত । ঘটাদিতে সৃষ্টিকার্যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত তাহা নয় । আমি চৈতন্য-স্বরূপ । আমার শক্তি-প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । আমার শক্তিই তাহাতে কার্য করেন । আমি পূর্ণচৈতন্যরূপে লব্ধস্বরূপ একটী পৃথক্ তত্ত্ব ॥৫॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৬ ॥

( গীঃ ৯।৪-৫ )

আমি বলিলাম যে, আমাতেই সর্বভূত অবস্থিত। তাহাতে একপ বুদ্ধিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূত সকল অবস্থিত, যেহেতু আমাব যে মায়াশক্তি প্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীব-বুদ্ধিধারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না, অতএব ইহাকে আমার অণৌকিকী শক্তি, আমার শক্তিকার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভূং, ভূতস্থং ও ভূতভাবন জানিয়া—এই স্থির করিবে যে, আমাতে দেহদেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্বস্থ হইয়াও নিত্যান্ত অসঙ্গ ॥৬॥

**অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিষয়ে গোশ্বামিগণের সিদ্ধান্ত—**

একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দাবতিষ্ঠতে । সূর্য্যাস্ত-মণ্ডলস্থ-তেজঃ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ দুর্ঘট-ঘটকত্বং হচিন্ত্যত্বম্ ॥ ৭ ॥

( শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ১৬ সংখ্যা )

পরতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন। সেই শক্তি-ক্রমে সর্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারি-প্রকারে অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, তাহার বহির্গত রশ্মি, তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল। তাৎপর্য্য এই যে, চতুর্দা প্রকাশ স্বরূপ নিত্য, পরমতত্ত্বের একত্বও সেইরূপ নিত্য। এই দুইটা বিরুদ্ধব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? তদ্বস্তরে বলিতেছেন,—অচিন্ত্য অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট জীববুদ্ধির অগম্য। দুর্ঘটঘটকত্বই অচিন্ত্যনীয়। পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয় ॥৭॥

অপরে তু ‘তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং’ ( ত্রঃ সূঃ ১।১।১১ ) ভেদেহপ্য-  
ভেদেহপি নির্ময়াদ্যদ-দোষসন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতু-  
মশক্যত্বাদভেদং সাধ্যমন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাস্তেদ-  
মপি সাধ্যমন্তোহচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্বন্তি । তত্র বাদর-  
পৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্কর মতে চ । মায়া-  
বাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যবহারিক এব প্রাতীতিকো বা ।  
গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এব ।  
শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে চেতাপি সার্ববত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ । স্বমতে  
অচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি ॥ ৮ ॥

( পরমাত্মসন্দভীয় সর্বসম্বাদিনী )

অপর এক সম্প্রদায় বেদান্তিগণ বলেন, সীমাহিত্যনিবন্ধন তর্কের  
প্রতিষ্ঠা নাই । ভেদ এবং অভেদ উভয় হলেই সাধুতার সীমাতিক্রান্ত  
নিখিল দোষ লক্ষিত হওয়ায় ভিন্ন বলিয়া চিন্তা করা যায়না সুতরাং  
ঐ দুইটী স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করা সম্ভব নহে । যাঁহারা অভেদ চিন্তা করেন,  
তাঁহাদের পক্ষে অভেদসাধন করা যেরূপ অসম্ভব, ভেদসাধকগণের পক্ষেও  
সেইরূপ । এইরূপে ভেদাভেদ উভয়সাধনেই চিন্তার অসামর্থ্য উপলব্ধি  
করিয়া ইঁহারা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন । বাদর পৌরা-  
ণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাভেদবাদ । ভাস্করভট্ট উপচারিকভাবে  
ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন । মায়াবাদিগণের মতে ভেদাংশ  
ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র ।\* গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও  
পতঞ্জলী ভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন । শ্রীরামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের মত  
সর্বত্রই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বামানুজ বিশিষ্টাঙ্কৈতবাদ অবলম্বনপূর্বক ভেদ ও  
অভেদ এবং মধ্বাচার্য্য গুচ্ছকৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ভেদবাদ অঙ্গীকার

করিয়াছেন। পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তিময় বলিয়া স্বীয়মতে অচিন্ত্যভেদাভেদই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ॥৮॥

### শক্তি পরিণামবাদ ব্রহ্ম-সূত্রে স্বীকৃত—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ ।  
 ব্যাস ব্রাহ্ম বলি' তাহা উঠাইল বিবাদ ॥  
 পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী ।  
 এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপনা যে করি ॥  
 বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই ত' প্রমাণ ।  
 দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান ॥  
 অবিচিন্ত্য-শক্তি-যুক্ত শ্রীভগবান্ ।  
 ইচ্ছায় জগৎ রূপে পায় পরিণাম ॥  
 তথাপি অচিন্ত্যশক্তো হয় অধিকারী ।  
 প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥  
 নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে ।  
 তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥  
 প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয় ।  
 ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥ ৯ ॥

( চৈঃ চৈঃ আঃ ৭.১২১-১২৭ )

### পরিণাম ও বিবর্তের অর্থ—

সতত্বতোহনুথা প্রথা বিকার ইত্যাদীরিতঃ ।  
 অতত্বতোহনুথা প্রথা বিবর্ত ইত্যাদাহতঃ ॥ ১০ ॥

( সদানন্দ যোগিকৃত বেদান্তসার ৫৯ )

কোন সত্যবস্তু অগ্ররূপ ধারণ করিলে তাহাকে বিকার বা পরিণাম বলা হয়। দৃষ্টান্ত যথা—হৃৎ হইতে দধি। অগ্রবস্তু নাই অথচ তাহাতে যে অগ্র বস্তুর ভ্রম, তাহাই বিবর্ত। দৃষ্টান্ত যথা—রজ্জুতে সর্প ভ্রম ॥১০॥

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে ‘অচিন্ত্য-ভেদাভেদ’-তত্ত্ব-বর্ণন-নামক-

একাদশ-রত্ন সমাপ্ত।



# দ্বাদশ ব্রহ্ম

## অভিধেয়-তত্ত্ব

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—দ্বিবিধ পন্থা—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-

স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।

শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে

প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে ॥ ১ ॥

( কঠ ১।২।২ )

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটাই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে । কিন্তু ধীরব্যক্তি ঐ দুইটির তত্ত্ব সম্যগরূপে অবগত হইয়া একটি—মুক্তির কারণ অপরটি—বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন । তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন ॥১॥

চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই কর্তব্য—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবাস্তু

মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।

তুর্গং যতেত ন পতেদনুমুত্যা যাবৎ

নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ববতঃ শ্রাৎ ॥ ২ ॥

"

( ভাঃ ১।১।২।২ )

অনেক জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুল্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব, ধীরব্যক্তি পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম-কল্যাণ লাভের জন্ত চেষ্টা করিবেন ॥২॥

**শাস্ত্রে কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—এই ত্রিবিধ উপায়—**

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিঃসয়া ।

জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ ভক্তিঞ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৩ ॥

( ভাঃ ১১।২০।৬ )

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব ! চরমকল্যাণলাভেচ্ছ ব্যক্তি-গণের অধিকারভেদে নিঃশ্রেয়ঃ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটি যোগ বলিয়াছি। এই ত্রিবিধ উপায় ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই ॥৩॥

**কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী কে ?**

নির্বিবল্লানাং জ্ঞানযোগো হ্যাসিনামিহ কৰ্ম্মহু ।

তেষ্বনির্বিবল্লচিত্তানাং কৰ্ম্মযোগস্ত্ব কামিনাম্ ॥ ৪ ॥

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—( হে উদ্ধব ) যাহাদের কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফলে নির্বেদ জন্মিয়াছে, তাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী ; আর যাহাদের ফলভোগ বাসনা দূর হয় নাই, সেই সকল কামিগণই কৰ্ম্মযোগের অধিকারী ॥৪॥

যদুচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।

ন নির্বিবল্লো নাতিসক্তো ভক্তিয়োগোহস্য সিদ্ধিদঃ ॥৫॥

( ভাঃ ১১।২০।৭-৮ )

পূর্ব শ্রুতিফলে আমার কথায় ধাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অথচ শুদ্ধ বৈরাগ্যাদিতে আগ্রহ হয় নাই কিংবা কর্মমার্গেও আসক্তি নাই, তাহার পক্ষেই ভক্তিবোগ সিদ্ধিদায়ক হন ॥৫॥

তাবৎ কর্ম্মাগি কুবর্ষীত ন নির্বিচ্ছেত যাবতা ।

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৬ ॥

( ভাঃ ১১।২০।৯ )

যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল ভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে আমার ( ভগবানের ) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্ম-ফলের অনুষ্ঠান কর্তব্য । ত্যাগী বা ভগবদ্বক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৬॥

### অধিকার-নিষ্ঠাই গুণ—

স্বৈ স্বৈধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ ।

বিপর্যায়স্ত দোষঃ স্তাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ ৭ ॥

( ভাঃ ১১।২১।২ )

যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহাই তিনি করিবেন । স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহারই নাম গুণ । অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ । এইটাই গুণ ও দোষের নির্ণয় ॥৭॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্মৃতিতাত্ ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৮ ॥

( গীঃ ৩।৩৫ )

নিজ অধিকারোচিত বেদোক্ত ধর্ম্ম স্মৃষ্টভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে তদধিকারীর পক্ষে তাহাই ভাল । পরধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইলেও তাহা ভীতিজনক । কেমনা স্বধর্ম্ম অর্থাৎ অধিকারোচিত ধর্ম্ম পালন করিতে

করিতে যদি পতন হয়, তবে তাহাও অমঙ্গল জনক হয় না কিন্তু পরধর্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় নহে ॥৮॥

**বেদ-তাৎপর্য-গ্রহণে দেবতাদিগেরও মোহ—**

কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ ।

বেদন্ত চেশ্বরাত্মাত্মা তত্র মুহুন্তি সূরয়ঃ ॥ ৯ ॥

পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানাংমুশাসনম্ ।

কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হৃগদং যথা ॥ ১০ ॥

নাচরেদ্ যন্ত বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোহজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

বিকর্ম্মণা হৃদশ্চোণ মৃত্যোর্মৃত্যুপৈতি সঃ ॥ ১১ ॥

বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গৈর্হর্পিতমীশ্বরে ।

নৈকর্ম্মাং লভতে সিদ্ধিং রোচনार्থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ১২ ॥

( ভাঃ ১১।৩।৪৩-৪৬ )

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয় তাহাও বেদবাদ । বেদ স্বয়ং জ্ঞান । সুতরাং পণ্ডিতাভিমानी স্মৃতিগণও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন । প্রকৃত অর্থে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অল্প প্রকারে বর্ণন করার নাম পরোক্ষবাদ । বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ এবং অস্ত, অশাস্ত, বালস্বভাব তুল্য জীবগণের অনুশাসন । পিতা বেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্য জন্য তাহাকে মিষ্টানের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম্মনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মবিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমূঢ় জীবসকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন ॥৯—১২ ॥

**গুরু কখনও কর্ম্মোপদেশ্য নহেন—**

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্তাজ্জায় কর্ম্ম হি ।

ন রাতি রোগিণোহপথাং বাঙ্কতোহপি ভিষক্‌মঃ ॥ ১৩ ॥

( ভাঃ ৩।২।৫০১ )

রোগী ইচ্ছা করিলেও সৰ্বৈষ যেমন তাহাকে কখনও কৃপণ্যের ব্যবস্থা প্রদান করেন না, বিদ্বান্ ব্যক্তিও তেমন স্বয়ং নিঃশ্রেয়ঃ অর্থাৎ চরম-কল্যাণ অবগত হইয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কখন প্রযুক্তিমার্গের উপদেশ দেন না ॥১৩॥

**কৰ্ম্মযোগের ফল অভয় নহে—**

ইষ্টেহ দেবতায়জ্ঞেঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ ।

ভুঞ্জীত দেবৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্ ॥ ১৪ ॥

ভগবান্ কহিলেন—হে উদ্ধব ! বর্ণাশ্রমরূপ কৰ্ম্মযোগে অভয় ফল নাই । যাজ্ঞিক অর্থাৎ গৃহমেধীয় যজ্ঞ-পরায়ণব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন । তথায় কৰ্ম্মফলানুসারে দেবতাদিগের ত্রায় দিব্য ভোগ্য সমূহ ভোগ করিতে থাকেন ॥১৪॥

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে ।

ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ ১৫ ॥

( ভাঃ ১১।১০।২৩, ২৬ )

যে পর্য্যন্ত তাঁহার পুণ্যক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন । কিন্তু পুণ্য শেষ হইলেই তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কালপ্রেরিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন ॥১৫॥ .

তে তং ভুঞ্জুঃ স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি ।

এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্ন

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ১৬ ॥

( গীঃ ৯।২১ )

কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গলাভ করে । তথায় প্রভূত সুখ-ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যালোকে আগমন করে । এইরূপ

কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অন্তর্গত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে ॥১৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে কৰ্মজ্ঞানাদির নিন্দা—

নৈকৰ্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং

ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।

কুতঃ পুনঃ শম্ভদভদ্রমীশ্বরে

ন চার্পিতং কৰ্ম্ম যদপ্যাকারণম্ ॥ ১৭ ॥

( ভাঃ ১৫।১২ )

নিষ্কৰ্ম্মের ভাবই নৈকৰ্ম্ম্য। উহাতে কৰ্ম্মকাণ্ডের বিচিত্রতা নাই ; সুতরাং উহা একাকার স্বরূপ। ঐরূপ কৰ্ম্মবিচিত্রতাহীন নৈকৰ্ম্ম্যরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান স্থল-লিঙ্গ-দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ঔপাধিক ধৰ্ম্মের নিবর্তক হইলেও যখন অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি রহিত হইলে অধিক শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধিকালে ভ্রমরূপ কাম্যকৰ্ম্ম এবং অকাম্যকৰ্ম্মও যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কৰ্ম্ম কি প্রকারে শোভা পাইতে পারে ? ১৭ ॥

বহির্গুণ কৰ্ম্মের নিন্দা—

নেহ যৎকৰ্ম্ম ধৰ্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ।

ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ১৮ ॥

( ভাঃ ৩২।৩৫ )

ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মার্থ কামরূপ ত্রৈবর্গিক ধৰ্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধৰ্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতরবিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্যাবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বুঝা ॥১৮॥

ধর্ম্যঃ স্বমুচ্চিতঃ পুংসাং বিম্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ১৯ ॥

যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম্য অনুষ্ঠিত হইয়াও, তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা শ্রবণ-কীৰ্ত্তনে আসক্তিরূপা কুচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথাশ্রম মাত্র ॥১৯॥

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোহর্থায়োপকল্পতে ।

নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥

বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্যান্ত যে নৈষ্কর্ম্ম্য ধর্ম্ম, তাহার ফল ত্রৈবর্গিক অর্থ নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের যে অব্যভিচারী অর্থ তাহার ফলে বিষয়-ভোগ বিহিত হয় নাই ॥২০॥

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতিলাভো জীবতে যাবতা ।

জীবন্ত তদ্বিজিগ্জাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥ ২১ ॥

( ভাঃ ১।২।৮-১০ )

বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়-তপণ নহে। যতদিনই জীবন থাকে ততদিন কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এ জগতে যে স্বর্গাদিলাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে ॥২১॥

বেদে কর্ম্মনিন্দা—

প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা

অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম ।

এতচ্ছ্রয়ো যেহভিনন্দন্তি মূঢ়া

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ২২ ॥

যজ্ঞেশ্বর বিবুধ উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব

(ভরণী) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেন না, ঐ সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশপুরুষোক্ত কস্য ভগবদ্দেশে অহুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে সকল অবিবেকি-ব্যক্তি উহাকেই চরমকল্যাণ-লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ॥২২॥

অবিজ্ঞায়ামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতস্মন্যমানাঃ ।

জজ্ঞঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্রাঃ ॥ ২৩ ॥

যাহারা অবিজ্ঞার মধ্যে বর্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অজ্ঞব্যক্তি অন্ধব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ত্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে ॥২৩॥

অবিজ্ঞায়াং বহুধা বর্তমান।

বয়ং কৃতার্থা ইতাভিমন্যন্তি বালাঃ ।

যৎ কশ্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ২৪ ॥

(মুণ্ডক ১।২।৭-৯)

অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিজ্ঞার মধ্যে থাকিয়াই “আমরা কৃতার্থ হইয়াছি”—এইরূপ অভিমান করে; যেহেতু তাহারা কস্মী, কস্মে অনু-রাগ বশতঃ প্রকৃতভাবে অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কশ্মফলে যে স্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয় ॥২৪॥

বিষ্ণু ব্যতীত দেবতাস্তর-পূজা অবিধি—

যেহপ্যাগ্ৰদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৫ ॥

( গী: ৯।২৩ )

শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অগ্র দেবতার পূজা কৰ্ম্মেরই অঙ্গ বিশেষ। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্ত ও সখা শ্রীঅৰ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সৰ্ব্ব-জীবকে উপদেশ করিতেছেন—যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অগ্র দেবতার উপাসনা করে, হে কৌন্তেয় ! তাহারা অবিধিপূর্বক আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে। ‘অবিধি’ বলিবার তাৎপর্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ নিত্যফলাভ হয় না, সুতরাং তাহা অনিত্য কৰ্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছফলপ্রদ ॥২৫॥

বেদে কেবল-জ্ঞানধিকার—

অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিজ্ঞামুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিজ্ঞায়াং রতাঃ ॥ ২৬ ॥

( ঈশোপনিষৎ ৯ )

যিনি অবিজ্ঞার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্বিশেষজ্ঞানরূপা বিজ্ঞাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন ॥২৬॥

স্মৃতিতে কেবল-জ্ঞানধিকার

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যাক্তা হি গতিদুঃখং দেহবস্তিরবাপাতে ॥ ২৭ ॥

( গী: ১২।৫ )

নিবিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠব্যক্তিগণের অধিকতর দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্তত্বে যে নিষ্ঠা—তাহাতে দুঃখ মাত্রই লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

### আরোহপন্থা—শাস্ত্রে নিন্দিত—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্তু এব

জীবন্তি সন্মুখরিতাঃ ভবদীয়বার্তাম্ ।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাঃ তনুবাঘ্ননোভি-

র্ষে প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈব্রিলোক্যাম্ ॥ ২৮ ॥

( শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩ )

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুলাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রোতপন্থা ;—জ্ঞানলাভের জন্ত কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে অবস্থান-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে উচ্চারিত আপনায় কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সংকার অর্থাৎ অনুমোদনাদি করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাহারা অগ্র কোন কর্ম্ম না করিলেও, তাহাদের দ্বারাই আপনি অখিললোকে অজিত হইয়াও জিত, অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো

ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে ।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে

নাশ্চদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ২৯ ॥

( শ্রীভাঃ ১০।১৪।৪ )

হে বিভো ! চরমকল্যাণ-স্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় । যেরূপ জলাশয় হইতে নিষ্করসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ভুজ লাভ হয় । ভক্তি

হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে ; তাহার জ্ঞান পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধাত্ত পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধাত্তাভাস তুষ (আগড়া) হইতে তত্ত্বল পাইবার জ্ঞান তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয় ; তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

### আরোহ ও অবরোহপন্থীর গতি—

যেহনোহরবিন্দাস্ক বিমুক্তমানিন-

ত্ব্যাস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

আরুহ কৃচ্ছ্রং পরং পদং ততঃ

পতন্ত্যধোহনাদৃতযুদ্ধদজ্জয়ঃ ॥ ৩০ ॥

হে পদ্মলোচন ! আপনার ভক্ত-ব্যতীত অন্তে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শয়-দমাদি অত্যন্ত কচ্ছ্রসাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্

ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ জয়ি বন্ধ সৌহদাঃ ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া

বিনায়কানীকপমূর্ছন প্রভো ॥ ৩১ ॥

( ভাঃ ১০।২।৩২-৩৩ )

হে মাধব ! আপনার ভক্তগণ আপনাত্রেই বন্ধসৌহদ ( সুদৃঢ় প্রীতি-বৃত্ত )। তাঁহারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানিদিগের ত্রায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারী-দিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

জীবমুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যাস্তি কৰ্ম্মভিঃ ।

যত্চচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্‌পরাধিনঃ ॥ ৩২ ॥

( বাসনাভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎ-পরিশিষ্ট-বচন )

অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবমুক্ত ন্যক্তিগণও তাঁহাদের কৰ্ম্ম দ্বারা পুনর্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন ॥ ৩২ ॥

জীবমুক্তাঃ প্রপত্ত্বন্তে কৃচিৎ সংসার-বাসনাম্ ।

যোগিনো ন বলিপ্যন্তে কৰ্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ ॥ ৩৩ ॥

( ঐ )

জীবমুক্তগণ কোন কোন সময় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হন ; কিন্তু ভগবানে একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন-যোগিগণ কখনও কৰ্ম্মবাসনায় বলিপ্ত হন না ॥ ৩৩ ॥

নানুব্রজতি যো মোহাদ্‌ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্ ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকৰ্ম্মাপি স ভবেদ্‌ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৩৪ ॥

( রথযাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচক্রোদয়ধৃত পুরাণবাক্য )

মৃত্যু-প্রযুক্ত যে ব্যক্তি, শ্রীমূর্তির গমনকালে তাঁহার অনুগমন না করে, সে ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সকল কৰ্ম্ম দগ্ধ করিলেও, ব্রহ্মরাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৩৪ ॥

প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, তপস্তাদি কৰ্ম্ম, জ্ঞান, অষ্টাঙ্গ যোগাদি-

দ্বারা ভগবান্‌কে দেখিয়াও দেখা যায় না—

অত্‌থাপি বাচস্পত্যস্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ ।

পশ্যন্তোহপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

( ভাঃ ৪।২৯।৪৪ )

বাচস্পতিগণ তপস্তা, বিদ্যা ও সমাধি দ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অত্‌থাপি জানিতে পারেন নাই ॥ ৩৫ ॥

## বেদে অবরোহ-মার্গের উপদেশ—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্ত্যশ্বৈষ আত্মা বিরূণুতে তনুং স্বাম্ ॥৩৬॥

( যুগ্মক ৩২৬ ; কঠ ১২৩ )

( গুরুপরম্পরা-ক্রমে যে প্রণালীতে তত্ত্ব-বস্তু সংসম্প্রদায়ের হস্তগত হয়, সেই প্রণালীর নাম অবরোহ-মার্গ বা শ্রোতপন্থা । এই মস্ত্রে শ্রুতি তাহাই উপদেশ করিতেছেন ; )—এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র-অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না । যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির সকাশেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত-স্বরূপ প্রকাশ করেন । সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-

প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি ।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো

ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্ব ॥ ৩৭ ॥

( ভাঃ ১০।১৪।২৯ )

হে দেব ! যাহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপালেশমাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমা-তত্ত্ব জানিতে পারেন ; কিন্তু যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্রবিচার-পুঙ্খক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই-সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না ॥ ৩৭ ॥

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে ।

সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ ৩৮ ॥

( টীঃ চঃ মধ্য ৬৮০ )

**জ্ঞান-কৰ্ম্মাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব—**

স্বস্থখনিভূতচেতাস্তদ্ব্যদস্তান্ধভাবো-

হপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্ণসারস্তুদীয়ম্ ।

বাতনুত কৃপয়া যন্তুত্বদীপং পুরাণং

তমখিলবৃজিনম্নং ব্যাসসৃনুং নতোহস্মি ॥ ৩৯ ॥ (ভাঃ ১২।১২।৬৯)

শ্রীশ শুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মজ্ঞানানন্দে মগ্ন হইয়া অগ্রভাব দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের ভুবননোহিনী লীলায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ চিন্তেরও দৈর্ঘ্যচ্যুতি ঘটয়াছিল এবং তিনি কৃপাপরবশ হইয়া এই পরমার্থপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন । সেই ভাগবতপ্রকাশক অখিলপাপনাশক ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি । ইহাতে ভাগবত-বক্তা শ্রীশ শুকদেব গোস্বামীর কৃষ্ণলীলায় আসক্তি, ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণ-প্রেমানন্দের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছে ॥ ৩৯ ॥

**অষ্টাঙ্গ-যোগ-পন্থা—সভয়**

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ ।

মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাক্ষাত্ৰা ন শাম্যতি ॥ ৪০ ॥

( ভাঃ ১।৬।৩৬ )

মুকুন্দসেবা দ্বারা, সদা কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত অশাস্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গে অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শাস্ত হয় না ॥ ৪০ ॥

**প্রাণায়ামাদি দ্বারা মন নিগৃহীত হয় না—**

যুজ্ঞানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভিমূনঃ ।

অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুৎথিতম্ ॥ ৪১ ॥

( ভাঃ ২।০।৫।৬০ )

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু হে রাজন্! তদ্বারা তাহাদের চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না বলিয়া তাহা অবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে ॥ ৪১ ॥

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ ।

বিশীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ ॥ ৪২ ॥

( ভাঃ ১১।২৯।২ )

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্রেশ পাইয়া থাকেন ; কারণ তদ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না ॥ ৪২ ॥

প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ কালক্ষেপণ-হেতুমাত্র—

অন্তরায়ান্ বদন্তোতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্ ।

ময়া সম্পদ্ব্যমানস্ত কালক্ষপণহেতবঃ ॥ ৪৩ ॥

( ভাঃ ১১।১৫।৩৩ )

এই নিমিত্ত বাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিয়োগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন । মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন ; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধনচেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র । আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বুঝা কালক্ষেপ করেন না ॥ ৪৩ ॥

প্রকৃত যোগী 'বা ত্যাগী কে ?

অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

( গীঃ ৬।১ )

কেহ নিরস্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মত্যাগী হইলেই যে সন্ন্যাসী হয়, এক্রপ নয়, এবং অৰ্দ্ধ-নিম্নলিখিত-নেত্রে বসিয়া দৈহিক চেষ্টাশূন্য হইলেই যে যোগী হয়, তাহাও নহে। যিনি কৰ্ম্মফলত্যাগ-পূৰ্ব্বক কণ্ঠবা কৰ্ম্ম সকল আচরণ করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী ॥ ৪৪ ॥

নিৰ্দ্ধাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ-ভজন।

তাহারে সে বলি ‘যোগী’ সন্ন্যাস-লক্ষণ ॥

বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।

কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বলে ॥ ৪৫ ॥

( চৈ: ভা: অন্ত্য ৩।৪১-৪২ )

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিক:।

কৰ্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্ম্যাং যোগী ভবাজ্জুন ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তুরাশ্বনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মত: ॥ ৪৭ ॥

( গী: ৬।৪৬-৪৭ )

যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী এবং কৰ্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অৰ্জুন! তুমি যোগী হও। যে ব্যক্তি আমাতে আসক্ত হইয়া সৰ্ব্বাস্তঃকরণে আমাকে ( বাসুদেবকে ) ভজনা করেন, তিনি সৰ্ব্ব-শ্রেষ্ঠ যোগী,—ইহাই আমার মত ॥ ৪৬-৪৭ ॥

ভক্তি ব্যতীত অল্ল উপায়ে ভগবান্ লভ্য নহেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোৰ্জিতা ॥ ৪৮ ॥

( ভা: ১।১৪১২০ )

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন;—হে উদ্ধব, প্রদীপ্ত-ভক্তি বৈকল্প আমাকে সাধন করে অর্থাৎ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য-

জ্ঞান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ-অধ্যয়ন, তপস্শ্রা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধিতে পারে না ॥ ৪৮ ॥

বিবিধ উপায় মধ্যে একমাত্র শুদ্ধভক্তিরই নিরাপদত্ব ও  
সুখসাধ্যত্ব—

বাপের ধন আছে জানে, ধন নাহি পায় ।  
সর্ববজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥  
এই স্থানে আছে ধন বলি' দক্ষিণে খুদিবে ।  
ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে ॥  
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয় ।  
সে বিঘ্ন করিবে, ধন হাতে না পড়য় ॥  
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে ।  
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥  
পূর্বদিকে, তাতে মাটী অল্প খুদিতে ।  
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥  
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি ।  
ভক্তো কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্তো তাঁরে ভজি ॥  
অতএব ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায় ।  
অভিধেয় বলি' তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥  
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায় ।  
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥  
তৈছে ভক্তিরফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয় ।  
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায় ॥

দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয়—প্রেমের ফল নয় ।

প্রেমসুখভোগ মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ ৪৯ ॥

( ঠৈ চঃ মধ্য ২০।১৩১-১৪২ )

ভক্তের গতি ও কৰ্ম্মিজ্ঞানীর গতি একপ্রকার নহে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ৫০ ॥

( গীঃ ১০।১০ )

নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা যাহারা সতত প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে আমি শুদ্ধ-জ্ঞান-জনিত সেই বিমল প্রেমযোগ দান করি । যাহা দ্বারা তাঁহারা আমার পরমানন্দ-ধাম প্রাপ্ত হন ॥ ৫০ ॥

যোগস্য তপসশ্চৈব ত্যাসস্ত্য গতয়োহমলাঃ ।

মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্ত মদগতিঃ ॥ ৫১ ॥

( ভঃ ১১।২৪।১৪ )

যোগ, তপ ও সন্ন্যাস—ইহাদের গতি কৰ্ম্মগতি অপেক্ষা নির্মল । ঐ সকল মার্গে যোগিগণ মহর্লোক, তপোলোক ও সত্যলোক লাভ করেন কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্তগণ আমার চিহ্নাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন ॥ ৫১ ॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্য যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥ ৫২ ॥

( গীঃ ৯।২৫ )

অত্যাশ্র দেবোপাসকগণ স্ব-স্ব উপাশ্র দেবতার অনিত্য লোক লাভ করেন । পিতৃলোকের উপাসকগণ অমিত্য পিতৃলোকে, এবং ভূত-পূজকগণ ভূতদেই প্রাপ্ত হন । কিন্তু আমার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৫২ ॥

মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাহাঁ দুহাঁর গতি ।

স্বাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥ ৫৩ ॥

( চৈ চঃ মধ্য ৮২৫৭ )

ভক্তের চরিত্র কি প্রকার ?

মচ্ছিন্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরস্পরম্ ।

কথয়ন্তুশ্চ মাং নিতাং তুষান্তি চ রমন্তি চ ॥ ৫৪ ॥

( গীঃ—১০।২ )

অনন্ত ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ । তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সমর্পণ-পূর্বক পরস্পর ভাববিনিময় ও হরিকথাশ্রবণ-কীৰ্ত্তন করিয়া সতত পরানন্দে অবস্থান করেন ॥ ৫৪ ॥

ইতি গোড়ীয়-কণ্ঠহারে “অভিধেয়-তত্ত্ব”-বর্ণনা নামক ষাটশ বস্তু সমা



# ত্রয়োদশ স্কন্ধ

## সাধন-ভক্তি-তত্ত্ব

### জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তি—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্যুক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১ ॥

( গীতা ১৮।৫৪ শ্লোক )

ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ দেহাভিমানশূন্য প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কখনও নষ্টদ্রব্যের জন্ত শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্ত আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনিই সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আমাতে ( ভগবানে ) পরাভক্তি লাভ করেন ॥ ১ ॥

### কর্ম-মিশ্রা-ভক্তি—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্তসি কোন্ত্যেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ ২ ॥

( গীতা ৯।২৭ )

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন—হে অর্জুন, তোমার কর্তব্য এই যে, তুমি বাহা কর, বাহা ভোগ কর, বাহা হবন কর, বাহা দান কর, যে তপস্তা কর, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। অর্থাৎ আমারই প্রীতি-উদ্দেশে তদনুকূলে সে সকল অনুষ্ঠান কর ॥ ২ ॥

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।

বিষ্ণুরাধ্যাতে পস্থা নান্যৎ তস্তোষকারণম্ ॥ ৩ ॥

( ষ্টি: পু: ৩।৮।৯ )

বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমাচার-নিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারাই পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণু আরাধিত হন। তাঁহার এইরূপ আরাধনাই তাঁহার সন্তোষ লাভের একমাত্র পন্থা। অন্য পথ নাই ॥ ৩ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মণোহনৃত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম্ম কৌন্তের মূক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৪ ॥

( গীঃ ৩।৯ )

হরিতোষণার্থ নিষ্কাম কৰ্ম্মকে যজ্ঞ বলে। সেই যজ্ঞ-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম ব্যতীত অন্য যত কৰ্ম্ম গে সমুদায়ই কৰ্ম্মবন্ধন বলিয়া জানিবে। অতএব হে কৌন্তেয় ! তুমি কৰ্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ভগবন্তুষ্টির জন্তই সমুদায় কৰ্ম্ম আচরণ কর ॥ ৪ ॥

ভক্তির সংজ্ঞা—

স। পরানুরক্তিরীশ্বরে ॥ ৫ ॥

( শাণ্ডিল্য-ভক্তি-হৃত্র, ১।২ )

ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি ॥ ৫ ॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকৰ্ম্মাচনাবৃতম্ ।

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ৬ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।২ )

অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৰ্ম্ম, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধৰ্ম্মদ্বারা আবৃত নহে ॥ ৬ ॥

সর্বোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরত্বেন নিৰ্ম্মলম্ ।

হৃষীকেশ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ৭ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।১০ হৃত্র নারদপঞ্চরাত্রম্ )

( অপ্রাকৃত ) ইন্দ্ৰিয়ের দ্বারা ( অপ্রাকৃত ) ইন্দ্ৰিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্মের ব্যবধানরহিত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপন্ন এবং নিঃস্বল অর্থাৎ জ্ঞানকর্মরূপ আবিগতা দ্বারা আচ্ছন্ন নহে ॥ ৭ ॥

### ভক্তিমাহাত্ম্য—শ্রুতি

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো  
ভক্তিরেব ভূয়সী ॥ ৮ ॥

( ৩:৩:৩ সূত্রের মাপ্তভাষ্য-ধৃত মাঠের শ্রুতি-বচন )

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা ॥ ৮ ॥

ওঁ অমৃতরূপা চ ॥ ৯ ॥

ভক্তি অমৃতস্বরূপিণী ॥ ৯ ॥

ওঁ যল্লক্শ্মা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতীভবতি তৃপ্তো ভবতি ॥ ১০ ॥  
সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া জীব সিদ্ধ হন, অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন, এবং আত্মতৃপ্ত হন ॥ ১০ ॥

ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন ঘেষ্টি ন রমতে  
নোৎসাহী ভবতি ॥ ১১ ॥ ( নারদ-সূত্র, ১।৪-৫ )

ভক্তিলাভ করিলে জীবের কোন বিষয়বাসনা. শোক, ঘেষ এবং ভগবদিতর কস্মৈ উৎসাহ থাকে না ॥ ১১ ॥

বৈধী ও রাগানুগাভেদে 'সাধন-ভক্তি' দুইপ্রকার

(১) বৈধী ভক্তি—

শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্যাদয়াস্থিতা ।

বৈধী-ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্যাদামার্গ উচ্যতে ॥ ১২ ॥

শাস্ত্রোক্ত প্রবলমর্যাদাযুক্ত এই বৈধী ভক্তিকে কেহ কেহ মর্যাদামার্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

### (২) রাগাশ্রিকা ভক্তি—

ইকৈ স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ।

তন্ময়ী যা ভবেত্তক্তিঃ সাত্ত্ব রাগাশ্রিকোদিতা ॥ ১৩ ॥

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ । কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী হইলে রাগাশ্রিকা নামে উক্ত হন ॥ ১৩ ॥

### বৈধী ভক্তির উদাহরণ—

সূর্যে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্दिश या क्रिया ।

সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরাভবেদिति ॥ ১৪ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮ শ্লোকধৃত পঞ্চরাত্রবাক্যম্ )

হে দেবর্ষে ! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধীভক্তি বলেন, এই বৈধীভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয় ॥ ১৪ ॥

### রাগাশ্রুগা ভক্তির উদাহরণ—

লোকধর্ম্য, বেদধর্ম্য, দেহধর্ম্য-কর্ম্য ।

লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম ।

দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজপরিজন ।

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভৎসন ॥

সর্ববত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন ।

কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অমুরাগ ।

স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর ।  
 কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নিশ্চল ভাস্কর ॥  
 অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ ।  
 কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥  
 আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার ।  
 কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার ॥  
 কৃষ্ণ লাগি আর সব করি' পরিত্যাগ ।  
 কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৫ ॥

( চৈঃ চঃ আদি ৪।১৬৭-১৭২, ১৭৪-১৭৫ )

### নবধা ভক্তি—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।  
 অর্চনং বন্দনং দাস্ত্যং সখ্যামাত্মনিবেদনম্ ॥ ১৬ ॥  
 ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চৈবলক্ষণা ।  
 ক্রিয়েত ভগবত্যঙ্কা তন্মন্ত্ৰেহধীতমুদুমম্ ॥ ১৭ ॥

( ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ )

যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্বক ব্যবধান ( জ্ঞান, কৰ্ম্ম, যোগ প্রভৃতি ) রহিত হইয়া, তদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণ ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে ॥ ১৬-১৭ ॥

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে  
 প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদজিহ্ণুভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ।

অক্রুরস্বভিবন্দনে কপিপতিদাস্তোহথ সখ্যোহৰ্জুনঃ

সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥ ১৮ ॥

( ভাঃ রঃ সিঃ পৃঃ বিঃ ২।১২২ )

পরীক্ষিৎ রাজা শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদজিৎ সেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রুর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্ তদাস্তো, অৰ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি তচ্চরণে সর্বস্ব দান ও আত্ম-নিবেদন দ্বারা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের শ্রেষ্ঠতা—

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

( ভাঃ ২।১৩৬ )

শ্রীল শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট ভগবৎপ্রেমভাবের উপায় কীর্তন করিতেছেন—হে রাজন্, ( যাহা হইতে অত্র নির্দিষ্ট পথ আর নাই সেই ভক্তিযোগ যাহা হইতে উদিত হয় ) সেই শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ সৰ্ব্বাত্মা দ্বারা সর্বদা অনুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য ॥ ১৯ ॥

শ্রবণ—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ ২০ ॥

( ভাঃ ১০।৩১৯ )

হে কৃষ্ণ, সংসারে যাহারা তোমার, তাপক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আরাধিত, সৰ্বপাপনাশক, শ্রবণমাত্রেরই মঙ্গলপ্রদ, সৰ্বশক্তি-সম্বিত ও সৰ্বব্যাপক কথামৃত বর্ষণ করেন, অর্থাৎ গান করেন, তাঁহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ বদান্ত ॥ ২০ ॥

নিবৃত্ততর্কৈরূপগীয়মানান্তবোধধাচ্ছেদ্রাত্রমনোহভিরামাৎ ।

ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পূমান্ বিরজ্যোত বিনা পশুয়াৎ ॥২১॥

( ভাঃ ১০।১।৪ )

নিবৃত্ততৃষ্ণ ( বাসনা-বর্জিত ) মুক্তকুল সতত শ্রীকৃষ্ণ-গুণাবলী কীর্তন করিয়া থাকেন। মুক্তগুণের পক্ষে তাহা ভব-রোগের ঔষধস্বরূপ ; তাহা অখিল ভুবনে শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর। এমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইতে আত্মবাণী ( ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল অহুঁচান দ্বারা আত্মার অধঃপাত সাধনকারী ) বা পশুবাণী ( পশুহননকারী ব্যাধিবৃত্ত জন ) ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি বিরত হইতে পারে ? ॥ ২১ ॥

### ক্রম-প্রাপ্ত-শ্রবণ—

তচ্চ নামরূপগুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ । প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষাম্ । শুদ্ধেচান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি । সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পাদ্যেত, সম্পাদ্যে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদৈশিষ্ট্যং সম্পাদ্যেত । ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সৃষ্টুং ভবতি । তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্ত পরমশ্রেষ্ঠম্ ॥ ২২ ॥

( ভাঃ ৭।৫।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটাকা )

( শ্রীভগবান্ ও ভক্তের ) নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দসমূহ শ্রবণ-পথ-গত হইলে তাহাকে শ্রবণ বলা যায়। সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত ভগবন্নাম শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়-মল-মুক্ত হইলে, ভগবানের রূপসম্বন্ধী কথা শ্রবণ এবং তাহার ফলে অন্তরে ঐ রূপের উদয়হেতু যোগ্যতা লাভ হয়। রূপের কথা শ্রবণ-প্রভাবে রূপের সম্যক উদয় হইলে, গুণের স্ফুর্তি হইয়া থাকে। গুণের

সম্যক্ স্মৃতি হইলে, পরিকরবর্গের সেবাবৈচিত্র্য এবং তৎসহ তল্লালা-বৈশিষ্ট্যও স্মৃতিত হয়। এইরূপে তদীয় নাম-রূপাদির স্মরণে তাঁহার লীলা সৰ্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া সুন্দরভাবে স্মৃতিত হন ॥ ২২ ॥

### শ্রবণ-মাহাত্ম্য—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং

কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সন্তুতম্ ।

পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং

ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহাস্তিকম্ ॥ ২৩ ॥

( ভাঃ ২।২।৩৭ )

যাহারা স্বীয় উপাস্ত-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়-দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মসমীপে উপনীত হন ॥ ২৩ ॥

শৃণুতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।

হৃদান্তঃস্থো হৃদদ্রাণি বিধুনোতি স্নহং সতাম্ ॥ ২৪ ॥

( ভাঃ ১।২।১৭ )

যাহার কথা শ্রবণ-কীর্তন পরমপাবন, সাধুদিগের হিতকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাম-গুণ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তর্ধামী চৈতন্য-গুরুরূপে অবস্থানপূরক তাঁহাদের হৃদয়ের কামাদিবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন ॥ ২৪ ॥

শৃণুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।

নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ২৫ ॥

( ভাঃ ২।৮।৪ )

যিনি শ্রীহরির স্তম্ভলকথা শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্যশ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণকীর্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না ॥ ২৫ ॥

### “কীর্তন”-শব্দের অর্থ—

নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্ ॥ ২৬ ॥

( ভ: র: সি: পূ: বি: ২।৬৩ )

নামগুণ ও লীলাদি উচ্চৈঃস্বরে কখনকেই কীর্তন বলে ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণবিষয়ক শ্রবণকীর্তনাদি প্রাকৃত শ্রোত্রবাগাদি

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে—

নিজেন্দ্রিয়মনঃ কংযচেষ্টারূপাং ন বিদ্ধি তাম্।

নিত্যসত্যঘনানন্দরূপা সা হি গুণাতিগা ॥ ২৭ ॥

( বৃহদ্ভাগবতাস্মৃত ২।৩।১৩৩ )

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি ভক্তি, শ্রোত্র, বাক্, মন ও দেহের ব্যাপার নহে। ঐ ভক্তিকে নিত্যা, সত্যা, ঘনানন্দরূপা, গুণাতীতা এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্কুরত্যদঃ ॥ ২৮ ॥

( ভ: র: সি: পূ: বি: ২।১০৯ )

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু হইতে পারেন না। সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

## কীর্তন—

কৃতে যদ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্বিকীর্তনাৎ ॥ ২৯ ॥

( ভাঃ ১২।৩।৫২ )

সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা, এবং দ্বাপরযুগে অর্চনমার্গে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিতে কেবল হরিকীর্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

## নাম-মহিমা—

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যঙ্করদয়ম্ ।

বদ্ধঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ৩০ ॥

( পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৪৩ অধ্যায় )

যিনি নিরপরাধে ‘হরি’ এই অঙ্করদ্বয় একবারও উচ্চারণ করেন, তাঁহার কখনও বিপদগতি হয় না, তিনি বিমুক্তির পথানুসরণেই বদ্ধপরিকর ॥ ৩০ ॥

ধ্যায়ন্ কৃতে জপন্ যজ্ঞেত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ ।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥ ৩১ ॥

( পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৪২ অধ্যায় )

ধ্যান ও জপের দ্বারা সত্যযুগে, যজ্ঞদ্বারা ত্রেতাযুগে, এবং অর্চনা দ্বারা দ্বাপরযুগে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে তাহা হরিনামগুণকীর্তন দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

## গুণ-কীর্তন—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতম্ বা

স্মিষ্টম্ সূকৃতম্ চ বৃদ্ধদত্তায়াঃ ।

অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো

যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ৩২ ॥

( ভাঃ ১।৫।২২ )

নারদ কহিলেন—“হে ব্যাস ! উত্তমঃশ্লোক ত্রীকৃষ্ণের যে গুণানুবর্ণন তাহাকেই পণ্ডিতগণ তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দান—এই সমস্ত কশ্মেরই নিত্যফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

শ্রুতশ্চ পুংসাং স্মৃচিরশ্রমশ্চ

নম্বজ্জসা সূরিভির্নীড়িতোহর্থঃ ।

তদুদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-

পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ৩৩ ॥

( ভাঃ ৩।১৩।৪ )

( হে মুনে, ) ষাঁহাদের হৃদয়-দেশে ভগবান্ মুকুন্দের পাদারবিন্দ বিরাজিত তাঁহাদের গুণানুবাদ পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুঙ্খগণের বহু-আয়াসসাধ্য বেদ অধ্যয়নের ফল,—ইহা পণ্ডিতগণ স্তুতিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

ভগবানের গুণ-মহিমা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থা অপ্যরুক্রমে ।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিশ্রভূতগুণো হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

( ভাঃ ১।৮।১০ )

ব্রহ্মানন্দে মগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম ত্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিত নিকাম সেবা করিয়া থাকেন । কেন না, ভগবান্ ত্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

## নামকীর্তনই শ্রেষ্ঠ—

পরং শ্রীমৎপদান্তোজসদাসঙ্গতাপেক্ষয়া ।

নামসংকীর্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর ॥ ৩৫ ॥

( বৃঃ ভাগবতামৃত ২।৩।১৪৪ )

( হে মন ) তুমি যদি ( ভক্তের আশ্রয় ) ভগবৎপাদপদ্মের সদা  
সঙ্গলাভে অপেক্ষা কর, তবে তদীয় নামসংকীর্তনবহুলা বিশুদ্ধা ভক্তির  
আচরণ কর ॥ ৩৫ ॥

## হরিনাম বিনা জীবের গতি নাই—

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্থথা ॥ ৩৬ ॥

( চৈঃ চঃ আদি ১৭।২১ সংখ্যাস্থিত বৃহন্নারদীয়-বচন )

## হরেন্নাম শ্লোকের ব্যাখ্যা—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার ।

নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ-নিস্তার ॥

দার্ঢ্য লাগি ‘হরেন্নাম’ উক্তি তিনবার ।

জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ ‘এব’ কার ॥

‘কেবল’ শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ ।

জ্ঞানযোগ-তপ আদি কস্মি নিবারণ ॥

অন্থথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার ।

নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত এবকার ॥ ৩৭ ॥

( চৈঃ চঃ আদি ১৭।২২-২৫ )

## “স্মরণ—

এতাবান্ সাংখ্য-যোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া ।

জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ ॥ ৩৮ ॥ ( ভাঃ ২।১।৬ )

স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্মের পালন, সাংখ্যজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা  
অন্তে নারায়ণস্মৃতিই পুরুষের জন্মগাভের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল ॥ ৩৮ ॥

**ভগবৎ-স্মৃতি ও বিষয়-স্মৃতি এবং তাহার ফল—**

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে ।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং মযোব প্রবিলীয়তে ॥ ৩৯ ॥

( ভাঃ ১১।১৪।২৭ )

সদা-বিষয়-চিন্তারত ব্যক্তির চিত্ত যেমন বিষয়েই নিমগ্ন হয় ; সেইরূপ  
মদীয় ধ্যানাসক্তব্যক্তির চিত্তও আমাতে লীন অর্থাৎ তন্ময় হইয়া যায় ॥৩৯॥

**ভগবৎস্মৃতির ফল—**

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ

ক্ষিপণোত্যভ্রাণি চ শং তনোতি ।

সদস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং

জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥ ৪০ ॥

( ভাঃ ১২।১২।৫৫ )

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভ্র  
অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার  
চরণ স্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেম-  
লক্ষণা ভক্তি লাভ হয় ॥ ৪০ ॥

**প্রবণ-কীর্তন ও স্মরণ মধ্যে কীর্তনের শ্রেষ্ঠতা—**

যথপাঠ্য ভক্তিঃ কলৌ কুর্ভব্য তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তিসং-  
যোগেনৈব ইত্যুক্তম্ । যজ্ঞেঃ সংকীর্তনপ্রারৈর্ষজন্তি হি স্মমেধস  
ইতি । তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্তনমতাস্তুপ্রশস্তম্ ॥ ৪১ ॥

( ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা )

যত্বপি কলিকালে অপর আটটী ভক্ত্যঙ্গও অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তথাপি সে-সকল কীর্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই সাধন করিতে হইবে । শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—“স্বধীগণ সংকীৰ্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন ।” তাহাতে স্বতন্ত্রভাবে নামসংকীৰ্তনের শ্রেষ্ঠতাও বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

### পাদ-সেবন—

যৎ পাদ-সেবাভিরুচিস্তপস্মিনা-

মশেষজন্যোপচিতং মলং ধিয়ঃ ।

সত্বাঃ স্কিণোত্যম্বহমেধতী সতী

যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃত্য সরিৎ ॥ ৪২ ॥

( ভাঃ ৪।২১.৩১ )

শ্রীভগবানের চরণসেবাভিরুচি তদীয় পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃত্য স্বরধুনীর ত্রায় সম্বন্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবগণের অশেষ-জন্ম-সঙ্কীর্ণ কামাদিবাসনাময় চিন্তের মালিন্য তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে ॥ ৪২ ॥

ধৌতায়া পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি ।

মুক্ত-সর্ব-পরি-ক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা ॥ ৪৩ ॥

( ভাঃ ২।৮।৬ )

কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণগাথা-শ্রবণ-সংস্পর্শে যাহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না । যেমন, যদি কোনও পথিক ধনাদি উপার্জনের ক্লেশ হইতে নিম্নুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থসংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজগৃহে আগমন করেন, তখন তাহার সর্ব আশা নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি আর নিজ গৃহ-শান্তি ছাড়িয়া অত্র যান না ॥ ৪২-৪৩ ॥

পাদসেবায়াং পাদশব্দো ভক্ত্যেব নির্দিষ্টঃ । ততঃ সেবায়াঃ  
সাদরত্বং বিধীয়তে । অস্ত্র শ্রীমূর্তিদর্শনস্পর্শনপরিক্রমানুভ্রজন-  
ভগবন্মন্দিরগঙ্গাপুরুষোত্তমদ্বারকামথুরাদি তদীয়তীর্থস্থানগমনাদয়ো-  
হপ্যন্তর্ভাব্যাঃ ॥ ৪৪ ॥

( ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা )

পাদসেবনে পাদ শব্দে ভক্তিই নিরূপিত হইয়াছে । তাহাতে সেবার  
সমাদরই বিহিত হইয়াছে । শ্রীমূর্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুভ্রজ্যা  
(অনুগমন) এবং ভগবন্মন্দির তথা গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি  
তৎসম্বন্ধীয় তৎপদাঙ্কলাঞ্ছিত তীর্থাদিতে গমনও পাদসেবনের অন্তর্গত ॥৪৪॥

### পাদসেবনের ফল—

এতাং স আশ্রয় পরাঅনিষ্ঠা-  
মধ্যাসিতাং পূর্ববতমৈম হর্ষিভিঃ ।  
অহং তরিস্তামি তুরন্তপারং  
তমো মুকুন্দাজি নিষেবয়েব ॥ ৪৫ ॥

( ভাঃ ১১।২৩।৫৭ )

অবন্তী-দেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি প্রাচীন মহাষিগণের  
উপাসিত এই পরাঅনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয় পূর্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম  
নিষেবণ দ্বারা তুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব ॥ ৪৫ ॥

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক-বচন ।  
মুকুন্দ সেবনব্রত কৈল নিষ্ঠারণ ॥  
পরোঅনিষ্ঠামাত্র বেধ-ধারণ ।  
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ ॥

সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া ।

কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভূতে বসিয়া ॥ ৪৬ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ৩৭-২ )

অর্চন—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।

প্রাণোপহারাক্ষ যথেন্দ্রিয়াণাং

তথৈব সর্ববাহ্নগমচ্যুতেজ্যা ॥ ৪৭ ॥

( ভাঃ ৪।৩।১৪ )

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে, উহার স্কন্ধ শাখা উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহাৰ্য্য প্রদান করিলে ( অর্থাৎ ভোজন করিলে ) যেরূপ সর্কেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিলদেবপিতৃাদির পূজা হইয়া থাকে ॥ ৪৭

বিধিনা দেবদেবেশঃ শঙ্খচক্রধরো হরিঃ ।

ফলং দদাতি সুলভং সলিলেনাপি পূজিতঃ ॥ ৪৮ ॥

( মধ্বমুনি-রচিত কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব )

কোনরূপ আয়োজনবিশেষের সংযোগ-সামর্থ্য না থাকিলে, কেবল সলিল দ্বারাও সজ্জনানুমোদিত বিধানে পূজিত হইলে, শঙ্খচক্রধারী দেব-দেবেশ শ্রীহরি সহজেই ফল প্রদান করেন ॥ ৪৮ ॥

যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং তুর্চনমার্গ এব মুখ্যঃ ।  
তদকৃৎস্না হি নিক্ষিপনবৎ, কেবলস্মরণাদি-নিষ্ঠত্বে বিস্তৃশাঠ্য-  
প্রতিপত্তিঃ স্ম্যৎ । পরদ্বারা সম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বশালসম্বস্ত  
বা প্রতিপাদকম্ । ততোহশ্রদ্ধাময়ত্বাঙ্গীনমেব তৎ । তথা গার্হস্থ্য-

ধর্ম্যস্ত দেবতাযাগরূপস্ত শাখাপল্লবাদিসেকস্থানীয়স্ত মূলসেকরূপং  
তদর্চনমিতাপি তদকরণে মহান্ দোষঃ । দীক্ষিতানাং চ  
সর্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রয়তে । নমু ভগবন্মামাত্মকা  
এব মন্ত্রাঃ তত্র বিশেষেণ নমঃ শব্দাচ্ছলক্লতাঃ । শ্রীভগবতা  
শ্রীমদৃষিভিষ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষ-  
প্রতিপাদকাস্চ । তত্র কেবলানি ভগবন্মামাত্মপি নিরপেক্ষাণ্যেব  
পরমপুরুষার্থকলপর্যাস্তদানসমর্থানি । ততো মন্ত্রেষু নামতোহ-  
পাধিকসামর্থ্যে লন্ধে কথং দীক্ষাভ্যপেক্ষা উচ্যতে । যত্বপি  
স্বরূপতো নাস্তি তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন  
কদ্যাশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎ সঙ্কোচীকরণায়  
শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চনমার্গে কচিৎ কচিৎ কাচিন্মর্যাদা  
স্থাপিতাস্তি ॥ ৪৯ ॥

(ভাঃ ৭.৫।২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

যাহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ তাঁহাদের অর্চনমার্গই প্রশস্ত । তাহা  
না করিয়া নিষ্কিঞ্চনের গ্রায় কেবল স্মরণাদিতে নিষ্ঠাবান্ হইলে বিভ-  
শাঠ্য বা অর্থকার্পণ্য প্রতিপাদিত হয় । অর্চনাদি কার্য্য অপরের দ্বারা  
সম্পাদন ব্যবহারিক নিষ্ঠা অথবা আলস্যেব পরিচায়ক । অতএব শ্রদ্ধা-  
রাহিত্যেহেতু তাদৃশ কার্য্য হীন বলিয়া পরিগণিত । এইস্থলে দেবযজ্ঞরূপ  
যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, তাহা মূল ত্যাগ করিয়া বৃক্ষের শাখাপল্লবাদিতে  
জলসেচনের গ্রায় ; আর ভগবৎপূজামূলে জলসেচনস্বরূপ । সুতরাং  
শ্রীভগবানের পূজা না করিলে মহান্ দোষ হইয়া থাকে । দীক্ষিত  
ব্যক্তিসকল ভগবৎপূজা না করিলে, তাঁহাদিগকে নরকগামী হইতে  
হয় ; শাস্ত্রে ইহা শুনা যায় । এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, যে,—

মন্ত্রসকল নিশ্চয়ই ভগবন্নামাস্বক। নাম হইতে মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ‘নমঃ’ শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবন্নাম। ঐ মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবান্ ও মহর্ষিগণকর্তৃক কোন বিশেষ শক্তিতে আহিত এবং ভগবানের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধবিশেষের প্রতিপাদক। অতএব, কেবল ভগবন্নামই যখন নিরপেক্ষভাবে পরমপুরুষার্থ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ, তখন ঐরূপ বিশেষশক্তিসমন্বিত ভগবন্নামাস্বক মন্ত্র যে কেবল নাম হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অধিক শক্তিসম্পন্ন তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রে আবার দীক্ষাদির অপেক্ষা কি জ্ঞাত কথিত হইল? তদন্তরে বলিতেছেন, যদিও দীক্ষাদির অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায়ই স্বভাবতঃ দেহে আত্মবুদ্ধিতে অসদাচারে রত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের ঐ সকল বৃত্তি খর্ব করিবার জ্ঞাত ঋষিগণ ঐরূপ অর্চনমার্গে কোন কোন স্থলে অর্চনের মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রিয়চ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৫০ ॥

( ভাঃ ১০।৮।১৪, ও গীতা ৯।২৬ )

বিস্তৃষ্টচিত্ত ভক্তগণ আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল বাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্বক স্বীকার করি ॥ ৫০ ॥

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ ।

যচ্ছৃঙ্গয়াশ্চবিন্দেন শুক্লেনৈজ্যেত পুরুষঃ ॥ ৫১ ॥

( ভাঃ ১০।৮।৩৭ )

পঞ্চসূনা যজ্ঞ তৎপর দ্বিজাতি ( ত্রৈবর্গিক )দিগের একমাত্র মঙ্গলময় পন্থা এই যে—তাঁহারা ত্র্যম্বোপাঞ্জিত বিত্ত দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীভগবান্কে পূজা করিবেন ॥ ৫১ ॥

বন্দন—

তৎপাদপদ্মপ্রবণৈঃ কায়মানসভাষিতৈঃ ।

প্রণামো বাসুদেবস্ত বন্দনং কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ৫২ ॥

( হরিভক্তিকল্পলতিকা ৯।১ )

কায়, মন ও বাক্যদ্বারা বাসুদেবের পাদপদ্মে অমুরক্ত ব্যক্তিগণের তদুদ্দেশ্যে যে প্রণাম তাহাকেই বৃধগণ “বন্দন” নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

কিং বিচ্যুয়া পরমযোগপথৈশ্চ কিস্তৈ-

রভ্যাসতোহপি শতশো জনিতিতুর্কৃতৈঃ ।

বন্দে মুকুন্দমিত যন্নতিমাত্রকেণ

কর্ম্মাণাপোহ পরমং পদমেতি লোকঃ ॥ ৫৩ ॥

( হরিভক্তিকল্পলতিকা ৯।২ )

যাহার শত শতবার অভ্যাসের ফলেও ছত্রহ রক্ষা-নিরুত্তি হয় না, তেমন শাস্ত্রজ্ঞান বা প্রসিদ্ধ যোগমার্গ অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নাই। আমি সেই মুকুন্দকে বন্দনা করি, জগতে যাহাব পাদপদ্মে প্রগতি হইতেই জীব কর্ম্মসম্বন্ধরহিত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে ॥ ৫৩ ॥

বন্দন-মাহাত্ম্য—

তত্ত্বেহমুকম্পাং সুসনীক্ষ্যমাণো

ভূঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।

হৃদা যপুর্ভিবিদধরমন্তে

জীবৈত যো মুক্তিপদে স দারভাক্ ॥ ৫৪ ॥

( ভাঃ ১০।১৪।৮ )

জীব প্রকৃত কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাহারা ঐ সকল

নিজরূপ কৰ্মফল “ভগবানেরই রূপা”—এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়বাক্য এবং মনের দ্বারা ভবদীয় (শ্রীভগবানের) পাদপদ্মে নমস্কার বিধানপূর্বক জীবন ধারণ করেন, তাহারাই মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঐ পাদপদ্ম লাভের অধিকারী ॥ ৫৪ ॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োদ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ

কুন্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুং ।

রম্যা রামা-মুচুতনুলতা নন্দনে নাভিরস্তুং

ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তু ॥ ৫৫ ॥

(মুকুন্দমালা স্তোত্র ৪)

হে হরে ! আমি বিষয়সুখের জন্ত, অথবা গুরুতর কুন্তীপাক কিংবা অন্ত নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্ত তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিংবা নন্দনবনে সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতা-সমূহে বিহার করিবার জন্তও তোমার চরণ-যুগল বন্দনা করি না ; কিন্তু, কেবল ভক্তির প্রতিপত্তরে বিলাস করিবার জন্তই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি ॥ ৫৫ ॥

**ভগবদ্ভাস্ত্র—**

দেহধীন্দ্রিয়বাক্চেতোধর্ম্যকামার্থকর্ম্মণাম্ ।

ভগবত্যাৰ্পণং প্রীত্যা দাস্তমিত্যাভিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥

প্রীতিসহকারে দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বাক্, চিত্ত, ধর্ম, কাম, অর্থ, ও কর্ম্ম সকল শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে তাহা দাস্ত্যনামে অভিহিত হয় ॥ ৫৬ ॥

দাস্ত্যে খলু নিমজ্জন্তি সর্ব্বা এব হি ভক্তয়ঃ ।

বাস্তদেবে জগন্তীব নভসীব দিশো দশ ॥ ৫৭ ॥

দশদিক্ যেমন আকাশে লীন হয়, বাস্তদেবে যেমন জগৎ লীন হয়, সেইরূপ সমস্ত ভক্তিই দাস্ত্যে পর্য্যবসিত হয় ॥ ৫৭ ॥

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যান-পাদসেবনমর্চনম্ ।

বন্দনং স্বার্পণং সখ্যং সর্বং দাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫৮ ॥

(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা, ১০।১-৩)

শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান, পাদসেবা, অর্চন, বন্দন, আত্মসমর্পণ এবং সখ্য  
সকলই দাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮ ॥

**ভগবদ্দাস্ত্রের অঙ্গ—**

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্ববান্ধবভিবন্দনম্ ।

মদুজ্জ্বলপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্যতিঃ ॥ ৫৯ ॥

মদর্থেষ্বজ্জচেষ্ঠা চ বচসা মদগুণেরণম্ ।

ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিসর্জজনম্ ॥ ৬০ ॥

(ভাঃ, ১১।১৯।২১-২২)

আমার (শ্রীভগবানের) সেবায় আদর, আমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি  
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে আমার ভক্তের পূজা, সর্বভূতে আমার সম্বন্ধ  
দৃষ্টি, আমার নিমিত্ত অখিল চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণবর্ণন,  
আমাতে চিত্ত সমর্পণ, সর্বপ্রকার ভোগত্যাগ—এই সমস্তই আমার  
দাস্ত্রের অঙ্গ ॥ ৫৯-৬০ ॥

**ভগবদ্দাস্ত্র-প্রার্থনা—**

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা

জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ ।

উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি

স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুক্ত্বাত্মদাস্ত্রে ॥ ৬১ ॥

হে ভগবন, আমি কামাদিরিপুণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন  
করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; লজ্জা ও

উপশাস্ত্রও উদয় হইল না ; হে যত্নপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আশ্বদাস্ত্রে নিযুক্ত কর ॥ ৬১ ॥

‘সখ্য’ ভক্তির সংজ্ঞা—

অতিবিশ্বস্তচিত্তস্য বাসুদেবে সূখানুধৌ ।

সৌহার্দেন পরা প্রীতিঃ সখ্যামিত্যভিধীয়তে ॥ ৬২ ॥

( হরিভক্তিকল্পলতিকা ১১১১ )

সর্বস্বথের আকর শ্রীবাসুদেবে যাহার একান্ত দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে ; তিনি সৌহার্দের সহিত সেই বাসুদেবে যে পরমপ্রীতি করিয়া থাকেন, তাহাই ‘সখ্য’ নামে অভিহিত হয় ॥ ৬২ ॥

বিশ্বাস ও মিত্র—বৃত্তিভেদে সখ্য দুই প্রকার—

বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিষ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতম্ ॥ ৬৩ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২৮৪ )

শাস্ত্রে সখ্যের বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি ভেদে দুইপ্রকার বিষয় কথিত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

এবং মনঃ কৰ্ম্মবশং প্রযুক্ত্তে

অবিজ্ঞাতান্যুপধীয়মানৈ ।

প্রীতি ন’ যাবন্ময়ি বাসুদেবে

ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥ ৬৪ ॥

( ভাঃ ৫৫১৬ )

( ঋষভদেব কহিলেন ) জীবাত্মার পরমাত্মবিষয়ক বিজ্ঞান অবিজ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, মন কৰ্ম্মের অধীন হইয়া জীবকে কৰ্ম্মনিষ্ঠ করে । অতএব যে কাল পর্য্যন্ত না তাহার আমাতে—শ্রীবাসুদেবে প্রীতি ( সখ্য ) জন্মে-তাবৎ তাহার দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয় না ॥ ৬৪ ॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপত্রজৌকসাম্ ।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্ ॥ ৬৫ ॥

( ভাঃ ১০।১৪।৩২ )

অহো, নন্দমহারাঙ্গ ও ব্রহ্মবাসিগণের কি ভাগ্য—কি মহাভাগ্য !  
তঁাহাদের অপরিচ্ছিন্ন সৌভাগ্যের সীমা নাই । তঁাহারা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন  
শ্রীকৃষ্ণকে মিত্ররূপে লাভ করিয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

“আত্ম-নিবেদন”—সংজ্ঞা

কৃষ্ণায়ার্পিতদেহস্ত নিশ্চিন্তমস্তাপহঙ্কতেঃ ।

মনসস্তৎ স্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনম্ ॥ ৬৬ ॥

( হরিভক্তিকল্পলতিকা ১২।১ )

শ্রীকৃষ্ণের সেবায়, তঁাহারই ইন্দ্ৰিয়প্রীতিবাঞ্ছায় যিনি দেহ উৎসর্গ  
করিয়াছেন, যিনি তদিতর বিষয়ে মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার ; সেই কৃষ্ণ-  
গত-চিত্ত জনের মনে যে ভগবৎস্বরূপতা (অর্থাৎ ভগবৎস্বত্ত্বাত্মপদার্থে আত্ম-  
স্বচ্ছেষ্টারাহিত্য ) তাহাই শাস্ত্রে ‘আত্মনিবেদন’ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৬৬ ॥

বপুর্নাদিষু যোহপি কোহপি বা

গুণতোহসানি যথাতথ্যবিধঃ ।

তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো-

রহমঐত্বময়ী সমর্পিতঃ ॥ ৬৭ ॥

( শ্বেতাশ্বতর ১২ )

দেহাদি বিষয়ে আমার যে কোন আখ্যাই হউক না কেন, অথবা  
গুণবিচারে আমার যে কোন পরিচয়ই হউক না কেন, হে ভগবন,  
আমি অদ্যই আমার এই অহংবুদ্ধি তোমার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম,  
অর্থাৎ আজ হইতে আমি তোমারি হইলাম ॥ ৬৭ ॥

## শরণাগতি—

দেবষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং  
ন কিঙ্করো নায়মুগী চ রাজন্ ।  
সর্ববাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং  
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৰ্ত্তম্ ॥ ৬৮ ॥

( ভাঃ ১১।৫।৪১ )

হে রাজন্, যিনি সংসারের সকল কৰ্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া বাস্তুদেবই সকল—এই জ্ঞানে সেই অখিললোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে সৰ্ব্বাস্তঃ-করণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূত-সকল, আত্মীয়-স্বজন এবং অপর মনুষ্যগণের কাহারও নিকট দাস্ত্রে বা ঋণপাশে বদ্ধ নহেন ॥ ৬৮ ॥

সর্ববিশ্বান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্ববাপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৯ ॥

( গী ১৮।৬৬ )

( শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন—) হে অৰ্জুন, তুমি লোকধৰ্ম্ম, বেদধৰ্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধৰ্ম্ম পরিত্যাগপূৰ্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর । ঐকল ধৰ্ম্মতাগের জন্ত অনুশোচনা করিও না । সকল পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব ॥ ৬৯ ॥

## ভক্তির অনুকূল ধৰ্ম্ম—

সর্ববতো মনসোহসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু ।

দয়াং মৈত্রীং প্রত্নয়ঞ্চ ভূতেষু যথোচিতম্ ॥ ৭০ ॥

শৌচং ভগবন্তিত্ত্বাঞ্চ মোদনং স্বাধ্যায়মার্ত্তভবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যামহিংসাঞ্চ সমত্ন-বৃন্দসংস্করোঃ ॥ ৭১ ॥

সর্বত্রাত্মোদ্বাহীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্ ।

বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥ ৭২ ॥

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেহনিন্দামন্যত্র চাপি হি ।

মনোবাঙ্কশ্মদগুণং সত্যং শমদমাবপি ॥ ৭৩ ॥

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ব্যুতকৰ্ম্মণঃ ।

জন্মকৰ্ম্ম-গুণানাপি তদর্থেষুখিলচেষ্টিতম্ ॥ ৭৪ ॥

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্ ।

দারান্ স্তুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈনিবেদনম্ ॥ ৭৫ ॥

( ভাঃ ১১।৩।২৩-২৮ )

প্রথমেই সকল বিষয় হইতে মনকে অনাসক্ত করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। পরে হীন ব্যক্তির প্রতি দয়া, সমান লোকের সহিত মিত্রতা এবং আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্মান—এইরূপ সৰ্ব্বভূতের সহিত যথাযথ ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। শোচ, তপঃ, সহিষ্ণুতা, বৃথাব্যাক্যলাপ-বর্জন, ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, মান, অপমান প্রভৃতি হৃদয়বিষয়ে সমতা, সৰ্ব্বত্র আত্মরূপ ঈশ্বরদর্শন, ঐকান্তিকতা, গৃহাদিতে ভোগবুদ্ধিরাহিত্য, নির্জনবাস, সামান্য বসন-পরিধান, যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ, শ্রীমদ্ভাগবতে দৃঢ়বিশ্বাস, অস্ত্র শাস্ত্রের অনিন্দা, কার-ব্যাক্য ও মনের নিগ্রহ, সত্য, শম, দম, অলৌকিক লীলাপরায়ণ ভগবান্ শ্রীহরির জন্ম, কৰ্ম্ম, গুণসকলের শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান, তদর্থেষু খিলচেষ্টি, ইষ্ট, দান, তপঃ, জপ এবং নিজপ্রিয় সাম্প্রিক বস্তু সদাচার, স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও প্রাণ—এই সকল আপন প্রিয়বস্তু তীক্ষ্ণে নিবেদন, সমস্ত বিষয়ই তাঁহার প্রীতিসাধন-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে, ভক্তির অনুকূল হয়। নতুবা ভক্তির অন্তরায় হইয়া উঠে ॥৭০-৭৫॥

উৎসাহান্শিচর্যাদৈৰ্ঘ্যাৎ তত্তৎকৰ্ম্মপ্রবৰ্ত্তনাৎ ।

সঙ্গত্যাগাৎ সতোবুদ্ধেঃ ষড়্ ভিৰ্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৭৬ ॥

( উপদেশামৃত ৩য় শ্লোক )

উৎসাহ, দৃঢ়তা, দৈৰ্ঘ্য, ভক্তিপোষক কার্যানুষ্ঠান, 'সঙ্গত্যাগ' ও  
সদাচার বা সধৃতি—এই ষড়্গুণ হইতে ভক্তি সিদ্ধ হন ॥ ৭৬ ॥

অনাসক্তভাবে বিষয় অঙ্গীকার ভক্তির অনুকূল—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিবলঃ সৰ্বকৰ্ম্মসু ।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ ॥ ৭৭ ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

জুষমাংশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদৰ্কাংশ্চ গঠয়ন্ ॥ ৭৮ ॥

প্রোক্তেন ভক্তিস্যোগেন ভজতো মাহসকৃশ্মনেঃ ।

কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সৰ্বেষু ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ৭৯ ॥

( ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯ )

শ্রীভগবান্ উক্তবকে বলিতেছেন—“আমার নাম-গুণ-লীলা-কথায়  
যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ; যাঁহার লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম্মে এবং সেই  
সকল কৰ্ম্মফলে আসক্তি দূর হইয়াছে ; যিনি কাম-ভোগ সকলকে দুঃখ-  
পরিণাম বলিয়া জানিয়াছেন, কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ  
হন নাই ; সেই শ্রদ্ধালু ভক্ত, ভক্তি দ্বারাই সমস্ত অভাব দূর হইবে  
বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া, তখন ঐসকল দুঃখ-পরিণাম বিষয়-ভোগ করিতে  
করিতে এবং তাহাঁদের নিন্দা করিতে করিতে প্রীতিভরে আমারই  
ভজনা করেন । এইরূপে মহত্ত্ব ভক্তিস্যোগে যে মুনি ( যন্ ধাতু জানা—  
যিনি মন্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ) অমুকণ আমার ভজন-রত

থাকেন, তাঁহার হৃদয়ে বর্তমান থাকিয়া আমি স্বয়ং তাঁহার সমস্ত  
কাম-মল ধ্বংস করি ॥ ৭৭-৭৯ ॥

### যুক্তবৈরাগ্য—

অনাসক্তস্ত বিষয়ান্ যথার্থমুপযুক্ততঃ ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ ৮০ ॥

( ভ: র: সি: পূ: বি: ২।১২৫ )

কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া  
তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করিলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে ॥ ৮০ ॥

বিষয়া বিনিবৰ্ত্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ ।

রসবৰ্জ্জং রসোহপাস্ত্য পরং দৃষ্ট্য়া নিবৰ্ত্ততে ॥ ৮১ ॥

( গী: ২।৫৯ )

দেহারিব্যক্তি রোগাদিভয়ে আহারাদি বৰ্জ্জন করিলেও বিষয়-  
নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু, তাহাতে বিষয়-তৃষ্ণা নষ্ট হয় না । পরন্তু, স্থিতপ্রজ্ঞ  
ব্যক্তি স্বপ্রকাশানন্দ পরম তত্ত্বের রসমাধুর্য্য অনুভব করিয়া প্রাকৃত  
বিষয়-তৃষ্ণা ছইতে বিমুক্ত হন ॥ ৮১ ॥

### গৃহস্থ বৈষ্ণবের ভক্তি-অনুকূল আচরণ—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে ।

হরিসেবানুকূলেব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥ ৮২ ॥

( ভ: র: সি: পূ: বি: ২।৯৩ শ্লোকধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন )

হে মুনে ! • মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান  
করে, ভক্ত্যভিলাষি-ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাগ্যতৈ হরিসেবায় অনুকূল  
হয়, সেইরূপ করিবেন ॥ ৮২ ॥

## একাদশ্যপবাস ভক্তির অনুকূল—

তুলস্বপ্নখাত্রাদি-পূজনং ধামনিষ্ঠতা ।

অরুণোদয়-বিদ্ধস্ত সংত্যাগ্যো হরিবাসরঃ ॥

জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্যোদয়বিদ্ধং পরিত্যজেৎ ॥ ৮৩ ॥

( প্রমেয়-রত্নাবলী ৮১৯ )

শ্রীতুলসী, অশ্বখ, দাত্রীপূজন, শ্রীমথুরাদিধামে বসতি অর্থাৎ থাকিলে এই শরীরের দ্বারা, সামর্থ্যাভাবে সিদ্ধদেহে তত্ত্বধামে বাস বৃদ্ধিতে হইবে। জন্মাষ্টমী, শ্রীএকাদশী প্রভৃতি চরিত্রতের সম্মান। ঐ সকল তিথি সূর্যোদয়বিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৮৩ ॥

বহুবাক্যবিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা ।

উপোয়া দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যাপ্ত পারণম্ ॥ ৮৪ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১২।১০২ শ্লোকধৃত নারদীয়-বচন )

যে স্থলে (একাদশী-উপবাস দিন-নির্ধারণে) বহু বিভিন্নমত-হেতু সন্দেহ উপস্থিত হয়, তথায় দ্বাদশীতে উপবাস পূর্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করাই কর্তব্য ॥ ৮৪ ॥

## ভক্তির কণ্টক কি ?—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্লো নিয়মাগ্রহঃ ।

জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভিত্তিক্তির্বিনশ্চতি ॥

( উপদেশামৃত ২ শ্লোক )

অধিক সংগ্রহ বা সঙ্কল্প-চেষ্টা, ভক্তিবিরোধী চেষ্টা ও বিষয়োত্তম, অনাবশ্যক গ্রাম্য-কথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অগ্র নিয়মে আদর, ভক্ত ব্যতীত অগ্রজনসঙ্গ, এবং নানামতবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য,—এই ছয়টি দোষ হইতে ভক্তি বিনষ্ট হন ॥ ৮৫ ॥

মহাপ্রসাদ-সেবনে ভক্তি-প্রতিকূল বস্তু বিনষ্ট হইয়া

সাধন-সামর্থ্য লাভ হয়—

কৃষ্ণের উচ্চিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম ।

ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখান ॥

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল ।

ভক্তভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল ॥

এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণে প্রেমা হয় ।

পুনঃ পুনঃ সর্ব শাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥

তাতে বারবার কহি শুন ভক্তগণ ।

বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥ ৮৬ ॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬৫২-৬২ )

মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য—

নৈবেদ্যং জগদীশস্ত্র অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্বক্ষণে দ্বিজাঃ ॥ ৮৭ ॥

হে বিপ্রগণ ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে কিছুদ্রব্য সেবন  
করিতে কোন প্রকার খাড়াখাড়া বিচার করিবে না ॥ ৮৭ ॥

ব্রহ্মবর্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ।

বিকারং যে প্রকুব্বন্তি ভক্ষণে তদ্ভিজাতয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

কুষ্ঠব্যাদিসমায়ুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ ।

নিরয়ং যাস্তি তে বিপ্রাঃ তস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥ ৮৯ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৪ শ্লোকধৃত বিষ্ণুপূরণ-বচন )

হে দ্বিজগণ ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মের ত্রায় নির্দিকার ও বিষ্ণু-  
সদৃশ । বিষ্ণুর নৈবেদ্যাদি সেবন করিতে যাহার সংশয়াদি চিন্ত-

বিকার উপস্থিত হয়, তাকে কুষ্ঠব্যাবিষ্ট ও পুত্রকলত্রাদিহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, তথা হইতে আর তাহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না ॥ ৮৮-৮৯ ॥

কুকুরস্ত মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি ।

ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সৰ্বপাপাপনোদনম্ ॥ ৯০ ॥

মহাপ্রসাদ সেবনে সৰ্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কুকুরের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনীয় ॥ ৯০ ॥

অশুচিৰ্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্ ।

প্রাপ্তিমাত্রেন ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৯১ ॥

( স্বন্দপুরাণ, উৎকল খণ্ড ৩৮।১৯-২০ )

কি অশুচি, কি অনাচারী ও মনে মনে পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করা কর্তব্য। তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার বিচার করা উচিত নহে ॥ ৯১ ॥

বহিস্মুখ-গৃহাসক্তি ভক্তি-প্রতিকূল—

মর্তিন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোহভিপদ্যেত গৃহত্ৰতানাম্ ।

অদাস্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চৰ্ব্বিতচৰ্ব্বণানাম্ ॥ ৯২ ॥

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিদুঃ দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।

অন্ধা যথাকৈরুপনীয়মানাস্তেহপীশতন্ত্র্যামুরুদান্নি বন্ধাঃ ॥ ৯৩ ॥

( ভাঃ ৭।৫।৩০-৩১ )

( মহাভাগবত প্রহ্লাদ, পিতা তিরণ্যকশিপুকে বলিলেন, হে পিতঃ ! )

গৃহত্ৰত ব্যক্তিগণের চিত্ত গুরু হইতে অথবা আপন হইতে কিংবা পরস্পর হইতে, কোন প্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয় স্তবরাং বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চৰ্ব্বিত বিষয়ই

চর্ষণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবিষয়সমূহকেই  
বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আশ্রিত হইয়া সার্থের একমাত্র  
গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্ধ অন্ধ কর্তৃক  
চালিত হইয়া গর্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না; সেইরূপ  
কন্ঠিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ দামসমূহে  
আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্মে নিযুক্ত হন ॥ ৯২-৯৩ ॥

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, গুরুদেবে মর্ত্যজীববুদ্ধি ও বিষ্ণুকে  
অমৃতদেবতার সহিত সাম্যবুদ্ধি ভক্তি-প্রতিকূল—

অর্চ্যে বিষ্ণো শিলাধীশু রমু নরমতিবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-  
বিষ্ণোবা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্মুবুদ্ধিঃ ।  
শ্রীবিষ্ণোনাশ্রি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-  
বিষ্ণো সর্বৈশ্বরেশে তদিতরসমধীর্ঘস্থ বা নারকী সঃ ॥ ৯৪ ॥

( পদ্মপুরাণ )

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি,  
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কলুষবিনাশী  
বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি, এবং সর্বৈশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার  
সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী ॥ ৯৪ ॥

অসংসঙ্গ ভক্তি-প্রতিকূল—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সঙ্জ্ঞত বুদ্ধিমান্ ।

সন্ত এবাশু ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৯৫ ॥

( ভাঃ ১১।২৬।২৬ )

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্বক সাধুদিগের সঙ্গ  
করিবেন। যেহেতু, সাধুগণ উপদেশদ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্রেশ নষ্ট করেন ॥

সাধুসঙ্গ-কৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায় ।

কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥ ৯৬ ॥

দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা ।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণে ভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥ ৯৭ ॥

( চৈঃ চঃ মধা ২৪।২৩।২৫ )

নিষ্কিঞ্চনস্ত ভগবদ্ভজনোন্মুখস্ত

পারং পরং জিগমিষোৰ্ভবসাগরস্ত ।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ ষোষিতাঞ্চ

হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু ॥ ৯৮ ॥

( চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪ )

(শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন,—হায় !) ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে  
পার হইবার যাহাদের ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি-  
গণের পক্ষে বিষয়দর্শন, স্ত্রী-সন্দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু ॥ ৯৮ ॥

অসৎসঙ্গ তাগ এই বৈষ্ণব আচার ।

স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ ৯৯ ॥

( চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪ )

নিষিদ্ধাচার ভক্তির প্রতিকূল—

(১) সঙ্গত্যাগ

বরং হতবহজ্বালা পঙ্করাস্তব্যাবস্থিতিঃ ।

ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসম্ ॥ ১০০ ॥

( ভঃ রঃ সি পূঃ বিঃ ২।৫১ শ্লোকধৃত কাত্যায়নসংহিতা-বাক্য )

প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঙ্করে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং  
ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ উপস্থিত  
না হয় ॥ ১০০ ॥

(২) শিষ্যাদির দ্বারা অনুবন্ধ—

ন শিষ্যাননুবন্ধীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যাসেদহন।

ন বাখ্যামুপযুক্তীত নারস্তানারভেৎ কচিৎ ॥ ১০১ ॥ (ভাঃ ৭।১৩ ৮)

প্রলোভন দ্বারা কাগকেও শিষ্য করিবে না ; বহু গ্রন্থের অভ্যাস করিবে না ; শাস্ত্রাদিব্যাখ্যা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ ও মহারস্তাদির উত্তম পরিত্যাগ করিবে ॥ ১০১ ॥

(৩) ব্যবহারে অকার্পণ্য—

অলঙ্কে বা বিনক্ষে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে ।

অবিল্লবমতিভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥ ১০২ ॥

( ভ : র : সি : পু : ২।৫২ শ্লোকদ্বত পদ্মপুরাণ-বচন )

হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভোজন ও আশ্বাদন-সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা প্রাপ্ত না হন, অথবা লব্ধ সামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে হরিকেই স্মরণ করিবেন ॥ ১০২ ॥

(৪) শোকাদির বশবর্তিতা—

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যশ্চ মানসম্ ।

কথং তত্র মুকুন্দস্য স্মৃতি সন্তাবনা ভবেৎ ॥ ১০৩ ॥

( ভ : র : সি : পু : বি : ২।৫৩ শ্লোকদ্বত পদ্মপুরাণ বচন )

বাহার হৃদয় শোক ও ক্রোধাদিতে পরিপূর্ণ, সে হৃদয়ে মুকুন্দের স্মৃতি কিরূপে হইবে ? ১০৩ ॥

(৫) অগ্নিদেবতার প্রতি অবজ্ঞাশূন্যতা—

হরিরেব সদারাদ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ ।

ইতরে ব্রহ্মরূদ্রাচ্চা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ ১০৪ ॥

( ভ : র : সি : পু : বি : ২।৫৩ শ্লোকদ্বত পদ্মপুরাণ-বচন )

ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত 'দেবেশ্বরদিগেরও অধীশ্বর, অতএব তিনিই সর্বদা আরাধ্য ; কিন্তু ব্রহ্মরূপাদি অত্যাগ্ৰ দেবতাগণ কখনও অবজ্ঞার পাত্র নহেন ॥ ১০৪ ॥

(৬) প্রাণিমাতে উদ্বিগ না দেওয়া—

পিতবে পুত্রং করুণো নোদ্বিজয়তি যো জনম্ ।

বিশুদ্ধস্ত হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্ত প্রসীদতি ॥ ১০৫ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পৃঃ বিঃ ২।৫৩ শ্লোকস্থত মহাভারত-বচন )

যিনি প্রাণিমাত্রকে উদ্বিগ না দিয়া করুণ পিতার জায় পুত্র-নির্বিশেষে অবলোকন করেন, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতি শ্রীভগবান্ হৃষীকেশ অতি শীঘ্র সমুদ্র হইয়া থাকেন ॥ ১০৫ ॥

ফল্গুবৈরাগ্য—ভক্তির পরিপন্থী

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধা হরিসম্বন্ধিবস্তননং ।

মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥ ১০৬ ॥

( ভঃ রঃ পৃঃ বিঃ ২।১২৬ )

মুমুক্ষুগণ শাস্ত্র, শ্রীমূর্তি, নাম, মহাপ্রসাদ, গুরু প্রভৃতি হরিসম্বন্ধি বস্তুকেও প্রাকৃত জানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ইহাই ফল্গুবৈরাগ্য নামে অভিহিত হয় ॥ ১০৬ ॥

ভক্তিপ্রতিকূল স্থান-পঞ্চক—

অভার্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ ।

দ্যুতং পানং ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্যশ্চতুর্বিধঃ ॥ ১০৭ ॥

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ ।

ততোহনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥ ১০৮ ॥

অমূনি পঞ্চস্থানানি হৃদ্যর্ষ্যপ্রভবঃ কলিঃ ।

ঔত্তরেয়েণ দন্তানি শ্রাবসৎ তন্নিদেশকৃৎ ॥ ১০৯ ॥

অথৈতানি ন সেবেত বুভুযুঃ পুরুষঃ কচিৎ ।

বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতিগুর্কঃ ॥ ১১০ ॥

( ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১ )

স্বত বলিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ কলির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বাসোপযোগী যে যে স্থানে দ্যুত ( অর্থাৎ অবৈধ ক্রিয়া ), পান ( মজ্জাদি-সেবন ), স্ত্রী ( অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি ), স্নান ( জীবহিংসা )—এই চতুর্বিধ অধর্ম্ম আছে সেচ চারি প্রকার স্থান প্রদান করিলেন । ( উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাইয়াও ) পুনরায় স্থানপ্রার্থী হইলে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরীক্ষিৎ সেই কলিকে স্তব্ধ প্রদান করিলেন । সেই স্তব্ধদানেই কলিকে মিথ্যা, অহঙ্কার, স্রাসঙ্গজ্ঞান কাম, রজোমূল্য হিংসা এই চারিটি স্থান ও পঞ্চম শত্রুতা-রূপ স্থানটি প্রদত্ত হইল । অধর্ম্মের উৎপাদক কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রদত্ত ঐ পাঁচটি স্থানে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল । অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোক-নেতা, গুরুর পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত ॥ ১০৭-১১০ ॥

### শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল অসংসঙ্গ—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই ।

সহজিয়া, সখ্যভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঁঞি ॥

অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরান্ন-নাগরী ।

তোতা কহে, এ তেরর সঙ্গ নাহি করি ॥ ১১১ ॥

### মোষিৎসঙ্গ—ভক্তি-প্রতিকূল—

মাত্রা স্বপ্না দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১১২ ॥ ( ভাঃ ৯।১৯।১৭ )

মাতা, ভগ্নী অথবা দ্রুহিতার সহিত সঙ্কীর্ণ আসনে উপবেশন করিবে না, কেননা বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বন্ধমোক্ষবিদ্ বিদ্বান্ পুরুষের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১১২ ॥

### ষোষিৎ-স্মরণও নিন্দাই—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে

নবনবরসধামন্যুজতং রত্নমাসীৎ ।

তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাগে

ভবতি মুখবিকারঃ স্তম্ভুনিষ্ঠীবনঞ্চ ॥ ১১৩ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিভাগ ৫৩৯ )

যেদিন হইতে আমার মন নবনব রসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রগণ করিতে উজ্জত হইয়াছে, সেইদিন হইতে নারীসঙ্গম স্মরণ হওয়ায় আমার অত্যন্ত মুখবিকার এবং নিষ্ঠীবন ( থুংকার ) হইয়াছে ॥ ১১৩ ॥

### দারুপ্রকৃতি দর্শন পর্য্যন্ত নিন্দনীয়—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ ।

দারুপ্রকৃতি হরে মূনেরপি মন ॥ ১১৪ ॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্য ২১১৮ )

### স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ সর্ব্বথা পরিভ্যাজ্য—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হীঃ শ্রীর্ষশঃ ক্ষমা ।

শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ১১৫ ॥

তেষশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুযু ।

সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেযু ষোষিৎ-ক্ৰীড়া-মুগেযু চ ॥ ১১৬ ॥

( ভাঃ ৩৩২১৩৩-৩৪ )

অসৎ সঙ্গ, সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থ-বিষয়িণী বুদ্ধি, লজ্জা, যশঃ, সহিষ্ণুতা, শম, দম, ও ভগ ( উন্নতি )—এই সমস্তই নষ্ট হইয়া যায় ।

ঐ সকল অশাস্ত, মূঢ়, দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট, শোচ্য, যোষিৎক্রীড়া-মৃগ  
অসাধুদিগের সঙ্গ করিবে না ॥ ১১৫-১১৬ ॥

গৃহমেধীয় ধর্মের নিন্দা—

• যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং  
কণ্ডুরনেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্ ।  
তপ্যাস্তি নেহ রূপণা বহুদুঃখভাজঃ  
কণ্ডুতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥ ১১৭ ॥

( ভাঃ ৭।৯।৪৫ )

গৃহমেধিগণের জীসঙ্গাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহাতে করতল  
সংঘর্ষণের ছায় ছাংয়ের পর দুঃখই দৃষ্ট হয় । কামুক ব্যক্তিগণ বহুদুঃখ ভোগ  
করিয়াও গৃহমেধসুখে পরিতৃপ্ত হয় না । ( আপনার-রূপায় ) কোন  
কোন ধীরব্যক্তি কণ্ডুতির ( চুলকানির ) ছায় কামকে ধারণ করিতে  
সমর্থ হন ॥ ১১৭ ॥

রাজস-তামসাদি আহার ভক্তি-প্রতিবন্ধক—

কটু, লবণাত্মকতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।  
আহারো রাজসশ্লেষ্য দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ১১৮ ॥

( গীঃ ১৭।২ )

অতি কটু, অতি অম্ল, লবণ ও উষ্ণ লক্ষ্য মরিচাদি অতি তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত  
দাহকর ভ্রষ্টচনক, সর্ষপ প্রভৃতি দ্রব্য, দুঃখ-শোক ও রোগোৎপাদক দ্রব্য-  
সকল রাজস লোকের প্রিয় ॥ ১১৮ ॥

যাতযানং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১১৯ ॥

( গীঃ ১৭।১০ )

এক প্রহরের অধিক কাল পক হইয়া থাকিলে যে খাদ্যদ্রব্য শৈতলাভ করে সেই দ্রব্য, নীরস খাদ্য, দুর্গন্ধযুক্ত এবং পুষ্যিযিত অন্ন, গুরুজন ব্যতীত অন্ত্রের উচ্ছিষ্ট ও মৃদুমাংসাদি অপবিত্র দ্রব্যসকল তামস লোকের প্রিয় ॥১১৯

**মাংসাদি অমেধ্য-ভোজন ভক্তি-প্রতিকূল—**

যে জনেবং বিদোহসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ ।

পশুন্ দ্রুহন্তি বিশ্বক্কাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥১২০॥

( ভাঃ ১১৫।১৪ )

ধর্মতবে অনভিক্ত, গর্বিত, সদভিমानी যে সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃশঙ্ক-চিন্তে পশুদিগকে হনন করে, সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১২০ ॥

**মৎস্তাদি অমেধ্য-দ্রব্য ভোজন ভক্তির বাধক—**

যো যন্ত মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে ।

মৎস্তাদঃ সর্বমাংসাদন্তস্মান্মৎস্তান্ বিবজ্জ্যৈৎ ॥ ১২১ ॥

( মনুসংহিতা ৫।১৫ )

যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত হয় ; কিন্তু মৎস্তভোজী, সর্বমাংসভোজী (যেহেতু মৎস্ত-গরু-শূকরাদি যাবতীয় প্রাণীমাংসই ভোজন করে, স্ততরাং এক মৎস্তভোজনে সর্বমাংসই ভুক্ত হয় ) । অতএব, মৎস্তভোজন সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ॥ ১২১ ॥

**বিষয়োন্মুখী ইন্দ্রিয়—**

জিলৈকতোহচ্যুত বিকর্ষতিমাবিতৃপ্তা

শিশ্নোহগ্নতন্তুগুদরং শ্রবণং কূতশ্চিৎ ।

স্রাণোহগ্নতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্মাশক্তি-

বঁহস্যঃ সপত্না ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥ ১২২ ॥

( ভাঃ ৭।২।৪০ )

তে অচ্যুত ! জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া একদিকে অর্থাৎ যেদিকে মধুরাদি রস সেইদিকে আমাকে আকর্ষণ—করিতেছে এইরূপ শিশু অল্পদিকে স্বক্ আর একদিকে আকর্ষণ করিতেছে । উদয় ক্ষুধায় সমুপ্ত হইয়া যে কোন আহারের প্রীতি এবং শ্রবণ, স্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রীতি, কর্মেন্দ্রিয় সকল বিভিন্ন কর্মের প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে । সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, এই সকল ইন্দ্রিয় সেইরূপ ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিতেছে ॥ ১২২ ॥

**জিহ্বা বেগ সর্বাপেক্ষা প্রবল ও ভক্তিপ্ৰতিবন্ধক**

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতাণ্ডেন্দ্রিয়ঃ পুমান্ ।

ন জয়েদ্রসং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে ॥ ১২৩ ॥

( ভাঃ ১১।৮।২১ )

যে-কাল পর্য্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় না করিতে পারা যায়, সে কাল পর্য্যন্ত সর্বেন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতোজ্জয় হইতে পারেন না । রস জয় হইলেই সকল জয় হয় ॥ ১২৩ ॥

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায় ।

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ ১২৪ ॥

( প্ৰঃ চঃ অন্ত্য ৬।২২৭ )

**ভক্তিসাধনে কয়েকটী প্রধান অন্তরায়—**

যদি বৈয়ব-অপরাধ উঠে হৃতি-মাতা ।

উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি' যার পাতা ॥

তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ ।

অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম ॥

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা ।  
 ভুক্তি-মুক্তি-বাহু যত অসংখ্য তার লেখা ॥  
 নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন ।  
 লাভ পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥  
 সেকজল পাএণ উপশাখা বাড়ি' যায় ।  
 স্তব্ধ হএণ মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ ১২৫ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৫৬-১৬০ )

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি বা প্রাকৃতবুদ্ধি প্রাকৃত-সহজিয়ার  
 ধর্ম—অতএব ভক্তিপ্রতিকূল—

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয় ।  
 তথাপিও সর্বোত্তম সর্বশাস্ত্রে কয় ॥  
 যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে ।  
 জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে ॥ ১২৬ ॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।১০০-১০২ )

মনোধর্ম ভক্তির প্রতিকূল—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম ।  
 এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম ॥ ১২৭ ॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৭৬ )

বহির্মুখ জগতের ব্যবহার—

যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব ।  
 তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব ॥  
 শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে ।  
 শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে ॥

গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায় ।  
 ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥  
 এই মত বিবু-মায়া-মোহিত সংসার ।  
 দেখি' ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥  
 কেমতে এ সব জীব পাইবে উদ্ধার ।  
 বিষয়সুখেতে সব মজিল সংসার ॥  
 বলিলেও কেহ নাহি লয় 'কৃষ্ণনাম' ।  
 নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান ॥ ১২৮ ॥

( ১১: ভা: ৬৭-৬৮, ৭২-৭৫ )

চজ-ভাগবত বা ভাগবত-ব্যবসায়ী—

বেদৈবিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং  
 শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ ।  
 পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি  
 ব্রহ্মাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥ ১২৯ ॥ ১

( অত্রিসংহিতা ৩৭৫ শ্লোক )

বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ  
 ধর্মশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন । ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভের অভাব  
 হইলে, তিনি পুরাণবক্তা হন এবং পুরাণবাক্যের তাৎপর্যাগ্রহণে অসমর্থ  
 হইলে কৃষক হইয়া পড়েন, তাহাতে ও তাহার ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলে,  
 উহা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবত-পাঠক বা ভৃগু-ভাগবত হইয়া পড়েন ॥ ১২৯ ॥

মৌন, তপস্শ্রা, শাস্ত্রব্যাখ্যাাদি মোক্ষপ্রাপক উপায়ই  
 অজিতেন্দ্রিয়গণের জীবিকা, উহা ভক্তিপ্রতিকূল—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোহধ্যয়নং স্বধর্ম- ১

ব্যাখ্যারহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ ।

প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে স্বজিতেন্দ্রিয়াণাং

বার্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাস্তিকানাম্ ॥ ১৩০ ॥

( ভাঃ ৭।২।৪৬ )

হে অন্তর্ধামিন! মৌন, ব্রত, শাস্ত্রনৈপুণ্য, তপস্তা, অধ্যয়ন, স্বকর্ম, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জ্ঞনবাস, জপ ও সমাধি—এই দশটা মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐগুলি প্রায় অজ্ঞিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে জীবন-যাত্রা নির্বাহোপযোগী উপায়স্বরূপ হইয়া থাকে এবং দণ্ডের ফল নিয়ত একরূপ নহে বলিয়া দাস্তিক ব্যক্তিগণের পক্ষে কখনও জীবনোপায় হয়, কখনও বা নাও হইয়া থাকে ॥ ১৩০ ॥

ভুক্তিমুক্তি-বাসনা হইতে ভক্তি অন্তর্হিতা হন—

অজ্ঞানতমের নাম कहিয়ে কৈতব ।

ধর্ম, অর্থ, কাম-বাস্তা, আদি এই সব ॥

তার মধ্যে ‘মোক্ষবাস্তা’, কৈতব-প্রধান ।

যাহা হৈতে ‘কৃষ্ণভক্তি’ হয় অন্তর্দান ॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম ।

সেহ একজীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম ॥ ১৩১ ॥

( চৈঃ চঃ আদি ১।৯০ ২২, ২৪ )

বহির্শূন্য ইন্দ্রিয়ের অসারতা—

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্মাঃ কিং ন খসন্ত্যত ।

ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোহপরে ॥ ১৩২ ॥

( ভাঃ ২।৩।১৮ )

বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া থাকে না? ভস্মা কি খাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? ইতর গ্রাম্যপশুসকল কি আহার ও জীসন্ভোগ করে না? ১৩২ ॥

শ্রবিড্ বরাহোষ্ট্রৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।

ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু-নাম গদা গ্রজ্জঃ ॥ ১৩৩ ॥

( ভাঃ ২।৩।১২ )

যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুকুরবিঠাভোজী গ্রামাশুকের, উষ্ট্র ও গর্দভতুল্য পশু বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥ ১৩৩ ॥

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে

ন শৃণুতঃ কর্ণপুটে নরশ্চ ।

জিহ্বা সতী দার্দুরিকেব সূত

ন চোপগায়তুরুগায়-গাথাঃ ॥ ১৩৪ ॥

( ভাঃ ২।৩।২০ )

শৌনকাদি ঋষিগণ স্মৃতগোষ্ঠাস্থীকে বলিলেন,—হে স্মৃত ! যে ব্যক্তি কর্ণপুটে ভূরিগুণ-সম্পন্ন শ্রীভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণরন্ধ্র দ্বয় বৃথাছিদ্রমাত্র । যে জিহ্বা ভগবানের বিক্রম কীৰ্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা ভেকজিহ্বাতুল্য ও তুষ্টা ॥ ১৩৪ ॥

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুফট-

মপ্যুত্তমাজ্জং ন নমেগ্নকুন্দম্ ।

শার্বৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্যাং

হরৈর্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ১৩৫ ॥

( ভাঃ ২।৩।২১ )

পট্টবস্ত্রের উচ্চীষ এবং কিরীট দ্বারা উত্তমাজ্জ মস্তক শোভিত থাকিলে ও তাহা যদি মুকুন্দের ত্রীচরণে প্রণত না হয়, তবে উহা কেবল ভারমাত্র । যে করদ্বয় স্তবর্ণকঙ্কণে দীপ্তমান হইয়াও শ্রীবিষ্ণুর অর্চন কার্যে নিযুক্ত না হয়, সেই করদ্বয় মৃতকের হস্তসদৃশ ॥ ১৩৫ ॥

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং  
 লিঙ্গানি বিষোর্ন নিরীক্ষতো যে ।  
 পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ  
 ক্ষেত্রাণি নানুভজতো হরৈর্যৌ ॥ ১৩৬ ॥

( ভাঃ ২।৩।২২ )

যে সকল পুরুষের নয়ন বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করে, তাহাদের  
 নেত্র ময়ূরপুচ্ছের অঙ্কিত চক্ষুর গ্রায় নিরর্থক । যে সকল মনুষ্যের পদদ্বয়  
 হরির লীলাক্ষেত্রে পরিভ্রমণ না করে, তাহাদের পদসমূহ বৃক্ষতুল্য  
 স্থাবর ॥ ১৩৬ ॥

জীবন্তো ভাগবতাজিহ্নুং রেণুন্ ন জাতু মর্ত্যোহভিলভেত বস্তু ।  
 শ্রী বিষ্ণুপদ্মা মনুজস্তলস্তাঃ শসঙ্গবো যস্ত ন বেদ গন্ধম্ ॥ ১৩৭ ॥

( ভাঃ ২।৩।২৩ )

যে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্বাঙ্গে ধারণ না করে,  
 সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও তাহার অঙ্গ শব্দতুল্য । যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর  
 শ্রীচরণসংলগ্ন তুলসী ঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত না হয়, সে ব্যক্তি নিশ্বাস  
 থাকা সম্বন্ধে মৃতক-তুল্য ॥ ১৩৭ ॥

চৈতন্য-কৃপাই ভক্তিপথের কণ্টক  
 অপসারণে সমর্থ—

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ  
 শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি-ক্লম্বঃ ।  
 হাহা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি  
 চৈতন্যচন্দ্র যদি নাশ্ত কৃপাং করোষি ॥ ১৩৮ ॥

( শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪২ )

বর্তমান কাল কলি অর্থাৎ বিবাদের যুগ। এই যুগে ঠাণ্ডিয়রূপ শত্রুবর্গ অত্যন্ত প্রবল। অতএব পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ, কর্মকাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড, ফল্গুবৈরাগ্য, কুতর্কাদি বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টকে অবরুদ্ধ। হে চৈতন্যচন্দ্র তুমি যদি অল্প রূপা না কর, তাহা হইলে, হায়! আমি ঐ সকল দ্বারা বিকল হইয়া কোথায় যাইব, কি করিব? ৩৮ ॥

### ষড়্‌বিধা শরণাগতি—

আনুকূল্যস্ত সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জিতম্।

রক্ষিণ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ব বরণং তথা।

আত্মানিক্ষেপকার্পণ্যং ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ ১৩৯ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৯৭ শ্লোকস্থত বৈষ্ণব-তত্ত্ববাক্য )

কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ, প্রতিকূল বর্জনে সংকল্প, ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন—এরূপ বিশ্বাস, তাহাকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈত্ব—এই ছয় প্রকার শরণাগতি ॥ ১৩৯ ॥

শরণাগতি ব্যতীত কখনই চরমকল্যাণ

লাভ সম্ভব নহে—

তাবস্তুরং দ্রবিনদেহ স্তনুনিমিত্তং

শোকঃ স্পৃহাপরিভবে বিপুলশ্চ লোভঃ।

তাবন্যমেতাসদবগ্রহ আর্জিনিমূলং

যাবন্ন তেহজিহ্মভয়ং প্রবৃণীত লৌকঃ ॥ ১৪০ ॥

( ভাঃ ৩।৯৩ )

যে কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকটকপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়স্বজন, স্বর্গদ্বর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্ত ভয়, উগাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত

হইবার জন্ত স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্ত বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইলে অনাস্থবস্তুতে ‘আমিও আমার’—এইরূপ জড়াসক্তি বর্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূল কারণ ॥ ১৪০ ॥

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংযুচেতাঃ

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ।

যচ্ছেয়ঃ স্থানিশ্চিতং ক্রুহি তন্মে

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ১৪১ ॥

( গী: ২।৭ )

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—( হে কৃষ্ণ, ) আমি ধর্মবিনুচিহ্নিত (কোনটী ধর্ম, কোনটী অধর্ম তন্নির্গত অসমর্থ) ও কার্পণ্যদোষে (কার্পণ্য—অতদ্বজ্ঞতা) অভিভূত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—‘আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহাই আপনি নির্ণয় করিয়া আমাকে উপদেশ দিন। আমি আপনার শিষ্য, আপনারই শরণাগত হইলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ১৪১ ॥

দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দুরতায়াম্ ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪২ ॥

( গী: ৭।১৪ )

স্বাদি গুণবিকারাত্মিকা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে। উহা দুর্বল জীবের পক্ষে দুরতিক্রমা। যাহারা কেবল আমার ভগবৎ-স্বরূপের শরণাগত হন, তাহারাই ঐ মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন ॥ ১৪২ ॥

যেষাং সংযতভগবান্দয়য়েদনন্তঃ

সর্ব্বাত্মনাত্মিতপদো যদি নির্বালীকম্ ।

তে দুস্তরামতি তরন্তি চ দেবমায়াঃ

নৈবাং নমাহমিতিধীঃ শৃঙ্গালভক্ষ্যে ॥ ১৪৩ ॥

( ভাঃ ২।৭।৪২ )

ভগবান্ অনন্তদেব ষাহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতা-  
রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে  
সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়াসমুদ্ভুতীর্ণ হইতে পারেন। ঐ সকল  
কুকুর-শৃঙ্গাল-ভক্ষ্যদেহে “আমি ও আমার” বলিয়া শরণাগত ভক্তের  
অভিমান থাকে না ॥ ১৪৩ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পযুঁপাসতে ।

তেবাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামহম্ ॥ ১৪৪ ॥

( গীঃ ৯।২২ )

ষাহারা অনন্যচিন্তে আমার চিন্তা পোষণ ও ভজন করে, সেইসকল  
একনিষ্ঠ ভক্তের ভরণপোষণ সংরক্ষণের ভার আমি বহন করিয়া থাকি ॥ ১৪৪

শরণাগত ভক্তের দেহ প্রাকৃত নহে—

কৃষ্ণভক্তি-রস-সুখা পান করিয়া দেহিজীবগণ স্থূল লিঙ্গদেহ ও

তেবাং ভৌতিকদেহেহ পি সচ্চিদানন্দরূপতা ॥ ১৪৫ ॥

( বৃহঃ ভাঃ ২।৩।৪৫ )

কৃষ্ণভক্তি-রস-সুখা পান করিয়া দেহিজীবগণ স্থূল লিঙ্গদেহ ও  
দেহসম্বন্ধীয় বস্তু বিষ্মৃত হন। তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত নহে, তাঁহাদের  
পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪৫ ॥

শরণ্যবস্তুর ন্যায় শরণাগতের দেহ অপ্রাকৃত—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ।

কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥ ১৪৬ ॥

( টৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০০ )

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয় ।

অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।

সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।

অপ্রাকৃত দেহ তাঁর চরণ ভজয় ॥ ১৪৭ ॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১২১-১২৩ )

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য

কৃৎন্য চ কাবুশতমেতদহং ব্রবীমি ।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-

দগৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥ ১৪৮ ॥

( শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৯০ )

হে সজ্জনবৃন্দ ! আমি দন্তে তৃণধারণ পূর্বক পদযুগলে নিপতিত  
-হইয়া দৈন্তের সহিত প্রার্থনা করি যে, আপনারা সর্বধর্ম দূরে পরিত্যাগ  
করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে অনুরক্ত হউন ॥ ১৪৮ ॥

দৈন্ত—

ন প্রেমগন্ধোহস্তি দূরাপি মে হরৌ

ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ ।

বংশীবিলাস্থাননলোকনং বিনা

বিভাশ্চি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ১৪৯ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ২।৪৫ শ্লোকস্থ মহাপ্রভুপাদোক্ত-শ্লোক )

( হে সখি, ) কৃষ্ণ আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাহি । তবে যে  
আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করিবার

জহ্ন। বংশীবদন কৃষ্ণদর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি,  
তাহা বৃথা ॥ ১৪৯ ॥

### আত্যান্তিক মঙ্গল লাভের উপায়

অত আত্যান্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোহনঘাঃ ।

সংসারহস্মিন্ ক্ষণাকৌহপি সংসঙ্গঃ সেবধিনৃণাম্ ॥ ১৫০ ॥

( ভাঃ ১১।২।৩০ )

নিমিরাজ নবযোগেন্দ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নিম্পাপ ঋষিগণ !  
আপনাদের গ্রায় ভগবদ্ভক্তদিগের দর্শন আতশয় ছল্ভ, সুতরাং আমি  
আপনাদের নিকট নিরাতশয় মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি ।  
এ সংসারেও ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ মানবগণের সন্মাতীষ্টপ্রদ আনন্দ-  
নিধিস্বরূপ ॥ ১৫০ ॥

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্তু মন্ত্যানাং কিমুতার্শযঃ ॥ ১৫১ ॥

( ভাঃ ১১।৮।১৩ )

ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকালমাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম  
মঙ্গলসাধিত হয়, তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষেরও কিঞ্চিদ্ভাও  
তুলনা হয় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদির কথা আর  
আধক কি বলিব ? ১৫১ ॥

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রী-

দীশাদপেতস্তু রিপর্যায়োহস্মৃতিঃ ।

শ্রুত্মায়য়াতো বৃধ আভজ্ঞেং তং

ভক্তৈক্যকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১৫২ ॥

( ভাঃ ১১।২।৩৭ )

ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি তজ্জন্ম দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্রমের অনাত্মবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইলেই দেহাদি মুহুদ্বর্গের নিমিত্ত ভয় হয়; অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন প্রভু এবং পরমপ্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসহকায়ে ভক্তনা করিবেন ॥ ১৫২ ॥

**শ্রুতিতে ভক্তপূজা ও সাধুসঙ্গের একান্ত কর্তব্যতা**

তস্মাদাত্মজ্ঞঃ হর্ষায়ৈদ্ভূতিকাশঃ ॥ ১৫৩ ॥

( মুণ্ডক ৩।১।১০ )

মুক্তিকাম ব্যক্তি আত্মজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্বক্তের পূজা করিবে ॥ ১৫৩ ॥

**সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপায় নাই**

রহুগণৈতৎ তপসা ন বাতি

ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা ।

ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগিসূর্যো-

র্বিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্ ॥ ১৫৪ ॥

( ভাঃ ৫।১২।১২ )

হে রহুগণ! মহা ভগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্যা, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা-দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না ॥ ১৫৪ ॥

**অল্পস্বকৃতিমানের পক্ষে মহৎগণের সেবালাভ সম্ভব নহে**

দুরাপা হল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবত্নাসু ।

যত্রোপগীয়তে নিতাং দেবদেবো জনার্দনঃ ॥ ১৫৫ ॥

( ভাঃ ৩।৩।২০ )

কুণ্ডাধ্বরহিত ভগবান্ বিকুর (অথবা, বিকুলোক বৈকুণ্ঠের)

প্রাপ্তির পঞ্চস্বরূপ মহদ্ব্যক্তিগণের সেবা অল্পহকৃতিমান ব্যক্তির পক্ষে  
হ্রস্বভ । এই ভক্তজনসমাগেই ভূতভাবন ভগবান্ নিত্য কীর্তিত হন ॥ ১৫৫

নৈবাং মতিস্তাবদুরূক্রমাজিঃ

স্পৃশত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ ।

মহীরসাং পাদরজোহাভিষেকং

নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ১৫৬ ॥

( ভাঃ ৭।৫।৩২ )

যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদভ্যেকের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ  
গৃহব্রতগণের মতি অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১৫৬ ॥

ভক্তেই নিখিলগুণের সমাবেশ অভ্যেকের কোনও গুণ নাই

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা

সর্বৈবগুণৈস্তত্র সমাসতে স্তরাঃ ।

হরাবভক্তস্ত কুতো মহদগুণা

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১৫৭ ॥

( ভাঃ ৫।১৮।১২ )

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে ষাঁহার নিকাম-সেবা-প্রবৃত্তি বর্তমান, ধর্ম-  
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত-গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাহাতেই সম্যগ্‌রূপে  
অবস্থান করেন ! হরিভক্তিবহীন ব্যক্তি—অত্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞান-যোগ-  
রত বা গৃহাদিতে আসক্ত ; স্মৃতরাং হরিতে তাহার কেবলা-ভক্তি নাই ।  
মনোধর্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্কিনিয়ে ধাবিত ; তাহাতে মহদগুণগ্রামের  
সম্ভাবনা কোথায় ? ১৫৭ ॥

সাধুসঙ্গ হইতেই প্রজ্ঞা, রতি ও প্রেমভক্তির উদয়

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তজ্জ্যেষ্ঠাষাদাশ্বপবর্গবত্মান

শ্রদ্ধা-রতিভক্তিরনুক্ৰামশ্চতি ॥ ১৫৮ ॥

( ভাঃ ৩২৫২৫ )

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট-সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতিউৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বস্ত্রস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রাত ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদ্ভূত হইবে ॥ ১৫৮

বিজ্ঞপ্তি—সম্প্রার্থনাঙ্গিকা,

দৈন্যময়ী, লীলাময়ী, মনঃ শিক্ষাময়ী ভেদে বহুবিধ ।

সম্প্রার্থনাঙ্গিকা

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরাং

কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।

মম জন্মানি জন্মনাশ্বে

ভবতাপ্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ১৫৯ ॥

( শিক্ষাষ্টক ৪ )

ত্রয়োদশরত্ন সমাপ্ত ।

হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না । আমি এই মাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক ॥ ১৫৯ ॥

ঠতি গোড়ীয়কর্পুহারে 'সাধনভক্তি-তত্ত্ব'-বর্ণন নামক

ত্রয়োদশরত্ন সমাপ্ত ।

# চতুর্দশ ব্রহ্ম

## বর্ণধর্ম-তত্ত্ব

বর্ণাশ্রম দ্বিবিধ—দৈব ও আশ্রম

দ্বৌভূতসংগৌ লোকেহস্মিন্ দৈবআশ্রম এব চ ।

বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আশ্রমস্তদ্বিপরিষায়ঃ ॥ ১ ॥

( পদ্মপুরাণ )

এই লোকে দৈব ও আশ্রমভেদে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি । বিষ্ণুভক্তিগণ দৈব এবং বাহারা বিষ্ণুবিরোধী, তাহারা তদ্বিপন্নীত অর্থাৎ আশ্রম-স্বভাব ॥

### দৈব-বর্ণাশ্রম—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।

বিষ্ণুরাধাতে পশ্চা নাশ্রম তন্তোমকারণম্ ॥ ২ ॥

( বিঃ পৃঃ ৩৮৯ ও পদ্মপুরাণ পাতালপণ্ড ৫৩ অঃ )

পরমেশ্বর বিষ্ণু, বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম আচারমুক্ত পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হন । বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাহাকে পরিতুষ্ট করিবার অশ্রু কোন কারণ নাই ॥ ২ ॥

### আশ্রম-বর্ণাশ্রমীর চরিত্র—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে ক্লগদাহরনীশ্বরম্ ।

অপন্নস্পরসম্ভূতঃ কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥ ৩ ॥

( গীঃ ১৬৮ )

আশ্রম-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এই জগৎকে মিথ্য, আশ্রমহীন-অনীশ্বর ও প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকে ;

সুতরাং প্রকৃতি পুরুষ সংযোগহেতু কাম ব্যতীত ইহাব আর অন্য কোন  
নিমিত্ত নাই ॥ ৩ ॥

### আসুর-বর্ণাশ্রমীর চরিত্র—

অসৌ ময়া হতঃ শক্রর্হনিম্বে চাপরানপি :

ঈশ্বরোহময়ঃ ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ৪ ॥

( গীঃ ১৬।১৪ )

এই শক্রটিকে নাশ করিলাম, অত্যাচ্য শত্রুগণকে শীঘ্র নাশ করিব ;  
আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান্, আমিই সুখী ॥

### আসুর-বর্ণাশ্রমীর পরিণাম—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপামাজশ্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু ॥ ৫ ॥

আসুরীং যোনিমাপন্বা মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্যৈব কোন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ৬ ॥

( গীঃ ১৬।১৯-২০ )

সেই বিদেষী ক্রুর নরাধমদিগকে আমি এই সংসারমধ্যেই অন্তত  
আসুরী-যোনিতে মকরদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত  
ক্রিয়াধারা তাহাদের আসুর-ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। আসুরী-যোনি  
প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম  
হইয়া তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে ॥ ৫-৬ ॥

### আসুরবর্ণাশ্রমিগণের ত্রিবিধ জন্ম, কুল ও বিদ্যা নিরর্থক

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবুদ্ধিচ্যং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্ ।

ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা বে হৃদোক্ষজে ॥ ৭ ॥

( ভাঃ ১০।২৩৩২ )

ভগবদ্বিহীনুখ জনগণের শৌক্য, সাবিত্র ও যাজ্ঞিকরূপ ত্রিবিধ জন্মে  
ধিক্, তাহাদের বিত্তা, ব্রত ও বহুজ্ঞতায় ধিক্, তাহাদের উচ্চকুল ও  
ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্, ( এই কথা বলিয়া বহির্দ্বার যজ্ঞে দীক্ষিত মাথুর  
ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে ধিক্কার করিয়াছিলেন ) ॥ ৭ ॥

জীবের স্বভাব—চারিপ্রকার (১) ব্রহ্মস্বভাব, (২) ক্ষত্রস্বভাব,  
(৩) বৈশ্যস্বভাব (৪) শূদ্রস্বভাব  
স্বভাবানুসারে বর্ণনির্ণয়ই বিজ্ঞান-সম্মত ও আৰ্য্যস্বাধি-সম্মত

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরাজ্জবম্ ।

জ্ঞানং দয়্যাত্যাত্মহং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ৮ ॥

শৌৰ্য্যং বীৰ্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা ।

ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥

দেবগুরুবচ্যতে ভক্তিত্রিবর্ণপরিপোষণম্ ।

আস্তিক্যামুছমো নিতাং নৈপুণ্যং বৈশ্যালক্ষণম্ ॥ ১০ ॥

শূদ্রস্ত সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া ।

অমল্লযজ্ঞো হস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

( ভাঃ ৭।১১।২১-২৪ )

শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, রাজ্জব, জ্ঞান, দয়া,  
ভগবদ্বক্তি ও সত্য,—এই কয়েকটা ব্রাহ্মণ-লক্ষণ । শৌৰ্য্য, বীৰ্য্য, ধৈর্য্য,  
তেজঃ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য,—এই কয়েকটা  
ক্ষত্র-লক্ষণ । দেবতা, গুরু, অচ্যুত-ভক্তি, ত্রিবর্ণ-পরিপোষণ, আস্তিক্য  
অর্থাৎ বেদে বিশ্বাস, উত্তম ও নৈপুণ্য,—এই কয়েকটা বৈশ্যালক্ষণ ।  
সজ্জনে নতি, শৌচ, নিরুপটে স্বামিসেবা, অমল্ল যজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য,  
গোবিপ্ররক্ষা,—এই কয়েকটা শূদ্র-লক্ষণ ॥ ৮-১১ ॥

## গীতার প্রমাণ—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈগুণৈঃ ॥ ১২ ॥

( গীঃ ১৮।৪১ )

সব্ধ, রজঃ, তমঃ,—এই তিনটি গুণই প্রকৃতিবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। হে পরস্তপ, সেই স্বভাবজনিত গুণদ্বারাষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্মসকল বিভক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

## ব্রহ্ম স্বভাবজ কর্ম—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্মস্বভাবজম্ ॥ ১৩ ॥

( গীঃ ১৮।৪২ )

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য,—এই কয়েকটি ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম ॥ ১৩ ॥

## ক্ষত্র স্বভাবজ কর্ম—

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দীক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাক্ষ্য ক্ষত্রকর্মস্বভাবজম্ ॥ ১৪ ॥

( গীঃ ১৮।৪৩ )

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দীক্ষা, সমরে অপরাধুখতা, দান, লোকনিয়ন্তৃত্ব, এই কয়েকটি ক্ষত্রস্বভাবজ কর্ম ॥ ১৪ ॥

## বৈশ্য ও শূদ্র-স্বভাবজ কর্ম—

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্মস্বভাবজম্ ।

পরিচর্যাশ্রকং কর্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥ ১৫ ॥

( গীঃ ১৮।৪৪ )

কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য,—এই কয়েকটা বৈশ্বদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ।  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্যাাত্মক কর্ম্মই শূদ্ৰদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ।  
( এই চারিপ্রকার স্বভাব হইতেই মানবগণের বর্ণ নিরূপিত হয়, কেবল  
শৌক্ৰ জন্ম দ্বারা হয় না ) ॥ ১৫ ॥

**গুণকন্ম্যানুসারে বর্ণবিভাগই ভগবানের অভিপ্রেত—**

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকন্মবিভাগশঃ ।

তত্ত্ব কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্বাকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৬ ॥

( গীঃ ৪।১৩ )

আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও  
শূদ্ৰ—এই চারিবর্ণের বিশেষত্ব সৃষ্টি করিয়াছি । সৃষ্টাদিকার্য্যে আমি কৰ্ত্তা  
হইলেও আমাকে অকৰ্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জ্ঞানিবে অর্থাৎ বর্ণ ও  
আশ্রমধর্ম্মের সৃষ্টি আমার বহিরঙ্গ। মায়াশক্তি-দ্বারাই হইয়া থাকে ।  
আমি স্ব-স্বরূপে ঐ সকল কার্য্য হইতে উদাসীন থাকি ॥ ১৬ ॥

**ভাগবত-প্রমাণ—**

মুখবাহুরুপাদেভাঃ পুরুষশ্রামৈঃ সহ ।

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিশ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ১৭ ॥

য এষাং পুরুষাং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১৮ ॥

( ভাঃ ১।১৫২-৩ )

“চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ।

স্বকন্ম করিতেও সে রোরবে পড়ি’ মজে ॥”

( চৈঃ চঃ মধ্য ২২পঃ ২৬ )

বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সম্বাদি-গুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি  
চাল্লি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ-উৎপন্ন হইয়াছে ;

ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজপিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় ॥১৭-১৮॥

### প্রাচীনযুগের বর্ণধর্ম ; সত্যযুগে একটীমাত্র-বর্ণ—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ ।

কৃতকৃত্যঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥ ১৯॥

ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্ মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী ।

বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্মা অহমাসং ত্রিব্রহ্মখঃ ॥ ২০ ॥

বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহুরুপাদজাঃ ।

বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥ ২১ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।১০।১২-১৩ )

( ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব, ) সত্যযুগের প্রারম্ভে মানব-দিগের ‘হংস’-নামে একটী বর্ণ ছিল। সেই যুগে যে সকল প্রজাবর্ণ জন্মগ্রহণ করিত, তাহারা জন্মমাত্রই কৃতকৃত্য হইত, এইজন্য ইহাকে লোকে ‘কৃতযুগ’ বলিয়া জানে। হে মহাভাগ, ত্রেতায়ুগ আরম্ভ হইলে আমার হৃদয় ও প্রাণ হইতে ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীবিদ্যা উৎপন্ন হয়। তাহার পর আমি হোত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদগাত্র—এই তিন যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। পরে বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে স্ব-স্ব আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইল ॥ ১৯-২১ ॥

পূর্বের সকলেই ‘ব্রাহ্মণ’ ছিলেন, পরে শুণকস্মানুসারে  
বিভিন্ন বর্ণবিভাগ—

ন বিশেষোহস্তি বর্ণ্যানাং সর্বং ব্রাহ্মক্ষিত্রং জগৎ ।

ব্রহ্মণা পূর্বস্মৃক্তং হি কস্ম্যভিবর্ণতাং গতম্ ॥ ২২ ॥

( মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮।১০ )

ভৃগু কহিলেন,—ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের কোনপ্রকার পার্থক্য নাই ।  
পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কৰ্ম্মদ্বারা বিভিন্ন  
বর্ণ-সংক্রান্ত লাভ করিয়াছে ॥ ২২ ॥

• কলিকালে বর্ণধর্ম্মের অবস্থা—

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ পাপপরায়ণাঃ ।  
নিজাচারবিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ২৩ ॥  
বিপ্রা বেদবিহীনাশ্চ প্রাতিগ্রহ-পরায়ণাঃ ।  
অত্যন্তকামিনঃ ক্রুরা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ২৪ ॥  
বেদনিন্দাকরাঃ শ্চ ব দ্যুতচৌর্য্যকরাস্তথা ।  
বিধবাসঙ্গলুকাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিজাঃ ॥ ২৫ ॥  
বুদ্ধার্থং ব্রাহ্মণাঃ কেচিৎ মহাকপটধর্ম্মিণঃ ।  
রক্তাস্বরী ভবিষ্যন্তি জটীলাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ ॥ ২৬ ॥  
কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রধর্ম্মিণঃ ॥ ২৭ ॥

( পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসাবে ১৭শ অঃ )

কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণই স্ব-স্ব আচার-  
বিহীন পাপপরায়ণ হইবে । বিপ্রগণ—বেদবিহীন, যজ্ঞনাদি অপর পাঁচটি  
ব্রাহ্মণোচিত কৰ্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল প্রাতিগ্রহপরায়ণ, অত্যন্ত কামুক  
ও ক্রুরপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে । কলিকালে দ্বিজগণ বেদনিন্দক, দ্যুতক্রীড়া-  
পরায়ণ, চৌর্য্যবৃত্তিবিশিষ্ট এবং বিধবা-সঙ্গলোলুপ হইবে । জীবিকানির্ব্বাহের  
জন্তু কোন কোন মহাকপটধর্ম্মী ব্রাহ্মণ রক্তবস্ত্র পরিধান এবং জটিল  
কেশধারণ করিবে । কলিতে ব্রাহ্মণগণ এইরূপ শূদ্রধর্ম্মে অবস্থান  
করিবে ॥ ২৩-২৭ ॥

## কলিকালের ব্রাহ্মণক্ৰব—

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু ।

উৎপন্ন্য ব্রাহ্মণকূলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্ ॥ ২৮ ॥

(চৈঃ ভাঃ ১১শ অধ্যায়স্থত বরাহপুরাণ-বচন)

পূর্ব পূর্ব যুগে দেবদ্বিজদ্রোহী যে-সকল অশ্বর বর্তমান ছিল, তাহারা ই কলিযুগে ব্রাহ্মণ-কূলে উৎপন্ন হয় এবং সেই কূলে উৎপন্ন হইয়া যাহাদিগেব দশবিধ সংস্কার, বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি ক্ষীণ হইয়াছে, সেই সকল শ্রোত্রিয়-কুলকে বাধা প্রদান করে ॥২৮॥

## ত্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ—

এই সকল রাক্ষস ‘ব্রাহ্মণ’-নাম-মাত্র ।

এই সব লোক যম-যাতনার পাত্র ॥

কলিযুগে রাক্ষসসকল বিপ্র-যরে ।

জন্মিবেক সৃজনের হিংসা করিবারে ॥

এ-সব বিপ্রেয় স্পর্শ, কথা, নমস্কার ।

ধর্মশাস্ত্রে সর্ববথা নিষেধ করিবার ॥ ২৯ ॥

( চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৩০০, ৩০২, ৩০৩ )

## শৌক্যবিচারে বর্ণ-নিরূপণ দৃষিত কেন ?—

জাতিরত্ৰ মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে ।

সংস্কারং সর্ববর্ণানাং দুঃসরীক্ষ্যতি মে মতিঃ ॥ ৩০ ॥

সর্বের সর্বাস্পত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ ।

বাঈত্থনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥ ৩১ ॥

( মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩১-৩২ )

( যুধিষ্ঠির নহষকে বলিলেন,—) হে মহামতে মহাসর্প, মনুষ্যত্বে সকল বর্ণের মধ্যে সাক্ষ্যবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের জাতি নিরূপণ-কার্য—দুঃসরীক্ষ্য,

ইহাই আমার বিশ্বাস ; যেহেতু সকলবর্ণের মানবগণ সকলবর্ণের স্ত্রীতেই—  
সন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ । মানবগণের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ  
সকলবর্ণেরই একই প্রকার ॥ ২২-৩১ ॥

সত্যপ্রিয়-বৈদিক ঋষিগণের অভিমত—

“ন চৈতদ্বিদ্যো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি” ॥ ৩২ ॥

( মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩২ শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা-প্রতি প্রাপ্তি )

আমরা জানি না, আমরা ‘ব্রাহ্মণ’ কি ‘অব্রাহ্মণ’ ;—সত্যপ্রিয়-ঋষি-  
গণের চিন্তে এইপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মগত বর্ণ-নিরূপণই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসাদি

দ্বারা সমর্থিত—

( ১ ) শ্রুতি-প্রমাণ—

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রা ইতি চহরো বর্ণাশ্বেবাং বর্ণানাং  
ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্ । তত্র  
চোত্তমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম । কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং  
জাতিঃ কিং জ্ঞানং কিং কৰ্ম্ম কিং ধার্ম্মিক ইতি । তত্র প্রথমো  
জীবো ব্রাহ্মণ ইতি । চেত্তম । অতীতানাগতানেকদেহানাং  
জীবশ্চেকরূপত্বাৎ একস্ত্যপি কৰ্ম্মবশাদনেকদেহ-সংভবাৎ সর্ব-  
শরীরানাং জীবশ্চেকরূপত্বাচ্চ । তস্মান্ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি ।  
তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তম আচণ্ডালাদিপর্য্যস্তানাং  
মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন • দেহশ্চেকরূপত্বাজ্জরামরণ-ধৰ্ম্মা  
ধৰ্ম্মাদি-সাম্যদর্শনাদ্ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো ব্রহ্মবর্ণো বৈশ্যঃ  
পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ । পিত্রাদি-শরীরদহনে  
পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাди-দোষসম্ভবাচ্চ তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি ।

তর্হি জাতি ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন । তত্র জাত্যান্তরজন্তুসু অনেক জাতিসংভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি । ঋষ্যশৃঙ্গো মুগ্যাঃ । কৌশিকঃ কুশাৎ । জাম্বুকো জম্বুকাৎ । বাল্মীকো বাল্মীকাৎ । বাসঃ কৈবর্ত-কন্যায়াম্ । শশপৃষ্ঠাৎ গোতমঃ । বশিষ্ঠঃ উর্বশ্যাং । অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ । এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি । তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণ ইতি । তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন । ক্ষত্রিয়াদয়োপি পরমার্থদর্শিনোহভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি । তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি । তর্হি কস্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন । সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রারকসন্ধিতাগামিকস্ম-সাধর্ম্যাদর্শনাৎ কস্মাভিপ্রেতিতাঃ সন্তুঃ জনাঃ ক্রিয়াঃ কুব্বন্তীতি । তস্মান্ন কস্ম ব্রাহ্মণ ইতি । তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন । ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি । তস্মান্ন ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি । তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম । যঃ কশ্চিদাত্মানং অদ্বিতীয়ং জাতি-গুণ-ক্রিয়া-হীনং ষড়্ধর্ম্মষড়্ভাবেত্যাদি-সর্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপং স্বয়ং নির্বিকল্পং অশেষকল্লাধারং অশেষভূতাস্তুর্যামিভেন বর্তমানং অন্তর্বহিঃশ্চাকাশবদনুসূতমখণ্ডানন্দস্বভাবং অপ্ৰমেয়ং অনুভবৈকবেত্বং অপরোক্ষতয়্য ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃতা কৃতার্থতয়া কামরাগাদি-দোষরহিতঃ শম-দমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্যাতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দন্তাহঙ্কারা-দিভিরসংস্পৃষ্টচেতঃ বর্ততে । 'এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানাম্ভিপ্রায়ঃ । অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব-সিদ্ধিনা স্তোব' ॥ ৩৩ ॥

( বঙ্কিমচন্দ্রকোপনিষৎ )

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণ। বর্ণদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। ইহাই বেদবচনামুরূপ, স্মৃতিতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মণ কে? জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম, ধার্মিক, ইহার মধ্যে ‘ব্রাহ্মণ’ কে? এই প্রশ্নে প্রথমতঃ জীবকে ‘ব্রাহ্মণ’ বলিলে, তাহা সত্য নহে। অতীত-অনাগত অনেক শরীরগণের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-হেতু, একরূপেরও কর্মবশে অনেক দেহ-সম্ভাবনা-হেতু এবং সর্বদেহগণের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-নিবন্ধন, ‘জীব’ ব্রাহ্মণ নহেন। তাহা হইলে কি ‘দেহ’ ব্রাহ্মণ? ইহাও নহে। চণ্ডাল পর্যন্ত নরগণের পার্থক্যভৌতিক দেহের একরূপত্ব-হেতু জরা-মরণ ধর্ম্মাধর্ম্মের সমানতা-দর্শন-হেতু, ‘ব্রাহ্মণ’—‘স্বৈতবর্ণ’, ‘ক্ষত্রিয়’—‘রক্তবর্ণ’, ‘বৈশ্য’—‘পীতবর্ণ’, ‘শূদ্র’—‘কৃষ্ণবর্ণ’, এইরূপ নিয়ম না থাকায়, ‘দেহ’ ব্রাহ্মণ নহে। শরীর-দহনে পুত্রাদির ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপপ্রায় করে না। সে জন্ত ‘দেহ’ ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি ‘জাতিই ব্রাহ্মণ’?—তাহাও নহে। মৃতপিত্রাদির অজ্ঞাতীয় প্রাণিমধ্যে অনেক জাত্যুদ্ভূত মর্হর্ষণ উৎপন্ন। নৃগী হইতে গম্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কোশিক, জম্বুক হইতে জম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে বল্মীকি, কৈবর্তকথা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ধ্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন শুনা যায়; এতদ্-বাতীত লব্ধজ্ঞান ভিন্নজাত্যুৎপন্ন বহু ঋষি আছেন; তজ্জন্ত ‘জাতি’ই ‘ব্রাহ্মণ’ নহে। তাহা হইলে কি ‘জ্ঞান’ ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেকেই অভিজ্ঞ-পরমার্থদর্শী। সে জন্ত ‘জ্ঞান’ও ‘ব্রাহ্মণ’ নহে। তাহা হইলে কি কর্মই ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। সকল প্রাণীর প্রারম্ভ-সঞ্চিত আগামী কর্মসাধর্ম্ম আছে। কর্ম্মাভিপ্রেত হইয়া মানবগণ কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকেন। তজ্জন্ত ‘কর্ম্মই’ ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি ধার্মিকই ‘ব্রাহ্মণ’? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়গণও অনেক হিরণ্যদাতা, সেজন্ত ধার্মিক ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যে কেহ আত্মাকে

অদ্বিতীয়, জাতিগুণ-ক্রিয়াহীন, ষড়ুর্ন্ব-ষড়্ভাব ইত্যাদি সর্বদোষরহিত সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপ, স্বয়ং নির্বিকল্প অশেষকল্পাধার, অশেষ প্রাণীর অন্তর্ধ্যামিরূপে বর্তমান, আকাশের গ্রায় অন্তর্বাহ-অনুস্থ্যত, অথও আনন্দ-স্বভাব-সম্পন্ন, অপ্ৰমেয়, অমুভবৈকবেদ্য এবং অপরোক্ষ-প্রকাশময় জানিয়া করতলস্থিত আমলক-ফলের গ্রায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষীকরণ-পূর্বক কৃতার্থ হইয়া কামরাগাদি-দোষশৃঙ্খ, শমদমাদিবিশিষ্ট, ভাব, মাৎসর্য্য, তুষাশয়, মোহাদিরহিত এবং দম্ভমহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্টচিত্ত হইয়া বাস করেন। এই প্রকার কথিত-লক্ষণ বিশিষ্ট যিনি, তিনিই ‘ব্রাহ্মণ’;—ইহাই ঋতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অগ্রথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না ॥ ৩৩ ॥

### ( ২ ) ভারত-প্রমাণ—

শূদ্রে চৈতন্তবেল্লক্ষ্মঃ দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে ।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥ ৩৪ ॥

( মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৯৮ )

শূদ্রে যদি বিপ্রলক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্রলক্ষণ উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে শূদ্র শূদ্রবাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

### ( ৩ ) ভাগবত-প্রমাণ—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।

যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তদ্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥ ৩৫ ॥

( ভাঃ ৭।১।৩৫ )

মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে ‘সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণে তাহাকে নির্দেশ করিতে হইবে। ( কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না ) ॥ ৩৫ ॥

(৪) বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা-সম্বন্ধে প্রাচীন টীকাকারগণের অভিমত—  
ত্রিণীলকণ্ঠের মত

এবং সত্যাদিকং যদি শূদ্রেহপাস্তি তর্হি সোহপি ব্রাহ্মণ এব  
স্যাৎ \* \* \* শূদ্রলক্ষ্মকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেহস্তু নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্ম-  
শমাদিকং শূদ্রেহস্তু । শূদ্রোহপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব,  
ব্রাহ্মণোহপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব ॥ ৭৬ ॥

( মঃ ভাঃ পঃ ১৮০।২৩-২৬ নীলকণ্ঠ-টীকা )

এইরূপ সত্যাদি লক্ষণ যদি শূদ্রেও থাকে, তাহা হইলে তিনিও  
নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইবেন। কামাদি শূদ্রের লক্ষণসমূহ  
ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না, আবার শমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্রমধ্যে থাকে  
না। শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি শমাদি-গুণ দ্বারা ভূষিত থাকেন, তাহা  
হইলে নিশ্চয়ই তিনি ‘ব্রাহ্মণ’। আর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি  
কামাদিগুণ বৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ‘শূদ্র’,—এ বিষয়  
কোন সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥

(৫) বৃত্তব্রাহ্মণতা-সম্বন্ধে ত্রীধরস্বামিপাদের অভিমত—

শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাৎ ।  
যদ্ যদি অন্ত্র বর্ণান্তরেহপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব  
লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দেশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তে  
নেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

( ভাঃ ৭।১১।৩৫ ভাবার্থদীপিকা )

শমাদি-গুণ-দর্শন-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাট প্রধান ব্যবহার।  
সাধারণতঃ জাতি দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই  
নিয়ম নহে। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ‘যন্ত যল্লক্ষণম্’ ( ভাঃ  
৭।১১।৩৫ ) প্রোক্তের অবতারণা করিতেছেন। যদি শৌকীব্রাহ্মণ ব্যতীত

অশৌকব্রাহ্মণে অর্থাৎ বাঁহার ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা নাট এইরূপ ব্যক্তিতে শমাদি-  
গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিনিমিত্তে বাঁধ্য না করিয়া,  
লক্ষণ দ্বারা তাঁহার ‘বর্ণ’ নিকপণ করিবে। অত্যা প্রত্যাবায়গ্রস্ত  
হইতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

### ( ৬ ) মহাপ্রভুর ‘ব্রাহ্মণ’-সংজ্ঞা-নির্দেশ—

সহজে নিম্নল এই ‘ব্রাহ্মণ’-হৃদয় ।

কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয় ॥

‘মাৎস্য’-চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা ।

পরম-পবিত্র-স্থান ‘অপবিত্র’ কৈলা ॥ ৩৮ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ১৫১২৭৪-২৭৫ )

### ( ৭ ) স্মৃতিপ্রমাণ—

এতন্মে সংশয়ং দেব বদ ভূতপতেহনঘ ।

ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥

স্থিতো ব্রাহ্মণ-ধর্মোণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি ।

ক্ষত্রিয়ো বাহথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

(মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩৫, ৮)

উমা বলিলেন,—হে দেব, ভূতপতে অনঘ, তিনবর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়,  
বৈশ্য ও শূদ্র কি প্রকারে নিজস্বতাব দ্বারা ব্রাহ্মণতা লাভ করিবেন,  
এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। মহেশ্বর তত্ত্বতরে কহিলেন,  
—ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যদিও ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মবৃত্তি  
জীবিকায় দিনযাপন করেন, তাহা হইলে তাদৃশচরণকারি-ব্যক্তি ব্রাহ্মণতা  
লাভ করিতে পারেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

স্মৃতিতে স্পষ্টভাবে বক্তব্যবিচার—

মহাভারতে—

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেহসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।

ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্তমানো বিকস্মন্ত ॥ ৪০ ॥

দাস্তিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ ।

যন্ত শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সত্যতোষিতঃ ।

তং ব্রাহ্মণমহং মন্ত্রে বৃন্তেন হি ভবেদ্ভিজঃ ॥ ৪১ ॥

( মঃ ভাঃ বঃ পঃ ২১৫।১৩-১৫ )

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাপকে কহিলেন, আমার বিবেচনায় তুমি সম্প্রতি ব্রাহ্মণ, ইহাতে সংশয় নাই। কারণ, যে ব্রাহ্মণ দাস্তিক ও বহুল দৃষ্টি-পরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎ-ধর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সে শূদ্রতুল্য; যে শূদ্র হজ্রিয়নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সত্য উত্তমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি ‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া বিবেচনা করি, কারণ ‘ব্রাহ্মণ’ হইবার কারণই একমাত্র ‘সচ্চরিত্রতা’ ॥ ৪০-৪১ ॥

হিংসানৃত-প্রিয়া লুকাঃ সর্বকস্মোপজীবিনঃ ।

কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥৪২॥

সর্ববভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্বকস্ম-করোহশুচিঃ ।

ত্যক্তবেদশ্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

( মঃ ভাঃ শাঃ পঃ মোঃ বঃ ১৮৮।১৩ ; ১৮৯।৭ )

হিংসা, মিথ্যাভাষণ, লোভ ও সর্বকস্মের দ্বারা জীবিকানির্ভার, অসৎ কার্যদ্বারা শুচিলঙ্ঘন হইয়া দ্বিজগণ শূদ্রবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সকল ভ্রব্যভোজনে রতিবিশিষ্ট, সকলকস্মকারী, অশুচি, ত্যক্তবেদ-ধর্ম্ম ও অনাচারী, তাহাকেই ‘শূদ্র’ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪২-৪৩ ॥

বৃত্তবিচায়ে স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুজ্ঞা—

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্পবৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ।

যত্রৈতল্ল ভাবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নিদ্দেশেৎ ॥ ৪৪ ॥

( মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৬ )

হে সর্প ! যাহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই ‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া কথিত । ব্রাহ্মণ-স্বভাব না থাকিলে তিনি ‘শূদ্র’ ॥ ৪৪ ॥

শ্রুতিতে বৃত্তব্রাহ্মণতার উদাহরণ—(১) সত্যকাম-

জাবাল ও গৌতম

তাং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোমাসীতি । স হোবাচ ।  
নাহমেতদ্ভেদে ভো যদেগোত্রোহহং অস্মি । অপৃচ্ছং মাতরম্ । সা মা  
প্রত্যববীদ্ধবহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে দ্ব্যমলভে । সাহং  
এতৎ ন বেদ যদেগোত্রস্বমসি । জবালা তু নামা অহমস্মি ।  
সত্যকামো নাম ভ্রমসীতি । সোহহং সত্যকামো জাবালোহস্মি  
ভো ইতি । তং হোবাচ—এতদব্রাহ্মণো বিবৃক্তুমর্হতি সমিধং  
সোম্য আহর । উপ ত্বা নেষ্যে । ন সত্যাদগা ইতি ॥ ৪৫ ॥

( ছাঃ ৪।৪।৪ )

গৌতম তাহাকে কহিলেন,—হে সৌম্য ! তুমি কোন্ গোত্রীয় ?  
তিনি কহিলেন,—“আমি জানি না, আমি কোন্ গোত্রীয় । মাতাকে  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; তিনি আমাকে বলিয়াছেন,—“আমি যৌবনে  
পরিচারিণীরূপে বহু লোকের পরিচর্যা করিতে করিতে তোমাকে পুত্ররূপে  
পাইয়াছি । তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না । আমার নাম  
জবালা । তোমার নাম সত্যকাম ।” সেই আমিই সত্যকাম জাবাল ।” গৌতম  
তাহাকে কহিলেন, “বৎস, তুমি যে সত্য বলিলে, ইহা অব্রাহ্মণ বলিতে  
পারে না । অতএব তুমি ‘ব্রাহ্মণ’, তোমাকে গ্রহণ করিলাম । হে সৌম্য !

সমিধ্ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনয়ন প্রদান করিব; তুমি সত্য হইতে চ্যুত হইও না ॥ ৪৫ ॥

বৈদিকযুগের বৃত্ত বা দৈক্ষ্য-ব্রাহ্মণতার উদাহরণ

শ্রুতি ও বৈদিকাচার্য্যগণ-দ্বারা সমর্থিত

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোহনার্জ্জবলক্ষণঃ ।

গৌতমস্মৃতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

( ছান্দোগ্যে মাধবভাষ্যভূত নাম-সংহিতা-বাক্য )

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্তমান । হারিক্রমত-গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সার্বিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

বেদান্তসূত্রের প্রমাণ—(২) চিত্ররথের উদাহরণ—

“শুগস্য তদনাদরশ্রবণান্তদাদ্রবণাৎ সূচাতে হি” ॥ ( ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৪ ) ; নাসৌ পৌত্রায়ণঃ শূদ্রঃ শুচাদ্দ্রবণমেব হি শূদ্রত্বম্ । ( পূর্ণ-প্রজ্ঞদর্শনে মাধব-ভাষ্য ) রাজা পৌত্রায়ণঃ শোকাচ্ছূদ্রেতি মুনিনোদিতঃ । প্রাণবিছ্যামবাপ্যাস্মাৎ পরং ধর্ম্মমবাপ্তবান্ ॥ ৪৭ ॥

( পদ্মপুরাণ ) .

শোকদ্বারা যিনি দ্রবীভূত তিনিই শূদ্র । পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের বশবর্তী হওয়ায় রৈক মুনি কর্তৃক ‘শূদ্র’ বলিয়া কথিত হইয়াছেন । এই রৈকমুনি হইতে প্রাণবিদ্যালাভ করিয়া পরমধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

“ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ” ( ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৫ )

ভাষ্যে—

“অয়ং অশ্বতরীরথ ইতি চিত্ররথ-সম্বন্ধিহেন লিঙ্গেন পৌত্রায়ণস্ত ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ । রথশ্বতরীযুক্তশ্চিত্র ইত্যভি-

ধীয়তে । ইতি ব্রাহ্মে । যত্র বেদো রথস্তত্র ন বেদো যত্র নো  
রথ ইতি চ ব্রহ্মবৈবর্তে ॥” ৪৮ ॥

‘এই যে অশ্বতরীযুক্ত’ রথ,—এই চিত্ররথসম্বন্ধী চিহ্নদ্বারাই পৌত্রায়ণের  
ক্ষত্রিয়ত্বোপলব্ধি ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে । রথে অশ্বতরী-সংযোগে  
‘চিত্র’ আখ্যা হইয়াছে । ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ-মতে,—যেখানে বেদ, তথায়  
রথ, যেখানে বেদ নাই, রথও সেখানে নাই । চৈত্ররথ চিহ্নদর্শনে  
উত্তরত্র ক্ষত্রিয়ত্ব-উপলব্ধি । ( এই সকল বৈদিক আখ্যায়িকা হইতে জানা  
যায় যে, লক্ষণ-দর্শনে বর্ণজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতেছে ) ॥ ৪৮ ॥

( ৩ ) স্মৃতিতে বৃত্তব্রাহ্মণতার উদাহরণ—

নাভাগাদিষ্টপুত্রো দ্বৌ বৈশ্ণৌ ব্রাহ্মণতাং গতো ॥৪৯॥

( হরিবংশে ১১ অধ্যায় )

নাভাগ এবং দিষ্টপুত্র এই বৈশ্যদ্বয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

অসংখ্য উদাহরণ-মধ্যে কয়েকটি—

এবং বিপ্রত্বমগমদ্বীতহব্যো নরাধিপঃ ।

ভৃগোঃ প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥ ৫০ ॥

তস্ম গুৎসমদঃ পুত্রো রূপেণেন্দ্র ইবাপরঃ ।

স ব্রহ্মচারী বিপ্রমিঃ শ্রীমান্গুৎসমদোহভবৎ ॥ ৫১ ॥

পুত্রো গুৎসমদস্ত্যপি সূচেতাঅভবদ্ভিজঃ ।

বর্চসাঃ সূচেতসঃ (সূতেজসঃ) পুত্রো বিহবাস্তস্ত চাত্বজঃ ॥৫২॥

বিহবাস্ত তু পুত্রস্ত বিতত্যস্ত চাত্বজঃ ।

বিতত্যস্ত সূতঃ সত্যঃ সন্তঃ সত্যস্তস্ত চাত্বজঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্রবাস্তস্ত সূতশর্ষিঃ শ্রবসশ্চাত্ববত্তমঃ ।

তমসশ্চ প্রকাশোহভূতনয়ো দ্বিজসন্তমঃ ॥ ৫৪ ॥

প্রকাশস্ত চ বাগিন্দ্রো বভূব জয়তাং বরঃ ।

তস্তাত্মজশ্চ প্রমিতিবেদ-বেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৫৫ ॥

স্বতাচাং তস্য পুত্রস্ত রুক্রনামোদপতত ।

প্রমদরায়ান্ত রুরোঃ পুত্রঃ সমুদপতত ।

শুনকো নাম বিপ্রার্থিস্য পুত্রোহথ শৌনকঃ ॥ ৫৬ ॥

( মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ৩০।৬৬, ৫৮, ৬০-৬৫ )

রাজা বীতহব্য এই প্রকারে ব্রাহ্মণতা লাভ করিলেন । হে ক্ষত্রিয়র্ষভ রাজেন্দ্র, বাতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ভৃগুর প্রসাদে বিপ্র হইলেন । তাঁহার আত্মজ গুৎসমদ—দ্রুপে, অপর ইন্দ্রের তুল্য । তিনি ব্রহ্মচারী ও বিপ্রার্থি হইয়াছিলেন । গুৎসমদের পুত্র স্মৃচেতা বিপ্র হইয়াছিলেন । স্মৃচেতার তনয় বর্চাঃ, তাঁহার আত্মজ বিহব্য, তৎস্মৃত বিতস্তা, তৎস্মৃত সত্য, তৎস্মৃত সন্ত, তৎস্মৃত ঋশশ্রবা, তৎস্মৃত তম, তৎস্মৃত দ্বিজসন্তনপ্রকাশ, তৎস্মৃত বাগিন্দ্র, তৎস্মৃত বেদ-বেদাঙ্গপারগ প্রমিতি । স্বতাচার গর্ভে প্রমিতির তনয় রুক্র জন্মগ্রহণ করেন । প্রমদরার গর্ভে রুক্রর শুনক নামক বিপ্রার্থি তনয় হয় এবং তাহার স্মৃতই শৌনক ॥ ৫০-৫৬ ॥

( ৪ ) ভাগবত বা নির্মল বৈষ্ণবপুরাণে ব্রতব্রাহ্মণতার

উদাহরণ—

যবীয়সামেকাশীতির্জায়ন্তে যাঃ পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা  
মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কশ্ম্ববিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বভূবুঃ ॥ ৫৭ ॥

•

( ভাঃ ৫।৪।২২ )

( পূর্বোক্ত উদবিংশতি পুত্রের ) কনিষ্ঠ, ঋষভের ঔরসে জয়ন্তীর গর্ভজাত একাশীতি-সংখ্যক পুত্র পিতা ঋষভ-দেবের আজ্ঞানুসারী, অতিশয় বিনীত, বেদ-নিপুণ, যজ্ঞপরায়ণ ও সদাচার-রত ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

পুরোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোহসি ভারত ।

যত্র রাজর্ষয়ো বংশা ব্রহ্মবংশাশ্চ জজিৱে ॥ ৫৮ ॥

( ভাঃ ৯।২০।১ )

হে ভারত, পুরুবংশ কীৰ্ত্তন করিতেছি । এই বংশে তুমি জন্মিয়াছ ।

এই বংশে অনেক রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

কাশ্যঃ কুশো গুৎসমদ ইতি গুৎসমদাদভূৎ ।

শুনকঃ শৌনকো যস্য বহুচপ্রবরো মুনিঃ ॥ ৫৯ ॥

( ভাঃ ৯।১৭।৩ )

( চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ । তাঁহার পুত্র স্নহোত্র ) ।  
স্নহোত্রের কাশ্য, কুশ ও গুৎসমদ-নামক তিনটি পুত্র । তন্মধ্যে গুৎসমদ  
ইহাতে শুনক জন্মগ্রহণ করেন । শুনকের পুত্র শৌনক বহুচপ্রবর  
মুনি হন ॥ ৫৯ ॥

পদ্মপুরাণে ব্রহ্মার বাক্য—

ব্রহ্মোবাচ—

সচ্ছ্রীত্রিয়কুলে জাতো অত্রিযো নৈব পূজিতঃ ।

অসৎক্ষেত্রকুলে পূজ্যা ব্যাসবৈভাগুকৌ যথা ॥ ৬০ ॥

ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতো বিশ্বামিত্রোহস্তি মৎসমঃ ।

বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অগ্নৌ সিদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৬১ ॥

\*

\*

\*

যস্য তস্য কুলে জাতৌ গুণবান্বেব তৈশ্চ গৈঃ ।

সাক্ষাদব্রহ্মময়ো বিপ্রঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬২ ॥

( পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ৪৩অঃ ৩২১ ও ৩২২ পৃষ্ঠা, গোড়ীয়-সংস্করণ )

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—সচ্ছ্রীত্রিয়কুলে জাত সদাচাররহিত ব্যক্তি  
কখনই পূজিত নহেন । অসৎক্ষেত্র ও কুলে আবির্ভূত ব্যাস ও বৈভাগক-

মুনি পূজাই ; ক্ষত্রিয়কুলে জাত বিখ্যাসিত্রও মন্তুল্য। বেশ্যার ক্ষেত্রে উদ্ধৃত বসিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণশৃগোপেত অথ ব্যক্তিগণও ব্রাহ্মণ বলিয়াই সিদ্ধ। যে সে কুলে জন্মগ্রহণ করেন না কেন, শৃগবান্ তাঁহার শৃগসমূহের দ্বারাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণ, তাহাকে বিশেষ যত্নের সহিত পূজা করা কর্তব্য ॥ ৬০-৬২ ॥

বিবাদতর্কে শৌক্ৰবিচারের শুদ্ধতার অভাব ;

পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষায়ই শুদ্ধি—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ ।

তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবজ্ঞানা ॥ ৬৩ ॥

( হঃ ভঃ দিঃ ৫ম বিঃ ৩ সংখ্যা-প্ৰত বিষ্ণুসামল-বাক্য )

কালিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্ৰব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা—  
শূদ্রসদৃশ নামনাথ। তাঁহাদের বৈদিক কন্মার্হুষ্ঠানমার্গে নিম্নলতা নাই।  
পাঞ্চরাত্রিক-বিধানই তাঁহাদের শুদ্ধি ॥ ৬৩ ॥

‘দীক্ষা’ কাহাকে বলে ?—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দত্তাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্ত সংক্ষয়ম্ ।

তস্মাদ্দীক্ষ্যেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥ ৬৪ ॥

( হঃ ভঃ ১বঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যা-প্ৰত বিষ্ণুসামল-বাক্য )

যেহেতু দিব্যজ্ঞান ( সম্বন্ধ-জ্ঞান ) প্রদান করে এবং পাপের ( পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা ) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎ-  
তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অর্হুষ্ঠানকে “দীক্ষা” নামে অভিহিত করেন ॥ ৬৪ ॥

পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার নূনত্বেরই পারমার্থিক-ব্রাহ্মণত্ব—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংশ্চ রসবিধানতঃ ।

তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত তত্ত্বসাগর-বচন )

যে রূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কঁাসা স্বর্ণ লাভ করে, তদ্রূপ ( বৈষ্ণবী ) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেয়ই বিপ্রতা সাধিত হয় ।

**টীকা**—নৃণাং সর্বেষামেব দ্বিজত্বং ‘বিপ্রতা’ ॥ ৬৫ ॥

( শ্রীসনাতন-গোস্বামী-কৃত দিগ্‌দর্শিনী )

টীকাব অর্থ—‘নৃণাং’ শব্দে দীক্ষিত সকলেরই ; ‘দ্বিজত্বং’-শব্দে বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা ( ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে ) ॥ ৬৫ ॥

**আচার্য্য বিনীত শিষ্যদিগকে সংস্কার প্রদান করিয়া**

**মন্ত্রার্থ বলিবেন—**

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিষ্কিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ ।

বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥ ৬৬ ॥

( নারদ-পঞ্চরাত্র—ভরদ্বাজসংহিতা ২য় অঃ ৩৪ শ্লোক )

আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যের পুনর্জন্ম হয় । বিনীত শিষ্যপুত্রদিগকে বৈদিক দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন । ইহাই দীক্ষা-বিধি ॥ ৬৬ ॥

**ভারত-প্রমাণ—**

এতৈঃ কস্মৎকলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ ।

শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥ ৬৭ ॥

( মঃ ভাঃ অন্নঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৪৬ )

হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এইসকল কস্মৎকল দ্বারা আগম-সম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধান-অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করেন ॥ ৬৭ ॥

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ ।

কারণানি দ্বিজত্বশ্চ বৃন্তমেব তু-কারণম্ ॥ ৬৮ ॥

সর্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে ।

বৃত্তে স্থিতস্ত শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥ ৬৯ ॥

( মঃ ভাঃ অম্বঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৫০, ৫১ )

জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সম্ভ্রুতি,—কোনটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ । বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৮-৬৯ ॥

### আচার্য্য গোস্বামীর সিদ্ধান্ত—

ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেহপি সর্বন-  
যোগ্যতায় পুণ্যবিশেষময়-সাবিত্র-জন্মসাপেক্ষত্বাৎ । ততশ্চ অদীক্ষি-  
তস্ত শ্রাদ্দস্ত সর্বন-যোগ্যপ্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারম্ভমপি  
গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচার্য্যভাবাৎ অদীক্ষিতস্ত শ্রাদ্দস্ত দীক্ষাং বিনা  
সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং সর্বনযোগ্যত্বাভাব-  
চ্ছেদকপুণ্যবিশেষময়-সাবিত্রজন্মসাপেক্ষাবদস্ত অদীক্ষিতস্ত শ্রাদ্দস্ত  
সাবিত্র্য-জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ৭০ ॥

( ভূর্গমঙ্গমণী—পূর্ব-বিঃ ১।১৩ )

ব্রাহ্মণ-কুমারগণের শৌক্রেজন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও  
যেক্ষণ সর্বন-যজ্ঞে যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্ত পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র-  
জন্মের অপেক্ষা করে অর্থাৎ শৌক্রেব্রাহ্মণকুলেজন্মিয়াও উপনয়ন না হওয়া  
পর্য্যন্ত দ্বিজ যেমন সর্বন-যজ্ঞে অধিকার প্রাপ্ত হয় না, তজপ্চণ্ডালকুলোদ্ভূত  
অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামোচ্চারণ-মাত্রে) সর্বনযজ্ঞে যোগ্যতা-প্রাপ্তির  
প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্বাদির মূল প্রারম্ভপাপ বিদূরিত হইলেও তাহার দীক্ষা  
ব্যতীত সাবিত্র-জন্ম লাভ হয় না; যেহেতু অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র-  
সংস্কার-গ্রহণ—শিষ্টাচারবিরুদ্ধ । ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির যেমন সর্বন-

যোগ্যতা-নির্ণায়ক বিশেষ পুণ্যময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির ( নামকীর্তন-মাত্রে ) ব্রাহ্মণত্ব বা সর্বন-যোগ্যতা-লাভ হইলেও সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা আছে ॥ ৭০ ॥

এবং দীক্ষাতঃ পরম্যাদেব তস্মৈ ধ্রুবশ্চেব দ্বিজত্ব-সংস্কারস্তদাবা-  
ধিতত্বাৎ তন্মদ্বাধিদেবাজ্জাতঃ ॥ ৭১ ॥

( ব্রঃ সং ৫১২৭ শ্রীজীবরূত-ভাষ্য )

অতঃপর ধ্রুবের স্থায় দীক্ষার পরেই ব্রহ্মার দ্বিজত্ব সংস্কার অব্যাহত হওয়ায় সেই সেই দীক্ষামস্ত্রের অধিদেবতা হইতে উহা ( ঐ সংস্কার ) উৎপন্ন হইল ॥ ৭১ ॥

**জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ**

মাতুরগ্ৰেহধ্বজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে ।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্তা শ্রুতি-চোদনাৎ ॥ ৭২ ॥

( মনু ২।২৬০ )

শ্রুতিতে কথিত হয় যে, দ্বিজের মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মই শৌক্র-জন্ম, পরে উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্মলাভ হয়, তৎপর যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তাহার তৃতীয় জন্ম হইয়া থাকে ( অতএব জন্ম ত্রিবিধ—‘শৌক্র’, ‘সাবিত্র’ ও ‘দৈক্ষ’ ) ॥ ৭২ ॥

**ত্রিবিধজন্মসম্বন্ধে স্বামিপাদ—**

ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষামিতি ত্রিগুণিতঃ জন্ম ॥ ৭৩ ॥

( ভাবার্থদীপিকা ১০।২৩৩৯ )

“ত্রিবৃৎ” শব্দে শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ এষ্ট ত্রিবিধ জন্ম বুঝাইয়া থাকে ॥

**অষ্ট-চত্বারিংশৎ-সংস্কার যুক্ত ব্যক্তিই ‘ব্রাহ্মণ’**

“ষষ্টৈস্তেহষ্টচত্বারিংশৎসংস্কারাঃ স ব্রাহ্মণঃ” ॥ ৭৪ ॥

( যঃ ভাঃ শাঃ ১৮৯।২ শ্লোকে নীলকণ্ঠ টীকাধৃত স্মৃতিবাক্য )

এই অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ ॥ ৭৪ ॥

### একায়নশাখী ও বহুয়নশাখী—

যদপ্যুক্তং গর্ভাধানাদিদাহান্তুসংস্কারান্তুর-সেবনাদ্ভাগবতা-  
নামব্রাহ্মণ্যামিতি, তত্রাপ্যজ্ঞানমেবাপরাধ্যতি, ন পুনরায়ুস্মতো  
দোষঃ; যদেতে বংশপরম্পরয়া বাজসনেয়শাখামধীয়ানাঃ  
কাত্যায়নাদিগৃহ্যোক্তমার্গেণ গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ কুর্বতে; যে

\* কর্মমার্গায়ণের মতে ৪৮টি সংস্কার যথা—

১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সৌম্যোন্নয়ন, ৪। জাতকর্ষ, ৫। নামকরণ,  
৬। নিষ্ক্রমণ, ৭। অন্নপ্রাশন, ৮। কর্ণবেধ, ৯। চৌড়কর্ষ, ১০। উপনয়ন,  
১১। সমাবর্তন, ১২। বিবাহ, ১৩। অগ্ন্যেষ্টি, ১৪। দেবযজ্ঞ, ১৫। পিতৃযজ্ঞ,  
১৬। ভূতযজ্ঞ, ১৭। নরযজ্ঞ, ১৮। অতিথিযজ্ঞ, ১৯। বেদব্রত চতুষ্টয়, ২০।  
অষ্টকাক্রান্ত ২১। পার্শ্বণ-শাক্ত, ২২। শ্রাবণী, ২৩। আগ্রায়ণী, ২৪। প্রৌষ্ঠপদী, ২৫।  
চৈত্রী, ২৬। আশ্বযুজী, ২৭। অগ্ন্যাদান, ২৮। অগ্নিহোত্র, ২৯। দর্শপৌর্ণমাসী, ৩০।  
আগ্রযগ্ণেষ্টি ৩১। চাতুর্মাশ্র, ৩২। নিরুঢ় পশুবন্ধ, ৩৩। সোত্রামণি ৩৪। অগ্নিষ্টোম, ৩৫।  
অভ্যগ্নিষ্টোম, ৩৬। উকথ ৩৭। যোড়নী, ৩৮। বাজপেয় ৩৯। অতিরাত্র ৪০। আপ্তোষাম,  
৪১। রাজসুয়াদি, ৪২। সর্বভূতদয়া, ৪৩। লোকদয়চাতুর্ধ, ৪৪। কান্তি ৪৫। অনন্তয়া ৪৬।  
শৌচ ৪৭। অনায়াস-বজ্রলাচার, ৪৮। অকারণ্য অম্পৃহা ॥ ৭৪ ॥

ভাগবতীয়গণের মতে—

শ্রীমহাভারতে ৪৮টি সংস্কারের কথা উল্লিখিত আছে তন্মধ্যে তাপ পুণ্ড্র ও নাম এই  
তিনটি কনিষ্ঠাধিকারগত সংস্কার। মধ্যমাধিকারে সস্ত্র ও যোগ বা যাগ এই দুইটি লইয়া  
তাপাদি পঞ্চসংস্কার। উত্তমাধিকারে নবেজ্যা কর্ষ, পঞ্চবিংশতি সংস্কারায়ক অর্পণক-  
তত্ত্বজ্ঞান এবং বিপ্রত্নাধিক নয়টি সংস্কার-প্রদাতৃত্ব বিদ্যমান। নব্বের উপদেশে যে দীক্ষা-  
বিধান, তাহাতে দ্বিজসংস্কারে গর্ভাধানাদি দশটি সংস্কার-গ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে।  
মহাভাগবত অধিকারে নয়টি সংস্কার-প্রদানের যোগ্যতালভ্যরূপ সংস্কার সর্বসমষ্টি ৪৮ সংখ্যা।  
শ্রীযামুনাতীর্থা ও অপায়দীক্ষিতাদি যে চত্বারিংশৎ সংস্কারের কথা বলেন, তাহাতে বিপ্রত্নকে  
একটি সংস্কার গণনা করিলে চল্লিশটি সংস্কার সিদ্ধ হয়।

পুনঃ সাবিদ্রানুবচন প্রভৃতিত্রয়ী-ধর্মত্যাগেন একায়নশ্রুতিবিহিতা-  
নেব চত্বারিংশৎ সংস্কারান্ কুব্বতে তেহপি স্বশাখা-গৃহ্যোক্তমর্থং  
যথাবদনুতিষ্ঠমানাঃ ন শাখান্তরীয়কস্মান্নুষ্ঠানাদব্রাহ্মণ্যাংপ্র  
চাবস্তে,অন্যেষামপি পরশাখা-বিহিত-কস্মান্নুষ্ঠাননিমিত্তাব্রাহ্মণা-  
প্রসঙ্গাৎ ॥ ৭৫ ॥

( শ্রীযামুনাচার্যাকৃত আগমপ্রামাণ্যম্ )

“গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া দাহপর্যন্ত যে সকল সংস্কার  
আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া সংস্কারান্তরের সেবা করিলে ভাগবতগণ  
ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হন” এইরূপ উক্তি বক্তার অজ্ঞানই অপরাধী  
। কিন্তু আয়ুর্য়ান্ বক্তার কোন দোষ নাই ; যেহেতু তাঁহারা বংশপরম্পরা-  
ক্রমে ব্রাহ্মসন্যে-শাখা অধ্যয়ন করিয়া কাত্যায়নাদি গৃহ্যোক্ত মার্গানুসারে  
গর্ভাধানাদি সংস্কার করিয়া থাকেন। আর যাহারা সাবিদ্রানুবচন  
প্রভৃতি ( যজ্ঞোপবীত ধারণনির্ণায়ক শ্রুতি ) বেদধর্ম ত্যাগ করিয়া  
“একায়ন শ্রুতি”-বিহিত চত্বারিংশৎ সংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও  
স্বশাখা-গৃহ্যোক্ত বিষয় যথানিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীয় কর্মের  
অনুষ্ঠানহেতু কখনও ব্রাহ্মণ্য হইতে প্রচ্যুত হন না। কারণ, তাহা হইলে  
অনুশাখিগণেরও পরশাখোক্ত কর্মানুষ্ঠান না করায় অব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গ  
হইতে পারে ॥ ৭৫ ॥

ভাগবতগণ ‘শূদ্র’ নহেন—

ন শূদ্রা ভগবন্তুক্তান্তে তু ভাগবতা মতাঃ ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা য়ে ন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥ ৭৬ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ধৃত পাদ্যবাক্য )

ভগবন্তুক্তিপারায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত নহেন,  
তাঁহাদিগকে ‘ভাগবত’ বলিয়াই কীর্তন করা যায়। জনাৰ্দ্দনের প্রতি

ভক্তি না থাকিলে যে কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারা ‘শূদ্র’ বলিয়াই গণনীয় ॥ ৭৬ ॥

একায়নশাখী পরমহংস ব্যতীত বর্ণাশ্রমে হরিতজনকারীর  
যজ্ঞোপবীত ধারণ কর্তব্য—

বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ ।

ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্যঃ স চেতনঃ ॥ ৭৭ ॥

( ব্রহ্মোপনিষৎ ২৮ শ্লোক )

বিদ্বান্ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি ভক্তিয়োগে সম্যক অবস্থিত হইলে অর্থাৎ জীবমুক্ত পরমহংসাবস্থা লাভ করিলে বাহ্য সূত্র ত্যাগ করিতে পারেন। ( ত্যাগ না করিয়া সূত্র ধারণপূর্বক ‘ভাক্তসূত্র’-বিচারবান থাকিতেও পারেন )। যিনি অপ্রাকৃত ভাবময় অন্তঃসূত্র ধারণ করেন, তিনি যথার্থই চৈতন্য লাভ করিয়াছেন ॥ ৭৭ ॥

ব্রাহ্মণক্রবের ব্রহ্মসূত্রের গর্ব অশোভনীয়—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ ।

তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥ ৭৮ ॥

\*( অত্রিসংহিতা ৩৭২ শ্লোক )

যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বেদ বা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ ‘পশু’-বলিয়া খ্যাত হয় ॥ ৭৮ ॥

‘অনুকরণ’ বা ‘চং’ ব্রাহ্মণতা নহে ; যাহারা ব্রহ্মজ্ঞের  
অনুসরণ করেন, তাহারা ‘ব্রাহ্মণ’—

যথা কাস্তময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ ।

যশ্চ বিপ্রোহনধীমানশ্রয়ন্তে নাম বিভ্রতি ॥ ৭৯ ॥

( অশ্ব ২।২৫৭ )

কাঠনির্মিত হস্তী এবং চর্মনির্মিত মৃগ যেমন,—বেদহীন ব্রাহ্মণও তজ্জপ । ইহারা তিন জনেই কেবল নামমাত্র ধারণ করে ॥ ৭৯ ॥

**বেদপাঠ-বর্জনকারী দ্বিজের জীবিতাবস্থাতেই সবংশে  
শূদ্রত্বপ্রাপ্তি ; বেদপাঠহীনের পুত্রপৌত্রাদির  
উপনয়ন নিষিদ্ধ—**

যোহনধীতা দ্বিজো বেদমগ্নত্রে কুরুতে শ্রমম্ ।

স জীবন্তেব শূদ্রত্বমাপ্ত গচ্ছতি সাত্ময়ঃ ॥ ৮০ ॥

( মনু ২।১৬৮ )

যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হইবার চেষ্টা না করিয়া অল্প বিষয়ে ( লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভগবাদিতর-বিষয়ে ) শ্রম স্বীকার করেন, তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৮০ ॥

**‘ব্রাহ্মণক্রব’ কাহাকে বলে ?—**

বিপ্রঃ সংস্কারযুক্তো ন নিত্যং সক্ষাদিকর্ম্ম যঃ ।

নৈমিত্তিকস্ত নো কুর্যাৎ ব্রাহ্মণক্রব উচ্যতে ॥ ৮১ ॥

যুক্তঃ স্যৎ সর্বসংস্কারৈর্দ্বিজস্ত নিয়মত্রতৈঃ ।

কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্মণক্রবঃ ॥ ৮২ ॥

গর্ভাধানাদিভিযুক্তস্তথোপনয়নেন চ

ন কর্ম্মকৃৎ ন চাধীতে স ক্ষেয়ো ব্রাহ্মণক্রবঃ ॥ ৮৩ ॥

অধ্যাপয়তি নো শিষ্যান্নাধীতে বেদমুক্তম্ ।

গর্ভাধানাদি-সংস্কারৈর্যুতঃ স্যাদব্রাহ্মণক্রবঃ ॥ ৮৪ ॥

( পদ্মপুরাণ )

যে বিপ্র দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সক্ষ্যাবন্দনাদি নিত্য অথবা শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিককর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি ব্রাহ্মণক্রব বলিয়া

কথিত হন। যে দ্বিজ নিয়ম, ব্রত ও সর্বসংস্কারসম্পন্ন হইয়া বেদোক্ত কোন কর্মই করেন না, তিনি ব্রাহ্মণক্রব। গর্ভাধানাদি সংস্কারযুক্ত ও উপনীত ব্যক্তি যদি কস্মাক্ষান-তৎপর না হন এবং বেদাধ্যয়ন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-ক্রব জানিতে হইবে। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বেদশাস্ত্র স্বয়ং অধ্যয়ন করেন না বা শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান না, তিনি যদি গর্ভাধানাদি দশসংস্কার বিশিষ্ট হন, তাহা হইলেও তিনি ব্রাহ্মণক্রব ॥ ৮১-৮৪ ॥

কুল্লুকভট্টটীকা—যো ব্রাহ্মণঃ ক্রিয়া-রহিতঃ আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতি, স ব্রাহ্মণক্রবঃ ॥ ৮৫ ॥

( মন্তু ৭।৮৫ )

যে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ক্রিয়া-রহিত হইয়াও নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, সে ব্যক্তি ‘ব্রাহ্মণক্রব’ নামে সংজ্ঞিত হয় ॥ ৮৫ ॥

অতপাস্ত্বনধায়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ ।

অস্ত্যশ্মশ্রুপ্লবেনৈব সত্ব তেনৈব মজ্জতি ॥ ৮৬ ॥

( মন্তু ৪।১৯০ )

যে দ্বিজের তপস্বী নাই, বাহার বেদাধ্যয়ন নাই, অথচ প্রতিগ্রহে যথেষ্ট রুচি আছে ; পাষাণময় ভেলার দ্বারা সম্ভরণ করিতে গেলে যে রূপ সেই ভেলার সহিত ভলমগ্ন হইতে হয়, তক্রূপ সেই দ্বিজ ও দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

ব্রাহ্মণক্রবগণের পরিণাম—

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষণে যো বৃদ্ধিমুপজীবতি ।

স লিঙ্গিনাং হরত্যেনাস্তিহ্যগ্ন্যোনৌ প্রজায়তে ॥ ৮৭ ॥

( মন্তু ৪।২০০ )

চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়া তত্তচ্ছিন্ন গ্রহণ পূর্বক তত্ত্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপাপে তিৰ্য্যগ্‌যোনি লাভ করে ॥ ৮৭ ॥

**ভূতকাধ্যাপক ও ভূতকাধ্যাপিতের নিন্দা—**

ভূতকাধ্যাপকো যশ্চ ভূতকাধ্যাপিতস্তথা ।

শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকো ॥ ৮৮ ॥

(মু ৩।১৫৬)

যিনি বেতন পইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রশিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্বদা নির্ধুরভাষী, যে পিতৃবর্ন্তমানে জারজ সন্তান, যে পিতার মরণের পর পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে হব্যকব্যে নিযুক্ত করিবে না ॥ ৮৮ ॥

**দেবলাদি 'ব্রাহ্মণ'-পদবাচ্য নহেন—**

অপি চাচারতস্তেষামব্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে ।

বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্যভক্ষণম্ ॥

গর্ভাধানাদি-দাহান্ত-সংস্কারান্তর-সেবনম্ ।

শ্রৌতক্রিয়াহনশুষ্ঠানং দ্বিজৈঃ সম্বন্ধবর্জনম্ ॥

ইত্যাদিভিরনাচারৈরব্রাহ্মণ্যং স্থনির্ণয়ম্ ॥ ৮৯ ॥

(শ্রীযামুণাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-ধৃত সাঙ্ঘত-শাস্ত্রবাক্য )

বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্য-ভোজন—এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়। গর্ভাধান হইতে দাহ পর্য্যন্ত অগ্নি সংস্কার-গ্রহণ, শ্রৌত ক্রিয়ার অনশুষ্ঠান, দ্বিজ-গণের সহিত সম্বন্ধপরিত্যাগ প্রভৃতি আচরণের দ্বারাই স্থইরূপে অব্রাহ্মণতা নির্ণীত হয় ॥ ৮৯ ॥

### শাস্ত্রে দেবল-ব্রাহ্মণের নিষ্কা—

দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে ।

বৃত্তার্থং পূজয়েদেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ ।

স বৈ দেবলকো নাম সর্বকর্ম্মমুর্গহিতঃ ॥ ৯০ ॥

•

( শ্রীষামুনাচার্যাকৃত আগমপ্রামাণ্য )

যে ব্যক্তি দেব-সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকা নির্বাহ করে, সে 'দেবল' নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ, বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করেন, সেই দেবলক সর্বকর্ম্মে অত্যন্ত নির্দিত ॥৯০॥

এথাং বংশক্রমাদেব দেবার্চাবৃত্তিতো ভবেৎ ।

তেষামধায়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা ॥ ৯১ ॥

( শ্রীষামুনাচার্যাকৃত আগমপ্রামাণ্য-প্রত সাত্ত-শাস্ত্র-বাক্য )

যাহারা বৃত্তি লইয়া বংশক্রমে দেবপূজা করেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন—এই সকল ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে যোগ্যতা নাই ॥ ৯১ ॥

‘আপদ্ধর্ম্মের’ নামে দেবলবৃত্তি চালাইবার চেষ্টা

শাস্ত্র-গর্হিত—

আপত্তপি চ কন্ঠায়াং ভীতো বা দুর্গতোহপি বা ।

পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেঃ কদাচন ॥ ৯২ ॥

( শ্রীষামুনাচার্যাকৃত আগমপ্রামাণ্য-প্রত পরম-সংহিতা-বাক্য )

বহু কষ্টদশাতেও অথবা ভীত, দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেবপূজা করিবে না ॥ ৯২ ॥

• পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা—

এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বান্মাল্লোকাং প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥৯৩॥

( বৃহদাঃ৩৯১০ )

পৃথুমহারাজ সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট ছিলেন । তাঁহার আজ্ঞা সর্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল ;—কেবলমাত্র ঋষিকুল-ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই ॥ ১০১ ॥

**নীচকূলে জাত ভক্ত ও চতুর্বেদাধীতী ব্রাহ্মণের পার্থক্য—**

ন মেহভক্তশ্চতুর্বেদী মন্ত্রকঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্রহম্ ॥ ১০২ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১০।২১ )

চতুর্বেদপাঠী অর্থাৎ চোবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, একপ নয় । আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণপাত্র । ভক্ত আমারই ছায় পূজ্য ॥ ১০২ ॥

নামগ্রহণকারী পূর্ব্বজন্মে বহুবার তপস্তা, যজ্ঞ, স্নান ও বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ; তিনিই পরম পাবন—

অহো বত স্বপচোহতো গরীয়ান্

যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যাম্ ।

তেপুস্তপস্তে জুহবুঃ সন্নুরাযা

ব্রহ্মানুচূর্ণাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১০৩ ॥

( ভাঃ ৩।৩৩।৭ )

অহো ! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব ? যাহার জিহ্বার এক প্রান্তে ভবদীয় নাম একটি বারের জন্তও উচ্চারিত হন, তিনি স্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্তই পূজ্যতম ; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বদিকই রহিয়াছে ; কারণ, তাঁহারা পূর্ব পূর্ব জন্মেই ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য, যথা—সর্ব প্রকার তপস্তা, সর্ববিধ যজ্ঞ, সর্বতীর্থে স্নান,



# পঞ্চদশ ব্রত

## আশ্রমধর্ম-তত্ত্ব

জীবের অবস্থানানুসারে চারিটি আশ্রম—

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ । গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ । বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ । যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ বা বনাদবা । অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাহস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ॥ ১ ॥

( জাবালোপনিষৎ ৪।১ )

( রাজর্ষি-জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বলিলেন, ভগবন্ সন্ন্যাসাধিকার ও তদ্বিধি আনুপূর্ব্বিক কীর্তন করুন ) অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবার পর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, বানপ্রস্থাশ্রমে কিছুকাল অবস্থিত হইয়া তৎপরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে । যদি ইহার অত্রথা হয় অর্থাৎ যদি কোন লোকের গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্বেই বৈরাগ্য উদিত হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মচর্য্যশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন অথবা গৃহস্থ বা বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই পরিত্যাজক হইবেন । অর্থাৎ যিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তত্তদাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন । কিন্তু যদি ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অন্তর্গত কর্ম্মবিচ্যুত হইয়াও ভগবৎপ্রীত্যর্থ্যে ভোগত্যাগের জ্ঞ উৎকণ্ঠিত হন; তবে তিনি সাদ্ধবেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করন আর নাই

করুন, সাক্ষবেদ অধ্যয়ন শেষ করিয়া বেদোক্ত জ্ঞান করুন আর নাই করুন, অথবা সাধিক হইয়া অগ্নিনির্বাণিত করুন কিম্বা নিরগ্নিই হউন, যে দিনেই সংসারের প্রাতি তাঁহার বৈরাগ্য আসিবে, সেই দিনেই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন ॥ ১ ॥

### চতুরাশ্রমের উৎপত্তি—

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম ।

বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥ ২ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।১৩ )

( শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন ), আমার জঘনদেশ হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য ও বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ উৎপন্ন এবং সন্ন্যাস আমার মস্তকে স্থিত ॥ ২ ॥

### ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের প্রত্যেকটির

#### চারিটি প্রকার-ভেদ—

সাবিত্রং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মধর্ম্মং বৃহৎ তথা ।

বার্ত্তা সঞ্চয়শালীনশিলোঞ্জ ইতি বৈ গৃহে ॥ ৩ ॥

( ভাঃ ৩।২।৪২ )

সাবিত্র (উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ত্রী অধ্যয়নকারীর ত্রিরাত্র-ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য), প্রাজাপত্য (এই প্রবৃত্তিপন্ন ব্রতের আচরণশীল ব্যক্তির সংবৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য), ব্রাহ্ম (বেদগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য), বৃহৎ (আমরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য), প্রথম তিনটি ‘উপকুর্দ্দাগ’ ও শেষটা ‘নৈষ্ঠিক’ নামে পরিচিত । বার্ত্তা (অনিষিদ্ধ ক্রিয়াদি-বৃত্তি), সঞ্চয় (যাজনাদি-বৃত্তি), শালীন (অযাচিত বৃত্তি), শিলোঞ্জ (পতিত কণিকা-ভক্ষণ দ্বারা জীবিকানির্বাহ-বৃত্তি) এই সকল গৃহস্থের কর্তব্যানুষ্ঠান ও সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥

বৈখানসা বালিখিলৌড়ম্বরাঃ ফেনপা বনে ।

তাসে কুটীচকঃ পূর্বং বহ্বোদো হংস-নিষ্ক্রিয়ৌ ॥ ৪ ॥

( ভাঃ ৩।২২।৪৩ )

বৈখানস ( অকষ্ট-পচ্যবৃত্তি ), বালিখিল্য ( বাহারা নূতন অন্ন পাইলে পূর্বসঞ্চিত অন্নত্যাগ করেন ), লৌড়ম্বর ( প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যেদিক্ সর্বপ্রথমে দেখিতে পান, সেই দিক্ হইতে আহৃত ফলাদি-ভক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহকারী ), ফেনপ ( স্বয়ং পতিত ফলাদি দ্বারা জীবনধারণকারী )—এই চারিপ্রকার বৃত্তিভেদে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী এবং কুটীচক ( স্বীয় আশ্রম-কর্ম্মপ্রধান ), বহুদক ( কর্ম্মের অপ্রাধান্য বিবেচক অর্থাৎ জ্ঞান-প্রধান ), হংস ( জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠ ) এবং নিষ্ক্রিয় ( প্রাপ্ত-তত্ত্ব অর্থাৎ ‘পরমহংস’ )—এই চতুর্বিধ সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বীও ( উৎপন্ন হইলেন ) ॥ ৪ ॥

### ব্রহ্মচারীর কর্তব্য—

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্বা জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ ।

বসন্ গুরুকূলে দাস্তো ব্রহ্মাধীয়াত চাহতঃ ॥ ৫ ॥

( ভাঃ ১।১৭।২২ )

মানবক আনুপূর্ব্বিক গর্ভাধানাদি সংস্কার-ক্রমে উপনয়নাখ্য দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হইয়া গুরুকর্তৃক আহৃত হইলে গুরুকূলে বাস ও দমগুণসম্পন্ন হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন ॥ ৫ ॥

আচার্যাং মাং বিজানীয়ান্নাবমশ্চেত কহিচিৎ ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৬ ॥

( ভাঃ ১।১৭।২৫ )

( শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন ),—হে উদ্ধব, শ্রীগুরুদেবকে মৎস্বরূপ ( আমার প্রকাশ-বিগ্রহ ) জানিবে কখনও তাঁহার অবমাননা করিবে না ।

‘গুরুদেব’—সর্বদেবময়, ঔপাধিক-জড়-দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্ন বুদ্ধি দ্বারা  
নিজপ্রাকৃত-জাডো মৎসর হইয়া তাঁহাকে অস্বীকার করিবে না ॥ ৬ ॥

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ ।

যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুক্তীত সংযতঃ ॥ ৭ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।২৬ )

সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ বস্ত্র এবং ভিক্ষা ব্যতীত  
অপরও যাহা কিছু লব্ধ হয়, ব্রহ্মচারী তাহা সমস্তই শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ  
করিবেন, এবং তিনি যাহা নিদিষ্ট করিয়া দিবেন, সংযত হইয়া তাহাই  
ভোজন করিবেন ॥ ৭ ॥

শুশ্র্ষমাণ আচার্য্যঃ যদোপাসীত নীচবৎ ।

যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৮ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।২৭ )

গমন, শয়ন, উপবেশন ও বিশ্রাম-কালে আচার্য্যকে শুশ্রুষা-করণা-  
নস্তর অনুজ্ঞা-লাভের নিমিত্ত তৎসমীপে কৃতাজ্জলি হইয়া সর্বদা দীন-  
ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিবেন ॥ ৮ ॥

এবং বৃন্তো গুরুকূলে বসেন্দোগবিবর্জিতঃ ।

বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্বিল্লভ্যুতমখণ্ডিতম্ ॥ ৯ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।২৮ )

ব্রহ্মচারী বিদ্যা-সমাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ করিয়া অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য-  
ব্রত-ধারণ পূর্ব্বক ভোগ-বিবর্জিত হইয়া গুরুকূলে বাস করিবেন ॥ ৯ ॥

এবং বৃহদ্রতধরো ব্রাহ্মণোহগ্নিরিব জ্বলন ।

মন্তুক্তস্তীত্রতপসা দক্ষকর্ম্মাশয়োহমলঃ ॥ ১০ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।৩০ )

এইরূপ বৃহদ্রথধারী অগ্নির জ্বালা প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ যদি নিকাম হয়েন, তিনি তীব্র তপস্বী দ্বারা দন্ধকর্মাশয় হইয়া মদীয় ভক্তরূপে পরিগণিত হয়েন ॥ ১০ ॥

**গৃহীর কর্তব্য—হরিসেবাই সকল প্রাণীর একমাত্র কৃত্য—**

ব্রহ্মচর্যাং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্ ।

গৃহস্থস্তাপ্যতো গন্তুঃ সর্বেষাং মদুপাসনম্ ॥ ১১ ॥

(ভাঃ ১১।১৮।৪৩)

ব্রহ্মচর্যা, তপস্বী, শৌচ, সন্তোষ ও সকল প্রাণীর সহিত সৌহৃদ্য এই সমস্ত ধর্ম ও ঋতুরক্ষাকারী গৃহীর কর্তব্য। কিন্তু আমার উপাসনা সকল প্রাণীরই কর্তব্য ॥ ১১ ॥

**প্রবৃত্তগণের জন্ম ক্রম-নিবৃত্তিই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—**

লোকে ব্যবায়ামিষ-মতসেবা-

নিত্যাস্ত জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা ।

ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-

সুরাগ্রহৈরাশু নিবৃত্তিরিচ্চ ॥ ১২ ॥

( ভাঃ ১১।৫।১১ )

জগতে জীবসকল, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি সকল প্রাণীরই নিত্য অর্থাৎ তত্ত্বদ্বিষয়ে প্রাণীদিগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে। শাস্ত্রের যে বিধি দেখা যায়, তাহার অকরণে প্রত্যাবায় নাই। তবে তত্ত্বদ্বিষয়ে ‘নিবাহ যজ্ঞ ও সুরাগ্রহাদির’ যে ব্যবস্থা হইয়াছে, অর্থাৎ বিবাহিতা জীব সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতির নিয়ম করা হইয়াছে; ঐসকল নিয়মও জীবের স্বাভাবিকী-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিবার জন্মই নির্দ্ধারিত জানিতে হইবে ॥ ১২ ॥

গৃহত্রত হওয়া গৃহস্থের কর্তব্য নহে—

কুটুম্বেষু ন সজ্জিত ন প্রমাণ্ডেৎ কুটুম্ব্যপি ।

বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্চাদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ ১৩ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।৫২ )

বিদ্বান্ গৃহী ব্যক্তি কুটুম্বী হইয়া ও কুটুম্বে আসক্ত হইবে না, ঈশ্বরনিষ্ঠা বিষয়ে সর্বদা অপ্রমত্ত থাকিবে, এবং দৃষ্টগন্ত যেমন নশ্বর, তজ্জপ অদৃষ্ট বস্তুকেও নশ্বর জ্ঞান করিবে ॥ ১৩ ॥

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাস্থসঙ্গমঃ ।

অনুদেহং বিয়ন্ত্যোতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা ॥ ১৪ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।৫৩ )

পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম, পাস্থশালাস্থিত ব্যক্তি-গণের সঙ্গম তুল্য । যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ নমতাপ্সদীভূত পুত্রদারাদিও প্রতিদেহে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাভারাও স্বপ্নের স্থায় নশ্বর ॥ ১৪ ॥

ইশ্বং পরিমুশম্মুক্তো গৃহেষতিথিবদসন্ ।

ন গৃহৈরনুবধ্যোত নিশ্মমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥ ১৫ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।৫৪ )

এইরূপ বিবেচনা কারিয়া অনাসক্তভাবে অতিথির স্থায় গৃহে বাস করিলে মমতা ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হয়েন না ॥ ১৫ ॥

গৃহস্থাপ্রমীর সর্বাপ্রমে ভক্তি কর্তব্য—

কর্ম্যভিগৃহ্মেধায়ৈরিক্তা মাংমেব ভক্তিমান্ ।

তিষ্ঠেদনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।৫৫ )

( ভগবান্ কহিলেন ) ভক্তিমান্ ব্যক্তি গৃহমেধীয় কশ্মসমূহ দ্বারা আমাকে অর্চনা করিয়া সপুত্রক গৃহে বাস, বনে বাস বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন ॥ ১৬ ॥

### গৃহব্রতের চরিত্র—

যত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিভৈষণাতুরঃ ।

জৈগঃ কৃপণধীমূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে ॥ ১৭ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।৫৬ )

যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত এবং পুত্র ও ধনৈষণায় আতুর এবং জৈগ ও অলস-মতি, সেই মুঢ় ব্যক্তি ‘আমি’ ও ‘আমার’ এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয় ॥ ১৭ ॥

### গৃহব্রতের গতি—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ ।

অনাথা মামুতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্ ।

অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোহন্ধঃ বিশতে তমঃ ॥ ১৮ ॥

( ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮ )

“হায় ! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশুসন্তান-বিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিবে,” এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিকে সর্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর ‘অহ’ নামক অতিতামসী বোনিতে প্রবেশ করে ॥ ১৮ ॥

স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের পক্ষেই গৃহাসক্তি নিন্দাই ;  
কৃষ্ণাসক্তিই জীবমাত্রেয় ধর্ম—

ত্বক্শ্মশ্রণরোমনখকেশ-পিনক্কমন্ত-

স্ম্যাংসাস্থিরক্তকুমিবিটুকফপিত্তবাতম্ ।

জীষঞ্জবং ভজতি কাস্তমতিবিমূঢ়া

যা তে পদাজমকরন্দমজিহ্বতী স্ত্রী ॥ ১৯ ॥

( ভাঃ ১০।৬০।৪৫ )

যে বিমূঢ়া স্ত্রী আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আশ্রাণ করে নাই, সেই স্ত্রী উপরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশাচ্ছন্ন এবং অন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কুমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বায়ু পরিপূরিত জীবিত শবকে “এই আমার কাস্ত” ইহা ভাবিয়াই ভজনা করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

প্রাকৃত-দাম্পত্য-সুখাভিলাষী সকাম গৃহীর নিন্দা—

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্যায়া ।

কামাত্মানোহপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া ॥ ২০ ॥

• ( ভাঃ ১০।৬০।৫২ )

(সকাম ভাক্তদিগকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—) যে সকল কামাত্মা প্রাকৃত-দাম্পত্য-সুখ-ভোগার্থ তপস্তা ও কঠোর ব্রতচরণ দ্বারা মুক্তির অধীশ্বর আমার উপাসনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই আমার মায়াক্ষ মুগ্ধ হয় ॥ ২০ ॥

যথার্থ গৃহস্থাশ্রম—(অম্বয়মুখে)

অধনা অপি তে ধন্যাঃ স্নাধবো গৃহমেধিনঃ ।

ষদগৃহা হর্হবর্যাস্থ-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥ ২১ ॥

( ভাঃ ৪।২২।১০ )

(শ্রীপৃথুমহারাজ সনৎকুমারাди ভগবন্তুক্ত ঋষিগণকে কহিলেন,) ষাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের গ্রায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবা-যোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধত্ত্ব ॥ ২১ ॥

**অসৎ-গৃহ—(ব্যতিরেক মুখে)**

ব্যালালয়ক্রমা বৈ তেহপারিত্তাখিলসম্পদঃ ।

যদ্গৃহাস্তীর্থ-পাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জিতাঃ ॥ ২২ ॥

( ভাঃ ৪।২২।১১ )

যে সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদক বর্জিত, সেই সকল গৃহ অধিগ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পদিগের আবাসস্থান বৃক্ষাকীর্ণ ॥ ২২ ॥

**বানপ্রস্থের কর্তব্য—**

বানপ্রস্থাশ্রমপদেষভীক্ষং ভৈক্ষমাচরেৎ ।

সংসিদ্ধত্যাশ্বসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলাঙ্কসা ॥ ২৩ ॥

( ভাঃ ১১।১৮।২৫ )

বানপ্রস্থাশ্রমে নিরন্তর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাই বিধেয়; কারণ নিবৃত্তমোহ-ব্যাক্তি-বিহিত ভিক্ষা-লব্ধ অনন্যদ্বারা শুদ্ধাস্তঃকরণ হইয়া শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করে ॥ ২৩ ॥

**ভগবন্মিকেতন শুদ্ধভক্তি-মঠ বা ভক্ত-সম্মিধানে বাসই**

**সর্বশ্রেষ্ঠ নিগুণ-বাস—**

বনঞ্চ সাঙ্ঘিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।

তামসং দূতসদনং মন্মিকেতন্তু নিগুণম্ ॥ ২৪ ॥

( ভাঃ ১১।২৫।২৫ )

( নিগুণ ভক্তিবাদ করিতে হইলে শ্রদ্ধা, বাস, আহার ইত্যাদি ব্যবহারিক বস্তুকে নিগুণ করা চাই। সাত্বিক-ভাবাপন্ন বস্তুতে কৃষ্ণভাব যোজিত হইলে নিগুণ হয় )। বনবাস সাত্বিক, গ্রামবাস রাজসিক, ক্রীড়া স্থান তামসিক, কিন্তু আমার নিকেতন নিগুণ ॥ ২৪ ॥

সন্ন্যাস—ত্রিবিধ ; বিদ্ধ ও শুদ্ধ-জ্ঞানী ভেদে জ্ঞানসন্ন্যাসী—  
দ্বিবিধ। বিদ্ধ জ্ঞানিগণই—শিবস্বামিসম্প্রদায়ের  
আনুগত্যে একদণ্ডী ; শুদ্ধজ্ঞানিগণ শ্রীবিষ্ণুস্বামি-  
সম্প্রদায়ের অনুসরণে ত্রিদণ্ডী—

জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসংস্থাসিনোহপরে ।

কর্ষসন্ন্যাসিনস্ত্রয়ো ত্রিবিধাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ২৫ ॥

( পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অঃ )

সন্ন্যাসী ত্রিবিধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেহ কেহ জ্ঞান-সন্ন্যাসী, কেহ  
বা বেদ-সন্ন্যাসী, কেহ বা কর্ষ-সন্ন্যাসী ॥ ২৫ ॥

“ধীর” বা বিবিৎসা-সন্ন্যাস—

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ ।

অবিজ্ঞাতগতির্জহাৎ স বৈ ধীরশুদাহতঃ ॥ ২৬ ॥

( ভাঃ ১।১৩।২৬ )

যিনি বিষয়াদিতে আসক্তি-রহিত ও অভিমান শূন্য হইয়া অপরের  
অজ্ঞাতসারে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সাধন-স্পৃহা-বিগত দেহকে পরিত্যাগ  
করেন, তিনিই ‘ধীর’ বলিয়া কথিত ॥ ২৬ ॥

“নরোত্তম” বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাস—

যঃ স্বকাং পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্ ।

হৃদি কৃথা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥

( ভাঃ ১।১৩।২৭ )

যে আশ্রমজীব্যক্তি স্বকীয় বিবেক বা পরকীয় উপদেশ-বশতঃ বৈরাগ্য-  
বান্ হইয়া ত্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন,  
তিনিই ‘নরোত্তম’ ॥ ২৭ ॥

### কলিকালে ‘কর্নসন্ন্যাস’ নিষিদ্ধ—

অশ্বমেধং গবালন্তং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।

দেবরেণ সূতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ২৮ ॥

( মলমাসতম্বে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্তীয় কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৮৫ অঃ ১৮০ শ্লোক )

‘অশ্বমেধ’, ‘গোমেধ’, ‘সন্ন্যাস’, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা  
সূতোৎপত্তি,—কলিকালে কর্ণকাণ্ডে এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

### “ত্রিদণ্ডী” শব্দের অর্থ—

বাগদণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ ।

যস্মৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥ ২৯ ॥

( মনু ১২।১০ )

যাহার বাগদণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড—বুদ্ধিতে নিহিত, তিনিই  
যথার্থ ‘ত্রিদণ্ডী’ ॥ ২৯ ॥

দমনং দণ্ডঃ যস্য বাঙ্-মনঃ-কায়ানাং দণ্ডাঃ নিষিদ্ধাভিধানাঃ  
সংস্কল্প-প্রতিষিদ্ধ-ব্যাপার-ত্যাগেন বুদ্ধাববস্থিতাঃ স ত্রিদণ্ডী-  
তুচ্যতে ন তু দণ্ডত্রয়ধারণমাত্রেন ॥ ৩০ ॥

( মনু—কুল্লুকভট্ট-টীকা ১২শ অঃ ১০ শ্লোক )

‘দণ্ড’ শব্দের অর্থ ‘দমন’। যাহার বুদ্ধিতে বাক্য, মন ও কায়ের  
দণ্ড অর্থাৎ বহির্বিষয়ে অনবস্থান এবং সংস্কল্পের প্রতিকূল ব্যাপার  
হইতে বিরতি রহিয়াছে, তিনিই ত্রিদণ্ডী বলিয়া কথিত হন ; দণ্ডত্রয়  
ধারণ করিলেই ‘ত্রিদণ্ডী’ হওয়া যায় না ॥ ৩০ ॥

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর “ত্রিদণ্ড” শব্দের অর্থ—কায়-মনো-  
বাক্য-বেগধারণই “ত্রিদণ্ড-গ্রহণ”

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং

জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্ ।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ

সর্ববামগীমাং পৃথিবীং স শিষ্ট্যাৎ ॥ ৩১ ॥

( উপদেশামৃত ১ ও মহাভারত ‘হংসগীতা’ )

যে ধীর ব্যক্তি বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, রসনাবেগ, উদরবেগ, ও উপস্থবেগ—এই ষড়্ বিধ বিষয় বেগ ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন ॥ ৩১ ॥

বেদে ‘ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসে’র উল্লেখ—

তত্র পরমহংসা নাম সংবর্তকারুণি-শ্বেতকেতু-দুর্বাস-ঋভু-  
নিদাঘ-জড়ভরত-দন্তাশ্রয়-রৈবতক-প্রভৃতয়োহব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তা-  
চারা অনুন্মতা উন্মত্তবদাচরন্তুঃ ~~স্বি~~ ক্রমশঃ কমণ্ডলুং শিকাং  
পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যেতৎসর্বং ভূঃ  
স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমমিচ্ছেৎ ॥ ৩২ ॥

( জাবালোপনিষৎ ৬ষ্ঠ খণ্ড )

পূর্বোক্ত-পরমহংসগণের মধ্যে নিম্নলিখিত পুত্রিব্রাজকগণই বিখ্যাত,  
যথা—সংবর্তক, অরুণিনন্দন-ওদালক, শ্বেতকেতু, দুর্বাসা, ঋভু, নিদাঘ,  
জড়ভরত, দন্তাশ্রয়, রৈবতক প্রভৃতি। ইহারা সকলেই ‘পরমহংস’.  
ইহাদের শিখাহ্রাদি কোন চিহ্ন ছিলনা, ইহাদের কার্যকলাপ অগ্নির  
অগোচর ছিল। ইহারা আত্মস্থ হইয়াও উন্মত্তের স্তায় আচরণ করিতেন।  
পরমহংস ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, অলাবুনির্মিত ভিক্ষাপাত্র, দর্ভনির্মিত মেথলা  
আচমনাদি জলশোধনের জন্ত গৃহীত প্রাদেশ-পরিমিত শ্বেতবস্ত্র, শিখা,

ব্রহ্মহুত্র প্রভৃতি সমস্তই “ভূম্বাহা”—এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তীর্থজলে  
নিষ্কেপ করিয়া সঙ্গুরর পাদপদ্মে অভিগমনপূর্বক তাঁহার আশুগত্যে  
পরমাত্মার অশ্বেষণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

বেদান্তভাষ্য-ত্রীভাগবতে ‘ত্রিদণ্ড’-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের

উল্লেখ—

কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৎরেকে পাত্রং কমণ্ডলুং ।

পীঠৈধৈকেহঙ্কসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণি কেচন ।

প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতাত্মাদত্মমূর্নেঃ ॥ ৩৩ ॥

( ভাঃ ১১।২৩।৩৪ )

কতকগুলি লোক “ত্রিদণ্ড,” ভোজন পাত্র ও কমণ্ডলু লইয়া গেল,  
কেহ কেহ জপমালা, কন্থা ও চীরবস্ত্র লইয়া গেল। আবার ঐ সকল বস্তু  
তাঁহাকে দেখাইয়া প্রত্যর্পণপূর্বক তিনি যখন গ্রহণ করিতে উদ্যত  
হইলেন, তখন, আবার মূর্নির নকট হইতে গ্রহণ করিল ॥ ৩৩ ॥

মনুসংহিতায় ত্রিদণ্ডীর সিদ্ধি—

ত্রিদণ্ডমেতন্নিষ্কিপ্য সর্ববভূতেষু মানবঃ ।

কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥

( মনু ১২।১১ )

সর্বভূত সম্বন্ধে কান ও ক্রোধ সংযত রাখিয়া যিনি এই ত্রিদণ্ড বিহিত  
করেন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩৪ ॥

হারীত-সংহিতায় ‘ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস’-মাহাত্ম্য—

ত্রিদণ্ডভূদ্যো হি পৃথক্ সমাচরেচ্ছনৈঃ শনৈর্যন্ত বহিস্মুখাঙ্কঃ ।

সম্মুচ্য সংসার-সমস্ত-বন্ধনাং স যাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্ ॥ ৩৫ ॥

( হারীতসংহিতা ৬।২৩ )

যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্তভাবে এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৫ ॥

**ত্রিধরস্বামিকর্তৃক ‘ত্রিদণ্ড’-সন্ন্যাসের উল্লেখ ও সম্মান—**

“এবং বহুদকাদিধৰ্ম্মান্ উক্ত্বা পরমহংসধৰ্ম্মানাহ জ্ঞাননিষ্ঠ ইতি সাক্ষৈর্দর্শভিঃ। বহির্বিরক্তো মুমুক্শুঃ সন্ যো জ্ঞাননিষ্ঠো বা মোক্ষোহপ্যনপেক্ষো মন্তুক্তো বা স সলিঙ্গান্ ত্রিদণ্ডাদি-সহিতান আশ্রমাংস্তর্ক্সমাংস্তাত্ত্বা তদাসক্তিং ত্যক্ত্বা যথোচিতং ধৰ্ম্মং চরেদিত্যর্থঃ।” পুনরায়, “পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডি-বেষম্” ॥৩৬॥

( ভাঃ ১১।১৮।২৮ ও ১০।৮৬।৩ ভাবার্থদীপিকা )

এইরূপে বহুদকাদি ( চতুরাশ্রমিগণের ) ধৰ্ম্ম বর্ণন করিয়া “জ্ঞাননিষ্ঠঃ ( ভাঃ ১১।১৮।২৮ ) ইত্যাদি সাক্ষৈর্দর্শনশ্লোকে (আশ্রমাতীত) “পরমহংস-ধৰ্ম্ম” বলিতেছেন। বাহু বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত যে ব্যক্তি “মুক্তি”-লাভেচ্ছু হইয়া “জ্ঞাননিষ্ঠ” হন, অথবা মুক্তি-লাভেও অপেক্ষা-রহিত হইয়া আমাকেই (ঐকান্তিক ভক্তিয়োগে) ভজনা করেন, তিনি ত্রিদণ্ডাদি-সহ আশ্রমধৰ্ম্ম-সমূহ পরিত্যাগপূর্বক অর্থাৎ আশ্রম-ধৰ্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরমহংসোচিত ধৰ্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

**মহাপ্রভুকর্তৃক ‘ত্রিদণ্ডী’র প্রশংসা এবং নিজকে**

**‘ত্রিদণ্ডী’ বলিয়া অভিমান—**

প্রভু কহে,—‘সাদু এই ভিক্ষুক-বচন।

মুকুন্দসেবন-ত্রত-কৈল নির্দ্বারণ ॥’

পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ-ধারণ।

মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ ॥

সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া ।

কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভূতে বসিয়া ॥ ৩৭ ॥

( ১৫: ৮: মধ্য ৩৭-২ )

ত্রিদণ্ডী 'শিখা', 'সূত্র', 'কাষায়বস্ত্র'-ধারণ শাস্ত্র-সম্মত—

শিখী যজ্ঞোপবীতী শ্রীং ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ ।

স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা ॥ ৩৮ ॥

( স্কন্দপুরাণ স্মৃতিসংহিতা )

ত্রিদণ্ডী যতি শিখা রাখিবেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং  
কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং  
পবিত্র থাকিয়া সর্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন ॥ ৩৮ ॥

পদ্মপুরাণের প্রমাণ—

একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্ ।

কমণ্ডলুকরো বিদ্বাঃস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্ ॥ ৩৯ ॥

( পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অঃ )

একবস্ত্র বা দ্বিবস্ত্র-পরিধায়ী শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতধৃক্ এবং হস্তে  
কমণ্ডলু-যুক্ত বিদ্বান্ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসী সেই শ্রেষ্ঠ-পুরুষ ভগবান্কে  
প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯ ॥

অষ্টোত্তর-শতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডী-সন্ন্যাসীর তালিকা—

তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্বতসাগরাঃ ।

সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি যৈ দশ ॥

গভস্তিনেমি বারাহঃ ক্ষমিতৃপরমার্থিনো ।

তুর্যাশ্রমী নিরীহশ্চ ত্রিদণ্ডী বিষ্ণুদৈবতাঃ ॥

ভিক্ষুর্যাবরো বিষ্ণো শ্রাসী রাভসিকো মুনিঃ ।

বিষ্ঠলগো মহাবীরো মহন্তরো যথাগতঃ ॥

নৈকশ্মপরমাদ্বৈতী শুদ্ধাদ্বৈতী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 তপস্বী যাচকো নগ্নো রাক্ষাস্তী ভজনোন্মুখঃ ॥  
 সন্ন্যাসী-মস্করী-ক্লাস্তো নিরগ্নিনারসিংহকঃ ।  
 ঔড়ুলোমি-মহাযোগী-শ্রবাকো ভবপারগঃ ॥  
 শ্রমণোহিবধৃতঃ শান্তো যথার্থো দণ্ডি-কেশবো ।  
 শ্রুতপরিগ্রহো ভক্তিসারোক্ষরী জনার্দনঃ ॥  
 উর্দ্ধমস্ত্রি-ত্যাগ্গৃহাবূর্দ্ধরেতা যথেষ্টধ্বক্ ।  
 বিরক্তোদাসীনো ত্যাগী সিদ্ধাস্তী শ্রীধরঃ শিখী ॥  
 বোধায়নো ত্রিবিক্রমো গোবিন্দো মধুসূদনঃ ।  
 বৈখানসো যথাস্থো বৈ বামনো পরহংসকঃ ॥  
 নারায়ণ হৃষীকেশো পরিব্রাজকমঙ্গলো ।  
 মাধবো পদ্মনাভশ্চোড়ুপিকো ভ্রামী বৈষ্ণবঃ ॥  
 বিষ্ণুদামোদরো স্বামীগোস্বামী পরমোগবঃ ।  
 ভাগবতোহকিঞ্চনঃ সন্তো নিকিঞ্চনো যতিঃ ॥  
 ক্ষপণকোহবিষক্তশ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রো মুণ্ডি-সজ্জনো ।  
 নিবিষয়ী হরের্জনো শ্রোতী সাধু বৃহদব্রতী ॥  
 স্থবিরস্তম্ভপরো পর্যটকাচার্যো স্বতন্ত্রধীঃ  
 কথ্যস্তে যতিনামানি প্রথিতানি মহীতলে ।  
 অষ্টোত্তরশতানি তু বৈদিকাখ্যানি তানি হি ॥ ৪০ ॥

( মুক্তিকোপনিষৎ ও সাংঘত-সংহিতা )

( ১ ) তীর্থ, ( ২ ) আশ্রম, ( ৩ ) বন, ( ৪ ) অরণ্য, ( ৫ ) গিরি, ( ৬ )  
 পর্বত, ( ৭ ) সাগর, ( ৮ ) সরস্বতী, ( ৯ ) ভারতী এবং ( ১০ ) পুরী  
 এই দশনামী সন্ন্যাসী এবং ( ১১ ) গভস্তিনেমি, ( ১২ ) বারাহ, ( ১৩ )

ক্ষমিতা, (১৪) পরমার্থী, (১৫) তুর্ধ্যাশ্রমী, (১৬) নিরীহ, (১৭) ত্রিদণ্ডী, (১৮) বিষ্ণুদেবত, (১৯) ভিক্ষু, (২০) যাযাবর, (২১) বিষ্ট, (২২) ত্রাসী, (২৩) রাভসিক, (২৪) মুনি, (২৫) বিষ্টলগ, (২৬) মহাবীর, (২৭) মহত্তর, (২৮) যথাগত, (২৯) নৈষ্কর্ম্য, (৩০) পরমাবৈতী, (৩১) শুদ্ধাবৈতী, (৩২) জিতেজিয়, (৩৩) তপস্বী, (৩৪) যাচক, (৩৫) নগ্ন, (৩৬) রাঙ্কাস্তী, (৩৭) ভজনোন্মুখ, (৩৮) সন্ন্যাসী, (৩৯) মন্সরী, (৪০) ক্রান্ত, (৪১) নিরগ্নি, (৪২) নারসিংহ, (৪৩) ঔড়ুলোমী, (৪৪) মহাযোগী, (৪৫) শ্রবাক, (৪৬) ভবপারগ, (৪৭) শ্রমণ, (৪৮) অবধূত, (৪৯) শাস্ত, (৫০) বপাহ, (৫১) দণ্ডী, (৫২) কেশব, (৫৩) ত্র্যস্তপরিগ্রহ, (৫৪) ভক্তিসার, (৫৫) অক্ষরী, (৫৬) জনার্দন, (৫৭) উর্দ্ধমন্ত্রী, (৫৮) ত্যক্তগৃহ, (৫৯) উর্দ্ধরেতঃ, (৬০) যথেষ্টধৃক, (৬১) বিরক্ত, (৬২) উদাসীন, (৬৩) ত্যাগী, (৬৪) সিদ্ধাস্তী, (৬৫) ত্রীধর, (৬৬) শিশী, (৬৭) বোধায়ন, (৬৮) ত্রিবিক্রম, (৬৯) গোবিন্দ, (৭০) মধুসূদন, (৭১) বৈখানস, (৭২) যথাস্ব, (৭৩) বামন, (৭৪) পরমহংস, (৭৫) নারায়ণ, (৭৬) হৃষীকেশ, (৭৭) পরিব্রাজক, (৭৮) মঙ্গল, (৭৯) মাধব, (৮০) পদ্মনাভ, (৮১) ঔড়ূপিক, (৮২) ভ্রামী, (৮৩) বৈষ্ণব, (৮৪) বিষ্ণু, (৮৫) দামোদর, (৮৬) স্বামী, (৮৭) গোস্বামী, (৮৮) পরমগব, (৮৯) ভাংগবত, (৯০) অকিঞ্চন, (৯১) সন্ত, (৯২) নিকিঞ্চন, (৯৩) যতি, (৯৪) ক্ষণিক, (৯৫) অবিশক্ত, (৯৬) উর্দ্ধগুপ্ত, (৯৭) মুণ্ডী, (৯৮) সৃজন, (৯৯) নির্বিষয়ী, (১০০) হর্ষিজন, (১০১) শ্রোতী, (১০২) সাধু, (১০৩) বৃহদ্রতী, (১০৪) স্থবির, (১০৫) ভূংপর, (১০৬) পর্যটক, (১০৭) আচার্য্য, (১০৮) স্বতন্ত্রধী:—সর্বসাকুল্যে এই অষ্টোত্তরশত-সংখ্যক সন্ন্যাস-নাম ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে এই বৈদিক সন্ন্যাসিনামসমূহ কথিত হয় ॥ ৪০ ॥

‘ত্রিদণ্ডী’ সৰ্ব-আশ্রমস্থিত পুরুষেরই প্রণম্য—

অকরণে প্রত্যবায়

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম্ ।

নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্ছেদুপবাসেন শুদ্ধতি ॥ ৪১ ॥

( একাদশী-তবে ত্রিস্পৃশৈকাদশী প্রকরণ ধৃত-স্মৃতি-বাক্য )

দেবতার প্রতিমা এবং ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কেহ নমস্কার না করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ॥৪১॥

আশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণব চতুর্থাশ্রমীরও প্রণম্য—

বৈষ্ণবের ভক্তি—এই দেখান সাক্ষাৎ ।

মহাশ্রমীও বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবৎ ॥

সন্ন্যাসগ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম তাঁর ।

পিতা আসি’ পুত্রেরে করেন নমস্কার ॥

অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত ।

“সন্ন্যাসী” “সন্ন্যাসী” নমস্কার সে বিহিত ॥

তথাপি আশ্রমধর্ম ছাড়ি বৈষ্ণবেরে ।

শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে ॥ ৪২ ॥

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।১৫০-১৫৩ )

সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের আচরণ—

সার্বভৌম বলেন,—“আশ্রমে বড় তুমি ।

শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি ॥” ৪৩ ॥

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩।৭৬ )

সন্ন্যাসীর কর্তব্য ; নির্ভেদ-জ্ঞানসন্ন্যাসীর নিন্দা—

সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি ‘নারায়ণ’ ।

এলিবেক প্রেম-ভক্তি-যোগে অনুক্ষণ ॥

না বুঝিয়া শঙ্করাচার্যের অভিপ্রায় ।

ভক্তি ছাড়ি' মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায় ॥ ৪৪ ॥

( ভাঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৫৫-৫৬ )

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তিদ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

অহৈতুকাপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসাদতি ॥ ৪৫ ॥

( ভাঃ ১।২।৬ )

যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জানাভীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভি-  
সন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই  
মানবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা  
সম্যকরূপে প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৪৫ ॥

বাস্তাশীর নিম্না—

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ ।

যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বাস্তাশ্রপত্রপঃ ॥ ৪৬ ॥

পুরুষ ত্রিবর্গের একমাত্র বপন-ক্ষেত্রস্বরূপ স্বীয় গৃহ হইতে প্রব্রজ্য  
করিয়া ( অর্থাৎ গৃহাশ্রমত্যাগানন্তর বানপ্রস্থ্যশ্রম গ্রহণ করিয়া ) পুনরায়  
যদি সেই গৃহস্থ ধর্মাদির প্রতি আশ্রিত হন, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে  
বাস্তাশী অর্থাৎ ছদ্মিতভোজী ( বমন করিয়া পুনরায় তাহা ভক্ষণকারী )  
এবং অতিশয় নিলজ্জ বলা হয় ॥ ৪৬ ॥

যৈঃ স্বদেহঃ স্মৃতোহনাত্মা মর্ত্যো বিটুমিভস্মবৎ ।

‘ত এনমাত্মসাৎকৃৎ প্রাণয়ন্তি হসন্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রব্রজ্য করিয়া পুনরায় গৃহাসক্ত হওয়া যে অসম্ভব, তাহা নহে ।  
যে-সকল ব্যক্তি পূর্বে নিজদেহকে অনাত্মা, মর্ত্য, বিষ্ঠা, কুমি অথবা

ভগ্নতুল্য চিন্তা করে, তাহারাই আবার পরে ঐ দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া  
শ্লাঘা করিয়া থাকে । সুতরাং উহার অত্যন্ত অসৎ ॥ ৪৭ ॥

গৃহস্থস্ত্রী ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি ।

তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা ॥ ৪৮ ॥

আশ্রমাপসদা হেতে খল্লাশ্রমবিড়ম্বনাঃ ।

দেবমায়াবিমুঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া ॥ ৪৯ ॥

( ভাঃ ৭।১৫।৩৬-৩৯ )

গৃহস্থব্যক্তির স্ববর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া-ত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাসাদি  
ব্রতত্যাগ, বানপ্রস্থের পুনরায় গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়-লালসা  
—এইসকল আশ্রমবিড়ম্বনা মাত্র । এইসকল ব্যক্তি—নিকৃষ্টাশ্রমী । অতএব  
উহার ভগবন্মায়াবিমুঢ় জানিয়া উপেক্ষণীয় অর্থাৎ উহাদিগের অনুবর্তন  
করিতে হইবে না, পরন্তু উহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোপ-  
দেশাদি-দান-রূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করাই কর্তব্য ॥ ৪৮-৪৯ ॥

বাস্তাশী হওয়া সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্য,—নহে সন্ন্যাস্য করিঞা ।

নিজ-জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা ॥ ৫০ ॥

( টীঃ চঃ মধ্য ৩।১১৭ )

আশ্রমাতীতের জ্ঞাচরণ—

যদা যস্তানুগৃহ্ণাতি ভগবান্নাত্মভাবিতঃ ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ৫১ ॥

( ভাঃ ৪।২৯।৪৬ )

যখন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যশালী ভগবান্ কোনও জীবাত্মার আত্মসমর্পণ-  
দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হইয়া তাহার

প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদপ্রতি-  
পাত্ত কর্মকাণ্ডে আসক্তমতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।

ধর্ম্যান্ সম্ভাজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

( ভাঃ ১১।১১।৩২ )

ধর্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা ‘ধর্ম’ বলিয়া আদেশ করিয়াছি,  
তাহার গুণদোষ বিচারপূর্বক সেইসকল ধর্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে  
ভজন করেন, তিনি সর্বোৎকৃষ্ট সাধু ॥ ৫২ ॥

বেদে “পরমহংসের” কথা—

অসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধাদীজ্জিখা-যজ্ঞোপবীতে (যাগংসত্রং)  
স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্বকর্মাণি সম্যাস্থায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিহা কৌপীনং  
দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ শ্বশরীরোপভোগার্থায় চ লোকস্তোপকারার্থায়  
চ পরিগ্রহেৎ তচ্চ ন মুখ্যোহস্তি কোহয়ং মুখ্য ইতি । ন দণ্ডং  
(ন কমণ্ডলুং) ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং  
চরতি পরমহংসঃ ॥ ৫৩ ॥

( পরমহংসোপনিষৎ ১-২ )

পরমহংসগণ নিজপুত্র, মিত্র, স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, শিখা,  
সূত্র, বেদাধ্যয়ন, লৌকিক ও বৈদিক কর্ম সকল পরিহার পূর্বক  
এই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া কেবলমাত্র ব্যবহার-নির্বাহক  
নিজের শরীর রক্ষা এবং জগজ্জীবের উপকারার্থ কৌপীন, দণ্ড, আচ্ছাদন  
বস্ত্র গ্রহণ করিবেন; এই সকলও তাঁহাদের মুখ্য গ্রহণীয় বস্তু নহে ।  
পরমহংস দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত, বহির্ব্বাসাদি গ্রহণ না করিয়াও যথেষ্ট  
বিচরণ করিতে পারেন ॥ ৫৩ ॥

দণ্ডভঙ্গলীলার তাৎপর্য ; কায়, রাক্য ও মনকে দণ্ড  
করিবার জন্ত ‘ত্রিদণ্ড’ ধারণ, ভগবান্ বা পরমহংস  
লীলাভিনয়কারী গৌরসুন্দরের দণ্ডধারণের  
নিপ্রয়োজনীয়তা-প্রতিপাদন—

অহে দণ্ড আমি যারে বহয়ে হৃদয়ে ।

সে তোমারে বহিবেক এ ত’ যুক্ত নহে ॥

এত বলি’ বলরাম পরম-প্রচণ্ড ।

ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥ ৫৪ ॥

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।২১০-২১১ )

“তিন খণ্ড করি’ দণ্ড দিলা ভাসাঞা ।

( চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৪৩ )

দণ্ড-ভঙ্গ-লীলা—এই পরম গম্ভীর ।

সেই বুঝে, দুহাঁর পদে যার ভাক্তর ধীর ॥ ৫৫ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৫৮ )

কেবলমাত্র রাগমার্গীয় পরমহংসেরই কাষায় বস্ত্র  
পরিধান-বিষয়ে নিষিদ্ধতা—

রক্তবস্ত্র “বৈষ্ণবের” পরিতে না যুয়ায় ॥ ৫৬ ॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৬১ )

ভাগবতে ‘পরমহংসে’র আচরণ বর্ণন—

এবং ততঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্য জাতানুরাগো দ্রুতচিন্ত উচৈঃ । •

হস্যতথো রোদিতি রোতি গায়ত্যান্মাদবন্ ত্যক্তি লোকবাহুঃ ॥ ৫৭ ॥

( ভাঃ ১১।২।৪০ )

প্রেমলক্ষণ ভক্তিব্যোগে, ভগবৎ-সেবা-ব্রত-ধারী সাধুগণ তাঁহাদের একান্তপ্রিয় শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ণনে জাতাহুরাগ ও বিগলিত হৃদয় হইয়া, লোকাপেক্ষা না রাখিয়া কখনও উচ্চৈঃস্বরে হান্ত, কখনও রোদন, কখনও স করুণ আহ্বান, কখনও গান এবং কখনও বা উন্নতের জ্বায় নৃত্য করেন ॥ ৫৭ ॥

“পরমহংসের বা ‘মুক্ত আমি’র অভিমান”—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব।

কিন্তু প্রোচুন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাক্কে-

গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োদাস-দাসানুদাসঃ ॥ ৫৮ ॥

(পদ্মাবলী ৬৩ শ্লোক)

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়-রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি ; কিন্তু উন্নীলিত (অর্থাৎ নিত্যস্বতঃপ্রকাশমান) নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ-অমৃতসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি ॥ ৫৮ ॥

ইতি গোড়ীয় কণ্ঠহারে “আশ্রম-ধর্ম-তত্ত্ব”-বর্ণন-নামক

পঞ্চদশরত্ন সমাপ্ত ।



## ষোড়শ ব্রহ্ম

### শুদ্ধ-শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব

মহাপ্রসাদ দ্বারাই বৈষ্ণব বা আত্মবস্ত্ত তৃপ্ত হন, আত্মীয়  
জনকে বিষ্ণুবস্ত্ত দ্বারা শ্রাদ্ধা প্রদর্শনই শুদ্ধশ্রাদ্ধ ;  
তদ্বিপরীত অনুর্ত্তানই বিদ্ধ বা রাক্ষস শ্রাদ্ধ—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেহপি প্রাগন্নং ভগবতেহর্পয়েৎ ।

তচ্ছেষেণৈব কুবর্ষীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ ॥ ১ ॥

( হ: ভ: বি: ৯।৮৪ সংখ্যাধৃত কৃষ্ণপুরাণবাক্য )

ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দিনে ও প্রথমত: ভগবান্কে অন্নপ্রদান  
পূর্বক সেই নিবেদিত অন্নের শেষভাগ দ্বারাই শ্রাদ্ধানুর্ত্তান করিবেন ॥ ১ ॥

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যফ্যব্যং দেবতাস্তুরম্ ।

পিতৃভ্যাশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ২ ॥

( হ: ভ: বি: ৯।৮৭ সংখ্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য )

বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্ত্যায় দেবতাগণের পূজা করা কর্তব্য ;  
পিতৃপুরুষদিগকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু  
অথবা বা অনন্ত, বস্ত্ত। মহাপ্রসাদ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন। তাহা খণ্ডিত  
বস্ত্ত নহে। উহা পিতৃ বা দেবতাগণে অর্পিত হইলে আনন্ত্য ধর্ম্ম  
অর্থাৎ তাহাদের ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে ॥২॥

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিদনিবেদ্যগ্রভোক্তুরি ।

ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তো ভবেৎ ॥ ৩ ॥

( হ: ভ: বি: ৯।৯৫ সংখ্যাধৃত-বিষ্ণুধর্ম্ম-বাক্য )

প্রথমতঃ অগ্রভুক্ত ভগবানে কিছু ভক্ষ্য না দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে দিতে নাই ; কারণ অনিবেদিত দ্রব্য অর্পণ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্থ হইতে হয় ॥ ৩ ॥

### বৈষ্ণবের কুশ-ধারণ নিষিদ্ধ—

সকল্লং চ তথা দানং পিতৃদেবার্চনাদিকম্ ।

বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্নকুর্যাৎ কুশধারণং ॥ ৪ ॥

( স্বান্দে-রেবাথণ্ডে )

যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে উপদিষ্ট ( দীক্ষিত ) হন, তবে তিনি সকল্লং, দান, পিতৃ-দেবাদের অর্চন প্রভৃতি এবং কুশ ধারণ করিবেন না ॥ ৪ ॥

### ভগবন্তক্তের গয়াশ্রাদ্ধ বা পিণ্ডাদি-প্রদানের কোন আবশ্যকতা নাই—

কিং দষ্টৈর্ববলভিঃ পিণ্ডৈর্গয়া-শ্রাদ্ধাদিভিমূনে ।

যৈরক্ষিতো হরিভক্ত্যা পিত্রার্থঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৫ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ৯৯৩ সংখ্যা ধৃত স্বান্দবাক্য )

হে ঋষে ! যে সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির অর্চনা করেন, গয়া শ্রাদ্ধাদি বা বহু বহু পিণ্ডদানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ তাঁহাদের গয়া-শ্রাদ্ধাদি কোনও আবশ্যক নাই ॥ ৫ ॥

অজ্ঞান-কর্ম্মসঙ্গিগণকে বঞ্চনা, সেবোন্মুখ জীবগণকে সদগুরু পদাশ্রয়ের মাহাত্ম্য-প্রদর্শন ও কর্ম্মমার্গীয় শ্রাদ্ধের ‘শ্রাদ্ধ’ অর্থাৎ নিরর্থকতা-সম্পাদনের জন্যই গৌরসুন্দরের  
গয়াযাত্রা ও গয়াশ্রাদ্ধাদি-লীলা-প্রদর্শন—

প্রভু বলেন,—গয়াযাত্রা সফল আমার ।

যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥

তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ ।

সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন ॥

তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ ।

সেই ক্ষণে সর্ববন্ধ হয় বিমোচন ॥

অন্তএব তীর্থ নহে তোমার সমান ।

তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান ॥

সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার আমারে ।

এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমাতে ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান ।

আমারে করাও তুমি এই চাহি দান ॥ ৬ ॥

( চৈঃ ভাঃ আদি ১৭।৫০-৫৫ )

কর্মজড়স্মার্ত্তগণ বঞ্চিত ও পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইবারই

যোগ্যতা-সম্পন্ন ; অবঞ্চনপরা কথা শুনিবার কর্ণ

তাহাদের বিধাতা কর্তৃক রুদ্ধ ; অতএব তাহা-

দিগকে গুরুতর 'বৈষ্ণবান্বরাধ' হইতে

মোচনকল্পে বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে

বঞ্চনাই করিবেন—

স্বভাবশ্চৈঃ কর্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রাবণাদিভিঃ ।

হরেন্নৈবেদ্যসস্তারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ ॥ ৭ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩ সংখ্যা-ধৃত প্রহ্লাদপঞ্চরাত্র-বাক্য )

কর্মজড় স্মার্ত্ত অবৈষ্ণবগণকে অনিবেদিত দ্রব্যদান কিংবা তাহাদের  
মোভনীয় অর্থাৎ প্রাকৃতবস্তু দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবদিগকেই  
শ্রীহরির নৈবেদ্য প্রদান করিবে ॥ ৭ ॥

কৰ্মমার্গীয় শ্রাদ্ধেরই নামান্তর 'রাক্ষস'-শ্রাদ্ধ—

যস্ত বিজ্ঞাবিনিম্মুক্তং মূৰ্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্ ।

বেদবিন্দ্যোহদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ ॥ ৮ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ৯৯ সংখ্যা ধৃত স্বন্দপুরাণ-বাক্য )

বৈষ্ণবকে 'বিজ্ঞাহীন মূৰ্খ' মনে করিয়া বেদবিদগণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে বিপ্রকৃত সেই 'শ্রাদ্ধ' রাক্ষসকৰ্ত্ত্বক গৃহীত হয় ॥ ৮ ॥

অদ্বৈতাচার্যের আচরণ—

আচার্য্য কহেন,—‘তুমি না করিহ ভয় ।

সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥

তুমি খাইলে হয় কোটী-ব্রাহ্মণ-ভোজন’ ।

এত বলি’ শ্রাদ্ধ-পাত্র করাইল ভোজন ॥ ৯ ॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩২১৯-২০ )

যে সমস্ত ঐকান্তিক ভক্ত এই প্রকার পরম আনন্দসহকারে প্রভু হরিকে স্মরণ ও কীৰ্ত্তন করেন, তাঁহাদের আর অগ্র কোন কৰ্ম্মাছুষ্ঠানে রুচি হয় না ॥ ৯ ॥

ঐকান্তিকগণের চরিত্র—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীৰ্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ ।

কুৰ্ব্বতাং পরম প্রীত্যা কৃতামমৃত্ন রোচতে ॥ ১০ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ২০ শ বিলাসে উপসংহার ধৃত বিষ্ণুরহস্ত-বাক্য )

যে সকল ঐকান্তিক ভক্ত এইপ্রকারে পরমপ্রীতি-সহকারে প্রভু-শ্রীবিষ্ণুর কীৰ্ত্তন ও স্মরণ করেন, অগ্র কোনও কৃত্যে তাঁহাদেরই প্রায়ই রুচি হয় না ॥ ১০ ॥

নামাশ্রয়ী একান্তী গৃহবৈষ্ণবেরও শ্রাদ্ধ-কৰ্ম্মাদির  
আবশ্যকতা নাই

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ ।

দৈবং কৰ্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাৎবৈষ্ণবো গৃহী ॥

(শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-কৃত-সংক্রিয়া-সার-দীপিকাধৃত সংহিতা-বাক্য)

স গৃহী অনন্ত-শরণত্বেন কেবল-শ্রীবিষ্ণুপূজাদিকং বিনা  
নিত্যাদিকং কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম ন করিষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

(সংক্রিয়া-সার-দীপিকা ১২ সংখ্যা)

বিষ্ণুতে অনন্তশরণ গৃহস্থবৈষ্ণব নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প,  
দৈব এবং পৈত্র-কৰ্ম্ম (শ্রাদ্ধাদিও) করিবেন না ॥ ১১ ॥

শুদ্ধপূতঃ সদা কাম্যঃ কুশধারণবর্জিতঃ ।

কাম-সঙ্কল্প-রহিতশ্চান্তর্ববাহুরির্যতঃ ॥

বৈষ্ণবোনাশ্র-বিবুধানর্চয়েত্তাংশ্চ নো নমেৎ । ন পশ্যেত্তান্ন-  
গায়েচ্চ ন নিন্দেৎ ন স্মরেত্তথা । তেষাং ন তক্ষেদুচ্ছিষ্টং অনন্তো  
নৈষ্ঠিকো মুনিঃ । ন তজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥

(সংক্রিয়া-সার-দীপিকা ২০শ সংখ্যাধৃত পাদ্যবাক্য)

কুষ্মভক্ত সর্বদা শুদ্ধ, পবিত্র এবং কুশধারণবর্জিত । যেহেতু, তিনি  
কাম-সঙ্কল্প-রহিত এবং অন্তর্ব্বাহুে হুরিময় । বৈষ্ণব অপর দেবতাকে  
অর্চন করিবেন না, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবেন না, তাঁহাদিগকে দর্শন  
করিবেন না, তাঁহাদিগের কথা গান করিবেন না, তাঁহাদিগকে নিন্দাও  
করিবেন না, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবেন না । অনন্তনিষ্ঠ বৈষ্ণব-মুনি  
তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না । হে দেবর্ষে ! সেই সকল অশ্র-  
দেবভক্তগণের সঙ্গও চেষ্টা করিয়া করিবেন না ॥ ১২ ॥

ইতি গৌড়ীয় কণ্ঠহারে “শুদ্ধ-শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব”-বর্ণন নামক ষোড়শ রত্ন সমাপ্ত ।

# সপ্তদশ-ব্রহ্ম

## শ্রীনাম-তত্ত্ব

যাবতীয় ধর্মের মূল একমাত্র ভগবান্—

ধর্মমূলং হি ভগবান্ সর্ববেদময়ো হরিঃ ।

স্মৃতঞ্চ তদ্দিনাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ ১১ ॥

( ভাঃ ৭।১১।৭ )

হে রাজন্, যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মা প্রশস্ত হয়, সর্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই তাদৃশ ধর্মের মূল বা প্রমাণ ; তিনিই ভগবত্ত্ববিদগণের বিধান-মূলক স্মৃতি অর্থাৎ একমাত্র বিধি ॥ ১ ॥

“হরি” বিনা গতি নাই—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্বতা-

দটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্ ।

যজন্তু যাগৈর্নিবদন্তু বাঁদৈ-

হরিং বিনা নৈব মুক্তিং তরন্তি ॥ ২ ॥

( ভাবার্থ-দীপিকা ১০।৮৭।২৭ )

তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্বাই করুন, ভৃগুপাতেরই অনুষ্ঠান করুন ( পর্তত হইতে পতমের নাম ‘ভৃগুপাত’ ), বহু বহু তীর্থ বিচরণই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, বহুতর্কই করুন, ( অন্তঃকালে ) হরিস্মরণ বিনা কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না ॥

**ভগবদ্ভাম-গ্রহণই জীবের নিত্য ও পর-ধর্ম—**

এতাবানৈব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্যঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিয়োগো ভগবতি তন্মাম-গ্রহণাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

( ভাঃ ৬।৩২২ )

নামসংকীৰ্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিয়োগ, তাহাই এই জগতে জীব সকলের ‘পরম-ধর্ম’ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩ ॥

**“নাম” শ্রুতির সার ও মুক্তকুলের উপাশ্রয় বস্তু—**

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-

দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত ।

অগ্নি মুক্তকুলৈরুপাশ্রয়মানং

পরিতস্তাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ ৪ ॥

( শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকে ১ম শ্লোক )

নিখিল বেদের শিরোভাগ-উপনিষদ-রূপ রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পদকমলের শেষসীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে । হে হরিনাম, তুমি মুক্তকুলের (নিবৃত্ততর্ষ নারদগুণাদি) দ্বারা নিরন্তর উপাসিত হইতেছ (অর্থাৎ নামাভাসে মুক্তি হয়, মুক্ত-ব্যক্তিই শুদ্ধনামগ্রহণে অধিকারী ; দশবিধ অপরাধ-কুল বা অপরাধশূন্য অথচ সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া ‘নামাক্ষর’ উচ্চারণ ‘নাম’ নহে। উহা ‘নামাপরাধ’ বা ‘নামাভাস’। মুক্তকুলের সেবোন্মুখ-জিহ্বাতেই শুদ্ধ-চিৎ-স্বরূপ ‘শ্রীনাম’ স্বয়ং ক্ষুর্ভিপ্রাপ্ত হন । তাঁহারা নিরন্তর কীৰ্ত্তনাখ্যা ভক্তিদ্বারা শ্রীনামের উপাসনা করেন ।) অতএব হে হরিনাম ! আমি সর্বতোভাবে (সর্ববিধ অপরাধ ছইতে নিঃশূল থাকিয়া) তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪ ॥

## নামের স্বরূপ—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নহান্নামনামিনোঃ ॥ ৫ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২ল ১০৮ )

‘কৃষ্ণনাম’ চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্ত-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত । কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই ॥ ৫ ॥

একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূতম্ ॥ ৬ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১০৮ শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকা )

সচ্চিদানন্দ-রসময়-( আদি পদে বিভিন্নরসের বিষয়-বিগ্রহ ) তত্ত্ব এক-  
অদ্বয়বস্ত্ত । সেই অদ্বয়তত্ত্বই ‘বিগ্রহ’ ও ‘নাম’ এই দুইরূপে আবিস্ফুট  
হইয়াছেন ।

## বেদে নামের মাহাত্ম্য—

ওঁ আহস্ম জানন্তো নাম চিদ্ধিবক্তন্ মহন্তে বিধোঃ স্মৃতিং  
ভজামহে ওঁতৎসৎ ।

( ঋগ্বেদ ১মশ্লোক, ১৫৬ সূক্ত তয়া ঋক্ )

## অর্থ—

হে বিধো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ  
স্বপ্রকাশরূপং । তস্মাৎ অস্ম নান্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু  
সম্যক্ উচ্চার-মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ক্রবাণাঃ  
কেবলং তদঙ্করাভ্যাসমাত্রং কুব্বাণাঃ স্মৃতিং তদ্বিষয়াং বিদ্বাং  
ভজামহে প্রাপ্নুমঃ । যতন্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্ত্ত সৎ স্বতঃ-  
সিদ্ধমিতি । অতএব ভয়দেবদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরেব সাক্ষেত্যা-  
দাবশ্য মুক্তিদত্তং শ্রীতে ॥ ৭ ॥

( ভগবৎসংস্কৃত ৪২ সংখ্যা )

হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ-রূপ সূত্রাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) জীবনাত্ম অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামা-ক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিশয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ; অতএব ভয় ও ঘোষাদি-স্থলেও ত্রীমূর্ত্তির ক্ষুণ্ণি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে; কারণ "সাক্ষেত্য" ইত্যাদিস্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ত ঐশ্র্য হওয়া যায় ॥ ৭ ॥

### স্মৃতি-শাস্ত্রাদিতে নাম-মাহাত্ম্য—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা ।

আদাবস্তে চ মধ্যো চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥ ৮ ॥

( হরিবংশে )

বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণের আদি, মধ্য এবং অন্ত্য সর্বত্রই একমাত্র ত্রীহরিরই কীর্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

### কলিযুগে নামই সর্বসিদ্ধিদ—

কলেদৌষনিধে রাজমস্তি হেকো.মহান্ গুণঃ ।

কীৰ্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৯ ॥

( ভাঃ ১২।৩।৫১ )

হে রাজন্, কলির দৌষরাশির মধ্যেও একটী মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণের কীৰ্ত্তনমাত্রেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া ভগবান্কে প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

কৃতে বদ্ধায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং বজতো মঠৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীৰ্ত্তনাৎ ॥ ১০ ॥

( ভাঃ ১২।৩।৫২ )

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, আর দ্বাপর যুগে অর্চনা দ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে কেবলমাত্র নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ ।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীৰ্ত্ত্য কেশবন্ ॥ ১১ ॥

( পদ্মোত্তর খণ্ডে ৪২ অঃ )

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে পরিচর্যা-দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম-কীর্ত্তনে অনায়াসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ।

নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম ।

সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম ॥ ১২ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২ ও ৭।৭৪ )

নাম-মাহাত্ম্য-বর্ণনে প্রাচীন আচার্য্যবৃন্দ—

অংহঃ সংহরতেহখিলং সঙ্কুদুদয়াদেব সকল-লোকশ্চ ।

তরগিরিব তিমির-জলধিঃ জয়তি জগন্মঙ্গলং হরেন্নাম ॥ ১৩ ॥

( পদ্মাবলী ১৬ সংখ্যায়ুত-শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক )

‘জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন, স্বর্ঘ্য যেরূপ উদিত হইয়া তিমির-সমুদ্র নাশ করেন, তরুণ হরিনাম একবার মাত্র উদিত হইলেই সকল লোকের পাপ নাশ করেন ॥ ১৩ ॥’

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াম্ ।

সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্ ॥ ১৪ ॥

( পঞ্চাবলী ১৫ সংখ্যাধৃত শ্রীধরস্বামিকৃত-শ্লোক )

জ্ঞান ও সিদ্ধি—এই উভয়ই তুলাদণ্ডে তুলিত আছে, কিন্তু প্রেম ও কৃষ্ণনাম—এই দুই তুলাযন্ত্রে তুলিত হয় নাই ॥ ১৪ ॥

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-

মাচণ্ডালমমুকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিপ্রিয়ঃ ।

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনোগীক্ষতে

মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ১৫ ॥

( পঞ্চাবলীতে ১৮ অঙ্কধৃত-শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক )

ত্রিগুণাতীত মুক্তকুলের চিত্তের আকর্ষক-স্বরূপ, পাপপুণ্যের উন্মূলন-কারী, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া ণাকশক্তিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্যের বশকারী,—এবম্বৃত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই ‘মহামন্ত্র’ রসনা-স্পর্শমাত্রেই ফলদান করেন, দীক্ষাদি সংকার্য্য বা পুরশ্চরণ, এসকলকে কিঞ্চিৎমাত্রও অপেক্ষা করেন না ॥ ১৫ ॥

মন্ত্র ও মহামন্ত্র-শ্রীনামে লীলা-বৈচিত্র্য—

কৃষ্ণমন্ত্রং হৈতে হংবে সংসার-মোচন ।

কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১৬ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩ )

হরিকথা-মহাশাস্ত্র—

শ্রুতমশ্যোপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাত্মা ।

যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্ত কম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

( পঞ্চাবলী ৩৯ সংখ্যাধৃত-বদ্যসদেব-বাক্য )

উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য নির্দ্বিধেব ব্রহ্মের বিষয় শ্রুত হইলেও, উহা কৃষ্ণ-কথারূপ অমৃত হইতে বহু দূরে অবস্থিত। যেহেতু, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্তদ্রব বা কম্পাশ্র, পুলকোদগমাদি কিছুমাত্র হয় না ॥১৭॥

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার অপেক্ষাও নামোচ্চারণের মহিমা অধিক—  
যদ্ব ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতি-নিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।  
অপৈতি নাম স্মরুণেন তন্তে প্রারন্ধ-কর্ম্মেতি বিরোতি বেদে ॥১৮॥

( রূপগোস্থামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে ৪ শ্লোক )

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ত্রায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারন্ধকর্ম্ম ভোগ-ব্যতিরেকে বিনষ্ট হয় না ; কিন্তু হে নাম, তোমার স্মৃতিমাতেই সেই কর্ম্ম অপগত হয়, বেদ এইবাক্যই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

### নামকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষোর্ব্বহ্মায়াসেন সাধ্যতে ।

ওষ্ঠস্পন্দনমাশ্রয়েণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্ ॥ ১৯ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৬ সংখ্যায়ুত বৈষ্ণব-চিন্তামণিবাক্য )

বিষ্ণুর স্মরণ পাপচ্ছেদক হইলেও তাহা বিপুল আয়াসদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে । কিন্তু ওষ্ঠস্পন্দনমাতেই ( অনায়াসেই ) যে বিষ্ণুর কীর্ত্তন হয়, তাহা স্মরণ হইতেই শ্রেষ্ঠ । \* ( কেননা, ঐরূপ নামকীর্ত্তন বা নামা-ভাসদ্বারাই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে ) ॥ ১৯ ॥

• ধ্যান-পূজাদি হইতে নামকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-

বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিষত্মম্ ।

কথমপি সৰূদাস্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ

পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥ ২০ ॥

( বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯ )

যাহা হইতে নিজধর্ম, ধ্যান ও পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এই-রূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এটনাম যে কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন, এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ ॥ ২০ ॥

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ ।

তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ ২১ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১।১২৩৭ সংখ্যাধৃত-শাস্ত্রাব্যাক্য )

হে ভারতবংশাবতঃস, যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে সম্যকরূপে বাসুদেবের অর্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন ॥ ২১ ॥

নামে দেশকালাদির নিয়ম নাই—

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা ।

বিভূতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোনামানুকীৰ্ত্তনে ॥ ২২ ॥

কালোহস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোহস্তি সজ্জপে ।

বিষ্ণু-সঙ্কীৰ্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥ ২৩ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ২০৬ সংখ্যাধৃত-বৈষ্ণব-চিন্তামণিবাণ্য )

হে রাজন্, বিষ্ণুর নামকীৰ্ত্তন বিষয়ে কোন দেশ বা কালনিয়ম নাই, ইহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যায়। দান ও যজ্ঞে কালনিয়ম আছে, স্নানে ও অগ্ন্যজ্ঞে কালনিয়ম আছে, কিন্তু এই পৃথিবীতলে বিষ্ণু-সঙ্কীৰ্ত্তনে কোন কালনিয়ম বিধিত হয় নাই ॥ ২২-২৩ ॥

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা ।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রীহরেনা'স্মি লুক্ক ॥ ২৪ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ২০২ সংখ্যাদৃত-বিষুধস্বোত্তরবাক্য )

হে লুক্ক, শ্রীহরির নামকীৰ্ত্তনবিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টমুখে কিবা কোনপ্রকার অশুচি-অবস্থাতেও নিষেধ নাই ॥২৪॥

এতাবতালমবনির্হরণায় পুংসাং

সংকীৰ্ত্তনং ভগবতো গুণকৰ্ম্মনাম্মাম্ ।

বিক্রুশ্য পুত্রমযবান্ যদজামিলোহপি

নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥ ২৫ ॥

( ভাঃ ৬।৩।২৪ )

অতএব শ্রীভগবানের গুণ, কৰ্ম্ম ও নামসকলের সম্যক্ কীৰ্ত্তনই যে জীবের পাপহরণে উপযোগী তাগা নহে ; তদীয় নাম-গুণাদির অসম্যক্ কীৰ্ত্তন বা নামাভাসেই ঐ পাপহরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । অজামিলই তাহার দৃষ্টান্ত । সেই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে অসুস্থচিত্তে 'নারায়ণ' বলিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিয়াও মুক্তি লাভ করিল ॥২৫

উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তন-বিষয়ে ভাগবত-প্রমাণ—

নামাণ্ডনস্তস্মৈ হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্ ।

গাং পর্য্যটংস্তম্ভমনা গুতম্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥২৬॥

( ভাঃ ১।৬।২৭ )

শ্রীনারদ কহিলেন,—তদনন্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত-দেবের নামসমূহ অনবরত উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবল্লীলা-চেষ্টা-সমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্ট-চিত্তে সকল প্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন হইলাম ॥ ২৬ ॥

উচ্চনাম-কীর্তনই শ্রেষ্ঠ—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ ।

আত্মানঞ্চ পুনাতুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ ॥ ২৭ ॥

( শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্য )

হরিনাম-জপপ্রায়ণ-ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্তনকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা ঠিক কথা। কারণ, কেবল জপকারী ব্যক্তি নিজকেই নিজে পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্তনকারী আপনাকে ও তৎসঙ্গে শ্রোতৃগণকেও পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

উচ্চকীর্তনে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা যুগপৎ সাধিত হয়—

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে ।

শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে ॥

জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে ।

উচ্চ-সংকীর্তনে পর-উপকার করে ॥

অতএব উচ্চ করি' কীর্তন করিলে ।

শতগুণ ফল হয় সর্ববশান্ত্রে বলে ॥ ২৮ ॥

( টী: ভা: আদি ১৬।২৭২-২৮১ )

শ্রীমন্নহাপ্রভুর 'হরেকৃষ্ণ' নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন-

বিষয়ে গোস্বামি-বচন—

হরেকৃষ্ণৈতুচ্চৈঃ স্মুরিতরঙ্গনো নামগণনা-

কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী স্নভগকুটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ ।

বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঙ্কিতভুজঃ

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্যাস্ততি পদম্ ॥ ২৯ ॥

( শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-চৈতন্যচরিতামৃত ৫ম )

উচ্চৈঃস্বরে “হরেকৃষ্ণ” নামোচ্চারণ করিতে যাহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রহীকৃত সুন্দর ‘কটিস্থত্রে’ যাহার উজ্জ্বল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশালনয়নযুক্ত ও আজামুলদ্বিত-বাহু, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন ? ২৯॥

### বেদান্তাচার্যের অভিমত—

হরেকৃষ্ণোতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্ । ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশ-  
দক্ষরেণ মন্ত্ৰেণৌচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্য রসনা জিহ্বা  
যন্ত্য সং ॥ ৩০ ॥

( শ্রীল বলদেব বিদ্যাতৃষণকৃত ‘স্তবমালাবিভূষণ’ভাষ্য )

‘হরেকৃষ্ণ’—এই মন্ত্রমূর্তির গ্রহণ ।

ষোড়শনামাত্মক দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় যাহার জিহ্বা নৃত্য করিতেছে।—( তাৎপর্য্য এই যে, ‘হরেকৃষ্ণ’ বলিতে ষোলনাম বত্রিশাক্ষরযুক্ত নামাক্ষর ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ছড়া বা কল্পিত নামকীর্তন ভ্রমক্রমেও কেহ না বুঝেন । টীকাকার তদ্বিষয়ে আমাদেরকে সাবধান করিয়াছেন ) ॥ ৩০ ॥

‘হরেকৃষ্ণ’ নামই কলির মহামন্ত্র ; ‘ছড়া’-জাতীয়

নামাপরাধ-কীর্তন সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৩১ ॥

ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ বর্ণকানি হি ।

কলৌযুগে মহামন্ত্রঃ স্মৃতো জীবতারণে ॥ ৩২ ॥

বর্জয়িত্বা তু নান্মৈতদ্ দুর্জ্ঞানৈঃ পরিকল্পিতম্ ।

ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্ ॥ ৩৩ ॥

তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণঃ গুরুণাদিনা ।  
 কলিসম্ভরণাচ্ছাস্ত্র শ্রুতিষধিগতং হরেঃ ॥ ৩৪ ॥  
 প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেন শ্রীনারদেন ধীমতা ।  
 নামৈতদুত্তমং শ্রোত-পারম্পর্যেণ ব্রহ্মণঃ ॥ ৩৫ ॥  
 উৎসৃজ্যাতনুহামদ্ব্যং যে ত্বদ্ব্যং কল্পিতং পদম্ ।  
 মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলজ্জিনঃ ॥ ৩৬ ॥  
 তত্त्वবিরোধসংপূক্তং তাদৃশং দৌৰ্জ্জনং মতম্ ।  
 সৰ্ব্বথা পরিহার্য্যং স্মাদাত্মহিতার্থিনা সদা ॥ ৩৭ ॥

( অনন্ত-সংহিতা )

“হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে । হরে রাম হরে রাম রাম  
 রাম হরে হরে ॥”—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র  
 এবং জীবতারণে অভিমত । এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত  
 ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বসাতাসদৃষ্ট-পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না ।  
 এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা ‘কলিসম্ভরণাদি শ্রুতিতে’  
 পাঠিয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতি-পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান্  
 নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । •

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অত্যাশ্র কল্পিত পদকে মহানাম  
 প্রভৃতি বলিয়া কীর্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরু-লজ্জনকারী । আত্ম-  
 হিতার্থী সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বতোভাবে তত্त्वবিরোধপূর্ণ সেই সব দুর্জ্জনের মত ( দুঃসঙ্গ-  
 জ্ঞানে ) পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৩১-৩৭ ॥

উপনিষদে ‘হরেকৃষ্ণ’-মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৩৮ ॥

ইতি ষোড়শকং.নাম্মাং কলিকলুষনাশনম্ ।

নাভঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥

( কলিসম্ভরণোপনিষৎ )

“হরেকৃষ্ণ” ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষনাশকারী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ববেদের মধ্যে ও দৃষ্ট হয় না ॥ ৩৮-৩৯ ॥

পুরাণে ‘হরেকৃষ্ণ’-মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

( অগ্নিপু্রাণ )

“হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।”—এই মহামন্ত্র ঋাহার। অবহেলাপূর্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪০ ॥

নরমাত্রেই নামোচ্চারণে অধিকারী—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকলনিগমবল্লী-সংফলং চিৎস্বরূপম্ ।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা

ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ ৪১ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ২৩৪ সংখ্যাস্থত স্বন্দপুরাণ-বাক্য )

এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিগতিকার চিন্ময় নিত্যফল । হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক, কিংগা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীৰ্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিজ্ঞান করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

সকলের পক্ষেই 'নামকীৰ্ত্তন'

সাধন ও সাধ্য—

এতন্নিব্বিভমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।

যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেন্নামানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ৪২ ॥

( ভাঃ ২।১।১১ )

হে রাজন, যাহারা সংসারে নির্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাহারা স্বৰ্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাহারা আত্মারাম-যোগীপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নাম-শ্রবণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীৰ্ত্তন ও স্মরণ— এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূৰ্ণ আচার্য্যগণকর্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন ॥ ৪২ ॥

নাম-কীৰ্ত্তনের প্রতিকূল-বিষয়—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-ক্লীভিরেধমানমদঃ পুমান্ ।

নৈবাহত্যভিধাতুং বৈ স্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥ ৪৩ ॥

( ভাঃ ১।৮।২৬ )

হে কৃষ্ণ, সংকুল, বিত্তা এবং রূপাদিলাভে বাহার অহঙ্কার বদ্ধিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিরভিমান, নিক্ষাভক্তের লভ্য তোমার 'শ্রীকৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীৰ্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয় না ॥

মুখ্য ও গৌণভেদে 'নাম' বহুবিধ—

নান্নামুকারি বহুধা নিজসর্ববিশক্তি-

স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি

দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ৪৪ ॥

( শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক )

হে ভগবন, তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্ত তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে স্মলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ ছুদৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার স্মলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না ! ৪৪ ॥

### গৌণনাম ও তাহার লক্ষণ—

জড়াপ্রকৃতির পরিচয়ে নাম যত ।

প্রকৃতির গুণে গৌণ বেদের সম্মত ॥

সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মা ব্রহ্ম স্থিতিকর ।

জগৎসংহর্তা পাতা যজ্ঞেশ্বর হর ॥ ৪৫ ॥

(হরিনামচিন্তামণি, নামগ্রহণবিচার)

### মুখ্য ও গৌণ নামের ফলভেদ,—

এইরূপ নাম, কস্মিন্জ্ঞানকাণ্ডগত ।

পুণ্য মোক্ষ দান করে শাস্ত্রের সম্মত ॥

নামের যে মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেমধন ।

তার মুখ্য নামে মাত্র জন্মে সাধুগণ ॥ ৪৬ ॥

(হরিনামচিন্তামণি, নামগ্রহণবিচার)

### মুখ্যনাম—

অঘদমন-যশোদানন্দনো নন্দসূনো

কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ।

প্রণত-করণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে

স্বায় মম রতিক্রমৈব বর্দ্ধিতাং নামধেয় ॥ ৪৭ ॥

( শ্রীকৃষ্ণগোস্বামিকৃত ঐকৃষ্ণনামস্তোত্রে ৫ম শ্লোক )

হে অঘ-দমন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দনন্দন, হে কমলনয়ন,  
হে গোপীচন্দ্র, হে বৃন্দাবনেশ্বর, হে প্রণত-করণ, হে কৃষ্ণ প্রভৃতি তোমার  
অনেক স্বরূপ। হে নামধেয়, সেই সকলস্বরূপে আমার অহুরাগ প্রচুর  
পরিমাণে বর্দ্ধিত হউক ॥ ৪৭ ॥

নিরপরাধে মুখ্য নামোচ্চারণের ফল—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে  
কর্ণক্রেড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণাববুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ।  
চেতঃ প্রাপ্তগঙ্গসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং  
নো জানে জনিতা কিয়ন্তিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥৪৮॥

( বিদগ্ধ মা: ১১২ )

‘কৃষ্ণ’ এই দুইটি বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে,  
তাহা জানি না ;—দেখ, যখন ( নটীর • গায় ) তাহা তুণ্ডে ( মুখে )  
নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড ( মুখ ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার ( অর্থাৎ  
আসক্তি বর্দ্ধন ) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে ( অঙ্কুরিত হয় ),  
তখন অববুদ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাপ্তি ( সঙ্গিনীরূপে )  
উদ্ভিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে ॥ ৪৮ ॥

মুখ্য-নাম-গ্রহণের প্রধান সাতটি ফল—

চেতোদর্পণমার্জজনং ভবং-মহাদাবর্গি-নির্ব্বাপণম্  
শ্রেয়ঃ কৈরবচস্প্রিকাবিতরণং বিজ্ঞাবধুজীবনম্ ।

আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতান্বাদনং

সর্ববাত্মসুপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্ ॥ ৪৯ ॥

( শিফাষ্টক ১১ শ্লোক )

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তন মলিনচিত্ত জীবের হৃদয়-দর্পণকে মার্জন করেন, ভবাটবীর মহাদাবাগ্নি নির্বাপণ করেন, জীবের পরমর্মজলরূপ কুমুদের শুভ্রবিকাশক কল্যাণ-কিরণ বিতরণ করেন ; তিনি অপ্রাকৃত-বিজ্ঞাবধুর ( অহুভূতির ) জীবনস্বরূপ ও জীবের অপ্রাকৃত-কৃষ্ণসেবানন্দবর্দ্ধনকারী । তিনি পদে পদে পূর্ণামৃত আনন্দন করান এবং সর্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদন করেন । সেই সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তন জয়যুক্ত হউন ॥ ৪৯ ॥

ধর্ম্যার্থকামমোক্ষাদি নামের আনুযায়িক ফল—

মুখ্যফল একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমা—

ভক্তিস্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি শ্রী-

দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্তিঃ ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেহস্মান্

ধর্ম্যার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ৫০ ॥

( শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক )

হে ভগবন্, তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদ্ভিত ( স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ) হন । তখন ( ধর্ম্যার্থকামরূপ জীবর্গ ও মুক্তিরূপ অপবর্গ-প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না ; কেননা ) স্বয়ং মুক্তিই কৃতাজলিপুটে ( দাসীর হায়ে পূর্ব হইতেই আনুযায়িকভাবে অবিজ্ঞানোচনরূপ অবাস্তর ফল দ্বারা ) আমাদেরগেহ সেবা করিতে থাকিবে । আর ভুক্তি ( অনিত্য স্বর্গভোগাদি ) ধর্ম্যার্থকামের ফলসমূহ ( যখন যেমন প্রয়োজন,

তখন সেইরূপভাবে তোমার চরণ-সেবার নিমিত্ত আমাদিগের) আদেশ কাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে ॥ ৫০ ॥

“নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন” দ্বারা ভক্তনের যাবতীয় অঙ্গের পূর্ণতা—

মন্ত্রতন্তুতশ্চিদ্রং দেশকালার্হবস্ততঃ ।

সৰ্বং করোতি নিশ্চিদ্রমনুসঙ্কীৰ্ত্তনং তব ॥ ৫১ ॥

( ভাঃ ৮২৩১৬ )

( শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—) মন্ত্র হইতে ( স্বরাদি ভংশ দ্বারা ), তন্ত্র হইতে ( ক্রমবৈপরীত্য দ্বারা ) এবং দেশ-কাল-পাত্র তথা বস্তু হইতে ( দক্ষিণাদি দ্বারা ) যে যে ন্যূনতা হয়, আপনার নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন মাত্র সে সকলকে নিশ্চিদ্র অর্থাৎ পরিপূর্ণ করে ॥ ৫১ ॥

সাধুসঙ্গেই শুদ্ধ-নাম উদ্ভিত হন—

মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা মিথ্যার্থধীর্মতিম্ ।

ধাত্তে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি জাতশ্চনির্বদঃ কৃণসঙ্গেন সাধুযু ।

গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্ববাসুবন্ধনঃ ॥ ৫৩ ॥

( ভাঃ ৬২১৩৮-৩৯ )

শ্রীঅজামিল কহিলেন,—“আমার বুদ্ধি এখন সত্যস্বরূপ পরমার্থ-বস্তুতে উদ্ভিত হইয়াছে, এখন আমি দেহাদিতে ‘আমি ও আমার’ এইরূপ মতি পরিত্যাগ করিয়া ভগবন্নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ (সেবোন্মুখ) মন শ্রীভগবানে নিয়োগ করিব।” হে রাজন, অজামিলের কৃণকাল-মাত্র সাধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ঐ প্রকার সুন্দর নির্বেদ জন্মিল। তিনি পুত্রাদি স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া হরিভজনার্থ গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন ॥ ৫২-৫৩ ॥

সার্বভৌম-সঙ্গে ভোমার কলুষ কৈল ক্ষয় ।

‘কলুষ’ ঘুটিলে জীব ‘কৃষ্ণনাম’ লয় ॥ ৫৪ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ১৫২৭৬ )

অসাধু-সঙ্গে ভাই ‘কৃষ্ণনাম’ নাহি হয় ।

‘নামাক্ষর’ বাহিরায় বটে, নাম কভু নয় ॥ ৫৫ ॥

( প্রেমাববর্ত )

**নাম প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—**

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়েঃ ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যাগঃ ॥ ৫৬ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২লঃ ১০৯ )

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষুকর্ণরসনাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, বখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিংস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং ক্ষুর্ভিলাভ করেন ॥ ৫৬ ॥

**নাম-সাধন-প্রণালী—**

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৫৭ ॥

( শিক্ষাষ্টক ৩য় শ্লোক )

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ত্রায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপূর লোককে সন্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্তনের অধিকারী ॥ ৫৭ ॥

**শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী—**

স্বাং কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিজ্ঞা-

পিভ্যোপতপ্তরসনস্ব ন রোচিকা নু ।

কিস্তাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুফ্টা

স্বাদী ক্রমানুবতি তদগদমূলহন্তী ॥ ৫৮ ॥

( উপদেশানুত ৭ম শ্লোক )

অহো ! বাহার রসনা অবিষ্টাপিত্ত দ্বারা উত্তপ্ত ( অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিষ্টাপিত্ত, ) তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণনামগুণ-চরিতাদিরূপ স্মৃতিশ্রী মিশ্রিও রুচিপ্ৰদ হয় না। কিন্তু যদি আদরের সহিত ( অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিত হইয়া ) নিরন্তর সেট কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা যায়, তবে ক্রমশঃ তাহার আশ্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগব্যাধিরও উপশম হয় ॥ ৫৮ ॥

নাম-সাধনে দৃঢ়তা—

খণ্ড খণ্ড যদি হই, যায় দেহ-প্রাণ ।

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥ ৫৯ ॥

( টীঃ ভাঃ আদি ১৬১৯৪ )

“নামকীর্তন”-হইতেই রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্তি—

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল ।

বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,

রবিতপ্ত মরুভূমি সম ।

কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া,

বরিষয় স্থধা অনুপম ॥

হৃদয় হইতে বঁলে, জিহবার অগ্রেতে চলে,

শব্দরূপে নাচে অনুস্রবণ ।

কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থরথর,

স্থির হইতে না পারে চরণ ॥

চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ষা,                      পুলাকিত সব চৰ্ম,  
বিবর্ণ হইল কলেবর।

মূর্চ্ছিত হইল মন,                      প্রলয়ের আগমন,  
ভাবে সর্বদেহ জরজর ॥

করি' এত উপদ্রব,                      চিন্তে বর্ষে সুখাদ্রব,  
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে ।

কিছু না বুঝিতে দিল,      মোরে ত' বাতুল কৈল,  
মোর চিন্তা বিভূত সব হরে ॥

[illegible]

কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়,                      যাহে যাহে স্তুখী হয়,  
সেই মোর স্তুতের সম্বল ॥

[illegible]

ঈষৎ বিকশি' পুন,                      দেখায় নিজ-রূপভুগ,  
চিন্ত হরি' লয় কক্ষপাশ ॥

পূর্ণ বিকশিত হঞা,                      ভ্রজে মোরে যায় লঞা,  
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস ।

মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,  
এ দেহের করে সর্বনাশ ॥

କୃଷ୍ଣନାମ-ଚିନ୍ତାମଣି, ଅଖିଳ ରାସର ଖିନି,  
ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ, ରସମୟ ।

নামের বালাই যত,

সব লয়ে হই হত,

তবে মোর সুখের উদয় ॥ ৬০ ॥

### চতুর্বিধ নামাভাস—

সাক্ষেতাং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা ।

বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদ্রুঃ ॥ ৬১ ॥

( ভাঃ ৬২।১৪ )

সন্ধেত ( অর্থাৎ অগ্রবস্তুর লক্ষ্য করিয়া যে নাম-উচ্চারণ ),  
পরিহাস ( অর্থাৎ উপহাসচ্ছলে নাম-উচ্চারণ ), স্তোভ ( অর্থাৎ অগৌরবের  
সহিত নাম-উচ্চারণ ) ও হেলা ( অর্থাৎ অনাদরপূর্বক নাম-গ্রহণ )—  
এই চারিপ্রকারে ছায়া-নামাভাস হয় । পণ্ডিতগণ তাদৃশ ভগবন্মানামাভাসকে  
অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন ॥ ৬১ ॥

### নামাভাসের ফল—

তং নির্ব্যাজং ভজ্য গুণনিধে পাবনং পাবনানাং

শ্রদ্ধা-রজ্যম্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিন্ ।

প্রোত্নমন্তঃকরণকুহরে হস্ত যন্মানভানো-

রাভাসোহপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বাস্তরাশিচ্ ॥ ৬২ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১।৫১ )

হে গুণনিধে, তুমি পরমপাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা-  
মূলক মতির সহিত অতি শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর । কেননা, তাঁহার  
নামরূপ স্মরণের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ  
অন্ধকারাশিকে বিনষ্ট করে ॥ ৬২ ॥

### নামাভাসের ফল—

যদাভাসোহপ্যুত্ন কবলিত ভবধ্বাস্ত্রবিভবো,

দৃশং তদ্বাক্কানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীন্ ।

জনস্তম্ভোদাতুং জগতি ভগবন্নামতরণে

কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৬৩ ॥

( রূপগোষ্ঠামিকৃত কৃষ্ণনাম-স্তোত্র )

হে ভগবন্নামহর্য্যা, আপনার আভাসেও ( অর্থাৎ সাক্ষেত্যাদি দ্বারা উচ্চারণেও ) সংসারাক্রকার বিনষ্ট করে এবং তত্ত্বাক্ষর্য্যাক্তির কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক চক্ষু প্রদান করিয়া থাকে । ইহজগতে কোন বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা আপনার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ ? ৬৩ ॥

হরিদাস কহেন,—যেছে সূর্য্যের উদয় ।

উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয় ॥

চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ ।

উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ ॥

এছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয় ।

উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ৬৪ ॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৮২-৮৩ )

নাম ও নামাভাসের ফল-ভেদ—

নামৈকং যশ্চ বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা

শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্ ।

তচ্চেদেহদ্রবিণজনত্রালোতপাষণ্ডমধ্যে

নিষ্কিপ্তং স্থান ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ ৬৫ ॥

( পদ্মঃ পুঃ স্বঃ থঃ ৪৮অঃ )

যাহার মুখে একটু হরিনাম উদিত, স্মরণ-পথগত বা শ্রোত্রমূল-প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক অথবা খণ্ডোচ্চারিতই হউক, নাম-

এহীতাকে অবগুই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাকর দেহ, দ্রবিশ, জনতা, লোভ, পাষণ্ড ( চিহ্ন-সম্বন্ধ-বুদ্ধি ) ইত্যাদি পাষণ্ড-স্বরূপ অপরাধ মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধ-নিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা জ্বলন্তন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না ॥ ৬৫ ॥

### নামাভাস ও নামাপরাধের ফলভেদ—

যথা নামাভাসবলেনাজামিলো দূরাচারোহপি বৈকুণ্ঠং  
প্রাপিতস্তথৈব স্মার্তাদয়ঃ সদাচারঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো  
নামগ্রাহিণোহপ্যর্থবাদকল্পাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব  
প্রাপ্যন্তে ॥ ৬৬ ॥

( ভাঃ ৬।২।৯-১০ শ্লোকের ‘সারার্থদর্শিনী’-টীকা )

অজামিল যেরূপ দূরাচার হইয়াও নামাভাসবলে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়া-  
ছিলেন, স্মার্তগণ সদাচারসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও বহু নাম গ্রহণ করিয়াও সেরূপ  
গতি লাভ করিতে পারেন না। যেহেতু, তাহারা নামে অর্থবাদ ও অর্থ-  
কল্পাদি অপরাধ-দোষে নামাপরাধফলে ঘোর সংসারকেই প্রাপ্ত হন ॥৬৬॥

### নিরপরাধে নাম-গ্রহণ-কর্তব্যতা—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বভেদং যদগ্ৰহমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ।

ন বিক্রিয়েতাং যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্রক্লেষু হর্ষঃ ॥ ৬৭ ॥

( ভাঃ ২।৩।২৪ )

হরিনাম-গ্রহণ সন্ধেও বাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র-অশ্রুপূর্ণ  
হয় না এবং রোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয়না, হায়! তাহার হৃদয়  
পাষণ্ডসদৃশ কঠিন অর্থাৎ কঠিন নামাপরাধ দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন  
হইয়াছে, নামে গলিত হয় না ॥ ৬৭ ॥

অশ্রুপুলকাবৈব চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুং ;  
যদুক্তং শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিচরণৈঃ—

“নিসর্গপিচ্ছিল-স্বাস্থ্যে তদভ্যাসপরেহপি চ ।

সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্ম্যঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ ইতি

( ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ লঃ ৫২ শ্লোক )

\* \* ততশ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সত্যোরপি যদ্বদয়ং ন  
বিক্রিয়েত তদশ্মাসারমিতি বাক্যার্থঃ । ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়া-লক্ষ-  
ণাত্মসাধারণানি ক্কাস্তিনামগ্রহণাসক্ত্যাদীহেব জ্ঞেয়ানি । \* \*  
কনিষ্ঠাধিকারিণাং সমৎসরাণাস্তু সাপরাধচিত্তাশ্মামগ্রহণবাহুল্যে-  
হপি তন্মাধুর্যানুভবাবাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত, তদ্বাজ্ঞকাঃ  
ক্কাস্ত্যাদয়োহপি ন ভবন্তি, তেষামেব অশ্রুপুলকাদিমন্ত্বেপাশ্ম-  
সার হৃদয়তয়া নিদৈব । কিঞ্চ ! তেষামপি সাধুসংজ্ঞেনানর্থনিবৃদ্ধি-  
নিষ্ঠারূঢ়্যাদিভূমিকারূঢ়ানাং কালেন চিত্তদ্রবে সতি চিত্তশ্মাস্ম-  
সারত্বমপগচ্ছতোব । যেযান্তু চিত্তদ্রবেহপি সতি চিত্তশ্মাস্মসারতা  
তিষ্ঠেদেব, তে তু দুশ্চিকিৎশা এব জ্ঞেয়াঃ” ॥ ৬৮ ॥

( ভাঃ ২।৩২৪ শ্লোকের ‘সারার্থদর্শিনী-টীকা’ )

( যদিও হরিনামে চিত্তদ্রবতার বাহুলক্ষণ ‘অশ্রুপুলকাদি’ তথাপি )  
ঐ ‘অশ্রু’ ও ‘পুলক’ই (সকল ক্ষেত্রেই) যে চিত্ত ক্ষোভের লক্ষণ,  
তাঁহাও বলিতে পারা যায় না । যেহেতু, শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ বলেন  
যে, যে-সকল লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরে প্রথ,  
অন্তরে কঠিন ( দুর্গম-সম্মন্য দৃষ্টব্য ) এবং যে-সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিকভাবে  
উদয়ার্থ ধারণাবিশেষের দ্বারা অভ্যাসপর এইরূপ লোকের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস  
ব্যতীতও কোথাও কোথাও অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায় । বাহিরে অশ্রু-

পুলকাদি সঙ্কেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই ‘পাষণ’ সদৃশ কঠিন।  
 হৃদয়-বিকারের মুখ্য-লক্ষণসমূহ শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু  
 পূর্ববিভাগ ৩য় লহরী ১১শ সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—( ১ ) ক্ষান্তি অর্থাৎ  
 জাগতিক কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুণ্ণচিত্ততা, ( ২ )  
 অব্যর্থ-কালত্ব অর্থাৎ নিরন্তর ভগবৎ-সেবা-যুক্ততা, ( ৩ ) বিরক্তি অর্থাৎ  
 কৃষ্ণেতর-বিষয়ে স্বাভাবিকী অরোচকতা ( ভাঃ ৫।১৪।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ),  
 ( ৪ ) মানশূন্যতা—উত্তম হইয়াও আপনাকে নিক্ষেপিত ‘তৃণাধম’-জ্ঞান,  
 ( ৫ ) আশাবন্ধ—ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তি-সম্বন্ধে দৃঢ়া সম্ভাবনা, ( ৬ ) সমুৎকণ্ঠা  
 —কৃষ্ণপ্ৰীতিলভের জন্ত যে অত্যন্ত লুক্কতা, ( ৭ ) নামগানে সদাক্ষি, ( ৮ )  
 ভগবানের গুণ-কীর্তনে আসক্তি, ( ৯ ) তদ্বসতি স্থগে প্ৰীতি ।

যে ভাগ্যবান্ পুরুষের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনামউদিত  
 হওয়ায় হৃদয়-বিক্রিয়া বা বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত নববিধ  
 লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। অতএব অসাধারণ ক্ষান্তিই, নামগ্রহণে  
 অসাধারণ আসক্তিই হৃদয়-বিকারের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। মৎসরতায়ুক্ত  
 বৈষ্ণবপ্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায় বহুবার ‘নাম’  
 ( অর্থাৎ নামাপরাধ ) গ্রহণেও নামমাধুর্যানুভবের অভাবে তাহাদের  
 চিত্ত দ্রব হয় না, সুতরাং চিত্তবিক্রিয়া-প্রকাশক ‘ক্ষান্তি’ প্রভৃতি  
 নববিধ লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। এইরূপ ব্যক্তিগণের  
 অশ্রুপুলকাদি বাহ্য লক্ষণ থাকিলেও ইহাদিগের হৃদয় অপরাধ-হেতু  
 ‘পাষণতুল্য কঠিন, সুতরাং নিন্দার্হ।’ কিন্তু সাধুসঙ্গের দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্ত  
 হওয়ার পর ইহাদেরও চিত্ত নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় আকৃষ্ট হইলে  
 কালে চিত্ত দ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাণ্ডিগুরূপ অপরাধ  
 বিদূরিত হয়। কিন্তু যাহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও অপরাধ-নিবন্ধন চিত্তের  
 কাণ্ডিগুরূপ থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্য জানিতে হইবে ॥ ৬৮ ॥

## দশবিধ-নামাপরাধ—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে

যতঃ খ্যাতিং যাতঃ কথমু সহতে তদ্বিগ্ৰহাম্ ॥ ৬৯ ॥

শিবস্ত্রীবিষোধ্যঃ ইহ গুণনামাদি সকলং

ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥ ৭০ ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্লনম্ ।

নাম্নো বলাদ্ যস্ত হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্বতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥ ৭১ ॥

ধর্মত্রেতত্যাগহতাদি সর্ববশ্তুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ ।

অশ্রদ্ধধানে বিমুখেহপ্যাশৃণুতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ ৭২ ॥

শ্রদ্ধাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোহধমঃ ।

অহংমাদিপরমো নাম্নি সোপ্যাপরাধকৃৎ ॥ ৭৩ ॥

জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে তু কথঞ্চন ।

সদা সঙ্কীর্্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥

নামাপরাধযুক্তানাং নামাশ্চেব হরন্ত্যধম্ ।

অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্বেবার্থকরাণি যৎ ॥ ৭৫ ॥

( পদ্যপুঃ স্বর্ণ ৭ ও ৪৮ অঃ )

( ১ ) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে ; যে সকল নামপরায়েণ সাধু হইতে ভগতে, কৃষ্ণনাম-মহিমা প্রসিদ্ধি লাভ করেন ( প্রচারিত হন ), শ্রীনামপ্রভু সেই সকল সাধু-নিন্দা কি প্রকারে সহ করিবেন ? অতএব সাধুনিন্দা নামাপরাধ ; ( ২ ) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদদর্শন করে, অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ছায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নাম-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন,—এইরূপ

বুদ্ধি করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিবন্ধিজ্ঞানে ত্রিবিধু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার সেই নামের ছলে নামাপরাধ নিশ্চয়ই অহিতকর; (৩) নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্যাবুদ্ধিমূলে অস্বীকার; (৪) বেদ ও সাক্ষত-পুরাণাদির নিন্দা; (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিশুষ্টি, এবং (৬) ভগবন্নামসমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা নামাপরাধ; (৭) বাহার নামবলে পাপাচরণে বুদ্ধি হয়, বহু যম, বহু নিয়ম, ধ্যানধারণাদি কৃত্রিম যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা সেই অপরাধীর নিশ্চয়ই শুদ্ধি হয় না; (৮) ধন্য, ব্রত, ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্মের সহিত অপ্রাকৃত নামগ্রহণকে সমান বা তুল্যজ্ঞান করাও অনবধান বা প্রমাদ,—উহাও নামাপরাধ; (৯) শ্রদ্ধাহীন, বা নামশ্রবণে বিমুগ্ধ ব্যক্তিকে যে উপদেশদান, তাহা মঙ্গলময় শ্রী নামের নিকট অপরাধ; (১০) যে-ব্যক্তি নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও ‘আমি’ ও ‘আমার’ এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রী নামগ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী। অনবধানতা বশতঃই হউক কিম্বা যে কোন প্রকারে হউক, নামাপরাধ ঘটিলে নামৈকশরণ চইয়া নিরন্তর নামসঙ্কীর্ণনই করিতে হইবে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপনাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রী নাম প্রয়োজন-সাধকও হইয়া থাকেন অর্থাৎ নামাপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর শ্রী নামগ্রহণফলে নামের ফল যে কৃষ্ণপ্রেমা—তাঁহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬৯-৭৫ ॥

### সাম্বন্ধিন্দা বা প্রধান নামাপরাধ—

নাশচর্য্যমেতদ্বদসংস্ত সর্ববদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিসু ।

সেব্যং মহাপুরুষ পাদপাংশুভিনিরন্ততেজঃস্ত তদেব শোভনম্ ॥ ৭৬ ॥

( ভাঃ ৪।৪।১৩ )

যাহারা এই জড়দেহকে ‘আত্মা’ বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ

পুরুষ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজোনাশ করিয়া থাকে । অতএব অসতের মহৎ-বিষেবই শোভনীয় ; কারণ, তাহার দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রতিফলই প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥৭৬॥

যে গো-গর্দভাদয় ইব বিষয়েষেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি কো ভগবান্ কা ভক্তিঃ কো গুরুরিতি স্বপ্নেহপি ন জানন্তি তেষামেব নামাভাসাদিরীত্যা গৃহীত-হরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেবোদ্ধারঃ । হরিভজনীয় এব ভজনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব গুরুপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্বের হরিং প্রাপুরিতি বিবেকবিশেষবদ্ভেদপি— “নোদীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোহয়ং রসনাম্পৃগেব কলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক” ইতি (পছাবলী ১৮ অক্ষুত স্বামিকৃত-শ্লোক)-প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি-দৃষ্টান্তেন কিং মে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্তনাদিভিরেব মে ভগবৎপ্রাপ্তি-র্ভাবিনীতি মন্যমানস্ত গুরুবজ্রা-লক্ষণমহাপরাধাদেব ভগবন্তুং ন প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্বেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতীতি” ॥ ৭৭ ॥

( ভাঃ ৬।২।৯ শ্লোকের ‘সার্বার্থদর্শিনী’-টীকা )

যে-সকল ব্যক্তি গো-গর্দভাদির জ্ঞায় বিষয়েই সর্বদা ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায়, কে ভগবান্, ভক্তিই বা কি, কে-ই বা গুরু—এই সকল কথা স্বপ্নেও জানে না, সেইসকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধশূন্য অজামিলাদির জ্ঞায় নামাভাসাদি রীতি-অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে

তাহাদেরও, গুরু অর্থাৎ সাধুসঙ্ঘ-ব্যতীতই উদ্ধার হইতে পারে ; ভজনীয় বস্তু—শ্রীহরি, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু ( সাধুশ্রেষ্ঠ ), গুরুপদটি ভক্তগণই পূর্বে পূর্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন,—এইরূপ বিবেকবান হইয়াও “কৃষ্ণনাম্বরূপ”-মহামন্ত্র ( সেবোন্মুখ ) রসনা-স্পর্শমাত্রই কলদান করে, দীক্ষা, সংক্রিয়া বা পুরস্কারাদি বিধিকে কিঞ্চিৎমাত্রও অপেক্ষা করে না,—এই শাস্ত্রপ্রমাণ-দৃষ্টে এবং অজামিলাদির গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহারা মনে করেন যে, “আমার গুরুানুগত্যরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, নামকীর্তনাদির দ্বারাই ত’ আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে ?”—এইরূপ মননশীল ব্যক্তিগণ গুরুবজ্রালক্ষণরূপ মহাপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিলেই ( অর্থাৎ মহাস্তগুরু বা সাধুসঙ্ঘানুগতা হইলেই ) তাহাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয় ॥ ৭৭ ॥

বৈষ্ণব-নিন্দকের মুখে ‘নাম’ কীর্তিত হয় না বা ভগবান্  
তাহার পূজা গ্রহণ করেন না—

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন ।

সেই পায় দুঃখজন্ম জীবন-মরণ ॥

বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার ।

বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপী দুরাচার ॥

পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ ।

বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ-জন ॥ ৭৮ ॥

শূলপাণির জ্বায় শক্তিশালী পুরুষও বৈষ্ণবনিন্দাকলে  
বিনষ্ট হয়—

শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে ।  
তথাপিও নাশ যায় কহে শাস্ত্রবন্দে ॥  
ইহা না মানিয়া যে স্তজন নিন্দা করে ।  
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে ॥ ৭৯ ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২।৫৫-৫৬)

বৈষ্ণব-নিন্দকের অপরিসীম শাস্তি ; মহাপ্রভুর বাক্য—

প্রভু বলে,—বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন ।  
কুষ্ঠরোগ কোন তারে শাস্তি যে এখন ॥  
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র ।  
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র ॥  
চৌরাশী সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষ্যে ।  
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে ॥ ৮০ ॥

(চৈঃ ভাঃ ৪।৩৭৫-৩৭৭)

বৈষ্ণব-নিন্দক পিতৃপুরুষগণের সহিত মহারৌববে পতিত  
হয় ; ষড়্‌বিধ পতনের কারণ—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে গুঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ।  
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্কঃ মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥ ৮১ ॥  
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বৈষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি ।  
ক্রুধাতে য়তি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি যট ॥ ৮২ ॥

(স্কন্দপুরাণ)

যে-সকল মূঢ়ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, যে নিন্দা করে, যে ঘেঁষ করে, যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম (বা পূজা) না করে, যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে ও বৈষ্ণব-দর্শনে যে আনন্দিত না হয়, এই ছয়জনই অধঃপতিত হয় ॥৮১-৮২॥

বৈষ্ণব-নিন্দকের জিহ্বা ছেদ্য—

কর্ণৌ পিথায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে

ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভিন্ ভিরশ্রুমানৈ ।

ছিন্দ্যাৎ প্রসহ রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে-

জিজ্ঞাসামসূনপি ততো বিস্বজেৎ স ধর্ম্মঃ ॥ ৮৩ ॥

( ভাঃ ৪।৪।১৭ )

কোন দুর্দাস্তব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে যদি দাসের সেই নিন্দককে মারিতে কিম্বা স্বয়ং মরিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণধর আচ্ছাদন-পূর্ব্বক প্রভুভক্তের সেইস্তান হইতে চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য; আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসন্তের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণও পরিত্যাগ করা উচিত—ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম্ম ॥ ৮৩ ॥

বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণেও মহান্ দোষ—

“বৈষ্ণবনিন্দাশ্রবণেহপি দোষ উক্তঃ—

‘নিন্দাং ভগবতঃ শৃণুন্ তৎপরশ্চ জনশ্চ বাণ

ততো নাপৈতি যঃ সোহপি যাতাধঃ স্কৃত্যচ্ চ্যুতঃ ॥ ইতি

ততোহপগমশ্চাসমর্থস্ত এব । সমর্পেন তু নিন্দকজিহ্বা  
ছেদ্বা ; তত্রাপাসমর্পেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোহপি কর্তব্যঃ ॥ ৮৪ ॥

( ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫ সংখ্যা )

কেবল যে বৈষ্ণবনিন্দাকারিজন দোষী তাহা নহে, যিনি বৈষ্ণব-  
নিন্দা শ্রবণ করেন, তাঁহারও অপরাধ হয় । শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,  
“ভগবানের বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি স্থানত্যাগ করেন  
না, সেই ব্যক্তিও স্মৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন ।” সেই  
স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া অসমর্থ-পক্ষের বিধান মাত্র । সমর্থ হইলে  
নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করা কর্তব্য । তাহাতেও অসমর্থ হইলে  
নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করাট কর্তব্য ॥ ৮৪ ॥

### বৈষ্ণবাপরাধ-ঋণনোপায়—

যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার ।

পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে যুচে, নহে আর ॥ ৮৫ ॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২।৩২ )

কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায় ।

পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি ক্ষম্বে বাহিরায় ? ৮৬ ॥

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।৩৮০ )

### দ্বিতীয় নামাপরাধ—

শিবঃ শক্তিয়ুতঃ শম্ভুঃ ত্রিলিঙ্গে গুণসংবৃতঃ ।

বৈকারিকশ্চৈস্তজসশ্চ তামসশ্চৈত্যাং ত্রিধা ॥ ৮৭ ॥

হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স সর্বদৃগুপদ্রফ্য তং ভজন্ নিগুণো ভবেৎ ॥ ৮৮ ॥

( ভাঃ ১০।৮৮।৩ ও ৫ )

বৈকারিক, তৈজস ও তামস—এই তিনপ্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত এবং সর্বদা মায়াশক্তিবৃত্ত তত্বই ‘শিব’। আর শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নিগূর্ণ পুরুষ, তিনি সর্বদৃক এবং সকলের উপদ্রষ্টা ; তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নিগূর্ণ হয়। (স্বতরাং শিবাদি ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বিষ্ণু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। তদনু-  
গৃহীত জানিলে নামাপরাধ হয় না।) ॥ ৮৭-৮৮ ॥

### তৃতীয় নামাপরাধ—

রজস্তমশ্চ সৎসেন সত্বক্ষোপশমেন চ ।

এতৎ সর্বং গুরো ভক্ত্যা পুরুষো হৃৎসম্যজয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

যশ্য সাক্ষাস্তগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরো ।

মর্ত্যাসন্ধীঃ শ্রুতং তশ্চ সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ৯০ ॥

( ভাঃ ৭।১৫।২৫-২৬ )

গুরুর অবজ্ঞা একটী নামাপরাধ। সত্ব দ্বারা রজস্তমকে এবং উপশম দ্বারা সত্বকে জয় করার বিধি। গুরুভক্তির দ্বারা অনায়াসে সে-সকল সিদ্ধ হয়। সেই সাক্ষাৎ ভগবদভিন্নবিগ্রহ জ্ঞানালোক-প্রদাতা গুরুদেবে যাহার অসতী মর্ত্যাবুদ্ধি হয়, তাঁহার পক্ষে হস্তীস্নানবৎ সকলট বৃথা ॥ ৮৯-৯০ ॥

### চতুর্থ নামাপরাধ—

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেহনিন্দামন্যত্র চাপি হি ॥ ৯১ ॥

( ভাঃ ১১।৩।২৬ )

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে ।

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥ ৯২ ॥

( ভাঃ ১০।১৬।৪৪ )

বৈদিক কোন শাস্ত্রনিন্দা করিবে না ; ভাগবতশাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা

করিবে। কিন্তু অত্যাশ্রয় শাস্ত্র তত্ত্বদিকারীর পক্ষে উপকারী জানিয়া তাহারও নিন্দা করিবে না। প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি কবিকে প্রণাম করি। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধক নিগমশাস্ত্রকে প্রণাম করি ॥ ১১-১২ ॥

### পঞ্চম নামাপরাধ—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোহয়ং

দেব্যা বিমোহিতমতিবৃত্ত মায়য়ালম্।

ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতিমধুপুষ্পিতায়াং

বৈতানিকে মহতি কৰ্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥ ১৩ ॥

( ভাঃ ৬।৩।২৫ )

(নামসঙ্কীৰ্ত্তনাদি দ্বারাই যদি মুক্তি সুলভ হয়, তবে বিদ্বান্গণ কৰ্ম্মযোগাদির উপদেশ করেন কেন? তত্ত্বভরে বলিতেছেন,—) ভাগবত-ধৰ্ম্মবেত্তা পূৰ্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অত্যাশ্রয় ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃদিগের মতি প্রায়ই দৈবী-মায়ায় অতিশয় বি-মোহিতা হওয়ায়, তাঁহারা এই নামসঙ্কীৰ্ত্তনরূপ পরমভাগবত-ধৰ্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থ-বাদাদি দ্বারা মনোহরবাক্যেই জড়ীভূত ছিল; তাই, তাঁগারা দ্রব্য, অন্তর্ধান ও মগ্নাদি দ্বারা বিস্থত, বহুশৃঙ্গসাধ্য, দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি কৰ্ম্ম-যজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও সুখসাধ্য নামকীৰ্ত্তনাদিতে রত হন নাই। অর্থাৎ নামে সৰ্ব্বসিদ্ধি হয়—এই বাক্যকে স্ততিবাদ মাত্র জানিয়া তাঁহারা নামে নিষ্ঠাবৃত্ত হন নাই; পরন্তু বহু আড়ম্বরবৃত্ত কৰ্ম্মকাণ্ডে নিষ্ঠাপ্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাশ্রুতম্।

ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুস্তমিবাগাঃ ॥ ১৪ ॥

( ভাঃ ৬।১।১৮ )

তে রাজেন্দ্র, মত্তকুস্ত্র জলে ধুইলে যেরূপ পবিত্র হয় না, তজ্জপ নারায়ণপরাসুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হওয়া যায় না ( অর্থাৎ নাম-মাগাধ্যাকে স্ততিবাদ বলিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া কৰ্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আকৃষ্টচিত্ত হইলে সৰ্ব-সিদ্ধিপ্রদ শ্রীনাম-চরণে অপরাধই কৃত হয় ) ॥ ৯৪ ॥

### ষষ্ঠ নামাপরাধ—

তজ্জন্ম তানি কৰ্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ ।

নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৯৫ ॥

কিং জন্মভিস্তিভির্বেহ শৌক্ৰ-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ ।

কৰ্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোহপি বিবুধ্যুষা ॥ ৯৬ ॥

( ভাঃ ৪।৩।১২-১০ )

( অগ্ন্য শুভকৰ্ম্মের সহিত নামকে সমান মনে করিলে অপরাধ হয় । )  
শ্রীনারদ কহিলেন,—মানুষের যে জন্মদ্বারা বিশ্বাত্মা শ্রীহরি সেবিত হন, সেই জন্মই জন্ম ; যে কৃত্যদ্বারা শ্রীহরির সেবানুকূলা হয়, সেই কৃত্যই একমাত্র ‘কৃত্য’, যে আয়ুদ্বারা শ্রীহরির সেবা হয়, তাহাই ‘পরমায়ু’ ; সেই মনই শুদ্ধ মন, সেই বাক্যই প্রকৃত-বাক্য—বাহা দ্বারা বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরি সেবিত হন । মানুষের ত্রিবিধ জন্ম—বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে উৎপত্তির নাম ‘শৌক্ৰ’-জন্ম, উপনয়ন দ্বারা ‘সাবিত্র’-জন্ম, সৰ্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনাক্রম যজ্ঞদীক্ষা দ্বারা ‘যাজ্ঞিক’ বা ‘দৈক্ষ’-জন্ম । কিন্তু শ্রীহরির সেবা ব্যতীত এই জন্মত্রয়ে কি ফল ? আর হরিসেবা-ব্যতীত বেদপ্রতিপাদ্য কৰ্ম্মসকল ও দেবতাগণের আয় দীর্ঘায়ুতেই বা কি ফল ?

• অগ্ন্য শুভকৰ্ম্মের কলঙ্ক— •

অবিন্মিতং তং পরিপূর্ণকামং

স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশাস্তম্ ।

বিনোপসর্পতাপরং হি বালিশঃ

শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্তি সিন্ধুম্ ॥ ৯৭ ॥ (ভাঃ ৬।৯।২২)

(দেবতাগণ কহিলেন,—) দ্বিতীয় অপূর্ব বস্তুর অসম্ভাব হেতু যিনি একমাত্র বিশ্বয়রহিত, যিনি নিজ ক্রিয়াভূত লাভ দ্বারাই নিজে পরিপূর্ণ-কাম, অতএব যিনি সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, চিত্তদোষরহিত—এইরূপ পরমেশ্বর বিজ্ঞব্যতীত যে ব্যক্তি শরণ গ্রহণ করিবার জন্ত অপরের নিকট গমন করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই অজ্ঞ, যেহেতু সে কুকুরের পুচ্ছ ধরিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে ! অর্থাৎ যে-প্রকার সূদৃঢ় ভেলা ব্যতীত সমুদ্রোত্তরণ সম্ভবপর নহে, কুকুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া কখনও সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তদ্রূপ বিজ্ঞব্যতীত অপর দেবতাগণের আশ্রয়ে ব্যসনশতপরিপূর্ণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে

সপ্তম নামাপরাধ—

মন্ত্রে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতোজ-

স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ ।

নারাধনায় হি ভবন্তি পরশ্চ পুংসো

ভক্ত্যা তুতোষ তগবান্ গজযূথপায় ॥ ৯৮ ॥

( ভাঃ ৭।৯।২ )

( অশ্রদ্ধাধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয় । )

( প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের স্তব করিয়া কহিলেন,—) আমরা মনে হয়, ধন, সংকুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য্য, তপস্তা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য, তেজঃ ( কাঙ্ক্ষা ), প্রতাপ, শারীর বল, পৌরুষ ( উত্তম ), প্রজ্ঞা এবং অষ্টাঙ্গ-যোগ—এই দ্বাদশ গুণও সেই পরম পুরুষের আরাধনার যোগ্য হয় না, যেহেতু গজযূথপতির ( শ্রদ্ধাজাত ) ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়াছিলেন । ( অর্থাৎ দীনব্যক্তির শ্রদ্ধাই তদারাধনার যোগ্য ) ॥ ৯৮ ॥

অষ্টম নামাপরাধ—

কচিঙ্গিবর্ত্ততেহভদ্রাং কচিচ্চরতি তৎ পুনঃ ।

প্রায়শ্চিত্তমথোহপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ৯৯ ॥

( ভাঃ ৬:১০ )

লোকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কদাচিৎ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও বা প্রায়শ্চিত্তের ভরসায় সেই সকল পাপ পুনরায় করিয়া থাকে । তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত হস্তীশ্রাব্যের ত্রায় নিরর্থক বলিয়াই মনে হয় ॥ ৯৯ ॥

নবম নামাপরাধ—

তস্ম্যাৎ সর্ববাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা ।

শ্রোতব্য কীর্ত্তিতবাস্ত স্মৰ্ত্তব্যো ভগবান্-নৃণাম্ ॥ ১০০ ॥

( ভাঃ ২:২১৩৬ )

( প্রমাদ অর্থাৎ অনবधानে আলস্ত-বিক্ষেপাদি ঘটিলে নামে জ্ঞান-পূর্ব্বক হেলা হয়, ) অতএব হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ( বাহা হইতে অস্ত্র নির্কিয় পথ আর নাই, সেই ভক্তিযোগ যাহা হইতে উদ্ভূত হয়, ) মনুষ্য মাত্রেয়ই সমস্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিয়া ( অর্থাৎ সৰ্ব্বাস্তঃকরণে ) সর্বত্র এবং সর্বসময়ে সেই ভগবান্ শ্রীহরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ১০০ ॥

দশম নামাপরাধ—

যস্তাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে

স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজম্বীঃ ।

যতীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচি-

জ্ঞানেষভিজ্জেষু স এব গোথরঃ ॥ ১০১ ॥

( ভাঃ ১০:৮৪:১৩ )

( অহংমম ভাব দশম নামাপরাধ । ) যিনি এই স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্বক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গুরুদিগের মধ্যে গাথা অর্থাৎ অতিশয় নির্দোষ ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার ।

‘কৃষ্ণ’ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ ১০২ ॥

( চৈঃ চঃ আদি ৮।২৪ )

তার মধ্যে সর্ববশেষ্ট নাম-সঙ্কীর্তন ।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ ১০৩ ॥

( চৈঃ চঃ অঙ্ক ৪।১৭ )

বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন ।

তবু ত’ না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১০৪ ॥

( চৈঃ চঃ আদি ৮।১৬ )

এক-কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপনাশ ।

প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥

অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন ।

এক কৃষ্ণ-নামের ফলে পাই এত ধন ॥ ১০৫ ॥

( চৈঃ চঃ আদি ৮।২৬-২৮ )

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার ।

তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রদ্ধার ॥

তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর ।

কৃষ্ণনাম-বীজ ভাহে না করে অঙ্কুর ॥ ১০৬ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৯-৩০ )

মায়াবাদী বা কৃষ্ণাপরাধীর মুখে নাম উদ্ভিত হন না—

অতএব তা'র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম ।

‘কৃষ্ণ-নাম’, ‘কৃষ্ণ-স্বরূপ’—দুই ত' সমান ॥

‘নাম’, ‘বিগ্রহ’, ‘স্বরূপ’—তিন একরূপ ।

তিনে ‘ভেদ’ নাহি—তিন ‘চিদানন্দ-রূপ’ ॥

দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ‘ভেদ’ ।

জীবের-ধর্ম্য নাম-দেহ স্বরূপে ‘বিভেদ’ ॥

অতএব কৃষ্ণের ‘নাম’, ‘দেহ’, ‘বিলাস’ ।

প্রাকৃতেশ্বর-গ্রাছ নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ ১০৭ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩০-১৩২, ১৩৪ )

নামকীৰ্ত্তন-নৃত্য-গীতাদি দ্বারা জীবিকার্জন—

“নামাপরাধ”

গীত-নৃত্যানি কুবর্জিত দ্বিজদেবাদিতৃষ্ণয়ে ।

ন জীবনায় যুজ্জীত বিপ্রঃ পাপভিয়া কচিৎ ॥ ১০৮ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ৮।১১১ )

কচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং ন যুজ্জীত ন কুর্যাৎ ।

তত্র হেতুঃ পাপান্তিয়া তথা সতি পাপং শ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

( শ্রীল সনাতন গোস্বামি-টীকা )

দেবদ্বিজের শ্রীতার্থ দ্বিজাতিরা গীত-নৃত্যাদি করিবেন, কিন্তু কদাচ জীবিকার্থ করিবেন না ; জীবিকার্থ নৃত্য-গীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয় ॥ ১০৮ ॥

শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদের টীকা—দ্বিজাতিগণ নিজবৃত্ত্যর্থ কখনও গীত-নৃত্যাদি করিবেন না, করিলে পাপে নিমগ্ন হইবে, হইবে ॥ ১০৯ ॥

ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্ঘা ভক্তিরূপপদ্মতে ।

বিদূরহাদুত্তমতাহাশ্চ তস্মাশ্চ নাস্ততা ॥ ১১০ ॥

( ভঃ রঃ সিং পৃঃ ২।১২৮ সংখ্যাস্থিত-শ্রীলরূপগোস্বামিচরণকৃত-কারিকা )

ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, উহা কখনও উত্তমভক্তির ‘অঙ্গ’ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কারণ উহাতে শৈথিল্যবশতঃ উত্তমতার হানিই হইয়া থাকে। ( তাৎপর্য্য এই যে, “জ্ঞান-কর্ম্মাভ্যাসবৃত্তম্” অর্থাৎ “জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত্ত” এই বাক্যে ‘আদি’ পদে শিথিলতা প্রভৃতি বাবতীয় ভক্তি-প্রতিকূল-অঙ্গ বৃত্তিতে হইবে। ধন ও শিষ্যাদি দ্বারায় যে ভক্তি হইয়া থাকে, তাহা স্থায়ী হয় না, উহাদের অভাবে শিথিল হইয়া যায় ; সুতরাং ধন-শিষ্যাদির দ্বারা লব্ধভক্তিকে কখনই উত্তমভক্তির অঙ্গ বলা যাইতে পারে না ॥ ১১০ ॥

কায়মনোবাক্যে জীবকে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মুখী করাই

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়া বা মঙ্গলাচরণ—

এতাবজ্জন্মসাক্ষ্যাৎ দেহিনামিহ দেহিষু ।

প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ১১১ ॥

( ভাঃ ১০।২২।৩৫ )

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই দেহধারি-জীবের জন্ম-সাক্ষ্য ॥ ১১১ ॥

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ১১২ ॥

( বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪২ )

কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা ইহকাল ও পরকালসম্বন্ধে প্রাণিগণের বাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমান লোক আচরণ করেন ॥ ১১২ ॥

যুগপৎ আচার ও প্রচারই জগৎগুরুর কার্য্য বা

জীবের প্রতি কৃপা—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার ।

প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥

‘অচার’ ‘প্রচার’—নামের করহ ‘দুই’ কার্য্য ।

তুমি—সর্বগুরু, তুমি—জগতের আৰ্য্য ॥ ১১৩ ॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১০২-১০৩ )

গৌরস্বন্দরের আশুগভ্যে কৃষ্ণনাম-প্রচার দ্বারাই

সঙ্কীৰ্ত্তন-পিতার নিত্যসঙ্গ লাভ হয়—

যারে দেখে তারে কহ ‘কৃষ্ণ’-উপদেশ ।

আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার’ এই দেশ ॥

কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ ।

পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥ ১১৪ ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১০৮-১০৯ )

ভারত-ভূমিতে জন্মিয়া মানবমাত্রেয়ই মানবকে নিত্য দয়া

বা কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্তব্য—

ভারতভূমিতে হৈল মমুগ্ধ-জন্ম যা’র ।

জন্ম সার্থক করি’ কর পর-উপকার ॥ ১১৫ ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১ )

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে ‘শ্রীনামতত্ত্ব’-বর্ণন নামক সপ্তদশ রত্ন সমাপ্ত ।

# অষ্টাদশ ব্রহ্ম

## প্রয়োজন-তত্ত্ব

ভাব-সংজ্ঞা—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সামান্যত্ব ।

রুচিভিশ্চিন্ত্যমান্যাকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ১ ॥

( ভ: র: সি: পূ: ৩১ )

বিশুদ্ধসত্ত্বময় প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণসদৃশ এবং ভগবৎ-প্রাপ্ত্যভিলাষ দ্বারা চিত্তদ্রবকারিণী যে ভক্তি, তাহার নাম “ভাব” ॥ ১ ॥

ভাবসম্বন্ধীয় মহাপ্রভুকৃত শ্লোক—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা ।

পুলকৈর্নিচিৎতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

( শিক্ষার্ক ৬ষ্ঠ শ্লোক )

হে নাথ, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে ? বাক্যানিঃসরণ-সময়ে বদনে গদগদ স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাক্ষিত হইবে ? ২ ॥

প্রাক্ষুটিতনামে স্ববিস্মাপক শ্রীমূর্ত্তির মুখভাবোদয়-ক্রিয়া—

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।

বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভগর্দেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

( ভা: ৩২।১২ )

ভগবান্ প্রপঞ্চ-জগতে স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন । সেই মূর্ত্তি মর্ত্যলীলার উপযোগী ; তাহা এত মনোরম যে,

তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিশ্বয়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃষ্টির মধ্যে পরম অলৌকিক ॥ ৩ ॥

### মাধুর্য্যপুরুষের সর্বৈশ্বর্য্যভাব—

স্বয়ম্ভুসাম্যাতিশয়স্রাবীশঃ স্মারাজ্য-লক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তুকামঃ ।

বলিং হরন্তিস্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটিভিতপাদপীঠঃ ॥ ৪ ॥

( ভাঃ ৩।২।২১ )

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্ ; তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর—তাহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই ; তিনি স্বীয় পরমানন্দ-স্বরূপে পরিপূর্ণ-কাম । ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল কর-প্রভৃতি পূজোপহার সমপণ-পূর্ব্বক কোটি কোটি কিরীটসংঘট্টকনি দ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিতেন ॥ ৪ ॥

### রত্নলক্ষণা ভক্তিতে অগ্রভক্তসঙ্গে নামানুশীলন—

পরম্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্ব্যশঃ ।

মিথো রতির্মিথস্তৃষ্টির্নিবৃদ্ধির্মিথ আত্মনঃ ॥ ৫ ॥

স্মরন্তুঃ স্মারয়ন্তুশ্চ মিথোহঘোঘহরং হরিম্ ।

ভক্ত্যা সজ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যাংপুলকাং তমুম্ ॥ ৬ ॥

( ভাঃ ১।৩।৫০-৩১ )

ভগবদ্ব্যশ অতি পবিত্রকারী—তাহাই ভক্তগণ পরম্পর শ্রবণ-কীর্তন করিবেন । তাহাতে পরম্পরের রতি, তৃষ্টি ও আত্মনিবৃত্তির উদয় হইবে । পরম্পর অঘনার্শন হরিকে স্মরণ করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে সাধন-ভক্তি হইতে পরাভক্তির উদয় হয় । উদ্ধারা উৎপলকিত হইয়া পড়েন ॥ ৫-৬ ॥

## ব্যবহারে ভাবলক্ষণ—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা ।

আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ ৭ ॥

আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদসতিস্থলে ।

ইতাদয়োন্মুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাকুরে জনে ॥ ৮ ॥

( ভ: র: সি: পু: ৩।১১ )

যে-সকল ব্যক্তির চিত্তে ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে এই অনুভাবগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—ক্ষান্তি, ( ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহাতে ক্ষুব্ধ না হওয়া ), অব্যর্থ-কালতা ( হরিসেবা ব্যতীত ক্ষণকালও অন্য কার্য্যে কালক্ষেপণ না করা ), বিরক্তি ( ক্রোধের-বিষয়ে অনাসক্তি ), মানশূন্যতা ( আপনার উৎকর্ষ সত্ত্বেও অমানিষ ), আশাবন্ধ ( ভগবৎ-প্রাপ্তিবিষয়ে দৃঢ় আশা-যুক্ত ), সমুৎকণ্ঠা ( অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গুরুতর লোভ ), নামগানে সদা-রুচি, ভগবৎগুণবর্ণনে আসক্তি ও ভগবৎসতিস্থলে প্রীতি ॥ ৭-৮ ॥

## রাগমার্গে সাধক ও সিদ্ধরূপে সেবা দ্বিবিধা—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি ।

তদ্ব্যবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ৯ ॥

( ভ: র: সি: পু: ২।১৫ )

রাগাত্মিকা-ভক্তিতে ঐহিকদের লোভ হয়, তাহারা ব্রজজনের কার্য্যা-ক্সমারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন ॥ ৯ ॥

বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুই 'ত' সাধন ।

বাহ্যে সাধকদেহে করি শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ।

রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া ।

নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥ ১০ ॥

(টৈ: চ: মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ)

প্রেমবৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব

পর্য্যন্ত হয়—

স্বাদৃঢ়েহয়ং রতিঃ প্রেম্না প্রোত্বন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্ ।

স্বান্মনঃ প্রণয়ো রাগোহনুরাগো ভাব ইতাপি ॥ ১১ ॥

বীজমিস্কুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ ।

স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্মাত্ সিতোৎপলা ॥ ১২ ॥

( উজ্জল, স্থায়ীভাব প্রঃ ৪৪ )

এই রতি যদি বিরুদ্ধভাবদ্বারা অভেদরূপে দৃঢ় হয় অর্থাৎ প্রতিকূল ভাবদ্বারা চালিতা না হয়, তাহা হইলে সেই রতিকে প্রেম বলা যায় । ইক্ষুদণ্ডের বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও ক্রমশঃ সিতোৎপল যেরূপ হইয়া থাকে, রতিও সেইরূপ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ হইয়া থাকে । ( একই বস্তুর ক্রমোন্নতি ) ॥ ১১-১২ ॥

সাধন-ভক্তি হইতে হয় রতির উদয় ।

রতি গাঢ় হইলে তারি প্রেম নাম কয় ॥

প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয় ।

রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ১৩ ॥

( টৈ: চ: মধ্য ১২/১৭৬-১৭৭ )

প্রেম-নেত্রেই শ্রীভগবানকে দেখা যায়—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন .

সন্তঃ সদৈবহৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি ।

যং শ্যামসুন্দরমচিস্ত্যগুণস্বরূপং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৪ ॥

( ব্রহ্মসংহিতা ৫১৩৮ )

প্রয়োজন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তি-চক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিস্ত্যগুণ-  
বিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে সদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ  
ভগবানকে আমি ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

মধুর-রসান্বিতা ভক্তি—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-

স্তাভির্ষ এব নিজরূপ তয়াকলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসতাখিলাত্মভূতো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫ ॥

( ব্রহ্মসংহিতা ৩৭ শ্লোক )

আনন্দ-চিন্ময়-রস কর্তৃক প্রতিভাবিত তদীয় স্বীয় চিত্ত্রপের অনুরূপ  
চতুষ্টিকলাযুক্ত যে ক্লাদিনীশক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়বাহরূপ সখীবর্গ  
সাঁহাদের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে  
বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি ॥ ১৫ ॥

অন্থয় ও ব্যতিরেকভাবে রসাস্বাদন—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্ত্বং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাঅনঃ ।

অন্থয়ব্যতিরেকাত্যাং যৎ স্ত্যাং সর্ববক্র সর্ববদা ॥ ১৬ ॥

"

( ভাঃ ২৯৯৩৫ )

‘যিনি আন্থতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তিনি দৈনন্দিন কৃষ্ণলীলায় অন্থরূপে এবং  
অন্থর-মারণাদি লীলায় ব্যতিরেকরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব বিচার করিয়া যে  
বস্তু সর্বত্র ও সর্বদা নিত্য—তাছারই অনুসন্ধান করিবেন ॥ ১৬ ॥

“রসে”র-সংজ্ঞা—

ব্যতীতা ভাবনাবহ্না যশ্চমংকার ভারভূঃ ।

হৃদি সঙ্কোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥ ১৭ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ দঃ ঙলঃ ৭৯ )

ভাবনার পথঃ অতিক্রমপূর্বক চমংকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে  
স্তায়ীভাব শুদ্ধস্ব-পরিমার্জিত উজ্জল হৃদয়ে আস্থাদিত হয়, তাহাই  
রস বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ১৭ ॥

মধুর-রসের অধিকার—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্ ।

মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্ ॥ ১৮ ॥

( গীতগোবিন্দ ১।৩ )

যদি কৃষ্ণ-স্মরণে চিত্ত রসপূর্ণ হইয়া থাকে, যদি রাধাকৃষ্ণের রাসকুঞ্জ  
প্রভৃতি বিবিধ রাসলীলায় প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কৌতূহল হইয়া  
থাকে, তাহা হইলে জয়দেব-কবির মধুর, কোমল ও রমণীয় পদাবলীতে  
গ্রথিত বাক্যাবলী শ্রবণ কর । ( এই শ্লোকে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন  
ও অধিকারী নির্দিষ্ট হইয়াছে । রাধামাধবের রহঃকেলি এইস্থলে অভি-  
ধেয়, তজ্জনিত আনন্দানুভূতিই প্রয়োজন এবং অনর্থযুক্ত রসিক ভক্ত-  
গণই এই গ্রন্থের অধিকারী ) ।

অনধিকারীর প্রতি নিষেধ-বাক্য—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ ।

বিনশ্যত্যাচরন্যোঢ্যাদ যথারূদ্ৰোহন্ধিজং বিষম্ ॥ ১৯ ॥

( ভাঃ ১।৩৩।৩০ )

সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বারা কদাচ একরূপ আচরণ করিবেন না। রুদ্ধ সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মৃত্যু-প্রযুক্ত যদি কেহ সেরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হন ॥১৯॥

### মধুররসে বিপ্রলস্ত—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবুযায়িতম্ ।

শৃণ্বায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ২০ ॥

( শিক্ষাষ্টক ৭ম শ্লোক )

হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার নিমেষসকল যুগবৎ বোধ হইতেছে। চক্ষু হইতে বর্ষার ঞ্চায় জল পড়িতেছে। সমস্ত জগৎ শৃণুপ্রায় হইয়াছে ॥ ২০ ॥

অমুন্যন্থানি দিনান্তুরাণি হরে হৃদালোকনমন্তুরেণ ।

অনাথবন্ধো করুণৈকসিক্কো হা হন্তু হা হন্তু কথং নয়ামি ॥ ২১ ॥

( কৃষ্ণকর্ণামৃত ৪১ শ্লোক )

হে হরি, হে অনাথবন্ধো, হে করুণার একমাত্র সমুদ্র, তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধঃ দিবারাত্রি সকল আমি কিরূপে বাপন করিব ? ২১ ॥

আল্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমা-

মদর্শনান্মহতাং করোটুঁ বা ।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো

মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ২২ ॥

( শিক্ষাষ্টক ৮ম শ্লোক )

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন-পূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মগ্নহতাই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেকোনই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ ॥ ২২ ॥

সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ব ভাব—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।

হৃদয়ং হৃদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোমাহম্ ॥ ২৩ ॥

( পদ্মাবলীধৃত-মাধবেন্দ্রগুরী-বাক্য )

ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ, ওহে মথুরানাথ, কেবে তোমাকে দর্শন করিব ?  
তোমার দর্শনভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে ।  
হে দয়িত, আমি এখন কি করিব ? ২৩ ॥

মধুর-রসান্বিত ভজনকারীর নিষ্ঠা—

ন ধর্ম্যং নাধর্ম্যং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু

ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্যামিহ তমু ।

শচীসুখং নন্দীশ্বরপতিস্তুতহে গুরুবরং

মুকুন্দপ্রেষ্ঠহে স্মর পরমজ্ঞানং নমু মনঃ ॥ ২৪ ॥

( মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক )

হে মন ! বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্যই হউক অথবা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্যই  
হউক, তুমি তাহা কিছুই করিও না । তুমি ইহজগতে বর্তমান থাকিয়া  
ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌর-  
সুন্দরকে নন্দনন্দন ইহঁতে অভিন্ন এবং গুরুবরকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ভজনিয়া  
নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ২৪ ॥

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে “প্রয়োজন-তত্ত্ব”-বর্ণন নামক

অষ্টাদশরত্ন সমাপ্ত ।

# দোলক

## প্রমাণ-তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্বিধ প্রমাণের উল্লেখ—

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্ ।

প্রমাণেশ্বনবস্থানাদ্-বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥ ১ ॥

( ভাঃ ১১।১২।১৭ )

শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ( মহাজন-প্রসিদ্ধি )—এই চারিটি প্রমাণ । এই সকল প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া যখন তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন প্রমাণমাত্রকেই অনবস্থ ( অস্থির ) জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হন ॥ ১ ॥

মনুসংহিতায় ত্রিবিধ প্রমাণের উল্লেখ—

প্রত্যক্ষাণুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্ ।

ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥ ২ ॥

( মনু ১২।১০৫ )

যিনি ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং বেদমূলক শাস্ত্রাদি বিবিধ আগমসকল—এই তিনই উত্তমরূপে জানা কর্তব্য ॥ ২ ॥

বুদ্ধবৈষ্ণব মধ্বমুনি-মতে ‘প্রমাণ’ ত্রিবিধ—

প্রত্যক্ষেন্তর্ভবেদু যস্মাদৈতিহ্যং তেন দেশিকং ।

এমাণং ত্রিবিধং প্রোখ্যাত্তত্র মুখ্যাশ্রুতি ভবেৎ ॥ ৩ ॥

( প্রমেয়রত্নাবলী ৯২ )

“ঐতিহ্য” প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেশিকপ্রবর ত্রীপাদ মন্তব্য-  
মুনি ত্রিবিধ প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত প্রমাণত্রয়ের মধ্যে  
“শ্রুতি” বা “অপৌরুষেয়” বাক্যকেই মূলপ্রমাণ-মধ্যে গণনা করিয়াছেন ॥৩॥

### শব্দপ্রমাণই মূলপ্রমাণ—

যद्यপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্থোপমানার্থাপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্য-  
চেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্র-  
লিপ্সা-করণাপাটব-দোষ-রহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্ ॥

( তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী )

যদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব,  
সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা—এই দশ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে  
পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা, ইঞ্জিরের  
অপটুতা-দোষ-বিরহিত বচনাত্মক শব্দপ্রমাণই মূল প্রমাণ ॥ ৪ ॥

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান ।

শ্রুতি যে মুখ্যার্থ নহে, সেই সে প্রমাণ ॥

জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই শব্দ-গোময় ।

শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয় ॥

স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয় ।

‘লক্ষণা’ করিতে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয় ॥

৩ ( চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৩৫-১৩৭ )

## মধ্যমণি

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ভাকুল-কৃত

গুরুষ্টক

সংসার-দাবানল-লীড়-লোক-  
ত্রাণায় কারুণ্যঘনামনসম্ ।  
প্রাপ্ত কল্যাণ-গুণার্ণবস্ত  
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥

সংসার-দাবানলসমুপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্ত যিনি কারুণ্য-  
বারিবাহরূপ প্রাপ্ত হইয়া রূপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণ-  
গুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ১ ॥

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-  
বাদিত্রমাত্মনসো রসেন ।  
রোমাঞ্চ-কম্পাঞ্চ-তরঙ্গ-ভাজো  
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥

সঙ্কীৰ্তন, নৃত্য, গীত ও বাজাদি দ্বারা উন্নতচিত্ত ভ্রীম্মহাপ্রভুর  
প্রেমরসে যাহার রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রুতরঙ্গ উদ্গত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের  
পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-  
শৃঙ্গার-চন্দ্রমির-মার্জনাদৌ ।  
যুক্তস্ত ভক্তাংশ্চ নিযুক্ততোহপি  
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥

যিনি ত্রিবিগ্রহের নিত্যসেবা, আশ্চর্যসৌন্দর্য নানাবিধ বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দিরমার্জ্জন প্রভৃতি সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥৩॥

**চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ**

**স্বাধীনত্বস্থান হরিতক্সসঙ্ঘান্ ।**

• **কুর্হৈব তৃপ্তিং তজ্জতঃ সর্দৈব**

**বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥**

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্য্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্বিধ রসসম্বিত সুস্বাদু প্রসাদার দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ সেবন-জনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

**শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-**

**মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্ ।**

**প্রতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপস্ত**

**বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥**

যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত-মাধুর্য্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আনন্দন করিবার নিমিত্ত সর্বদা লুক্কিচ্ছ, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

**নিকুঞ্জযুনৌ রতিকেলিসিঁদৌ**

**যা যালিভিযুক্তিরপেক্ষণীয়া ।**

**ভক্তাতিদাক্ষাদতিবল্লভস্ত**

**বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥**

নিকুঞ্জবিহারী ‘ব্রজযুবক্কে’র রতিক্রীড়া-সাধনের নিসিঁদু সখীগণ যে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে অতিনিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

সাক্ষাৎকরিষ্মেন সমস্তশাস্ত্রে-  
 রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সন্তিঃ ।  
 কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তন্ত  
 বন্দে গুরোঃ ত্রীচরণাবিন্দম্ ॥

নিখিলশাস্ত্র যাহাকে সাক্ষাৎ ত্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্তন  
 করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন,  
 তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই ( ভগবানের অচিন্ত্য-  
 ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ ) ত্রীশুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

যন্ত প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদে  
 যন্তাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোহপি ।  
 ধ্যায়ন্তবংস্তন্ত যশস্ত্রিসক্যং  
 বন্দে গুরোঃ ত্রীচরণাবিন্দম্ ॥

একমাত্র যাহার রূপাতেই ভগবদুগ্রহ-লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন  
 হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসক্য সেই গুরুদেবের কীর্তি-  
 সমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

ত্রীমদগুরোরষ্টকমেতদ্বৃচ্চৈ-  
 ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ ।  
 যন্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-  
 সৈবৈব লভ্যা জন্মবোহন্ত এব ॥

( ত্রীবিধনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃত স্তবামৃত-লহরীর ত্রীশুরুদেবাষ্টক )

যে ব্যক্তি এই গুরুদেবাষ্টক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ( অরুণোদয়ের চারিদণ্ড  
 পূর্বকালে ) অতিশয় যত্নের সহিত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তিনি বস্ত্র-  
 সিদ্ধিকাক্সে বৃন্দাবনচক্রের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

## শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভুর বন্দনা—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবয়মভীষ্টদোহং  
 তীর্থাম্পদং শিববিরিক্ষিমুতং শরণ্যম্ ।  
 ভূত্যাৰ্জিহং প্রণতপালভবাক্রিপোতং  
 বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

হে প্রণতপালক, হে মহাপুরুষ, ( মহাভাগবতলীলাভিনয়কারী মহাজন ) আপনিই একমাত্র শুদ্ধজীবের নিত্য ধ্যেয় বস্তু, আপনিই জীবের মোহ-বিনাশক, আপনিই বাহ্যকল্পতরু, নিখিলভক্তের আশ্রয়, শিব-বিরিক্ষির ( সদাশিবরূপ শ্রীঅবৈতাচার্য্য ও ব্রহ্ম-হরিদাসঠাকুরের ) বন্দ্য, আপনিই সর্বশরণ, নামাপরাধাদি ভক্তার্জি-হরণকারী এবং ভব-সমুদ্রের একমাত্র তেলাস্বরূপ । আমি আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ১ ॥

ভ্যক্ত্যু অহুন্ত্যজ-সুরেন্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং  
 ধর্ম্মিষ্ঠ আৰ্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।  
 মায়ামৃগং দয়িতয়েন্সিতমম্বধাবদ-  
 বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

( ভাঃ ১১।৫।৩৩-৩৪ )

হে মহাপুরুষ, আপনি প্রাণ অপেক্ষাও হুন্ত্যজা স্বারাজ্যলক্ষ্মী ( অর্থাৎ আপনার অবিচ্ছেদ্য অভিন্ন শক্তি )—খাহার ( কৃপাকটাক ) দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত, সেই মহালক্ষ্মীকে ( বিষ্ণুপ্রিয়াকে ) পরিত্যাগ করিয়া কোনও ব্রাহ্মণের শাপে তাঁহার বাক্যরক্ষার্থ সন্ন্যাসলীলা-প্রদর্শন, আবার বাহিরে আচার্য্য-রূপ মর্যাদা বা বৈধীভক্তি-পালনরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন এবং মায়ামৃগ অর্থাৎ মায়ার অমুসরণকারী ( অজ্ঞাভিলাষী, ভোগী, ত্যাগী, কুতর্কিক পাষণ্ড, অধম পড়ুয়া প্রভৃতি ) সংসারাবিষ্ট জনসমূহের প্রতি মহা-করুণা-প্রদর্শনাভিলাষে নিজচরণস্পর্শপ্রদান দ্বারা ভগবন্তক্তি-

বিতরণরূপ ( উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে ) গমন করিয়া সেই ভবার্ণব-নিমগ্ন জনগণকে কৃষ্ণপ্রেমসিক্তে নিমজ্জিত করিয়াছেন ; আমি আপনার চরণাবিন্দ বন্দনা করি ॥ ২ ॥

## ৥ল রূপপোদ্গামি-রূত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ- নামাষ্টক

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-

দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজাস্ত ।

অগ্নি মুক্তকূলৈরুপান্তমানং

পরিভ্রুতাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ-রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিরন্তর মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব, হে হরিনাম ! আমি তোমাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি ॥ ১ ॥

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়

জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে ।

স্বমনাদরাদপি মনঃশুদীপিতং

নিখিলোৎপাপপটলীং বিলুপ্তসি ॥

মুনিবৃন্দ সর্বদা তোমাকে কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, নিখিল লোকরঞ্জনের নিমিত্ত তুমি পরম অক্ষরাকার ( অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম-রূপ ) ধারণ করিয়াছ । সাক্ষ্য, পরিহাস, স্তোভ, হেলা,—এইচারিপ্রকার নামাভাসের সহিতও যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাঁহার যাবতীয় উৎকট তাপ, ( এমন কি লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত ) বিনষ্ট করিয়া থাক । অতএব হে নামধেয়, তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২ ॥

যদাভাসোহপ্যুত্থন্ কবলিত-ভবধ্বাস্তবিভবো  
দৃশং তদ্বাক্যানামপি দিশতি ভক্তিপ্রগয়িনীম্ ।  
জনন্তশ্চোদাস্তং জগতি ভগবন্নামতরণে  
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥

হে ভগবন্নাম-সূর্য্য, তোমার জ্যেষ্ঠ প্রকাশও ( নামাভাসও ) সংসার-  
ককারনিমগ্ন ব্যক্তির অজ্ঞানতমঃ বিনষ্ট করে, আবার তত্ত্বদৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে  
ভক্তিবিশয়ী দৃষ্টিও প্রদান করিয়া থাকে । অতএব এই জগতে কোন্  
বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা তোমার মহিমা সম্যক্রূপে কীর্ত্তন করিতে পারে ? ॥ ৩ ॥

যদ্ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি  
বিনাশনায়্যতি বিনা ন ভোগৈঃ ।  
অপৈতি নামক্ষুরণেন তত্তে  
প্রারব্ধকর্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ত্রায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও  
যে প্রারব্ধ কর্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম ! জিহ্বাগ্রে  
তোমার ক্ষুদ্ভিমাতেই সেই কর্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায় ;—বেদ ইহা তারত্বের  
কীর্ত্তন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনৌ  
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ।  
প্রণতকরণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে  
হসি মম রতিরুচ্চৈবর্জিতাং নামধেয় ॥

হে অঘদমন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দসূনৌ, হে কমলনয়ন,  
হে গোপীচন্দ্র, হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে প্রণত-করণ, হে কৃষ্ণ;—ইত্যাদি  
বহুস্বরূপে তুমি আবির্ভূত হইয়াছ । অতএব হে নামধেয়, তেমাতে  
আমার রতি প্রচুরপরিমাণে বর্জিত হউক ॥ ৫ ॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপত্বয়ং  
 পূর্বস্মাৎ পরমেব হস্ত করুণং তত্রাপি জানীয়ম্হে ।  
 যন্তুশ্চিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমস্তান্তবে  
 দাশ্বেনেদমুপাশ্র সোহপি হি সদানন্দানুধৌ মজ্জতি ॥

হে নাম, 'বাচ্য' অর্থাৎ বিভূচৈতন্য ও আনন্দময়-বিগ্রহ এবং  
 'বাচক' অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক তোমার এইটী স্বরূপ, কিন্তু  
 আমরা ঐ বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপকে অধিক রূপাময় বলিয়া মনে  
 করি; কেননা, জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃতাপরাধ (সেবাপরাধী)  
 হইয়া বাচকস্বরূপ তোমার 'নাম' উচ্চারণ করিবামাত্রই (নিরপরাধ হইয়া)  
 ভগবৎপ্রেমসুখে নিমজ্জিত হন ॥ ৬ ॥

সুদিতাশ্রিত-জনার্ভিরাশয়ে  
 রম্যচিদমন-সুখস্বরূপিণে ।  
 নাম গোকুলমহোৎসবায় তে  
 কৃষ্ণ পূর্ববপুষে নমো নমঃ ॥

হে নাম, হে কৃষ্ণ, তুমি আশ্রিত জনগণের পীড়া-(নামাপরাধ)সমূহ  
 নাশ কর; তুমি—পরমসুন্দর চিদমনস্বরূপ এবং গোকুলবাসিগণের মূর্তিমান  
 আনন্দস্বরূপ। অতএব পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ  
 নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

নারদবীণোজ্জীবন সুধোশ্মিনির্ধাস-মাধুরীপূর ।

ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্বর মে রসনে রসেন সদা ॥

(শ্রীরূপপাদকৃত স্তবমালায় শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্)

হে কৃষ্ণনাম, তুমি নারদের বীণার সজীবনস্বরূপ এবং মাধুর্য্য-  
 প্রবাহরূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশস্বরূপ। অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে  
 সর্বদা, অনুরাগের সহিত যথেষ্টরূপে স্ফূর্তিলাভ কর ॥ ৮ ॥

